মহারাণা প্রতাপ

(কাব্যগ্রন্থ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

প্রকাশক—
শ্রীত্রিদিবকুসুম নন্দী।
৩৩৪ নং মার্চ্চেণ্ট ষ্ট্রীট্, রেঙ্গুন।

ভাদ্র—১৩৪১ সাল

মূল্য—৩।০

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস।
কল্যাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
১এ, রাজেন্দ্র লালা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

মেবারের মহারাণা প্রতাপসিংহের ন্যায়
স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকারণে, আর
দীনের সেবায়, যাঁর উৎসর্গীত দেহ-প্রাণ,
ভারতের মহাঋষি, মহাজ্ঞানী জগতের,
মহাত্মা গান্ধীর করে প্রতাপসিংহের এই
পবিত্র জীবনস্মৃতি, এ ক্ষুদ্র কুসুমাঞ্জলি,
দীনা বঙ্গজননীর দীন এই সন্তানের
ভক্তি-অর্ঘ্য, ভক্তিভরে হইল অর্পিত আজি।

নিবেদন

রাণা প্রতাপসিংহ ভারতের এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ এবং জন্মভূমির সেবায় সর্ব্বস্বদান ও অকাতরে সর্ব্ববিধ দুঃখস্বীকার, ঈদৃশ বহুবিধ অনন্যসাধারণ গুণের জন্য তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত ও পূজিত। তাঁহার গৌরবময় জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষাতেও এতদ্বিষয়ে ইতিহাস, নাট্য ও উপাখ্যানের অভাব নাই। তাঁহার মহান্ চরিত্রের গৌরবময় আদর্শ ভারতের জাতীয় জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ্। আজ ভারতের এই সন্ধিক্ষণে সেই আদর্শের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। এই মহান্ উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণাতেই 'মহারাণা প্রতাপের' সৃষ্টি। যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে এই মহাপুরুষের মহান্ চরিত্রের গৌরবময় আদর্শ অতি সামান্যরূপেও তাহার দেশবাসীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তবে তাহার শ্রম ও জীবন উভয়ই সার্থক।

রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় সম্রাট্ আকবরশাহও ভারত-ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি রাণা প্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, রাণা প্রতাপের ন্যায় তিনিও আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বহুবিধ সদ্‌গুণের সমাবেশে তাঁহার চরিত্রও অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল। আজ সেই সমুদয় গুণাবলীরও বহুল প্রচার আবশ্যক। তাঁহার জীবনের একটি উজ্জ্বল অংশ রাণা প্রতাপসিংহের জীবনের সহিত জড়িত। সেই হেতু আজ তাঁহার চরিত্রের আদর্শও দেশবাসীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া গ্রন্থকার আপনাকে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ মনে না করিয়া পারিতেছে না।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে বিরচিত হইলেও 'মহারাণা প্রতাপে' ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। দুই-একটি স্থানে প্রচলিত ইতিহাসের বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতে পারে। কালানুরোধে এই ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদর্শসৃষ্টিও গ্রন্থকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। অবস্থাবিশেষে ঐতিহাসিকের নিকট ঈদৃশ ব্যতিক্রমও ক্ষমার্হ বিবেচিত হইতে পারে, ইহাই গ্রন্থকারের আশা। কিন্তু, সেই বিশিষ্টতা কতদূর সূচিত হইয়াছে, তাহার বিচারভার গুণগ্রাহী বিদ্বৎ-সমাজের উপর।

বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইলেও গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য কতিপয় অনিবার্য্য কারণে স্থগিত ছিল। স্নেহভাজন ডাক্তার শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ দে এম্, বি, এ বিষয়ে অগ্রণী না হইলে আরও কত দিন যে এই অবস্থায় কাটিত জানি না। গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত থাকিয়াও সে যেটুকু আয়াস স্বীকার করিয়াছে, তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়।

দূরত্বের জন্য যথোচিত সংশোধন সম্ভবপর না হওয়ায় বহুবিধ মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে এবং সেই হেতু গ্রন্থের কোন কোন স্থান দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িয়াছে। আশাকরি, পাঠকগণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে বঙ্গের পাঠক-পাঠিকা ও সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট গ্রন্থকারের এই অনুরোধ, গ্রন্থকার তাহার দেশবাসীর হৃদয়ে যে দেশাত্মবোধের উদ্দীপন প্রচেষ্টায় আজ এই কণ্টকময় বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছে, যদি তাহার সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে ফলবতী হইয়া থাকে, তবে যে উৎসাহ ও সহানুভূতি সর্ব্ববিধ সফলতার মূল, তাঁহারা যেন তাহা হইতে গ্রন্থকারকে বঞ্চিত না করেন।

জন্মাষ্টমী, ১৩৪১ সাল।
রেঙ্গুন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

সূচী

মহারাণা প্রতাপ



প্রথম সর্গ

কমল্মীর—বসন্তোৎসব।

ধীরে ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী নিশি
হইল প্রভাত, ধীরে ভারতবর্ষের
মহান্ গৌরবময় একটি দিবস—
একটি সুখের দিন—সুদীর্ঘ একটি
বর্ষ-অন্তে ধীরে ধীরে সমাগত পুনঃ।
সমাগত আর্য্যাবর্ত্তে প্রেম ও প্রীতির
মহোৎসব দোললীলা হোলিখেলা দিন
শান্তির পবিত্র তীর্থ, প্রেম ও প্রীতির
লীলাভূমি ভারতের নর ও নারীর

প্রিয়তম দেবদেবী, প্রেম-অবতার,
প্রেমের আদর্শমূর্ত্তি শ্রীহরি রাধার
যুগল মিলনোৎসব—অপূর্ব্ব প্রেমের
মহোৎসব দোললীলা, হোলিখেলা এই !
আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী হিন্দুস্থান
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সেই মহোৎসবে !
আশতদ্রুবিন্ধ্যাচলব্যাপী রাজস্থান
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সে উৎসবে আজ !
মায়াবিনীকরধৃত মায়াযষ্টিস্পর্শে
নিদ্রাচ্ছন্না রাজকন্যা উঠে যথা জাগি
বিজন প্রাসাদে চারু সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে
চমকিতা স্বপ্নমুগ্ধা, উঠিল তেমতি
প্রভাতের নিরমল রবিকর স্পর্শে
সুপ্ত রাজস্থানভূমি জাগিয়া মুখর
নবসুখআশা-হর্ষ-আকুল-অন্তর।
নদনদী-শৈলমালা-বনানীবেষ্টিত
রাজস্থান—প্রকৃতির লীলানিকেতন—
নবকিশলয়-পুষ্পে শোভিত অপূর্ব্ব।
বিভূষিত তরুরাজি শ্যাম পত্রদলে,
বল্লরী কুসুম-দামে, তৃণগুল্মচয়

প্রথম সর্গ

স্নিগ্ধসুকোমলকান্তি, প্রসন্নসলিলা
স্রোতস্বিনী, স্বচ্ছবারিপূর্ণ সরোবর।
শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত, বিবিধ বর্ণের
নানাশ্রেণীপুষ্পরাজিশোভিত উদ্যান
বিচিত্রসৌন্দর্য্যময়। চারু মনোহর
কুমুদকহ্লারপরিশোভিত তড়াগ—
অর্দ্ধ-পূর্ণ-বিকশিত। রবিকরোজ্জ্বল
সুনীল নির্মেঘ নভঃ, পিকমুখরিত
কানন, মধুপপুঞ্জ গুঞ্জরে নিকুঞ্জে,
কুসুমসৌরভময় বহে সমীরণ।
প্রসারি বিচিত্র পক্ষ প্রজাপতিদল
উড়িতেছে ইতস্ততঃ মধুআহরণে।
সুসজ্জিত গৃহাবলী পল্লবে কুসুমে,
সৌধমালা সুরঞ্জিতপতাকাশোভিত,
রাজপথ মনোহরতোরণভূষিত।
শোভে প্রতি গৃহদ্বারে যুগল কদলী
যুক্তশীর্ষ, পদমূলে পূর্ণকুম্ভ-দ্বয়
আম্রপত্রবিভূষিত নারিকেলশিরে।
গৃহে গৃহে, নরনারী হৃদয়ে হৃদয়ে
মোহন রাগিণী এক উঠিছে বাজিয়া,

মহারাণা প্রতাপ

উঠিছে অব্যক্ত এক মধুর ঝঙ্কার,
হৃদয়-তন্ত্রীতে মৃদু, কি এক অপূর্ব্ব
পুলক-তরঙ্গ রঙ্গে বহিছে শোণিতে !
 পুণ্যভূমি রাজস্থানে, রাজপুতনার
মহান্ গৌরবময় মেবার প্রদেশে,
শৈলবনরাজিপরিবৃত কমল্মীরে
উদয়সাগরতীরস্থিত দেবালয়—
শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার পবিত্র মন্দির
মধুর বসন্তোৎসবে শোভে অপরূপ ।
শোভিছে পতাকারাজি বিবিধ বর্ণের
সৌধ-শীর্ষে, স্তম্ভশীর্ষে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী
তরুশাখাবদ্ধ ক্ষৌমসূত্রে অগণিত ।
অলিন্দ ও স্তম্ভশ্রেণী, সোপাননিচয়,
নীল, রক্ত, পীত, নানাবর্ণবস্ত্রাবৃত ।
স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্দ্ধবৃত্তাকারে
শোভিত, প্রাচীরগাত্রে চারুচিত্রাবলী
পত্রে পুষ্পে বিভূষিত, শ্যামপত্রাবৃতা
পুষ্পিতা বল্লরী শোভে—চিত্রলেখা প্রায়-
স্তম্ভ ও প্রাচীর-গাত্র করিয়া বেষ্টন ।
স্থানে স্থানে বিরচিত কুসুম-স্তবক

প্রথম সর্গ

অপরূপ, সুবিশাল উদয়সাগর
প্রশান্ত গম্ভীর স্থির, স্বচ্ছ বারিরাশি
শোভিতেছে যেন এক বিশাল মুকুর
প্রসারিত বনভূমে। শৈল-শৃঙ্গমালা,
দেবালয়, বৃক্ষশ্রেণী, কানন-প্রদেশ,
সলিলে প্রতিবিম্বিত শোভে অপরূপ
বিশাল আলেখ্য প্রায়। প্রস্তর-নির্ম্মিত
প্রশস্ত সোপানশ্রেণী বেষ্টি মন্দিরের
প্রাঙ্গণ, অদূরবর্ত্তী উচ্চ তটভূমি,
নীলবারিরাশিগর্ভে নিমজ্জিত চারু।
চক্রবাক্, রাজহংস, পক্ষী অগণিত
জলচর করিতেছে বিচরণ নীরে
উল্লসিত, ভয়হীন, ক্রীড়াপরায়ণ।
মুখরিত কমল্মীর বসন্ত উৎসবে।
চলিয়াছে জনস্রোতঃ জলস্রোতঃ প্রায়
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরাভিমুখে
হর্ষআকুলিতচিত্ত, পুলক-বিহ্বল।
দলে দলে নারীবৃন্দ কিশোরী, যুবতী,
সূক্ষ্ম চারু ক্ষৌমবস্ত্র করি পরিধান,
বহুমূল্য আভরণে হইয়া সজ্জিত

মহারাণা প্রতাপ

চলিয়াছে উল্লসিতা, করি মুখরিত
রাজপথ উচ্চহাসিগীতিকলরবে।
প্রভাতঅনিল-স্পর্শে উড়িছে চঞ্চল
নীলাঞ্চল, চূর্ণালক। প্রতি পদক্ষেপে
বেষ্টি সুকুমার তনু নবযৌবনের
লাবণ্যহিল্লোল শত উঠিছে ফুটিয়া
লীলায়িত অঙ্গে অঙ্গে, চারু পুষ্পমাল্য
শোভিতেছে কণ্ঠে, শিরে হেমভুজদ্বয়ে।
রচিত মোহনবেণী প্রফুল্ল কুসুমে
কাহার, কাহার পুনঃ দীর্ঘ কেশদাম
কালভুজঙ্গিনীপ্রায় বিসর্পিত পৃষ্ঠে,
লুণ্ঠিত চরণতলে অলক্ত-রঞ্জিত।
চন্দন-চর্চ্চিত ভালে শোভে মনোহর
সুবর্ণ কন্দুক ক্ষুদ্র সীমন্তে উজ্জ্বল।
কর্ণদ্বয় হেমময়কুন্তলভূষিত,
কনককঙ্কণ করে, চরণে নূপুর,
বক্ষে মুকুতার হার, কটিতে মেখলা,
রজত-অঙ্গুরীয়ক শোভে পদাঙ্গুষ্ঠে।
অগুরুচন্দনার্চ্চিত কুসুম-সম্ভার,
ধূপ, দীপ, শঙ্খ, আম্রপল্লবশোভিত

প্রথম সর্গ

বারিপূর্ণ ঘটে থালা করিয়া সজ্জিত,
আবীরকুঙ্কুমরাশি স্থাপি মধ্যস্থলে
চলিয়াছে স্থানে স্থানে পূজার্থিনী নারী
সদ্যস্নাতা, কেহ শিরে করিয়া ধারণ
অর্ঘ্যপাত্র উত্তোলিত হেমভুজদ্বয়ে।
কেহ অর্দ্ধ-উত্তোলিত বামকরতলে,
নিম্ন-প্রসারিত অন্যকরে কমণ্ডলু
ধরি চারু পল্লীবধূ চলিয়াছে পথে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে
রাজপুতনরনারী সর্ব্বসাধারণ
মত্ত হোলিমহোৎসবে। বিটপী ছায়ায়
স্থানে স্থানে পথপ্রান্তে রচি শ্যামকুঞ্জ
আবীরকুঙ্কুমরাশিরঞ্জিত সলিলে
করি পাত্র পরিপূর্ণ, প্রক্ষেপণী-করে
লুক্কায়িত অন্তরালে পুরুষ-রমণী
দলে দলে। কোন স্থানে কৌতুকিনী নারী
অসতর্ক যুবকের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করি
অতর্কিত ভাবে সেই রঞ্জিত সলিল
করিছে নিক্ষেপ হাসি, কোথা পুনরায়
পুরুষ কৌতুকপ্রিয় রঞ্জিত সলিলে

তরুণীর পৃষ্ঠ, বক্ষ, সূক্ষ্ম নীলাঞ্চল
করিতেছে পরিসিক্ত, কোথায় আবার
চঞ্চল বালকদল চপলস্বভাব
বৃদ্ধের পলিত কেশ, শ্বেত শ্মশ্রুরাজি,
করিতেছে সুরঞ্জিত আবীরকুঙ্কুমে।
যুবকের উত্তরীয়, গুম্ফ নবোদ্গত,
করিছে রঞ্জিত নারী, করিছে যুবক
যুবতীর গণ্ড, ভাল, কুন্তল, অঞ্চল,
আবীর-কুঙ্কুম-লিপ্ত। উঠিছে ফুটিয়া
তরুণীর ব্রীড়ারুণ আননে কপোলে
মধুর লাবণ্য-প্রভা, তাম্বুলরঞ্জিত
অধরে ফুটিছে মৃদু হাসি বিমোহন,
প্রদীপ্ত কৌতুকোজ্জ্বল বিলোল কটাক্ষ
কুরঙ্গনয়নদ্বয়ে শোভিছে চঞ্চল।
পৃষ্ঠে, বক্ষে, স্কন্ধে, ভুজে, কটিতে, জঙ্ঘায়,
বেষ্টিয়া চরণদ্বয় সিক্ত নীলাম্বর
শোভিতেছে অপরূপ; মেঘ-অন্তরালে
দীপ্তা সৌদামিনী প্রায় যৌবন-সুষমা
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিত, দাঁড়াইয়া তন্বী
ব্রীড়া-সঙ্কুচিত-পদে আনত বদনে।

প্রথম সর্গ

স্বয়ং কন্দর্প যেন প্রমত্ত উৎসবে—
তূণীর হইতে করি নির্ব্বাচন তীক্ষ্ণ
কুসুমশায়কচয় করিছে নিক্ষেপ
যৌবনগর্ব্বিত নরনারীর হৃদয়
করি লক্ষ্য অলক্ষিতে থাকি অন্তরালে।
যুবক ও যুবতীর থাকিয়া থাকিয়া
উঠিছে হৃদয় কাঁপি, শিহরি শরীর।
স্বীয় নাভিজাত তীব্র কস্তুরী-সৌরভে
আকুলিতা, চমকিতা কুরঙ্গিণী প্রায়
কি এক অজ্ঞাত হর্ষে পুলকে উল্লাসে
আকুলিতা, রোমঞ্চিতা, আত্মহারা নারী
ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ স্ফীত বারিধির প্রায়
উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত, উদ্বেলিত নর।
পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির-প্রাঙ্গণ
উৎসবনিমগ্ন নৃত্য-গীতি-পরায়ণ
নরনারীকলরবে। মন্দিরাভ্যন্তরে
বিচিত্র কনকাসনে কুসুমসজ্জিত
শোভিছে যুগলমূর্ত্তি শ্রীহরি-রাধার
হেমরত্নবিভূষিত, ত্রিভঙ্গ মুরারী
দাঁড়াইয়া প্রেমময়ী রাধিকার সনে।

শোভে শিরে শিখিপুচ্ছশোভিত মুকুট,
কণ্ঠে বনফুল-মালা, শ্রবণে কুণ্ডল,
মুরলী যুগলকরে, চরণে নূপুর,
কণক কেয়ূর ভুজে, প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ,
বক্ষে মণিময় হার, কৃষ্ণকেশগুচ্ছ
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শির করিয়া বেষ্টন
শোভিতেছে স্কন্ধোপরি, চন্দনচর্চ্চিত
ললাট ও গণ্ডদ্বয়, নীল কলেবর
কুঙ্কুমরঞ্জিত, পীত বসন মোহন
পরিধানে, শ্রীরাধিকা দাঁড়ায়ে পশ্চাতে ;
শ্রীরাধার সুকোমল স্বর্ণভুজবল্লী
শ্রীহরির সুবিশাল নীলকরযুগ্ম—
মেঘ-অন্তরালে স্থিরা সৌদামিনীপ্রায়
বেষ্টিয়া শ্যামের বেণু রয়েছে ধরিয়া,
শোভিছে মোহন বেণু করচতুষ্টয়ে।
ঈষৎ হেলিত শিরে রক্ত ওষ্ঠপুটে
চুম্বি বেণুমুখ ধীরে, অঙ্গুলি-নিচয়
স্থাপি ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে বিচিত্র লীলায়
দাঁড়াইয়া নারায়ণ, দাঁড়ায়ে রাধিকা
প্রেমপুলকিতবপু, শান্ত প্রেমাবেশে

চাহি পরস্পর-পানে নিষ্পলকআঁখি।
পদতলে প্রস্ফুটিত যুগল কমল
রক্ত নীল, শ্রীহরির একটি চরণ
বেষ্টিয়া চরণ অন্য শোভিছে অপূর্ব্ব
অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্পর্শি শতদল।
ভক্তিপ্রণোদিত প্রাণে আসি নরনারী
শ্রীহরির শ্রীরাধার শিরে পদমূলে
আবীর কুঙ্কুমরাশি করিছে নিক্ষেপ
পূরিয়া অঞ্জলি, পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ রাধার
পদরেণু সে কুঙ্কুম করিছে ধারণ
মস্তকে, ললাটে, বক্ষে। দোলাইছে ধীরে
রৌপ্যসূত্র-বিলম্বিত কনক আসন
শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার করি প্রদক্ষিণ।
মন্দিরের দ্বারদেশে, শ্রীহরি-রাধার
বিগ্রহের পুরোভাগে, অমল ধবল
প্রস্তরনির্ম্মিত চারু স্নিগ্ধ কক্ষতলে
মন্দিরের সেবাদাসী—দেবতার পদে
উৎসর্গীতা দেবদাসী—রূপসী তরুণী
সুকণ্ঠী গায়িকা এক শ্রীহরি রাধার
যুগল মূরতি পানে চাহি ভক্তি ভরে

মহারাণা প্রতাপ

কৃষ্ণলীলা সুমধুর, শ্রীহরি রাধার
প্রেমলীলা, রাধিকার অভিসার-লীলা,
গাইছে মধুর কণ্ঠে নৃত্যের সহিত।
কুসুমে সজ্জিত তনু শোভে গায়িকার
অপূর্ব্ব লীলায়, অপরূপ ভঙ্গিমায়,
কভু সঙ্কুচিত, কভু প্রসারিত পুনঃ,
আনত উন্নত কভু। কভু ঋজু ভাবে,
কভু বৃত্তাকারে দেহ শোভিছে অপূর্ব্ব
সঙ্গীতের তালে তালে। প্রতি পদক্ষেপে,
প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে উঠিছে চঞ্চল
যৌবন-তরঙ্গ অঙ্গে, প্রভাত-অনিলে
উঠে যথা রবিকরদীপ্ত তটিনীর
চঞ্চল সলিলে ক্ষুদ্র উর্ম্মি অগণিত!
চঞ্চল চরণযুগ্ম করিয়া বেষ্টন
উঠিতেছে নূপুরের মধুর শিঞ্জিনী!
চঞ্চল ভুজবল্লরী করিয়া বেষ্টন
উঠিতেছে কঙ্কণের মধুর কিঙ্কিনী!
দুলিছে শ্রবণে দুল থাকিয়া থাকিয়া,
বক্ষে হার, কণ্ঠে মালা। উড়িছে চঞ্চল
নীলাঞ্চল, দীর্ঘবেণী, চূর্ণালকরাশি।

প্রথম সর্গ

মুখরিত দেবালয় মধুর সঙ্গীতে।
সমবেত নরনারী ভক্তিপূর্ণ প্রাণে
শ্রীহরি ও রাধিকার লীলাসঙ্কীর্ত্তন
বিমুগ্ধ হৃদয়ে হর্ষে করিছে শ্রবণ !—

গীত

(১)

সখি— ওই শুন, রাধে, শ্যামের মূরলী
বাজে যমুনার তীরে,
উঠ ত্বরা করি, ত্যজ অভিমান,
কাল নিশি আসে ধীরে,
লও হেমকুম্ভ, বাঁধ এ কুন্তল,
পর নীলাম্বর, মুছ অশ্রুজল,
আঁক ভালে চারু তিলক উজ্জ্বল
চিত্তবিমোহনকারী,
কুসুমে কবরী কর বিরচিত,
কর পদতল অলক্তচিত্রিত,
সরস অধর তাম্বুলরঞ্জিত,
চল যেথা আছে হরি।

(২)

রাধা— যাও, প্রিয় সখি, যাও ত্বরা করি,
রাখ মম এই কথা,
বল যতুনাথে অবলার প্রাণে
নাহি দেন যেন ব্যথা,
বল যেন বাঁশী না বাজান আর,
আমি কুলবধূ, কুলের আচার
পারি না লঙ্ঘিতে, পুরস্ত্রী আমার
চরণে শৃঙ্খলভার,
পিঞ্জরআবদ্ধা আমি বিহঙ্গিনী,
মণিহারা ক্ষিপ্তা কালভুজঙ্গিনী,
প্রেমসিন্ধুনীরে ভাসিলে তরণী
নাহি পাবে কুল আর।

(৩)

সখি— বৃথা ভয় তব, আমরা গোপিনী—
কে না জানে বল, সখি,—
ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ-প্রেম-উন্মাদিনী,
চল ত্বরা, বিধুমুখি,
ওই বাজে বাঁশী, থাকিতে কি পারি
গৃহে আর, সখি, ব্রজের কুমারী,

হের তব তরে যত ব্রজনারী
সমবেতা তব দ্বারে,
এস, রাধে, আর বিলম্ব না সহে,
অধীরা আমরা শ্যামের বিরহে,
কৃষ্ণ অদর্শনে এ হৃদয় দহে,
নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরে।

(৪)

রাধা— যাও, সখিগণ, বল যদুনাথে
গৃহে শ্বশ্রূ ননদিনী
অন্তরায় মম, পারি না আসিতে
আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
পায়ে পড়ি, সখি, রাখ এ মিনতি,
বল শ্যামে আমি গোকুল-যুবতী,
সরলা অবলা, গৃহে মম পতি.
কি লাভ হইবে তাঁর
মজাইয়া কুল, ভাসাইয়া মান,
অভাগী রাধার, পোড়ায়ে এ প্রাণ
অনুতাপানলে, হৃদয়ে পাষাণ
চাপিয়া কলঙ্ক ভার ?

(৫)

না, না, প্রিয় সখি, যেও না, যেও না,
অভাগিনী রাধিকায়
ফেলি একাকিনী, শ্যামবিরহিণী
রাধিকার প্রাণ যায়,
নাহি পারি আর রাখিতে ধরিয়া
এ আকুল প্রাণ, এ অধীর হিয়া
মানে না প্রবোধ, থাকিয়া থাকিয়া
এ হৃদয় আত্মহারা,
থাক্ কুল মান, থাক্ লজ্জা ভয়,
কলঙ্কিনী রাধা হোক পরিচয়,
প্রাণে প্রাণে আজি হোক বিনিময়,
চল শ্যামপাশে ত্বরা।

(৬)

যদি বাজে বাঁশী যমুনার কুলে
'রাধা' 'রাধা' এই নামে,
তা হলে রাধিকা পারে কি রহিতে
না হেরি প্রাণের শ্যামে ?
সে বিনে রাধার কেবা আছে আর,

কে আর বুঝিবে ব্যথা রাধিকার,
কে ঘুচাবে দুঃখ দুঃখিনী আমার,
মুছাইবে অশ্রুনীর ?
চল, প্রিয় সখি, আমিও যাইব,
নাহি আর শঙ্কা, কুল মজাইব,
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুনীরে ভাসাইব
এ তরণী অভাগীর ।

(৭)

সখিগণ— কে কোথা আছিস্ গোপাঙ্গনাগণ
আয় ছুটে, ত্বরা আয়,
ওই শুন্ বাজে শ্যামের মুরলী
কি মধুর স্বরে গায় !
শুনি বংশীধ্বনি আকুলিত মন,
শিহরিত অঙ্গ, স্খলিত বসন,
মুক্ত কেশপাশ, চঞ্চল চরণ,
কম্পিত মুগ্ধ হৃদয়,
কিরূপে আমরা ব্রজের রমণী
রহি গৃহে, বল, শ্যামবিরহিণী,
আমরা যে কৃষ্ণপ্রেমউন্মাদিনী,
আমরা শ্রীকৃষ্ণময় ।

(৮)

আয়, সখিগণ, চল্ ত্বরা করি,
মধুর বসন্তে আজ
পুলকিত প্রাণ, ধরিয়াছে কিবা
প্রকৃতি মোহন সাজ,
ফুটিয়াছে ফুল, বহে সমীরণ,
ডাকে পিক, গুঞ্জরিছে অলিগণ,
সুরভিত চারু নিকুঞ্জ কানন,
কুসুমিত উপবন,
থাক্ গৃহকর্ম্ম, ছুটে আয় ত্বরা,
ওই বাজে বাঁশী, হাসে বসুন্ধরা,
আসে বিভাবরী, হব পথহারা,
কণ্টকবিদ্ধচরণ।

(৯)

যে যাহা বলিবে বলুক, আমরা
করি না কাহাকে ভয়,
যাক্ যাবে মান, যাক্ যাবে কুল,
চল ত্যজি লোকালয়,
থাকুক পড়িয়া গৃহ ও সংসার,

পতিপুত্র সব কর পরিহার,
উদ্বেলিত কৃষ্ণপ্রেমপারাবার,
দিব ঝাঁপ তাতে সবে,
যায় যাবে প্রাণ, ডুবিব অতল,
কৃষ্ণপ্রেমবারি অতি সুশীতল,
কৃষ্ণপ্রেম সুধা—নহে ত গরল,
এ প্রেম ঐশ্বর্য্য ভবে।

(১০)

কৃষ্ণ প্রিয়সখা, হৃদয়বল্লভ,
কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ
শ্রীকৃষ্ণে করিব দান,
কৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজের যুবতী
নহে কলঙ্কিনী অথবা অসতী,
সতীকুলশিরোমণি পুণ্যবতী
আমরা গোপিকাগণ,
এই দেহ কৃষ্ণপদে উৎসর্গীত,
এ জীবন কৃষ্ণচরণে অর্পিত,
কৃষ্ণসেবাতরে আমরা সৃজিত,
কৃষ্ণ একমাত্র ধন।

(১১)

কৃষ্ণ আমাদের পতি, পুত্র, সখা,
কৃষ্ণ আমাদের ভ্রাতা,
আমরা কৃষ্ণের পত্নী, দাসী, সখি,
সেবিকা চরণাশ্রিতা,
কৃষ্ণ ইহকাল, কৃষ্ণ পরকাল,
কৃষ্ণ স্বর্গ, কৃষ্ণ নরক পাতাল,
কৃষ্ণ পুণ্য, কৃষ্ণ পাপ চিরকাল,
গোপী কৃষ্ণগতপ্রাণ,
কৃষ্ণ শশধর, গোপী কুমুদিনী,
কৃষ্ণ দিবাকর. গোপী কমলিনী.
কৃষ্ণ শিরোমণি গোপী ভুজঙ্গিনী,
কৃষ্ণ গোপী-ভগবান।

(১২)

ওই শুন, রাধে, শ্যামের মুরলী
বাজে যমুনার তীরে,
উঠ ত্বরা করি, ত্যজ অভিমান,
কাল নিশি আসে ধীরে,
লও হেমকুম্ভ, বাঁধ এ কুন্তল,
পর নীলাম্বর, মুছ অশ্রুজল,

আঁক ভালে চারু তিলক উজ্জ্বল
চিত্তবিমোহনকারী,
কুসুমে কবরী কর বিরচিত,
কর পদতল অলক্তচিত্রিত,
সরস অধর তাম্বুলরঞ্জিত,
চল যেথা আছে হরি ।

মধুর সঙ্গীতে পূর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণ ।
বর্ষাস্ফীতা তটিনীর জলরাশি যথা
ছুটে উচ্চ তটভূমি করিয়া প্লাবিত,
ছুটিল দিগন্তপানে সঙ্গীত-লহরী
করি সমবেত নরনারীর হৃদয়
অপূর্ব্ব প্রণয়-প্রেম-পুলক-তরঙ্গে
আকুল, বিহ্বল, মুগ্ধ, অধীর, চঞ্চল ।

দ্বিতীয় সর্গ

উদয় সাগর—উদ্বোধন।

ফাল্গুনের পূর্ণিমায় বসন্ত-উৎসবে
হিন্দুস্থান, রাজস্থান, আর্য্যাবর্ত্তভূমি,
নিখিল ভারতবর্ষ—ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ
ভারত-সমুদ্র প্রায়—উদ্বেলিত যবে
এইরূপে, পুণ্যভূমি রাজপুতনার
নরনারীবৃন্দ যবে হর্ষোন্মত্ত হেন,
মেবারের কমল্মীরকাননপ্রদেশ,
আরাবল্লীশৈলমালা, উদয় সাগর,
জনপদ, দেবালয়, শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির,
গীতিকলরবপূর্ণ, অদূরে তখন
ঘনসন্নিবিষ্টতরুরাজিসমাকীর্ণ
উদয়সাগরতীরে, ছায়াসুশীতল

দ্বিতীয় সর্গ

বিটপীর অন্তরালে, অলক্ষ্যে সবার
দাঁড়াইয়া দুই জন তপস্বী নিভৃতে।
প্রৌঢ় একজন, অন্য কিশোর যুবক,
উভয়ের তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল আনন,
সুবর্ণসন্নিভগৌরকান্তি কলেবর।
বিক্ষুব্ধ বারিধি নিভ অধীর চঞ্চল
চেয়ে জনতার পানে বিস্ময়ে বিষাদে
নির্ব্বাক্, ব্যথিতচিত্ত, চিন্তিতহৃদয়।
ক্ষণকাল পরে প্রৌঢ় তপস্বী কিশোর
তপস্বীর স্কন্ধোপরি স্থাপি' বামকর,
মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত জনতার প্রতি
প্রসারি দক্ষিণ কর কহিল গম্ভীর—
"প্রিয়বৎস, এতদিন যে শিক্ষা তোমায়
করিয়াছি দান অতি যত্নসহকারে,
উপস্থিত আজি হের সুবর্ণ সুযোগ
করিতে তাহার এবে পরীক্ষা প্রদান।
ওই হের হর্ষোন্মত্ত জনতা হইতে
দূরে জনহীন তরুমূলে সঙ্গীহীন
দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল একটি যুবক।
জান কি তাহাকে, বৎস? এই রাজস্থানে

মহারাণা প্রতাপ

একটি মানুষ সেই—আদর্শ পুরুষ।
উৎসবমুখর এই রাজপুতনায়,
আত্মহারা রাজপুতনরনারী মাঝে
একাকী সে আজি, বৎস, অটলহৃদয়,
প্রশান্তসাগরবৎ স্থির অচঞ্চল।
শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত অবধি
উৎসবের যে তরঙ্গে রাজস্থান আজ
উদ্বেলিত, সে তরঙ্গ হৃদয়ে তাহার
পারেনি করিতে, বৎস, একটি আঘাত
উত্তালতরঙ্গময় ভারতসমুদ্রে
রাজস্থানরূপ যেই জীর্ণ তরী আজ
মগ্নপ্রায়, একাকী সে সক্ষম রক্ষিতে
সে তরণী, যদি তার হয় কর্ণধার।
প্রতাপ তাহার নাম, মেবারের রাণা
উদয়সিংহের পুত্র, জ্যেষ্ঠ যুবরাজ।
যেই মোহ, আলস্য ও অবসাদে আজ
জীবন্মৃতবৎ এই রাজস্থানভূমি,
বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের হৃদয়েও তার
পড়িয়াছে ক্ষীণ ছায়া, সেহেতু প্রতাপ
কর্ত্তব্যবিমূঢ়, ক্ষুব্ধ, উদ্ভ্রান্তহৃদয়।

সেই মোহ, অবসাদ, আলস্য যদ্যপি
চাও, বৎস, বিদূরিত করিতে এখন,
সুবর্ণ সুযোগ তার উপস্থিত এই।
যাও, বৎস, যেই স্থানে দাঁড়ায়ে একাকী
প্রতাপ বিক্ষুব্ধচিত্ত, চিন্তিতহৃদয়,
অদূরে তাহার বসি রাজপুতনার
অতীতগৌরবকীর্ত্তি কর সঙ্কীর্ত্তন,
কর বর্ত্তমান দৈন্য হীনতা বর্ণন।
রাজপুতনার যেই জাতীয় সঙ্গীত
শিখায়েছি, বৎস, তোমা, গাও সেই গীত।
কর সেই গানে আজি প্রতাপের মন
উদ্বোধিত, উত্তেজিত, উৎসাহপ্রদীপ্ত।
যদ্যপি একটিবার সুপ্ত সিংহে এই
পার, বৎস, পুনরায় করিতে জাগ্রত,
রাজস্থানে, রাজপুত হৃদয়ে হৃদয়ে,
নির্ব্বাপিতপ্রায় যেই বহ্নি পুনর্ব্বার
করিবে সে প্রজ্জ্বলিত, সমগ্র ভারত
হইবে আলোকে তার দীপ্ত আলোকিত।"

কিশোর তপস্বী—শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব। সৌভাগ্য আমার
এ দাসে এ গুরুভার করিলে অর্পণ।

কর আশীর্ব্বাদ, দেব, দীর্ঘকালব্যাপী
পুত্রনির্ব্বিশেষে এই অযোগ্য সন্তানে
যে মহান্ শিক্ষা দান করিয়াছ তুমি,
আজি যেন হই, প্রভু, সক্ষম তাহার
করিতে পরীক্ষা আর পরিচয় দান।

প্রৌঢ় তপস্বী—করিতেছি আশীর্ব্বাদ—পূর্ণমনোরথ
হও, বৎস। যে মহান্ কর্ত্তব্যপালনে
হইতেছ অগ্রসর, হউক সফল
সে সাধনা, সদুদ্দেশ্য, মহাব্রত তব।
যাও, বৎস, পুনরায় হইও মিলিত
বিন্ধ্যগিরি-পাদমূলে কার্য্য পূর্ণ হবে।

কিশোর তপস্বী—যে আজ্ঞা তোমার, প্রভু!
কিশোর তপস্বী
বন্দি প্রৌঢ় তপস্বীর চরণযুগল
ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরাভিমুখে
চলিল চিন্তিতচিত্ত। প্রবীণ তপস্বী
ধীরে ধীরে দূরবর্ত্তী কাননপ্রদেশে
হইল অদৃশ্য ক্রমে। নবীন প্রবীণ
দুই দিকে দুই জন করিল প্রস্থান।
উৎসবনিরত এই জনসঙ্ঘ মাঝে

দ্বিতীয় সর্গ

একটি যুবক শুধু দাঁড়ায়ে একাকী
বিজনবিটপীমূলে একপ্রান্তে দূরে
নীরব, নিস্পন্দ, স্থির, চিত্রার্পিতপ্রায়,
গভীর চিন্তায় মগ্ন, নির্লিপ্ত উৎসবে।
মহিমামণ্ডিত দেহ বীরত্বব্যঞ্জক।
শৌর্য্যপূর্ণ দীর্ঘ বপু, আজানুলম্বিত
ভুজদ্বয়, পৃথু বক্ষ, উন্নত ললাট
গরিমায় তেজোদীপ্ত, নির্ভীক আনন
প্রতিভা-প্রদীপ্ত, নেত্র গৌরবউজ্জ্বল,
দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টি করে হৃদয়ের
উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিজ্ঞার পরিচয় দান।
শোভিছে উষ্ণীষ শিরে, পৃষ্ঠে দীর্ঘ বর্শা,
কোষবদ্ধ তরবারি চুম্বি ধরাতল
কটিতে নিবদ্ধ, বর্ম্মআবৃত শরীর।
আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ভারতের
এই মহোৎসবে, এই আনন্দের দিনে,
মেবারাধিপতি রাণা উদয় সিংহের
জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ প্রতাপের মন
কেন আজি চিন্তাকুল? সমবেত এই
হর্ষোন্মত্ত জনতায় একাকী প্রতাপ

কেন দুঃখপূর্ণচিত্ত, বিষণ্ণআনন ?
কি গভীর চিন্তারেখা উঠিছে ফুটিয়া
উজ্জ্বল ললাটে তাঁর ? কি উদ্বেগ-সিন্ধু
উদ্বেলিত এ বিশাল হৃদয়ে তাঁহার ?
ঈষৎ হেলিত অঙ্গে স্থাপি' দেহভার
বৃক্ষকাণ্ডে, কোষবদ্ধ তরবারি-শিরে,
দাঁড়াইয়া নতমুখে চাহি ধরাপানে।
উষ্ণীষশোভিত শির বামকরতলে
বিন্যস্ত, দক্ষিণ কর ন্যস্ত কটিদেশে,
পাষাণ মূরতি যেন স্থির স্পন্দহীন !
বীণার ঝঙ্কার রবে—ডমরু-নিনাদে
বিনিদ্র উদ্ধতফণা ভুজঙ্গের প্রায়
সহসা আনত শির করি উত্তোলন
স্বপ্নাবিষ্ট যুবরাজ করিলা নিক্ষেপ
ব্যথিত কাতর দৃষ্টি সম্মুখের পানে।
হেরিলা অনতিদূরে বৃক্ষান্তরমূলে
বসি উদাসীন এক বীণাযন্ত্রকরে।
মস্তকে শোভিছে জটা, গৈরিক বসন
পরিধানে, উত্তরীয় ন্যস্ত স্কন্ধোপরি,
ভস্মলিপ্ত দেহ, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা

অজিন-আসনে বসি কিশোর তপস্বী
সৌম্যমূর্ত্তি, হেমকান্তি, উজ্জ্বলবরণ।
কমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র, শোভে পুরোভাগে।
চতুষ্পার্শে নরনারী বেষ্টি উদাসীনে
উপবিষ্ট, সমুৎসুক সঙ্গীত শ্রবণে।
ধীরে ধীরে সুমধুর বীণাধ্বনি সহ
মিশাইয়া কণ্ঠস্বর গাইল সন্ন্যাসী—

গীত

(১)

কি গাইব আমি ? কি শুনিবে গান ?
ভাঙ্গিয়াছে বীণা, ছিঁড়েছে তার,
অবরুদ্ধ কণ্ঠ, আকুলিত প্রাণ,
হৃদয়ে দারুণ পাষাণ-ভার।
আমি গৃহহীন উদাসীন পান্থ
ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুব্ধ-হৃদয়,
শুষ্ক কণ্ঠ, দেহ ধূলিধূসরিত,
কণ্টকবিক্ষত চরণদ্বয়।
এ বিশাল ভবে আমি সঙ্গীহীন ;
বিষাদকরুণ আমার গান

কে শুনিবে ? হায়, শুনিয়া কাহার
ব্যথায় কাতর কাঁদিবে প্রাণ ?

(২)

হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাবধি
এ কি হেরি আজি ভারতবর্ষে ?
দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দুস্থান
আত্মহারা আজি কিসের হর্ষে ?
কেন এ আনন্দ, কেন এ উৎসব,
বিজাতি-দলিত রাজপুতনায় ?
এ বিপুল শোভা, সজ্জা অভিনব,
পরাধীন দেশে শোভে কি হায় ?
এ যে মরুভূমে কুসুম-উদ্যান,
শ্মশানে সজ্জিত বাসরঘর,
সমর-অঙ্গনে প্রেম-অভিনয়,
বারিধির বক্ষে শোভে ভূধর।

(৩)

বিন্ধ্যাটবী হ'তে শতদ্রু অবধি
যেই রাজস্থান ছিল একদিন
শৌর্য্যে বীর্য্যে তেজে অতুল জগতে,
সে বীরত্ব শৌর্য্য আজি কি লীন ?

দ্বিতীয় সর্গ

যেই রাজস্থান ভারত মাতার
ছিল কণ্ঠে শ্রেষ্ঠ মুকুতার হার
ভারত-আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র,
এ কি দৈন্য, এ কি হীনতা তার ?
যেই রাজপুত—সমরে অজয়
এইমাত্র তার ছিল পরিচয়,
নহে আর্য্যাবর্ত্তে, আরবে পারস্যে,
কিম্বা তুর্কীস্থানে—সারা বিশ্বময়.

(৪)

আসমুদ্রগিরি এই হিন্দুস্থান
কাঁপিত একদা বীরত্বে যার,
আজি, হায়, এই কি অধঃপতন,
এ কি শোচনীয় পরিণাম তার !
কোথা সে মেবার, সেই মারবার,
বীরত্বের লীলাক্ষেত্র রাজস্থান,
শীলাদিত্য, বাপ্পারাও, ভীমসিংহ,
অতুল বিক্রমে রক্ষিল মান
যাহার, যে দেশে দ্বাদশবর্ষের
বালকও পড়ে অকুতোভয়

ঝাঁপি রণক্ষেত্রে, অপূর্ব্ব বীরত্বে
জগতের লোক মানে বিস্ময়—

(৫)

গোরা ও বাদল, পদ্মিনীর দেশ
কোথা সে মেবার, সে রাজস্থান,
যে দেশের নারী হাসিতে হাসিতে
প্রবেশে অনলে, বিসর্জ্জে প্রাণ ?
স্বহস্তে পতি ও পুত্রে প্রাণাধিক
পাঠায় সমরে করি সজ্জিত,
বীর-প্রসবিনী রাজপুতনারী
বীরাঙ্গনা এ কি অধঃপতিত !
ইহারা কি, হায়, তাদের সন্তান—
তাদের শোণিত বহে শিরায় ?
দেশের কল্যাণে, স্বাধীনতাতরে,
ইহাদের প্রাণ কাঁদে ব্যথায় ?

(৬)

কোথা মেবারের সে দীপ্ত তপন,
সমগ্র ভারত ছিল আলোকিত
প্রভায় যাহার ? মেবার-গগন
কেন আজি ঘনতমসাবৃত ?

কোথা মেবারের সে উচ্চ পর্ব্বত,
সমগ্র ভারতে ছিল উন্নত
মস্তক যাহার চুম্বি নভস্থল ?
আজি সেই শির কেন আনত ?
কেন অস্তমিত মেবারের রবি ?
মেবারের গিরি কেন আনত ?
হবে কি উদিত সে রবি আবার ?
সেই গিরি পুনঃ হবে উন্নত ?

(৭)

কি গাইব আমি ? কি শুনিবে গান ?
বিদরে হৃদয়, বিদরে প্রাণ,
কে রক্ষিবে আজি স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
জননী ও জন্মভূমির মান ?
বীরের সন্তান রাজপুতনর,
রাজপুতনারী বীরললনা,
বীরপ্রসূ পুণ্য রাজস্থানভূমি
দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধচরণা !
কোথা সেই সব স্বাধীনতাপ্রিয়
রাজপুতনার নারী ও নর,

মৃত্যু যাহাদের ছিল ক্রীড়াসঙ্গী,
সমরঅঙ্গন বাসর-ঘর ?

(৮)

হা ধিক্ লজ্জায় হয় নত শির,
হেরি জননীর এ দীন বেশ—
পরপদাশ্রিতা, লাঞ্ছিতা, লুণ্ঠিতা,
সন্তানের প্রাণে জাগে না ক্লেশ !
উঠ মেবারের বীর নরনারী,
জননীর দুঃখ কর মোচন,
কর প্রিয়তম দেশের উদ্ধার,
কর আপনার কলঙ্ক স্খালন।
জগতের লোক দেখুক আবার
রাজপুতজাতি পায়নি লয় ;
এখনো তাহারা পূর্ব্বের মতন
অজের, অদম্য, নির্ভীকহৃদয়।

(৯)

জাগ বীরগণ, জাগ বীরাঙ্গনা,
ত্যজ মোহনিদ্রা, খোল নয়ন,
দেখ জননীর কি করুণ বেশ,
সাজে কি তোমার সুখশয়ন ? !

এ আনন্দ, এই উল্লাস, উৎসব,
এ বিলাস তব সাজে না আর,
উঠ গর্ব্বোন্নত, কাঁপুক মেদিনী
বীরদর্পে শৌর্য্যে রাজপুতনার।
শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচলাবধি
হের রাজস্থান দীন নয়নে
প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তানের
চেয়ে নির্ণিমেষ আনন পানে।

(১০)

তোমরা যদ্যপি রহিবে ঘুমায়ে
কে রক্ষিবে বল মায়ের মান,
কে মুছাবে অশ্রু, ঘুচাইবে দুঃখ,
তোমরা মায়ের বীর সন্তান।
যেই জননীর হৃদয়-শোণিতে
স্তন্যদুগ্ধে পুষ্ট দেহ ও প্রাণ,
আজি তোমাদের সাজে ঔদাসীন্য
সেই জননীর হেরি অপমান?
ওই শুন ডাকে কাতরে জননী—
'পারি না বহিতে শৃঙ্খল-ভার',

উঠ রাজপুত বীর নরনারী
ঘুচাও দাসত্ব রাজপুতনার।

(১১)

আমি গৃহহীন পথহারা পান্থ,
কি গাইব আমি ? কি শুনিবে গান ?
সাধের বীণাটি ভগ্ন আজি মম,
ভুলেছি রাগিণী, ভুলেছি তান।
বীণা ছিন্নতার নাহি বাজে আর,
নাহি উঠে সেই মধুর ঝঙ্কার,
রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, অবসন্ন কর,
লুপ্ত সে গৌরব রাজপুতনার।
উঠিবে আবার বীণার ঝঙ্কার,
ফুটিবে সঙ্গীত কণ্ঠে পুনর্ব্বার,
রাজপুত নরনারী যেইদিন
ঘুচাবে দাসত্ব রাজপুতনার।

থামিল গায়ক, স্তব্ধ জনতামণ্ডলী,
কি এক বিষাদে যেন পরিপূর্ণ প্রাণ,
কি এক গৌরবে গর্ব্বে রোমাঞ্চিত কায়

দ্বিতীয় সর্গ

বহিছে সলিলধারা নেত্রে তপস্বীর,
রাজপুত নরনারী সজলনয়ন,
কি এক লজ্জায় ক্ষোভে অবনতশির।
দাঁড়াইয়া যুবরাজ প্রতাপ অদূরে
নত শিরে, ক্ষুব্ধ প্রাণে, অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
সহসা আনত শির করিয়া উন্নত,
উন্মুক্ত কৃপাণ ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন,
সমবেত রাজপুতনরনারীগণে
করি লক্ষ্য তীব্র স্বরে কহিলা প্রতাপ—
বহিল নয়নদ্বয়ে অনল-স্ফুলিঙ্গ—
"রাজপুতনরনারী, এই উদাসীন
গাহিল যা সত্য সব, ধিক্ আমাদিকে।
বীরপ্রসূ পুণ্যভূমি রাজপুতনার
অযোগ্য সন্তান মোরা ভীরু কাপুরুষ।
নতুবা জননীতুল্যা জন্মভূমি হেরি
শত্রুপদবিদলিতা নিশ্চেষ্ট আমরা
জীবন্মৃতবৎ, মগ্ন বিলাস-ব্যসনে,
উৎসবে উন্মত্তপ্রাণ, হর্ষে আত্মহারা?
আমরা কি বাপ্পারাও ভীমসিংহ আদি
প্রাতঃস্মরণীয় বীর রাজপুতদের

বংশধর ? বংশধর বীর্য্যবতী নারী
মহিয়সী পদ্মিনীর ? দেহে আমাদের
বহে কি তাদের পূত শোণিত-প্রবাহ ?
বন্ধুগণ, রাজপুত ভ্রাতাভগ্নিগণ !
বিজাতিচরণতলে এ হেন ঘৃণিত
দাসত্বজীবন চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
এস সবে এ হীনতা করি পরিহার,
দেখাই বিশ্বের লোকে—নহি ভীরু মোরা,
নহে বলহীন হস্ত, দেহ শক্তিহীন।
আমাদের নহে এই বসন্ত-উৎসব,
বীরের অযোগ্য এই প্রেম-অভিনয়।
চল সবে, বন্ধুগণ, রাজপুতনার
নবীন বসন্তোৎসব, হোলি খেলা এক,
রাজপুতনরনারী খেলিব আমরা।
ক্রীড়াক্ষেত্র আমাদের—সমর-অঙ্গন,
আবীররঞ্জিত বারি—শোণিত শত্রুর,
শাণিত কৃপাণ, তীক্ষ্ণ বর্ষা—প্রক্ষেপনী,
শঙ্খধ্বনি—রণভেরী, গীতি—জয়োল্লাস,
পুষ্পমাল্য—অস্ত্রলেখা, প্রীতিসম্ভাষণ—
সমরে আহ্বান,অস্ত্রে—প্রেমআলিঙ্গন,

অর্ঘ্য—প্রাণ, হৃদয়ের শোণিত—চন্দন,
মৃত্যু—বর, রণে জয়—দেবআশীর্ব্বাদ।
মেবারের উপযুক্ত হোলিখেলা সেই।
আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী হিন্দুস্থান
হইবে রঞ্জিত সেই হোলির আবীরে।
রাজপুতনরনারী করিব আমরা
রাজপুতনার এই দাসত্ব মোচন,
অথবা সমরক্ষেত্রে করিব শয়ন।”
সমবেত রাজপুতনরনারীকণ্ঠে—
কাঁপাইয়া মেবারের আকাশপর্ব্বত
সমুদ্রকল্লোলবৎ উঠে জয়ধ্বনি—
“জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার”।
উঠিল ঝঙ্কারি পুনঃ বীণা উচ্চরবে,
বহিল সঙ্গীত-সুধা কণ্ঠে তপস্বীর—

গীত

(১)

উঠ মা জননি, মেল মা নয়ন,
মুছ অশ্রু, বাঁধ কেশ,
ত্যজ এ কঠিন ধরার শয়ন,

ত্যজ এ মলিন বেশ,
এতদিন তোর বীর পুত্রগণ
মোহনিদ্রাঘোরে ছিল অচেতন,
হের মা তাহারা জাগ্রত এখন
নব তেজে গরিমায়,
মেঘমুক্ত রবি, জাগ্রত কেশরী,
কি ভয় যগুপি দেবতাও অরি,
মেবারের নর, মেবারের নারী,
বদ্ধ আজি একতায়।

(২)

সন্তান যগুপি জননীর তরে
হয় বদ্ধপরিকর,
কার সাধ্য তবে করে অপমান
জননীর অতঃপর ?
মা তোর সন্তান করে যদি মন
ভারত কি ছার, পায়ে ত্রিভুবন
করিতে বিজয় নিমেষে এখন,
করিতে অমরা জয়,
হউক না কেন যতই প্রবল

মেবারের অরি, নহে ত দুর্ব্বল
মেবারের বীর, সমরে অটল
করে না শমনে ভয় !

(৩)

মা তোর সন্তান করিবে যে বহ্নি
অবিলম্বে প্রজ্বলিত,
মেবারের অরি পতঙ্গের প্রায়
হবে তায় ভস্মীভূত,
করিবে যে রক্তনদী প্রবাহিত
হইবে সমগ্র ভারত প্লাবিত,
মেবারের শত্রু হবে নিমজ্জিত
সেই রক্তসিন্ধুনীরে,
খেলিবে আকাশে দীপ্তা সৌদামিনী,
চমকিবে বিশ্ব, গর্জ্জিবে অশনি,
ফাটিবে পর্ব্বত, কাঁপিবে মেদিনী
বীরদর্পে পদভরে।

(৪)

গর্জ্জিবে পবন, বহিবে ঝটিকা,
হবে সিন্ধু উদ্বেলিত,
ছুটিবে তটিনী স্ফীতা উন্মাদিনী

করি কুল বিপ্লাবিত,
আকাশে বিদ্যুৎ, মর্ত্ত্যে দাবানল
ভূগর্ভে পর্ব্বতে আগ্নেয় তরল,
বারিধির গর্ভে বাড়ব অনল
করিবে ধরণী দীপ্ত,
নিবিড় তিমিরে ঢাকিবে অবনী,
ভয়ে আত্মহারা হবে বিশ্বপ্রাণী,
প্রলয় যখন গ্রাসিবে মেদিনী,
করিবে ভুবন লুপ্ত।

(৫)

সমরে দুর্জ্জয় মেবারের বীর
করে না মরণে ভয়,
প্রতিজ্ঞায় তারা অটল অচল,
কে তারে করিবে জয়?
তারাই মা তোর দাসত্ব মোচন
করিবে, করিবে কলঙ্ক ভঞ্জন,
গরিমাউজ্জ্বল করিবে আনন,
রক্ষিবে মা তোর মান,
উঠ মা জননি, বাঁধ মা কুন্তল,

দ্বিতীয় সর্গ

ত্যজ ধরাসন, মুছ অশ্রুজল,
ফুটাও অধরে হাসি সমুজ্জ্বল,
দুঃখনিশি অবসান।

পুনরায় মেবারের আকাশ, কানন,
উদয়সাগরনীর করিয়া কম্পিত
উঠিল সহস্র-কণ্ঠে অশনি-নির্ঘোষ—
"জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার"।
আশতদ্রুবিন্ধ্যাচলব্যাপী রাজস্থানে
শৈলে শৈলে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে, রাজপুতনার
নরনারীকণ্ঠেকণ্ঠে বহিল সে ধ্বনি—
"জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার"।

তৃতীয় সর্গ

আরাবল্লীপর্ব্বত—প্রতিজ্ঞাগ্রহণ।

বাসন্তী পূর্ণিমানিশি, সুনীল গগনে
শোভে পূর্ণ শশধর স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়,
আকাশ ও ধরাতল শুভ্রজ্যোৎস্নাস্নাত।
মেবারের সৌধমালা, কানন, পর্ব্বত,
উদয়সাগরনীর, কৌমুদীপ্লাবিত।
আরাবল্লীশৈলশৃঙ্গ শোভে চন্দ্রকরে
রজত-মুকুটনিভ হীরক-খচিত।
অতীত দ্বিতীয় যাম, মেবারাধিবাসী
সুপ্তিমগ্ন ; বসন্তের উৎসবে ক্রীড়ায়
শ্রান্ত অবসন্নদেহ লভিছে বিশ্রাম।
ঝটিকান্তে প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি প্রায়
উৎসবান্তে রাজস্থান প্রশান্ত গম্ভীর।

তৃতীয় সর্গ

আরাবল্লী-সানুদেশে উচ্চ শিলাখণ্ডে
বসি মেবারাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা দেবীর
মন্দিরের সম্মুখস্থ বিজন প্রাঙ্গণে
একাকী প্রতাপসিংহ চিন্তায় নিমগ্ন।
নীরব নিস্তব্ধ নিশি শব্দমাত্রহীন,
নিশাচর কোন বন্য পশু বা পক্ষীর
বিকট চীৎকারধ্বনি করিতেছে শুধু
সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কভু অকস্মাৎ।
মেবারের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া
প্রতাপসিংহের মন চিন্তায় আকুল,
হৃদয় ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, নৈরাশ্যপীড়িত।
আর কতদিন এই দাসত্ব-শৃঙ্খল
বহিবে মেবারভূমি ? কতদিন আর
মেবারের ভাগ্যরবি থাকিবে এমন
অস্তমিত ? স্বাধীনতারবি পুনর্ব্বার
হইবে কি সমুদিত মেবার-আকাশে ?
কলঙ্ককালিমা এই কতদিনে আর
হবে বিদূরিত, হায়, রাজপুতনার ?
হতভাগ্য রাজপুত আর কতদিনে
করিবে গৌরবভূমি চিতোর উদ্ধার ?—

এইরূপ কত চিন্তা প্রতাপের মন
করিতেছে আকুলিত, ক্ষিপ্ত, উদ্বেলিত
কখন আশায় স্ফীত, কভু নিরাশায়
সঙ্কুচিত হইতেছে হৃদয় তাহার।
শত আশা, নিরাশা ও সুখ, দুঃখ আর
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চিন্তায় আকুল
বসিয়া প্রতাপসিংহ বাহ্যজ্ঞানহীন
নতশিরে, করতলে বিন্যস্তকপোল।
শোভে শুভ্র চন্দ্রকরে স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়
রজতনির্ম্মিত অসি-পিধান কটিতে।
"যুবরাজ!"
অকস্মাৎ উঠিল চমকি
বিস্ময়ে প্রতাপসিংহ। হেরিল সম্মুখে
মেবারের সর্দ্দার ও কুলপতিগণ
সমবেত রণবেশে। জনৈক সর্দ্দার
পক্ককেশ, দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিতআনন,
কহিল প্রতাপসিংহে করি সম্বোধন—
"যুবরাজ, বীরপ্রসূ মেবারভূমির
ঘৃণিত এ দাসত্বের আমরাই হেতু।
মেবারের কাপুরুষ অযোগ্য সন্তান

আমরাই দায়ী এই কলঙ্কের তরে।
দীর্ঘ অষ্টবর্ষব্যাপী দাসত্বজীবনে
করিয়াছি যেই পাপ সঞ্চিত আমরা,
আজি হেথা সমবেত আমরা সকলে
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন।
করিতে বিধৌত সেই কলঙ্ককালিমা
হৃদয়-শোণিতে আজি মিলিত আমরা।”
থামি ক্ষণকাল পুনঃ কহিল সর্দ্দার—
“মেবারের অধীশ্বর পীড়িত শয্যায়,
দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, জীবনের আশা
অতি ক্ষীণ, নাহি জানি আর কতদিন
রহিবেন এইরূপ জীবন্মৃত পড়ি।
করুন চামুণ্ডাদেবী নিরাময় তাঁরে
অবিলম্বে, এ প্রার্থনা করিতেছি মোরা।
কিন্তু, যতদিন তিনি রহিবেন পড়ি
শয্যাগত, শক্তিহীন ব্যাধির কবলে,
ততদিন—এই ইচ্ছা আমা সবাকার—
তাঁহার অবর্ত্তমানে যোগ্য পুত্র তাঁর,
মেবারের যুবরাজ তেজস্বী প্রতাপ,
করিবেন পরিপূর্ণ শূন্য স্থান তাঁর,

করিবেন অলঙ্কৃত তাঁহার আসন।
মেবারের অধীনতা করিতে মোচন,
করিতে চিতোরোদ্ধার, অরাতির সনে
করুন অচিরে তিনি সমর ঘোষণা।
মেবারের বীরগণে সেই রণে তিনি
অধিনায়কের রূপে করুন চালিত।
করুন সে সমরের—"
মন্ত্রী মেবারের
ভীমশাহ উপনীত হইল সেথানে
ঊর্দ্ধশ্বাসে। রুদ্ধকণ্ঠে সমবেত সেই
মেবারসর্দ্দারগণে করি সম্বোধন
কহিল—
"সর্দ্দারগণ, ক্ষমিও এ দাসে,
নিদারুণ দুঃসংবাদ আনিয়াছি বহি—
মেবারের অধীশ্বর নহেন জীবিত।"
পিতার মৃত্যুর বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
মস্তক হইতে ধীরে করি উন্মোচন
উষ্ণীষ, ব্যথিত চিত্তে রহিল দাঁড়ায়ে
প্রতাপ আনতমুখে সজলনয়ন।
নীরব সর্দ্দারগণ দুঃখিতঅন্তর।

ক্ষণকাল পরে ধীরে কহিল আবার
বৃদ্ধ মন্ত্রী ভীমশাহ—
"হে সর্দ্দারগণ,
যুবরাজ, নহে ইহা শোকের সময় ;
বরং উচিত এবে আনন্দ প্রকাশ।
বৃদ্ধ রাণা দুর্ব্বিষহ রোগ-যন্ত্রণায়
ছিল বহুদিনব্যাপী জীবন্মৃতবৎ।
আরোগ্যের সম্ভাবনা ছিল না যখন,
মৃত্যুই তাঁহাকে সেই রোগ-ক্লেশ হ'তে
করিয়াছে মুক্ত আজি—কি দুঃখ ইহাতে ?
মানব অমর নহে, অনিবার্য্য মৃত্যু।
বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু বরণীয়
সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বরূপে, সকল সময়।"
থামি ক্ষণকাল পুনঃ কহিল উচ্ছ্বাসে—
"মেবারসর্দ্দারগণ, শূন্য মেবারের
সিংহাসন, ইদানীং কর্ত্তব্য মোদের
সেই শূন্য সিংহাসনে করি প্রতিষ্ঠিত
স্বর্গীয় রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ
প্রতাপসিংহকে আজি এই শুভদিনে।"
বৃদ্ধ সর্দ্দার— নন শুধু জ্যেষ্ঠ তিনি—কি শৌর্য্যে, বীরত্বে,

হৃদয়ের মহিমায়, রাজপুতোচিত
সর্ব্বগুণে, মৃত রাণা উদয়সিংহের
পুত্রদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সকলের।
মেবারের প্রজাবর্গ, কি পুরুষ নারী,
প্রতাপের অনুরক্ত সর্ব্ব সাধারণ।
যদ্যপি প্রতাপসিংহ হন মেবারের
রাণাপদে প্রতিষ্ঠিত, জানিবে নিশ্চিত
যোগ্য পাত্রে যোগ্য ভার হইবে অর্পিত

অন্য সর্দ্দার— শুন, মন্ত্রী ভীমশাহ, ক্ষণকাল পূর্ব্বে,
উদয়সিংহের মৃত্যুবার্ত্তা অবগত
না হইতে, এই স্থানে আমরা সকলে
হইয়াছি সমবেত বরিতে প্রতাপে
অধিনায়কের পদে, করিতে উদ্ধার
শত্রুকবলিত এই মেবার প্রদেশে।
অকস্মাৎ এ সময়ে রাণার মৃত্যুতে
বুঝিতেছি নিঃসংশয়—মেবারাধিষ্ঠাত্রী
চামুণ্ডা দেবীও তাহা করেন নিশ্চয়
অভিপ্রায়।

মেবারের কুলপুরোহিত
দেবীর মন্দির হ'তে হইয়া নির্গত

কহিলেন—

"মেবারের রাণাবংশে এই
আছে প্রথা প্রচলিত বহুবর্ষব্যাপী—
দেবীর চরণসিক্ত পবিত্র সলিলে
অভিষিক্ত নব রাণা করেন ধারণ
দেবীপদস্পৃষ্ট রক্তচন্দনতিলক
ললাটে, হৃদয়ে, কণ্ঠে। করেন তৎপর
রাণার মহান্ ব্রত করিতে পালন,
মেবারের স্বাধীনতা রাখিতে অক্ষুণ্ণ,
দেবীর সম্মুখে তিনি শপথ গ্রহণ।
সম্পদে, বিপদে, কিম্বা ভীষণ সমরে,
করেন চামুণ্ডা তাঁকে রক্ষা অবিরত।
আজিও সে প্রথা অগ্রে হউক পালিত।"

ধীরে ধীরে একে একে করিল প্রবেশ
মন্দিরাভ্যন্তরে সবে। দেবীর সম্মুখে
জানু পাতি ধরাতলে বসিল প্রতাপ
কৃতাঞ্জলিকরপুটে। কুলপুরোহিত
দেবীর চরণপৃক্ত মন্ত্রঃপুত বারি
প্রতাপের নতশিরে করিল সেচন,
দেবীর চরণস্পৃষ্ট চন্দনে চর্চ্চিত

ললাট, হৃদয়, কণ্ঠ করিল তাহার।
অতঃপর পুরোহিত সম্বোধি প্রতাপে
কহিল গম্ভীরস্বরে—
"প্রতাপসিংহ,
আজি হ'তে তুমি এই মেবারের রাণা।
শীলাদিত্য, বাপ্পারাও, ভীমসিংহ আদি
মহান্ পুরুষগণ যে নাম একদা
করেছে ধারণ, যেই আসন তাঁহারা
করেছেন অলঙ্কৃত, সে নাম, আসন,
তোমার, প্রতাপ, আজি। দেখিও কখন
সে আসন, সেই নাম, তোমা হ'তে যেন
নাহি হয় কলঙ্কিত। এই রাজস্থানে
সুদূর অতীত কাল হইতে যাহার
অক্ষয় গৌরব কীর্ত্তি, নির্ম্মল পবিত্র
সেই সূর্য্যবংশ, সেই শিশোদীয়কুল,
নাহি হয় কলঙ্কিত তোমা হ'তে যেন।
মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে
কর সেই মহাব্রত-শপথ গ্রহণ।"
ধীরে ধীরে নত শির করিয়া উন্নত
জলদগম্ভীরস্বরে কহিল প্রতাপ—

"মেবারসর্দ্দারগণ, কুলপতিবৃন্দ,—
মন্ত্রীবর ভীমশাহ, কুলপুরোহিত,
আজি যেই গুরুভার, মহান্ দায়ীত্ব,
অযোগ্য আমার শিরে করিলে অর্পণ,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা করিনু গ্রহণ
শিরে মম, ইহাপেক্ষা কি সৌভাগ্য আর—
কি গৌরব ক্ষত্রিয়ের আছে এ জীবনে ?
অযোগ্য যদিও আমি, যথাশক্তি মম
সে দায়ীত্ব আজীবন করিব বহন।
মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে
দেবীর চরণ স্পর্শি, ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
করিতেছি এ শপথ—যতদিন দেহে
রহিবে জীবন, জন্মভূমির সেবায়
এই দেহ, এ জীবন, করিব নিয়োগ।
জন্মভূমিসেবা ভিন্ন অন্য চিন্তা আর
আজি হ'তে এ হৃদয়ে নাহি পাবে স্থান
কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়। ক্ষুদ্রশক্তি আমি—
আমা হ'তে মেবারের মঙ্গল সাধন
হবে কি না কোনদিন পারি না বলিতে,
কিন্তু মেবারের কোন অনিষ্ট কখন

আমা হ'তে এ জীবনে হবে না সাধিত
প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কিম্বা। যদি কোনদিন
আমা হ'তে মেবারের অকল্যাণ কিছু
ঘটিবার সম্ভাবনা হয় উপস্থিত,
তাহ'লে স্বহস্তে এই ঘৃণিত জীবন
অকাতরে সেইদিন করিব বর্জ্জন।
করিও এ আশীর্ব্বাদ—দেবীর চরণে
এ প্রার্থনা এ দাসের—নাহি পারি যদি
পবিত্র মেবারনাম, শিশোদীয়কুল,
করিতে উজ্জ্বল কভু হতভাগা আমি,
দুঃখ নাই তাতে, কিন্তু, আমা হ'তে যেন
নাহি হয় কোনদিন কলঙ্কিত তাহা।"

কুলপুরোহিত— ভগবান একলিঙ্গ, মেবারাধিষ্ঠাত্রী
চামুণ্ডা, করুন তব পূর্ণ অভিলাষ।
লও, মেবারের রাণা, দেবীদত্ত এই
মন্ত্রঃপুত তীক্ষ্ণ অসি। চামুণ্ডার বরে
ইহার প্রভাবে হবে শত্রুকুল তব
নির্ম্মূল, সমরাঙ্গনে জয়লক্ষ্মী সদা
হবে তব অঙ্কগতা।

ভক্তি সহকারে

প্রতাপ সে অসি ধীরে করিল গ্রহণ।
চাহি চামুণ্ডার পানে কহিল উচ্ছ্বাসে—
"মেবারের ভাগ্যলক্ষ্মী, চরণে তোমার
এই ভিক্ষা, মাতঃ, যেন এ দাসের করে
তোমার প্রদত্ত এই অসির কখন
নাহি হয় অপমান। তোমার এ অসি
মেবারের অরাতির হৃদয়শোণিতে
করে প্রক্ষালন যেন কলঙ্ক তাহার।"
        করি ধীরে গাত্রোত্থান ধরাসন হ'তে,
করি লক্ষ্য সর্দ্দার ও কুলপতিগণে,
কহিল প্রতাপসিংহ প্রদীপ্তআনন—
"মেবারসর্দ্দারগণ, কুলপতিবৃন্দ,
মেবারের কণ্ঠহার সোণার চিতোর
শত্রুকরতলগত। উদ্ধার তাহার
আজি আমাদের সর্ব্বপ্রথম—প্রধান
কর্ত্তব্য, কঠোর কিন্তু পালন তাহার।
এই মাত্র করিয়াছি শপথ গ্রহণ—
'চিতোর-উদ্ধার তরে হ'লে প্রয়োজন,
অকাতরে এ জীবন করিব অর্পণ।'
কিন্তু একা প্রতাপের প্রাণবিনিময়ে

অসম্ভব চিতোরের উদ্ধারসাধন।
প্রত্যেক মেবারবাসী—কি পুরুষ নারী—
না হয় প্রস্তুত যদি করিতে প্রদান
জীবন মেবার তরে, চিতোর-উদ্ধার
অসম্ভব। বন্ধুগণ, আসিতেছে যেই
ভীষণ পরীক্ষাদিন সম্মুখে সবার,
যদ্যপি বাসনা তাতে হইতে উত্তীর্ণ,
কর তবে, ভ্রাতৃগণ, তোমরাও আজি
চামুণ্ডা সম্মুখে সবে শপথ গ্রহণ।"

জনৈক সর্দ্দার—প্রগল্‌ভতা এ দাসের করিও মার্জ্জনা
হে রাণা প্রতাপসিংহ, মেবারসর্দ্দার
নহে ভীরু কাপুরুষ। মেবারের তরে
অম্লান বদনে তারা করিবে প্রদান
জীবন, যদ্যপি তার হয় প্রয়োজন।
নতুবা স্বেচ্ছায় হেথা হ'ত না মিলিত
মেবারের সর্দ্দার ও কুলপতিগণ।
এস, ভ্রাতৃগণ, আজি রাণার মতন
আমরাও করি সবে শপথ গ্রহণ।

সর্দ্দারগণ— প্রস্তুত আমরা সবে।

প্রতাপসিংহ— কর, ভ্রাতৃগণ,

দেবীর সম্মুখে আজি শপথ গ্রহণ—
'চিতোর-উদ্ধার তরে হলে প্রয়োজন
অকাতরে এ জীবন করিব অর্পণ।'

সর্দ্দারগণ— করিলাম আজি সবে শপথ গ্রহণ—
'চিতোর-উদ্ধার তরে হলে প্রয়োজন
অকাতরে এ জীবন করিব অর্পণ।'

প্রতাপসিংহ— যতদিন চিতোরের না হয় উদ্ধার
বিলাস ব্যসন সবে করিব বর্জ্জন।

সর্দ্দারগণ— যতদিন চিতোরের না হয় উদ্ধার
বিলাস ব্যসন সবে করিব বর্জ্জন।

প্রতাপসিংহ— করিব ভূতলে তৃণশয্যায় শয়ন,
ধরাসনে ভূর্জ্জপত্রে করিব ভোজন।

সর্দ্দারগণ— করিব ভূতলে তৃণশয্যায় শয়ন,
ধরাসনে ভূর্জ্জপত্রে করিব ভোজন।

প্রতাপসিংহ— করিব না বিজাতীর দাসত্ব স্বীকার,
অথবা বিধর্ম্মী সনে সম্বন্ধ স্থাপন।

সর্দ্দারগণ— করিব না বিজাতীর দাসত্ব স্বীকার,
অথবা বিধর্ম্মী সনে সম্বন্ধ স্থাপন।

প্রতাপসিংহ— যেই সব রাজপুত কুলাঙ্গারগণ
অর্থলোভে, রাজ্যলোভে, বিধর্ম্মীর সনে

করিয়াছে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন,
করিয়াছে বিজাতীর দাসত্ব স্বীকার,
সেই সব দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক
অধর্ম্মীর সনে কোন সম্পর্ক জীবনে
রাখিব না, চিরদিন রহিবে তাহারা
শত্রু মেবারের, শত্রু রাজপুতনার।

সর্দ্দারগণ— করিলাম সবে এই শপথ গ্রহণ।

প্রতাপসিংহ— বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মনে থাকে যেন
ধর্ম্ম সাক্ষী করি আজি যে শপথ সবে
করিলে গ্রহণ, যেন প্রাণান্তেও কভু
সে শপথ তোমাদের নাহি হয় ভঙ্গ।

সর্দ্দারগণ— প্রাণান্তেও এ শপথ নাহি হবে ভঙ্গ।

প্রতাপসিংহ— বল সবে, বন্ধুগণ, মুক্তকণ্ঠে আজি—
"জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার।"

সর্দ্দারগণ— "জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার।"

অকস্মাৎ শৈলপথে অশ্বপদধ্বনি
অদূরে হইল শ্রুত। ক্ষণকাল পরে
হইলেন উপনীত অশ্বারোহী এক
বীরমূর্ত্তি, তেজীয়ান্। অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে
এক লম্ফে ধরাতলে হইয়া উত্তীর্ণ,

সমবেত জনবৃন্দে করি সম্বোধন
কহিল ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ স্বরে ধীরে—
"দেখিতেছি মেবারের নেতৃবৃন্দ হেথা
সমবেত—সর্দ্দার ও কুলপতিগণ,
অগ্রজ প্রতাপসিংহ, মন্ত্রী, পুরোহিত—
সৌভাগ্য আমার আজি ঘটিল সাক্ষাৎ
একস্থানে এককালে সঙ্গে সকলের।
আশাকরি, মেবারের নেতৃমণ্ডলীর
সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে শক্তসিংহ—
নির্ব্বাসিত যদিও সে বিনা অপরাধে
মেবার হইতে মৃত রাণার আদেশে—
পিত্রাজ্ঞায়—বন্দি আমি পদে তোমাদের।"

প্রতাপসিংহ— এস, ভাই শক্তসিংহ, অনুজ আমার।
পরম সৌভাগ্য মম, আজি শুভক্ষণে
এই স্থানে হইয়াছ উপনীত তুমি।
এস বক্ষে, প্রিয়তম, জুড়াও হৃদয়।

সস্নেহে প্রতাপসিংহ ধরিয়া হৃদয়ে
শক্তসিংহে, শিরে তার করিল চুম্বন।
ধীরে ধীরে প্রতাপের আলিঙ্গন হ'তে
করি মুক্ত আপনাকে কহিল আবার

শক্তসিংহ সাশ্রুনেত্র ক্ষুব্ধকণ্ঠস্বর—
"অতি আশান্বিত প্রাণে অযাচিত ভাবে
বহুদিন পরে আজি এসেছিনু পুনঃ
মেবারে, শুনিনু যবে মৃতপ্রায় পিতা—
রোগগ্রস্ত, শয্যাগত, আসন্নমরণ।
হয়তঃ অন্তিমকালে—ছিল আশা প্রাণে—
করিবেন হতভাগ্যে এ জন্মের মত
অন্ততঃ বারেক পুত্র বলিয়া স্বীকার।
যেই পিতৃস্নেহধারা হ'তে আশৈশব
বঞ্চিত এ হতভাগ্য—ছিল আশা প্রাণে—
হয়তঃ অন্তিমে তার একটিও বিন্দু
পড়িবে ঝরিয়া এই অভাগার শিরে।
অপূর্ণ সে আশা মম, দেখিনু আসিয়া
প্রাণহীন পিতৃদেহ লুণ্ঠিত শয্যায়।
ফিরিবার কালে শুনি উচ্চ জয়ধ্বনি
কৌতুহল হ'ল প্রাণে জানিতে ব্যাপার।
ভাগ্যক্রমে তব সনে হইল সাক্ষাৎ।
দাও এবে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বিদায় এ দাসে।"

প্রতাপসিংহ— শক্তসিংহ, বীর তুমি, হও আজি, ভাই,
বিস্মৃত অতীত কথা শত্রুকবলিত

মেবারের এই মহা সঙ্কটের কালে।
পিতা যদি ভ্রান্তিবশে নির্ব্বাসন দণ্ডে
করেছেন একদিন দণ্ডিত তোমায়,
ভ্রাতা আমি করিলাম রহিত সে দণ্ড।
নন তিনি রাণা আজি ; আমি আজি রাণা।
ভূতপূর্ব্ব রাণা তিনি যে দণ্ড প্রদান
করেছেন, বর্ত্তমান রাণা আমি তাহা
করিলাম প্রত্যাহার। আমরা যেমন
মেবারের ভক্ত সবে, তুমিও তেমন
আজ হ'তে মেবারের ভক্ত একজন।

শক্তসিংহ— আমি মেবারের ভক্ত!—একি কথা শুনি!
দীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী যে মেবার কভু
স্বপ্নেও আমার কথা ভাবেনি একদা,
হেয় যে কুকুর, সেও যে আশ্রয় হ'তে
হয় না বঞ্চিত কভু, করেনি প্রদান
সে আশ্রয় অভাগায়, পরিবর্ত্তে তার
করিয়াছে পদাঘাতে বিতাড়িত দূরে,
জীবিত কি মৃত, ইহা কভু একবার
ভুলেও করেনি খোঁজ, যে মেবার হেতু
ফিরিয়াছি দ্বারে দ্বারে কাঙ্গালের প্রায়

অনাহারে অনিদ্রায়, সেই মেবারের
ভক্ত আজি শক্তসিংহ! সম্ভব কি ইহা?
হা অদৃষ্ট! তুমিও কি অভাগার সনে
করিতেছ এ নিষ্ঠুর পরিহাস আজ?
অথবা জাগ্রত আমি নেহারি স্বপন!

প্রতাপসিংহ— নহে পরিহাস, কিম্বা স্বপ্ন, সত্য ইহা।
নাহি জানে পরিহাস করিতে প্রতাপ,
কিম্বা মিথ্যা কথা কভু কহিতে জীবনে।

শক্তসিংহ— না, না, এ যে অসম্ভব। সত্য বটে, হায়!
জন্মেছিনু এই দেশে, কিন্তু তারপর
কি সম্পর্ক মেবারের সহিত আমার?
আমি করি নাই ত্যাগ মেবারে কখন,
মেবার স্বয়ং মোরে করিয়াছে ত্যাগ
বিনা দোষে অবিচারে, আজি কোন্ হেতু
পূজিব মেবারে সেই ভক্তির কুসুমে?
সেবিব তাহারে আজি? চাহে না মেবার
আমার সেবার অর্ঘ্য, ভক্তির কমল।
থাক তুমি, মেবারের রাণা তুমি আজ,
মেবার তোমার, আর তুমি মেবারের।
মেবার আমার নহে, কিম্বা মেবারের

নহি আমি, তাই আজি আমরা উভয়ে
অজ্ঞাত অপরিচিত উভয়ের কাছে।

প্রতাপসিংহ— শক্তসিংহ, হ'তে পারে পিতা আমাদের
ভ্রান্তিবশে একদিন অন্যায় একটী
করেছেন, কিন্তু, ইহা তুমি, আমি, সবে
আছি অবগত, তিনি দেশের কল্যাণে
করেছেন সে অন্যায়—মৃত তিনি আজ।
অনুচিত আমাদের আলোচনা তাঁর।

শক্তসিংহ— জানি আমি, পিতা মম দেশের কল্যাণে—
যদিও দেশের আমি অকল্যাণ কিছু
করি নাই কোনদিন, ভবিষ্যতে কিন্তু
অকল্যাণ যদি কিছু হয় সংঘটিত
আমা হ'তে এই ভয়ে—করেন আমায়
দেশ হ'তে নির্ব্বাসিত। আজিও ত কিন্তু
সেই ভয় সেইরূপ আছে বিদ্যমান।
মেবার যেমন আছে, আছে সেইরূপ
শক্তসিংহ অদ্যাবধি জীবিত জগতে।
কিরূপে জানিলে তুমি ভবিষ্যতে কভু
আমা হ'তে মেবারের অনিষ্ট সাধন
নাহি হবে কোন দিন? এ দণ্ড আমার

নহে এক দিবসের, বিংশবর্ষব্যাপী
সমভাবে এই দণ্ড আছে বর্ত্তমান।
মেবারের রাণা. তুমি কি বুঝিবে, হায়,
কি ব্যথা হৃদয়ে আমি এই দীর্ঘকাল
পোষিতেছি সঙ্গোপনে ? বুঝিতে—যদ্যপি
তোমার আমার স্থান হ'ত বিনিময়।

প্রতাপসিংহ— শক্তসিংহ, নও তুমি ক্ষুদ্র শিশু আজ,
জান তুমি, নহে কভু অভ্রান্ত মানব।
যাহার যেরূপ শক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা,
সেইরূপ করিবে সে। মানুষের জ্ঞান
সীমাবদ্ধ, দূরে থাক্ দূর ভবিষ্যৎ,
কল্য কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?
পিতার সে কার্য্য—তাহা ভ্রান্ত, কি অভ্রান্ত,
আসে নাই আজিও সে বিচারের দিন।
তাঁহার কর্ত্তব্য যাহা, করেছেন তিনি ;
আজ তিনি মুক্ত, আজ মেবারের আর
তাঁহার উপরে নাই কোন অধিকার।
কিন্তু, আজ তাঁর স্থানে আছি বর্ত্তমান
তুমি আমি, যতদিন রহিব আমরা
জীবিত, রহিবে গুরু কর্ত্তব্যের ভার

আমাদের শিরোপরি। কি ফল চিন্তিয়া
গত কথা, করি পুনঃ ব্যথিত হৃদয় ?
হের এই মেবারের কি দুর্দ্দশা আজ
শত্রুপদবিদলিতা, এ ত নহে, ভাই,
তোমার আমার অভিমানের সময়।
জন্মভূমি ব'লে যদি জান এ মেবার,
তা হলে সে জন্মভূমি প্রতি যে কর্ত্তব্য
কর তাহা, এই শুধু অনুরোধ মম।
নিরুত্তর শক্তসিংহ আনত বদনে।
ধীরে ধীরে নত শির করি উত্তোলন
কিছুক্ষণ পরে তার করিল উত্তর—
"মহান্ উদ্দেশ্য তব, দুর্ভাগ্য আমার
পাইনি এ শিক্ষা আমি, দাও কিছুদিন
সময়, কর্ত্তব্য মম করি নির্দ্ধারণ।"
প্রতাপসিংহ— উত্তম।
আনতশিরে ধীরে শক্তসিংহ
করিল সে স্থান ত্যাগ।
প্রতাপসিংহ— হে সর্দ্দারগণ,
মন্ত্রীবর, পুরোহিত, হৃদয় আমার
শক্ত সনে আলাপনে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

৫

লভিব বিশ্রাম এবে।
রাণার বচন
শুনি সমবেত সবে করিল প্রস্থান।
একাকী প্রতাপসিংহ রহিল বসিয়া
শৈলাসনে ক্লান্তদেহ অবসন্নমন।
রজনীর শেষ যাম অবসান প্রায়,
পশ্চিম গগন প্রান্তে শোভে শশধর
ঈষৎ নিষ্প্রভ ম্লান। নিশিথিনী যেন
স্বপ্নমুগ্ধা প্রকৃতির শ্রান্ত দেহোপরি
কুয়াসার শুভ্র সূক্ষ্ম যবনিকা এক
করিতেছে প্রসারিত সন্তর্পণে অতি।
ধীরে ধীরে অতর্কিতে শত চিন্তা পুনঃ
প্রতাপসিংহের চিত্তে করিয়া প্রবেশ
অলক্ষিতে, অধিকার করিল তাহার
হৃদয়, তরঙ্গাঘাতে করিল আবার
জর্জ্জরিত চিত্ত। কভু লাগিল ভাবিতে—
'যেই শক্তসিংহে পিতা দেশের কল্যাণে
করেছেন ত্যাগ, আজি উচিত কি মম
করিতে গ্রহণ তাকে? যদ্যপি তাহার
ভাগ্যলিপি হয় সত্য, হয় যদি কভু

মেবারের মহানিষ্ট সিদ্ধ তাহা হ'তে,
হব না কি দায়ী, হায়, আমিও তাহার ?
আবার কখন চিন্তা হইল উদয়—
'অতি পরাক্রমশালী শত্রু মেবারের,
জানি না, হবে কি কভু মেবার আবার
স্বাধীন ? হবে কি কভু চিতোর-উদ্ধার ?
ক্ষুদ্রশক্তি আমা হ'তে পারি না বলিতে
হইবে কি এ জীবনে এ কার্য্য সাধন ?
কভু দেবতার পদে করিল প্রার্থনা—
'ভগবান একলিঙ্গ, চামুণ্ডা জননি,
দাও শক্তি এ অধমে। পারে যেন দাস
মেবারের শত্রুকুল করিতে নিধন।'
কভু আত্মগত পুনঃ কহিলা উচ্ছ্বাসে—
'পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সুখ, ভোগ ও বিলাস,
তোমাদের কাছে আজি মাগিছে প্রতাপ
বিদায় জন্মের মত। সন্ন্যাসী প্রতাপ
আজি হ'তে, গৃহহীন, রাজ্যহীন রাজা,
দীনহীন ভিক্ষাজীবী রাণা মেবারের।
যতদিন নাহি হবে চিতোর-উদ্ধার,
নাহি হবে মেবারের দাসত্ব মোচন,

ততদিন একনিষ্ঠহৃদয় প্রতাপ
কঠোর সন্ন্যাসব্রত করিবে পালন ।'

চতুর্থ সর্গ

নাহারা মগ্‌রো—অদৃষ্ট পরীক্ষা।

গভীর তমিস্রা নিশি, বিশ্ব চরাচর
নিবিড় তিমিরে লুপ্ত। আকাশ, ভূতল,
নদ, নদী, শৈল, বন, পল্লী, জনপদ,
তমসায় একাকার, অভিন্ন শরীর।
ছিদ্রহীন, অন্তহীন, শব্দহীন এক
আকাশভূতলব্যাপী, দিগন্তবিস্তৃত,
কৃষ্ণ যবনিকা যেন আছে প্রসারিত
পৃথিবীর দেহোপরি। মহাকায় এক
বিরাট দৈত্যের ন্যায় অন্ধকার যেন
দাঁড়াইয়া মহাক্রোধে ব্যাদিতবদন
গ্রাসিতে এ ভূমণ্ডল। গগনবিলম্বী
কৃষ্ণ প্রাচীরের প্রায় নিবিড় তিমির

অবরুদ্ধ করি পথ আছে দাঁড়াইয়া।
নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব, স্তম্ভিতা প্রকৃতি।
গভীর নিদ্রাভিভূত নিখিল জগৎ।
সুপ্তির কোমল অঙ্কে লভিছে বিশ্রাম
সংজ্ঞাহীন বিশ্বপ্রাণী ; তিমিরগুণ্ঠিতা
নিশীথিনী সচকিতা ; কি এক অজ্ঞাত
বিভীষিকা আশঙ্কায় শঙ্কিতা ধরণী।
মেবারের জনহীন লঙ্ঘি বনভূমি
চলিয়াছে অশ্বারোহী রাজপুত এক
একাকী মন্থরগতি। নিবিড় অরণ্যে
বন্ধুর, কণ্টকময়, বক্র, বিসর্পিত,
ক্ষীণ, অপ্রশস্ত পথ, অর্দ্ধ-লুক্কায়িত
শ্যাম তৃণগুল্মদলে, অদৃষ্ট যদ্যপি
রজনীর অন্ধকারে সম্পূর্ণ এখন,
তথাপি সুপরিচিত অশ্ব-আরোহীর
চির পরিচিত যেন। মুহূর্ত্তের তরে
অশ্বের বা আরোহীর ঘটিছেনা ভ্রম,
হতেছে না পথহারা পান্থ সঙ্গিহীন।
আরোহীর যোদ্ধৃবেশ, তরুণ বয়স,
বিশাল উন্নত দেহ বীরত্ব-আধার।

চতুর্থ সর্গ

এক করে ধৃত বল্লা, বর্শা অন্য করে,
কোষে অসি, দেহে বর্ম্ম, উষ্ণীষ মস্তকে।
শ্বাপদসঙ্কুল এই গহন কান্তারে
জনহীন পথে বীর নির্ভীক হৃদয়।
স্থানে স্থানে তরুশিরে থাকিয়া থাকিয়া
জ্বলিতেছে, নিবিতেছে খদ্যোতিকাগণ,
ভীমমূর্ত্তি দৈত্য যেন রহিয়া রহিয়া
করি উন্মীলিত দীপ্ত সহস্র নয়ন
পথভ্রষ্ট পান্থগণে করে নিরীক্ষণ।
দূর হ'তে কখনো বা আসিছে ভাসিয়া
নিশাচর বন্যপশুপক্ষীর চীৎকার।
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল কিম্বা সিংহের গর্জ্জন,
খাদ্যান্বেষী এক পশুকবলে পতিত
অপর পশুর তীব্র ভীত আর্ত্তনাদ।
বৃক্ষশাখে ভগ্ননিদ্র ভয়ার্ত্ত পক্ষীর
পক্ষের নিঃস্বন শব্দ, সমুন্নতফণা
ধাবিত শিকার পানে ক্রুদ্ধ বিষধর
ভূজঙ্গের দীর্ঘশ্বাস পশিছে শ্রবণে।
অশ্বারোহী নির্ব্বিকার ভ্রূক্ষেপবিহীন,
কি এক গভীর চিন্তা-আকুলিত মন।

ভীষণ জীমূত-মন্দ্রে চিন্তাসূত্র তার
সহসা হইল ছিন্ন, বিস্ময়ে আরোহী
হেরিল আকাশ পানে। ঘনঘটাচ্ছন্ন
কৃষ্ণবর্ণ নভস্তল করিয়া বিদীর্ণ
খেলিতেছে সৌদামিনী এক প্রান্ত হ'তে
আকাশের অন্য প্রান্ত করিয়া রঞ্জিত।
বিরাট পুরুষ যেন থাকিয়া থাকিয়া
অগ্নিমুখ তুলিকায় বক্ষে আকাশের
অদৃশ্য লেখনী-করে করিয়া চিত্রিত
জ্বলন্ত অনলরেখা মুহূর্ত্তে আবার
মুছিতেছে ক্ষিপ্রগতি। আলোকে আঁধারে
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে মেদিনী।
সহসা প্রবল বেগে বহিল ঝটিকা;
জ্বালামুখী উল্কা প্রায় ছুটিল তুরঙ্গ
শৈলপথে তীব্রগতি, যেন আরোহীর
বিপদও অসুবিধা চিন্তায় ব্যাকুল।
বিদীর্ণ পাষাণ গাত্রে চরণ-প্রহারে
ছুটিল অনলকণা থাকিয়া থাকিয়া;
বৃক্ষে বৃক্ষে সংঘর্ষণে সৃষ্ট স্থানে স্থানে
দাবানল বিভীষণ; কণ্টকবিক্ষত

চতুর্থ সর্গ

অশ্বের চরণদ্বয় ;   নত কণ্টকিত
তরুশাখে আরোহীর বিক্ষত ললাট
নানা স্থানে ; কিন্তু, তাতে ভ্রূক্ষেপবিহীন
উভয়ে সমানরূপ ।   করি দীর্ঘপথ
অতিক্রম এই ভাবে থামিল সহসা
শৈলশৃঙ্গপদমূলে শ্রান্ত তুরঙ্গম ।
একলম্ফে অবতীর্ণ হইল ভূপৃষ্ঠে
অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে বীর ঘর্ম্মাক্ত শরীর ।
বারেক আকাশ পানে, শৈলশৃঙ্গ পানে,
নিক্ষেপি গম্ভীর দৃষ্টি, সন্নিকটবর্ত্তী
মহামহীরুহশাখে অশ্ববল্গারজ্জু
করি বদ্ধ, তুরঙ্গের পৃষ্ঠে ও গ্রীবায়
সস্নেহে কয়েকবার করি করাঘাত,
ধীরে ধীরে রাজপুত লাগিল উঠিতে
শৃঙ্গোপরি ।   অর্দ্ধপথ অতিক্রান্ত যবে
সহসা বহিল বৃষ্টি প্রবল ধারায়
করি সিক্ত শৈলগাত্র, গাত্র আরোহীর ।
ধীরে সন্তর্পণে অতি, আর্দ্র কলেবরে,
করিতে লাগিল বীর শৈলে আরোহণ
সাবধানে ।   পর্ব্বতের গাত্রবাহী নীরে

হইতে লাগিল তার স্খলিত চরণ
বারংবার ;তবু, কিন্তু একটিও বার
হইল না স্থানভ্রষ্ট শৈল-আরোহণে
অভ্যস্ত নিপুন যোদ্ধা। বহুক্ষণ পরে
শৈলশৃঙ্গে অবশেষে হল উপনীত
রাজপুত অতিকষ্টে। যদিও তাহার
সর্ব্বাঙ্গ সলিলসিক্ত, ললাটে তাহার
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দু শ্রম ও ক্লেশের
করে পরিচয় দান! মুছিয়া কপোল
উত্তরীয়ে, দাঁড়াইয়া শৈলশীর্ষদেশে
ক্ষণকাল, চতুর্দ্দিকে করিল বারেক
নিরীক্ষণ, অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-আলোকে
হেরিল গহ্বর-মুখ অস্পষ্ট অদূরে।
দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল গহ্বরের মুখে
করিল নিক্ষেপ দৃষ্টি অভ্যন্তর পানে,
একটি পদার্থ দৃষ্টি-পথে যুবকের
হইল না নিপতিত—অবরুদ্ধ দৃষ্টি,
নিবিড় তমসাচ্ছন্ন গহ্বরাভ্যন্তর।
ক্ষণকাল পাতি কর্ণ রহিল দাঁড়ায়ে,
একটি শব্দও নাহি পশিল শ্রবণে।

চতুর্থ সর্গ

অবশেষে দ্বিধাশূন্য নির্ভীক হৃদয়ে
পশিল গহ্বর-পথে, করি অনুভব
প্রসারিত করদ্বয়ে; যুগল চরণে,
পাষাণপ্রাচীরগাত্র, ভিত্তি গহ্বরের,
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল সম্মুখে।
কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর
আঁধারে সম্মুখে করে ঠেকিল বিশাল
লৌহবিনির্ম্মিত রুদ্ধ দ্বারের কবাট।
থামি ক্ষণকাল, বিদ্ধ কবাটের গাত্রে
প্রকাণ্ড লৌহকীলক ধরি দুই করে
মহাবেগে রুদ্ধ দ্বার করিল স্পন্দিত।
বিশাল কবাটদ্বয় উঠিল কাঁপিয়া
ভীষণ ঝঞ্ঝণ রবে, খুলিল না তবু।
একবার—দুইবার—তিনবার হেন
আসুরিক বলে যোদ্ধা করিল প্রয়াস
খুলিতে লৌহের দ্বার, কিন্তু, মনোরথ
হইল না পূর্ণ তার, ভীষণ স্পন্দনে
হইল কম্পিত গুহা, সুবিশাল দ্বার,
খুলিল না তবু রুদ্ধ দ্বারের অর্গল।
জলদগম্ভীর স্বরে অবশেষে বীর

কহিল গহ্বরবাসীজনে লক্ষ্য করি—
"যদি কেহ এ গহ্বরে থাক বর্ত্তমান,
করি অনুরোধ, খোল রুদ্ধ দ্বার ত্বরা,
অন্যথা হইব বাধ্য করিতে প্রবেশ.
উপায়বিহীন আমি, ভাঙ্গি রুদ্ধ দ্বার।"
ক্ষণকাল পরে রুদ্ধ দ্বারের অপর
পার্শ্ব হ'তে ক্ষীণ স্বরে আসিল উত্তর—
"কে আজি গভীর এই নিশীথ সময়ে
ঝটিকার এ দুর্য্যোগ করি অবহেলা
উপনীত ভয়াবহ নাহারা মগ্রোতে?"

রাজপুত— রাজপুত যোদ্ধা আমি।

গুহাবাসী— দাও পরিচয়।

রাজপুত— মেবারের মৃতরাণা উদয়সিংহের
পুত্র আগন্তক আমি, শক্তসিংহ নাম।

গুহাবাসী— মেবারের স্বর্গগত রাণার পুত্রের
নাহারা মগ্রোতে আজি কিবা প্রয়োজন?

রাজপুত— রাজস্থানে একনামে পরিচয় যাঁর,
যাঁহার গভীর জ্ঞান প্রজ্ঞার কাহিনী
বিদিত সর্ব্বত্র, সেই রাজপুতপূজ্যা
নাহারা মগ্রোর অধিবাসিনী চারণী

চতুর্থ সর্গ

দেবীর দর্শনপ্রার্থী শক্তসিংহ আজি।
রুদ্ধ দ্বার উৎঘাটিত হইল তখন
গভীর ঝঞ্চনরবে, থামিল চমকি
স্তব্ধ রাজপুতবীর মুক্ত দ্বারপথে।
শুক্লকেশা, শুক্লাম্বরা, শীর্ণকলেবরা,
দীর্ঘকায়া নারী এক ক্ষুদ্র দীপ করে
কহিল গম্ভীর স্বরে করি সম্বোধন
আগন্তুকে—
"রাজপুত, হও অনুগামী
মম।"
ধীরে ধীরে বৃদ্ধা সম্মুখাভিমুখে
হইলেন অগ্রসর। যোদ্ধাও তাঁহার
সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল সম্মুখে।
ক্ষীণ, অপ্রশস্ত, বক্র, দীর্ঘ পথ এক
করি অতিক্রম ধীরে বৃদ্ধা ও যুবক
অনতিবৃহৎ এক প্রস্তর প্রকোষ্ঠে—
হইলেন উপনীত। সম্মুখে বিস্তৃত
ব্যাঘ্র চর্ম্ম প্রতি করি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ
কহিলেন বৃদ্ধা ধীরে—
"কর, রাজপুত,

আসন গ্রহণ।”

নিজে করিল গ্রহণ

অপর আসন এক অদূরে তাহার।

ক্ষণকাল নিরুত্তর রহি বৃদ্ধা পুনঃ

কহিলেন,

“রাজপুত্র শক্তসিংহ, আজি

কোন অভিপ্রায়ে বৃদ্ধা চারণীর এই

ভীষণ দুর্য্যোগময় গভীর নিশীথে

দর্শনাভিলাষী ?”

রাজপুত— নহে অবিদিত কিছু

দেবীর, সর্ব্বজ্ঞা তিনি। অসময়ে যদি

করে থাকি শান্তিভঙ্গ, আশা করি দেবী

ক্ষমিবেন এই দাসে এই হতভাগ্য

যদিও রাজার পুত্র, জীবন তাহার

ভিক্ষুকের পুত্রাপেক্ষা। নিকৃষ্ট অধিক।

চারণী— বোধ হয় শক্তসিংহ আছে অবগত

ভিক্ষাজীবী হইলেও ভিক্ষুক কখন

নহে হেয়, ভিক্ষুক ও নৃপতি উভয়

মানুষ সমানরূপ, বরং কখন

হয় দৃষ্ট মনুষ্যত্ব হিসাবে ভিক্ষুক

নৃপতি হইতে শ্রেষ্ঠ।

শক্তসিংহ— সত্য বটে ইহা,

ইহাও অসত্য কিন্তু নহে—এ জগতে
যে জন ভিক্ষুকরূপে করে জন্মলাভ,
আর যেই জন হয় অদৃষ্টের দোষে
ভিক্ষাজীবী—এ দুজন নহে একরূপ।
ভিক্ষুক যে জন্মাবধি, জানে সেই জন
ভিক্ষাই জীবিকা তার, দুঃখ কিম্বা লজ্জা
করে না সে অনুভব ভিক্ষাজীবী হয়ে।
পক্ষান্তরে যে অভাগা রাজপুত্ররূপে
রাজবংশে জন্মলাভ করিয়া গ্রহণ
দীনহীন ভিক্ষাজীবী হয় গ্রহদোষে,
পারে কি করিতে মনে সেই জন কভু
ভিক্ষাই জীবিকা তার? পারে কি, অথবা,
না করিয়া সেই জন অনুভব কভু
ভিক্ষুকের দুঃখ, লজ্জা কিম্বা অপমান?
আজন্ম ভিক্ষুক—সে ত বিধির সৃজন,
অবস্থা ভিক্ষুক—সে ত সৃষ্টি মানুষের।

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধা করিল উত্তর—
"বিধির সৃজন, কিম্বা সৃষ্টি মানুষের,—

এক কথা, ভিক্ষুকও হয় কর্ম্মী যদি
উদ্যোগী পুরুষসিংহ, হ'তে পারে পূনঃ
নৃপতি সে।"

শক্তসিংহ— উপযুক্ত দেবীর এ কথা—
এ কারণে এই দাস উপনীত আজি
দেবীর চরণ-প্রান্তে।

চারণী— আশাকরি আমি
শক্তসিংহ স্পষ্টরূপে অভিপ্রায় তাঁর
করিবেন ব্যক্ত, যাহা দুর্ব্বোধ্য এখন,
বুঝিতে অক্ষম আমি।

শক্তসিংহ— জীবনে প্রথম
এই শুনিলাম আজি দুর্ব্বোধ্য জগতে
দেবীরও আছে কিছু, কিম্বা দেবী আজ
করিছেন এদাসের পরীক্ষা গ্রহণ,
দেবীর পরীক্ষাযোগ্য নহে এ অধম।
বাসনা দেবীর যদি শুনিতে দাসের
নিজমুখে আগমন-অভিপ্রায় তার—
এই মাত্র যেই সত্য করিলেন দেবী
প্রকাশ স্বমুখে তাঁর—ভিক্ষুকও পারে,
হইতে নৃপতি পুনঃ হয় কর্ম্মী যদি—

চতুর্থ সর্গ

শুনিতে দেবীর মুখে করে অভিপ্রায়
এ দাস, এ সত্য কভু জীবনে তাহার
ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কিম্বা নাই।

চারণী— কেন থাকিবে না ? যাহা সম্ভব অপরে,
নহে অসম্ভব তাহা শক্তসিংহে কভু।
নহে শুধু শক্তসিংহ—যে কোন লোকের
জীবনে ঘটিতে পারে এ সত্য সতত।

শক্তসিংহ— যদিও ঘটিতে পারে সবার জীবনে
এ সত্য, তথাপি ইহা ঘটিবে না কভু।
যদিও সকলে পারে হইতে নৃপতি
চেষ্টাবলে—অসম্ভব নহে তাহা কভু—
তথাপি এ দাস জানে, জানেন দেবীও,
অপর সকলে তথা—হইবে না কিছু
সকলেই রাজা কভু, অসম্ভব ইহা।
সেইরূপ এ দাসের জীবনেও তাহা
যদিও ঘটিতে পারে—ঘটিবে কি কভু,
দেবী ভিন্ন অন্য কেহ পারে না বলিতে,
দেবীই জানেন শুধু একমাত্র তাহা।
শুনিতে বাসনা তাহা দেবীর নিকট।
অতীত ও বর্ত্তমান, কিম্বা ভবিষ্যৎ,

কিছুই অজ্ঞাত নহে দেবীর নিকট।
বহুক্ষণ নিরুত্তর রহি নতমুখে
চিন্তামগ্না, পুনরায় কহিলেন ধীরে
চারণী—
"যুবক, আজি কেন অভিপ্রায়
করিতেছ অনাগত জীবন তোমার
হইতে বিদিত? কেন করিতেছ এই
দুরাকাঙ্ক্ষা, উত্তোলন করিতে অকালে
ভবিষ্যৎ যবনিকা? দূর ভবিষ্যতে
অনন্ত কালের গর্ভে রহিয়াছে যাহা
অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, গুপ্ত, কেন এ দুরাশা
করিতে সে কালগর্ভে দৃষ্টিপাত আজি?
এ বাসনা, রাজপুত, কর পরিত্যাগ।"

শক্তসিংহ— নাই শক্তি এ দাসের করিতে অমান্য
দেবীর আদেশ কভু, এ মিনতি তাই
করিতেছে এ অধম চরণে তাঁহার—
কঠোর এ আজ্ঞা যেন নাহি দেন তিনি।
দেবীর অজ্ঞাত কিছু নাই এ জগতে,
এ দাসের দুঃখপূর্ণ জীবনকাহিনী
নহে অবিদিত তাঁর, দেবীর চরণে

এই ভিক্ষাপ্রার্থী দাস—খ্যাত রাজস্থানে
দয়ার্দ্রহৃদয়া দেবী—হতভাগ্য এই
দাসের উপর যেন না হন নির্দ্দয়া
আজ তিনি, পূর্ণ মম করুন প্রার্থনা।
ভুলিবে না এ জীবনে অভাগা এ দাস
দেবীর করুণা কভু, অনুগ্রহ তাঁর।

চারণী— করিও না অবহেলা, অজ্ঞান যুবক,
চারণীর পরামর্শ, উপদেশবাণী—
চারণী আদেশ কভু করে না কাহাকে।
থাকে যদি অন্য কিছু প্রার্থনীয় তব,
কর ব্যক্ত, পূর্ণ তাহা করিবে চারণী
অবিলম্বে যথাশক্তি।

শক্তসিংহ— নাই অন্য, দেবী,
প্রার্থনীয় কিছু মম। এই দীর্ঘ কাল
দীর্ঘবিংশবর্ষব্যাপী যে আশা হৃদয়ে
করিয়া পোষণ এই হতভাগ্য আমি
বহিতেছি এ জীবন কঠোর দুর্ব্বহ,
হইবে কি সেই আশা এ জীবনে কভু
পূর্ণ মম, শুধু তাহা হইতে বিদিত
উপনীত দাস আজি দেবীর চরণে।

জন্মাবধি যে দুর্ভাগ্য পশ্চাতে আমার
ফিরিতেছে অনুক্ষণ, বুঝিতেছি তাহা
করেনি এ হতভাগ্যে অদ্যাবধি ত্যাগ।
অন্যথা করুণাময়ী চারণী দেবীর
হইত না এ অভাগা বঞ্চিত দয়ায়।
প্রার্থনীয় ?—যে অভাগা অষ্টবর্ষ কালে,
জীবনের সূত্রপাতে, প্রথম প্রভাতে,
বঞ্চিত পিতার স্নেহে, দণ্ডিত কঠোর
মৃত্যুদণ্ডে, নির্ব্বাসিত জন্মভূমি হ'তে,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনীয় তার
থাকিতে কি পারে কভু ? না, না, এখনও
একটী প্রার্থনা শুধু আছে অভাগার,
দেবী কি প্রার্থনা সেই করিবেন পূর্ণ
এ দাসের ?

চারণী— নিঃসঙ্কোচে কর ব্যক্ত তব
প্রার্থনা, যদ্যপি কিছু না থাকে আপত্তি
করিতে সম্পূর্ণ তাহা, হবে তাহা পূর্ণ।
ধীরে ধীরে শক্তসিংহ উষ্ণীষ তাহার
মস্তক হইতে করি উন্মোচন, তার
পুঞ্জীকৃত বস্ত্রাবলী-অভ্যন্তর হ'তে

চতুর্থ সর্গ

বহু পুরাতন, জীর্ণ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র এক
মলিন লীপিকাখণ্ড করিয়া বাহির,
চারণীর হস্তোপরি করিয়া স্থাপন,
কহিল উচ্ছ্বাসে পুনঃ—
"করুন গ্রহণ
অভাগার কোষ্ঠীপত্র, অভিশপ্ত এই
জীবনের সর্ব্ববিধ দুর্ভাগ্যের হেতু
নিদারুণ ভাগ্যলিপি। নহে অবিদিত
দেবীর এ অভাগার জীবনকাহিনী—
বিংশ বর্ষ গত আজি, জনক আমার
নৃপতি উদয়সিংহ, রাণা মেবারের,
উপবিষ্ট একদিন সভাসদ্‌সহ,
হেন কালে মেবারের কর্ম্মকার এক
সুদর্শন তীক্ষ্ণ এক ছুরিকা শাণিত
রাণার চরণতলে দেয় উপহার।
রাণা ও আমাত্যবর্গ একে একে সবে
করিয়া পরীক্ষা সেই ছুরিকা, তাহার
করিতে লাগিল খ্যাতি অশেষ প্রকার।
অষ্টমবর্ষীয় শিশু হতভাগ্য আমি
পিতার আসন পার্শ্বে ছিনু ক্রীড়ারত,

ছুরিকার সে প্রশংসা করিয়া শ্রবণ
কৌতুহল বশে তাহা করিনু গ্রহণ,
পিতার নিকট আসি বালকসুলভ
চপলতা বশে তাঁকে করিনু জিজ্ঞাসা—
'পারে কি ছুরিকা এই করিতে কর্ত্তন
মানুষের মাংস অস্থি ?' কহিতে কহিতে
অবোধ বালক আমি ক্রীড়াছলে, হায়,
বসাইনু তীক্ষ্ণ ধার অকস্মাৎ তার
বাম করাঙ্গুষ্ঠে মম। ছুটিল অমনি
রক্তধারা তীব্রবেগে, হইল রঞ্জিত
বস্ত্র মম। অদ্যাবধি আছে চিহ্ন তার
বর্ত্তমান করাঙ্গুষ্ঠে।"

চারণী সম্মুখে
শক্তসিংহ প্রসারিত করিল তাহার
বাম হস্ত-বৃদ্ধাঙ্গুলি। কহিল আবার—
"কর্ত্তিত অঙ্গুলি, তবু, কোন ব্যথা, কিন্তু,
হইল না অনুভব। হেরিয়া আমার
এই নির্ব্বিকার ভাব বিস্মিত সকলে।
হেনকালে উপনীত হইল জনৈক
দৈবজ্ঞ, পিতার হস্তে কোষ্ঠীপত্র এই

চতুর্থ সর্গ

করি সমর্পণ, করি লক্ষ্য সে বালকে
কহিল রাণার প্রতি—'মহারাজ, তব
এ পুত্র যদ্যপি থাকে জীবিত জগতে,
ইহা হ'তে মেবারের মহান্ অনিষ্ট
হইবে সাধন'—পিতা করিয়া শ্রবণ
সেই কথা সে মুহূর্ত্তে করিল প্রদান
মৃত্যুদণ্ড অভাগার, বধ্যভূমে ত্বরা
অষ্টমবর্ষীয় শিশু হইলাম নীত।
হেন কালে অপুত্রক সালুম্ব্রাধিপতি
স্নেহবশে চাহিলেন রাণার সমীপে
ভিক্ষা এই অভাগায়। অনিচ্ছায় পিতা—
পশ্চাৎ সালুম্ব্রাপতি হন অসন্তুষ্ট—
দিলেন জীবন দান এই সর্ত্তে মম—
'যতদিন এ জগতে রহিব জীবিত,
না করি মেবারে যেন পুনরাগমন।'
তদবধি নির্ব্বাসিত জন্মভূমি হ'তে
এ অভাগা বিনা দোষে। তদবধি, হায়,
পরগৃহে পরঅন্নে বর্দ্ধিত এ দেহ।
যদিও বিরূপ পিতা দয়ামায়াহীন
ছিলেন উপরে মম, জননী আমার

জীবন হইতে এই সন্তানে অধিক
করিতেন স্নেহ, ভালবাসিতেন কত !
কতদিন মাতৃস্নেহবঞ্চিত বালক
চাহিয়াছি জননীর স্নেহময় বক্ষে
ফিরিতে আকুল প্রাণে, কত রজনীতে
বহিয়াছে অশ্রুধারা নিদ্রাহীন নেত্রে
অভাগার, স্নেহময়ী স্মরি জননীর
মুখখানি, করি সিক্ত উপাধান মম।
শুনিয়াছি এ অভাগা পুত্রের বিরহ
সহিতে অক্ষম মাতা করেন বর্জ্জন
জীবন তাঁহার—হায়, হয় যে সন্তান,
মাতৃঋণপরিশোধ থাক্ দূরে পড়ি,
স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুর কারণ,
এ জগতে হতভাগ্য তাহার অধিক
আছে কি দ্বিতীয় আর ?”—
থামিল যুবক
ক্ষণকাল, উত্তরীয়ে মুছিয়া নয়ন
কহিল আবার—
“দেবী, করুন মার্জ্জনা
দুর্ব্বলতা এ দাসের। এই কোষ্ঠীপত্র

পিতার নিকট হ'তে সালুম্ব্রাধিপতি
হন প্রাপ্ত, হই আমি সালুম্ব্রাধিপতির
নিকট হইতে প্রাপ্ত। তদবধি ইহা
রাখিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে। প্রার্থনা প্রথম
না করেন পূর্ণ যদি, দেবীর চরণে
করিতেছি শেষ এই দ্বিতীয় প্রার্থনা—
"সত্য কিম্বা মিথ্যা এই কোষ্ঠীপত্র মম,
শুনিতে দেবীর মুখে করি অভিলাষ।"

চারণী— ক্ষণপূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছি, যদি
না থাকে আপত্তি কিছু, হবে পূর্ণ তব
অভিপ্রায়, হে যুবক।
করিল আরম্ভ
জন্মকোষ্ঠীপত্র সেই করিতে পরীক্ষা
মনোযোগ সহকারে, করি নানাবিধ
অঙ্কপাত ভিত্তিগাত্রে আনত বদনে
চারণী। নিকটবর্ত্তী ক্ষীণ দীপশিখা
মাঝে মাঝে অকস্মাৎ উঠিছে কাঁপিয়া
করি প্রাচীরের গাত্রে বিকম্পিত ছায়া।
নীরব নিস্তব্ধ কক্ষ, উঠিছে ফুটিয়া
মাঝে মাঝে চিন্তারেখা ললাটে দেবীর,

ভ্রূকুটিকুটিলানন হতেছে কখন।
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত,
সহসা আনত শির করিয়া উন্নত,
যুবকের মুখপানে করিয়া নিক্ষেপ
কঠোর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সন্দিগ্ধ হৃদয়ে,
কহিল চারণী ধীরে—
"করতল তব
দেখি একবার।"
শক্তসিংহ সসম্ভ্রমে
করিল দক্ষিণ করতল প্রসারিত।
এক হস্তে যুবকের করিয়া গ্রহণ
করতল, অন্য হস্তে কোষ্ঠীপত্র তার,
করিতে লাগিল বৃদ্ধা পরীক্ষা উভয়।
পুনরায় কিছুক্ষণ হইলে অতীত,
নত শির ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
কহিল গম্ভীর স্বরে—
"শুন, শক্তসিংহ,
কোন এক গুরুতর কারণবশতঃ
অসম্বদ্ধ ভাগ্যলিপি প্রকাশ তোমার।
এইমাত্র শুন আজি—জীবন তোমার

অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়। হইলে বিদিত
সে জীবন, মহানিষ্ট হইবে সাধিত।
শুন উপদেশ মম—করিও না কভু
অভিপ্রায় ভাগ্যলিপি হইতে বিদিত।
হ'লেও অদীর্ঘ, তব অতীত জীবন
হইয়াছে দুঃখপূর্ণ বিচিত্রতাময়।
কিন্তু, অদ্যাবধি যেই ভবিষ্যৎ তব
রহিয়াছে অনাগত, ততোধিক তাহা
হইবে বৈচিত্র্যময়। কি ফল ভাবিয়া
গত কথা ? গত দুঃখ করিয়া স্মরণ ?
কি ফল হেরিয়া দূর ভবিষ্যৎ চিত্র ?
অনন্ত কালের গর্ভে নিবিড় তিমিরে
এই যে ছুটিছে প্রাণী উন্মত্তের প্রায়
অদৃষ্টের অন্বেষণে, মরুভূমে যথা
ছুটে মৃগ মরীচিকা করি নিরীক্ষণ,
ছুটিত কি তারা কভু যদি একবার
সে অদৃষ্ট, মরীচিকা হইত বিদিত ?
মেবারের এ দুর্দ্দিনে রাণা মেবারের
যদ্যপি প্রতাপসিংহ পারে বিসর্জ্জিতে
সর্ব্বস্ব, কনিষ্ঠ তাঁর বীর শক্তসিংহ

পারে না কি আত্মচিন্তা করিতে বর্জ্জন ?
নিয়তির দাস নর, পারে না মানব
লঙ্ঘিতে নিয়তি কভু শত চেষ্টা করি,
কেন তবে নিয়তির চিন্তায় ব্যাকুল
শক্তসিংহ ? যদি তার একান্ত বাসনা
করিতে ভাগ্যপরীক্ষা, সুযোগ তাহার
আসিতেছে অবিলম্বে অরাতির সনে
রণক্ষেত্রে। মেবারের নর ও নারীর,
প্রত্যেকের যে কর্ত্তব্য, তোমারও তাহা
কর্ত্তব্য। হে রাজপুত, রাজপূতনার
এ ঘোর সঙ্কটকালে কর সম্পাদন
সে কর্ত্তব্য হাসিমুখে। এ নহে সময়
আত্মচিন্তা, কিম্বা আত্মকলহের, বীর।
হও যদি পরাঙ্মুখ করিতে পালন
সে কর্ত্তব্য, শক্তসিংহ, জানিও নিশ্চয়
ভগবান একলিঙ্গ, মেবারাধিষ্ঠাত্রী
চামুণ্ডা, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট দেশদ্রোহী জনে
নাহি করিবেন কভু মার্জ্জনা জীবনে।"
অকস্মাৎ ক্ষুদ্র দীপ হইল নির্ব্বাণ।
নিবিড় তিমিরে কক্ষ হইল আবৃত।

চতুর্থ সর্গ

ভীষণ অশনিরবে উঠিল কাঁপিয়া
শূন্য কক্ষ। দাঁড়াইয়া বিস্ময়নির্ব্বাক
শক্তসিংহ হতবুদ্ধি স্তম্ভিতহৃদয়।
চারণীর শেষ কথা—সতর্কতাবাণী—
তখনো শ্রবণে তার হতেছে ধ্বনিত
অশনিগর্জ্জনরূপে, প্রতিধ্বনি তার
করিয়া বিদীর্ণ নভঃ, কম্পিত ভূধর,
ছুটিল দিগন্ত পানে উন্মাদিনী প্রায়।
উঠিল কাঁপিয়া শক্তসিংহের হৃদয়।
অন্ধকারে ধীরে ধীরে গহ্বর হইতে
চিন্তাকুল শক্তসিংহ হইল নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম সর্গ

মেবার কানন—আহেরিয়া।

বসন্তের শেষ নিশি হইল প্রভাত,
হইল চৈত্রের শেষ দিবস বিগত।
মহাকাল-রঙ্গমঞ্চে অনাদি অনন্ত
কালব্যাপী হইতেছে অভিনীত যেই
সৃষ্টির অদ্ভুত নাট্য বিচিত্র বিরাট,
তাহার একটি অঙ্ক করি অভিনয়,
অনন্তের রঙ্গমঞ্চে করি প্রসারিত
অতীতের যবনিকা, অন্তরালে ধীরে
সুদীর্ঘ একটি বর্ষ—এ মহানাট্যের
অভিনেতা একজন—হইল অদৃশ্য
অনন্ত কালের গর্ভে। অসীম অতল
অনন্তের মহাকাল-পারাবার-গর্ভে

অপর একটি বর্ষ মগ্ন অবলুপ্ত।
বিশাল বারিধিবক্ষে সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র
উর্ম্মিমালা মধ্যে লীন ক্ষুদ্র উর্ম্মি এক।
নিয়তির তুলিকায় দীর্ঘ গত বর্ষ
মানবের ভাগ্যপটে করেছে অঙ্কিত
যেই সব সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশার,
হাসি, অশ্রু, অভিমান, হর্ষ, বিষাদের,
অসংখ্য বিচিত্র চিত্র, বিস্মৃতির নীরে
মুছিয়া সে সব চিত্র হাসিমুখে দ্বারে
উপনীত নব বর্ষ, প্রথম প্রভাত
বৈশাখের, নিদাঘের প্রথম দিবস,
নব সুখ, নব আশা, নবীন উদ্যমে,
করি অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ নবীন অতিথি।
শোভিতেছে এক করে সূক্ষ্মাগ্র তুলিকা
নিয়তির, অন্য করে শোভিতেছে এক
বিচিত্র অঞ্জনপাত্র বিবিধ বর্ণের,
করিতে নবীন বর্ষে অঙ্কিত আবার
মানবের ভাগ্যপটে নবীন আলেখ্য,
নবীন বিচিত্র চিত্র নব জীবনের।
নবীন বর্ষের নব আশায় আনন্দে

আশান্বিত আনন্দিত রাজস্থানভূমি,
আহেরিয়া মৃগয়ার উৎসব-উন্মত্ত।
নবীন বর্ষের এই প্রথম দিবসে,
বর্ষের সমরফল করিতে নির্ণয়,
রাজস্থানে হয় যেই মৃগয়া-উৎসব
আহেরিয়া অনুষ্ঠিত, মেবারকানন
মুখরিত আজি সেই উৎসবে উল্লাসে।
বীরত্বের মহোৎসব আহেরিয়া এই
প্রতি বর্ষে, বৈশাখের প্রথম দিবসে,
রাজপুত বীরবৃন্দ এই মহোৎসবে
হয় মত্ত। রাজপুত বীরের বিশ্বাস—
'এই উৎসবের ফল হইতে আগামী
বর্ষের যুদ্ধের ফল হইতে সূচিত।'
সেই হেতু মেবারের পার্ব্বত্য কাননে
মেবারের বীরবৃন্দ সমবেত আজি।
বিশাল উন্নত এক বিটপী-ছায়ায়
বেষ্টিয়া প্রতাপসিংহে উপবিষ্ট সবে।
সমবেত বীরবৃন্দে করি সম্বোধন
কহিল গম্ভীর স্বরে তেজস্বী প্রতাপ—
"মেবারের বীরবৃন্দ, নবীন বর্ষের

প্রথম দিবস আজি, রাজপুতনার
পবিত্র মঙ্গল দিন। এই শুভদিনে
মেবারের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী
আহেরিয়া মহোৎসব করিতে পালন
সমবেত এইস্থানে আমরা সকলে।
সুদূর অতীত হ'তে আছে রাজস্থানে
প্রচলিত এ বিশ্বাস—অদ্যকার এই
আহেরিয়া উৎসবের ফলের উপর
আগামী বর্ষের যুদ্ধফলাফল আর
জয়-পরাজয় ধ্রুব করিবে নির্ভর।
চিতোরের স্বাধীনতা করিতে উদ্ধার
আশু শত্রু সনে যেই ভীষণ সমর
হইবে আরব্ধ, সেই যুদ্ধফলাফল
করিবে নির্ভর এই উৎসব উপরে।
অতএব শত্রু সনে জিনিতে সমর,
চিতোরের অধীনতা করিতে মোচন
কর যদি অভিলাষ, জানিও তাহলে
নাহি হয় ব্যর্থ যেন এ উৎসব আজ,
হয় যেন আহেরিয়া মৃগয়া সফল।"

বীরবৃন্দ— নিশ্চয় হইবে এই মৃগয়া-উৎসব

সফল, হবে না কভু ব্যর্থ আহেরিয়া।

শক্তসিংহ— নহে শুধু যুদ্ধফল, যুদ্ধফল সনে
হউক নির্ণীত আজি এই মহোৎসবে,
আহেরিয়া মৃগয়ায়, শৌর্য্য ও বীরত্ব
রাজপুত বীরদের। এই মৃগয়ায়
যাহার অধিক শৌর্য্য, সাহস, বীরত্ব,
নিপুণতা লক্ষ্যভেদে, অব্যর্থ সন্ধান
বর্ষার নিক্ষেপ দূর শিকারের প্রতি
হবে দৃষ্ট, হইবে সে সেই অনুপাতে
রণক্ষেত্রে সেনানীর যোগ্য বিবেচিত।

বীরবৃন্দ— অতীব উত্তম।

প্রতাপসিংহ— চল তবে, বীরগণ,
মেবারের এই ঘোর পার্ব্বত্য কাননে
থাকে যদি বন্য পশু দুর্দ্দান্ত ভীষণ
একটিও, আহেরিয়া নাহি হবে ব্যর্থ।
হউক কেশরী, কিম্বা শার্দ্দূল, গজেন্দ্র,
মহাবল, অতিকায়, হিংস্র, ভয়ঙ্কর,
লুক্কায়িত অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে,
কিম্বা পর্ব্বতের গূঢ় দুর্গম গহ্বরে,
রাজপুত বীরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিম্বা

বর্ষা হ'তে রক্ষা আজি নাহি পাবে কভু।
একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ
'জয় মেবারের জয়' উচ্চ কলরবে
আকাশ, পর্ব্বত, বন, করিয়া কম্পিত
রাজপুত বীরবৃন্দ ছুটিল উল্লাসে।
অরণ্যসঞ্জাত উচ্চ বৃক্ষসমূহের
নিবিড় পল্লবদল করিয়া বিদীর্ণ
নিপতিত প্রভাতের রবির কিরণে
শাণিত কৃপাণ, তীক্ষ্ণ বর্ষাগ্র, উষ্ণীষ,
যোদ্ধাদের শোভিতেছে তীব্র দীপ্তিময়।
বন্ধুর পর্ব্বতপথে অশ্বখুরাহত
বিদীর্ণ প্রস্তরখণ্ডসমূহ হইতে
জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গরাশি হতেছে নির্গত।
এইরূপে বন্য পশু করি অন্বেষণ,
বহু বন বনান্তর করি অতিক্রম,
গভীর দুর্গম এক নিবিড় অরণ্যে
উপনীত অবশেষে রাজপুতগণ।
মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, ক্ষীণ স্বেদধারা
পড়িতেছে যোদ্ধাদের কপোল বহিয়া,
শ্রান্ত তুরঙ্গমমুখে শোভিতেছে শ্বেত

ফেণপুঞ্জ, দীর্ঘশ্বাসস্ফীত নাসারন্ধ্র,
অশ্ব, অশ্বারোহী,—দুই অবসন্নদেহ।

প্রতাপসিংহ— বন্ধুগণ, দিবসের অর্দ্ধেক বিগত
বৃথা শ্রমে, প্রাণপণ করি অন্বেষণ
কত বন বনান্তরে, গহন কাননে,
একটিও বন্যপশু—কেশরী, শার্দ্দূল,
গজেন্দ্র থাকুক দূরে—-মৃগ বা বরাহ,
একটি পশুও, হায়, ক্ষুদ্র কি বৃহৎ,
হইল না দৃষ্টিপথে পতিত কাহার।
অসম্ভব পশুহীন এ অরণ্যভূমি।
হয়তঃ নিবিড়তর গহন কান্তারে
আছে লুক্কায়িত পশু। কিন্তু, বীরগণ,
যতই নিবিড় কিম্বা দুর্গম অরণ্যে
থাকুক না লুক্কায়িত, এই কাননের
অত্যুচ্চ বিটপী কিম্বা পর্ব্বতশৃঙ্গের
বহু ঊর্দ্ধে, আকাশের ওই কেন্দ্র-স্থলে,
শোভিতেছে আমাদের মস্তক উপরি
যেই রবি, না হইতে অস্তমিত সেই
রবি আজি, অবশ্যই করিতে হইবে
সন্ধান পশুর সেই। কিন্তু, তার পূর্ব্বে

শ্রান্ত তুরঙ্গমগণ লভুক বিশ্রাম
ক্ষণকাল অরণ্যের এই সুশীতল
ছায়ায়। অদূরে যেই ক্ষীণা নির্ঝরিণী
বহিছে পাষাণগাত্র করি আলিঙ্গন,
করুক সলিলে তার তৃষ্ণা নিবারণ।
ত্যজি অশ্বপৃষ্ঠ অশ্বারোহিগণ সবে
হইল ভূতলে অবতীর্ণ, অতঃপর
নির্ঝরিণী হ'তে বারি করি আনয়ন,
করিল অশ্বের তৃষ্ণা শ্রান্তি নিবারণ।
নিজেরাও নির্ঝরের শীতল সলিল
করি পান তৃষ্ণা দূর করিল সকলে।
এইরূপে ক্ষণকাল লভিয়া বিশ্রাম
অশ্ব, অশ্বারোহীদের হ'লে শ্রান্তি দূর,
ছুটিল তুরঙ্গপৃষ্ঠে রাজপুতগণ
পুনরায়, বনভূমি করি বিকম্পিত।
অরণ্যে নিবিড়তর করিয়া প্রবেশ,
ছুটিল বীরেন্দ্রবৃন্দ পশুর সন্ধানে
চতুর্দ্দিকে। অকস্মাৎ গভীর গর্জ্জনে
করিয়া কম্পিত বন ক্রুদ্ধ মহাবল
ভীষণ শার্দ্দূল এক, করি লম্ফ দান

উচ্চ শিলাখণ্ড হ'তে, করিল প্রবেশ
নিবিড় কণ্টকময় ঝোপের ভিতর।
উল্লাসে বীরেন্দ্রবৃন্দ উচ্চ জয়ধ্বনি
করিয়া ছুটিল সবে। ধৃত বাম করে
অশ্ববল্গা, অন্য করে শোভিছে সুদীর্ঘ
তীক্ষ্ণ বর্ষা সমুন্নত, শোভে নেত্রদ্বয়ে
উজ্জ্বল প্রখর দৃষ্টি, নির্ভীক আনন
দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত। ছুটিছে তুরঙ্গ
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে নিঃশঙ্কহৃদয়।

প্রতাপসিংহ— বন্ধুগণ, এতক্ষণ যেই সুযোগের
অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত আমরা
বন হ'তে বনান্তরে, উপস্থিত এবে
সুবর্ণ সুযোগ সেই। যদি এ শার্দ্দূল
যায় পলাইয়া আজি সম্মুখ হইতে
আমাদের, এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান
থাকিবে না মেবারের বীরেন্দ্রবৃন্দের।
অতএব, বন্ধুগণ, হও সাবধান,
চল, যেই কণ্টকিত ঝোপের ভিতর
আছে লুক্কায়িত ব্যাঘ্র, আমরা সকলে
চারিদিক হ'তে তাহা করিয়া বেষ্টন

করি উত্তেজিত ব্যাঘ্রে প্রস্তরনিক্ষেপে,
অবশ্য তাড়িত ব্যাঘ্র করিবে প্রয়াস
পলায়নে, ঝোপ হ'তে হইবে নির্গত,
তখন, দর্শনপথে যদি একবার
হয় নিপতিত, তবে নাহি পাবে রক্ষা
আমাদের বর্ষা হ'তে শার্দ্দূল কখন।
নিমেষে বিদ্যুৎবেগে হইল ধাবিত
বীরগণ, বেষ্টি ঝোপ চারিদিক হ'তে
অশ্বপৃষ্ঠে, বর্ষাহস্তে, সুতীক্ষ্ণ নয়নে
চাহি সম্মুখের পানে, রহিল প্রস্তুত
করিতে নিক্ষেপ বর্ষা শার্দ্দূলের প্রতি
অন্তরাল হ'তে যবে হইবে নির্গত।
দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ বর্ষা শোভে দীপ্তিময়
উত্তোলিত করচয়ে ঈষৎ হেলিত।
প্রতাপ ও শক্তসিংহ, ছিল দুইজন
পরস্পর পাশাপাশি। কহিল সহসা
শক্তসিংহ তীব্র স্বরে—
"রাজপুতগণ,
যাহার বর্ষায় এই ভীষণ শার্দ্দূল
হইবে নিধনপ্রাপ্ত, হইবে সে আজি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত মধ্যে আমাদের
বীরত্বে ও শৌর্য্যে, আর যাহার সম্মুখ
হইতে শার্দ্দূল এই যাবে পলাইয়া,
সকলের অযোগ্য সে হবে বিবেচিত।"
"উত্তম, তাহাই হবে।"—
কহি বীরগণ
একসঙ্গে বীরনাদে উঠিল গর্জ্জিয়া—
'জয় মেবারের জয়'
নিমেষে সহসা
চক্ষের পলক নাহি হইতে পতিত,
প্রতাপ ও শক্তসিংহ—এই উভয়ের
মধ্য দিয়া এক লম্ফে করিল শার্দ্দূল
পলায়ন! দূরবর্ত্তী অন্য আর এক
ঝোপ মধ্যে পুনরায় করিল প্রবেশ।
নিমেষে ছুটিল ক্রুদ্ধ রাজপুতগণ,
সে ঝোপও পূর্ব্ববৎ করিল বেষ্টন।
ঈষৎ অনুচ্চ স্বরে কহিল প্রতাপ
নিষ্ফল আক্রোশে স্ফীত ক্রুদ্ধ শক্তসিংহে
করি লক্ষ্য—
"শক্তসিংহ, তোমার আমার,

উভয়ের মধ্য দিয়া করিল যখন
পলায়ন ব্যাঘ্র এই, তুমি, আমি, আজ
হইব ইহার দায়ী থাকে যেন মনে।"

শক্তসিংহ— শক্তসিংহ নহে ভীরু, প্রমাণ তাহার
অবশ্য পাইবে আজ।
নীরবে সকলে
করিতে লাগিল পুনঃ ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা
তীক্ষ্ণ নেত্রে। রাজপুত বীরদের হস্তে
বজ্রমুষ্টিবদ্ধ বর্শা উঠিছে কাঁপিয়া
কদাচিৎ। পুনরায় শিলাখণ্ডরাশি
লাগিল পড়িতে সেই ঝোপের ভিতর
করিতে তাড়িত ব্যাঘ্রে। কিন্তু, বহুক্ষণ
হইল অতীত, তবু হইল না ব্যাঘ্র
ঝোপ হ'তে বহির্গত। অবশেষে যারা
ছিল রত ঝোপ মধ্যে প্রস্তরনিক্ষেপে,
শুষ্ককাষ্ঠপত্ররাশি করি আনয়ন,
স্তূপীকৃত একপ্রান্তে করিয়া ঝোপের,
করিল সে পত্রকাষ্ঠে অনল সংযোগ।
উঠিল জ্বলিয়া অগ্নি ভীষণ গর্জ্জনে
করি দীপ্ত বনভূমি, করি উচ্চশব্দে

মুখরিত দিঙ্মণ্ডল থাকিয়া থাকিয়া।
তখন অনন্যোপায় ভীষণ শার্দ্দূল,
জীবনের আশা যেন করি বিসর্জ্জন,
মহাক্রোধে অকস্মাৎ অন্তরাল হ'তে
হইয়া নির্গত বেগে, ভীষণ গর্জ্জনে
কাঁপাইয়া বন, এক লম্ফে সম্মুখের
অশ্বারোহী একজনে করি আক্রমণ,
হইল অশ্বের পৃষ্ঠে নিপতিত বেগে
অতর্কিত ভাবে। সেই ভীম আক্রমণে,
বিপুল দেহের ভারে বিশাল ব্যাঘ্রের,
ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূমিতলে
হইল পতিত অশ্ব। অশ্বারোহী বীর
একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অদূরে
ধরাতলে অবতীর্ণ হইল নিমেষে।
পলকে শার্দ্দূল অশ্বে করি পরিত্যাগ,
আরোহীকে করি লক্ষ্য করিল প্রদান
পুনরায় ভীম লম্ফ। কিন্তু অর্দ্ধ পথে
শূন্যস্থলে বর্ষাবিদ্ধ পড়িল শার্দ্দূল
ধরাতলে গতপ্রাণ, ভীম আর্ত্তনাদে
করিয়া কম্পিত বন। ছুটিল উল্লাসে

রাজপুত যোদ্ধাগণ জয়ধ্বনি করি
শার্দ্দূলের মৃতদেহ করিতে পরীক্ষা।
শক্তসিংহ— নিহত শার্দ্দূল এই বর্ষায় আমার।
প্রতাপসিংহ— আমার বর্ষায় হত।
শক্তসিংহ— এই হের মম
দীর্ঘ বর্ষা শার্দ্দূলের বিশাল উদর
করিয়াছে বিদারিত।
প্রতাপসিংহ— এই বর্ষা মম
শার্দ্দূলের গ্রীবাদেশ করিয়া বিদীর্ণ
এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে বহির্গত।
শক্তসিংহ— আমাদের উভয়ের বর্ষায় নিহত
এ শার্দ্দূল, অতএব আমাদের মধ্যে
কে শ্রেষ্ঠ, এখনো তাহা আছে অনির্ণীত।
বেলা অবসানপ্রায়, দ্বিতীয় শিকার
জুটিবে, কি জুটিবে না, নহে তা নিশ্চিত।
কিন্তু, যেইরূপে হোক করিতে হইবে
নির্ণয়, কে শ্রেষ্ঠ, আজি।
প্রতাপসিংহ— শক্তসিংহ, যদি
নিতান্তই ইচ্ছা তব করিতে নির্ণয়
তোমার আমার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এখন,

এস তবে, দূর হ'তে এ মৃত ব্যাঘ্রের
নেত্রদ্বয় করি লক্ষ্য করি বর্ষা ত্যাগ।
যাহার বর্ষায় বিদ্ধ হবে নেত্র, সে-ই
হবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত।

শক্তসিংহ— অতীব উত্তম

প্রতাপ ও শক্তসিংহ বর্ষাহস্তে দূরে
হইল দণ্ডায়মান।

প্রতাপসিংহ— কে, বল, প্রথম
করিবে নিক্ষেপ বর্ষা ?

শক্তসিংহ— কর তুমি অগ্রে।

করিয়া দক্ষিণ কর উত্তোলিত ধীরে
ঊর্দ্ধে, মুষ্টিবদ্ধ বর্ষা করিল নিক্ষেপ
সবেগে প্রতাপসিংহ নিমেষে তখন।
নিমেষে করিল শক্তসিংহও তাহার
বর্ষা ত্যাগ অবিলম্বে করি শার্দ্দূলের
নেত্রে লক্ষ্য। অতঃপর ছুটিল উভয়ে
রাজপুতগণ সহ করিতে পরীক্ষা।

শক্তসিংহ— এই হের বর্ষা মম করিয়াছে বিদ্ধ
শার্দ্দূলের বাম নেত্র।

প্রতাপসিংহ— এই বর্ষা মম

করিয়াছে বিদ্ধ তার দক্ষিণ নয়ন।

শক্তসিংহ— তা হ'লে এখনো তবে আছে অনির্ণীত
কে শ্রেষ্ঠ মোদের মধ্যে।

প্রতাপসিংহ— হবে অন্য দিন
তাহার মীমাংসা পুনঃ ঘটিলে সুযোগ।

শক্তসিংহ— নহে অন্য দিন, আজি এ আহেরিয়ায়
হউক নির্ণীত তাহা। এস, তুমি, আমি,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে এইক্ষণ করি নির্দ্ধারণ
কে কাহার শ্রেষ্ঠ তাহা।

প্রতাপসিংহ— সে কি, শক্তসিংহ!
আজি এই পুণ্যদিনে হেন অভিলাষ
কেন তব? দ্বন্দ্বযুদ্ধে জানিবে নিশ্চয়
আমাদের একজন হইবে নিহত।

শক্তসিংহ— ভীত কি প্রতাপসিংহ, রাণা মেবারের,
মরণে?

প্রতাপসিংহ— প্রতাপসিংহ ভীত, কি নির্ভীক,
মরণে, প্রমাণ তার এই পুণ্যদিনে
চাহে না প্রতাপসিংহ করিতে প্রদান
ভ্রাতৃরক্তে হস্ত তার করি কলঙ্কিত।

শক্তসিংহ— মেবারের রাণা যিনি, অবশ্য তাঁহাকে

করিতে হইবে তাঁর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ
সর্ব্বাগ্রে।

প্রতাপসিংহ— নিশ্চয় নহে। বিস্মৃত কি আজি
শক্তসিংহ, মেবারের রাণার আসনে
আসীন প্রতাপসিংহ কোন্ অধিকারে?
সিংহাসনে আরোহণ করিতে কখন
প্রতাপসিংহের নাহি হয় প্রয়োজন
শ্রেষ্ঠতার প্রমাণের। তবু যদি কভু
মেবারের অধিবাসী চাহে সে প্রমাণ,
প্রস্তুত প্রতাপসিংহ করিতে প্রমাণ।
কিন্তু কোন্ অধিকারে চাহে শক্তসিংহ
সে প্রমাণ?

শক্তসিংহ— নহে শুধু অধিবাসীরূপে
মেবারের, ভূতপূর্ব্ব রাণার দ্বিতীয়
পুত্ররূপে, আর ভ্রাতৃরূপে বর্ত্তমান
রাণার, চাহিছে শক্তসিংহ সে প্রমাণ।

প্রতাপসিংহ— ভুলিলে কি, শক্তসিংহ, জ্যেষ্ঠ আমি তব?

শক্তসিংহ— ভুলে নাই শক্তসিংহ। কিন্তু, সে কদাপি
মানিতে প্রস্তুত নহে প্রমাণ ব্যতীত—
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠের, অথবা কনিষ্ঠ

নিকৃষ্ট জ্যেষ্ঠের সদা। করে না শ্রেষ্ঠত্ব
জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব উপরে নির্ভর।
কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের যদি হয় শ্রেষ্ঠ কভু,
করিয়া জ্যেষ্ঠকে সেই সিংহাসনচ্যুত
কনিষ্ঠও পারে তার বসিতে আসনে,
অবিদিত নহে এই প্রথা রাজস্থানে।

প্রতাপসিংহ— শক্তসিংহ, তাই যদি অভিপ্রায় তব,
মেবারের সিংহাসনে আছে অধিকার
তোমার আমার মধ্যে অধিক কাহার,
করিতে প্রমাণ তাহা আজি এইক্ষণ,
প্রস্তুত প্রতাপসিংহ জানিবে সতত।

শক্তসিংহ— হও অগ্রসর তবে, আমিও প্রস্তুত।

অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয়, শক্ত ও প্রতাপ,
রাজপুত বীরদ্বয় নির্ভীকহৃদয়,
অশ্বপৃষ্ঠে, বর্ষাহস্তে, পরস্পর পানে
রোষকষায়িতনেত্রে চাহি নিষ্পলক,
দাঁড়াইল যুদ্ধোদ্যত, দাঁড়াইয়া যেন
আক্রমণোদ্যত ক্রুদ্ধ কেশরী শার্দ্দূল,
হিংস্র দুই বন্য পশু। হইবে যখন
পরস্পর অভিমুখে ধাবিত দুজন,

হেন কালে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া বেগে
রাজপুরোহিত তথা হ'ল উপনীত
সন্নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে।
যুদ্ধোদ্যত ভ্রাতৃদ্বয়ে করি সম্বোধন
কহিল গম্ভীর স্বরে—
"হও, বীরগণ,
ক্ষান্ত এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে। করিও না, হায়,
মেবারের এ দুর্দ্দিনে আত্মকলহের
সর্ব্বনাশী বিষময় বীজের বপন।
করিও না মেবারের নির্ম্মল বাতাস
কলুষিত গৃহদ্বন্দ্বে, কিম্বা মেবারের
করিও না ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত ভূমি।
একে এই রাজস্থান জর্জ্জরিত আজি
কলহবিদ্বেষবিষে, তদুপরি যদি
গৃহবিবাদের এই বিষময় বীজ
হয় উপ্ত, হবে তবে অঙ্কুরিত যেই
বিষবৃক্ষ, অবিলম্বে হইবে তাহার
সমগ্র এ রাজস্থানে ব্যাপ্ত মূলদেশ।
তখন সে বিষবৃক্ষ পারিবে কি কভু
উন্মূলিত অনায়াসে করিতে আবার

উন্মূলিত অনায়াসে করিতে আবার
নাহি করি উৎপাটিত বিদারিত বক্ষ
এই প্রিয় জন্মভূমি রাজপুতনার ?
রাজস্থানে আজি যেই বিদ্বেষ-অনল
হইতেছে প্রধূমিত, সেই কালানল
কোথায় করিবে সবে নির্ব্বাপিত আশু
একতার শান্তিবারি করিয়া সেচন,
না তাহার পরিবর্ত্তে করিতেছ এই
অনৈক্য-বাত্যায় তাহা প্রজ্বলিত আরো
দ্বিগুণ ভীষণতর। ভেবেছ কি, হায়,
সে ভীষণ কালানল নাহি হবে কভু
নির্ব্বাপিত, নাহি করি ভস্মীভূত এই
স্বর্ণ রাজস্থানভূমি ? আজি অনায়াসে
হবে যাহা সিদ্ধ, কল্য সহস্র চেষ্টায়
নাহি হবে সিদ্ধ তাহা। হও, বীরগণ,
অতএব ক্ষান্ত এই দ্বন্দ্বে তোমাদের।"

শক্তসিংহ— উন্মাদের অর্থহীন এ প্রলাপ-বাণী
বীরের শ্রবণযোগ্য নহে কদাচন।
শুন, পুরোহিত, তুমি নীতিধর্ম্মশাস্ত্রে
হ'তে পার বিজ্ঞতম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের

রণনীতি ক্ষাত্রধর্ম্ম অজ্ঞাত তোমার।
এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আজি না করি বর্দ্ধিত
অনৈক্য, করিবে তাহা সমূলে বিধ্বংস।
যদি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর নিবারণ,
ভেবেছ কি অনৈক্যের বিষবৃক্ষ তবে
সমূলে উৎপাটিত হইবে তখন ?
বরং হইবে তাহা সংবর্দ্ধিত পুষ্ট
গুপ্তভাবে অগোচরে, ভস্ম-অন্তরালে
প্রদীপ্ত অনল প্রায় অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন।
কিন্তু এই দ্বন্দ্বযুদ্ধকুঠারপ্রহারে
হবে অনৈক্যের সেই বিষবৃক্ষ আজি
ছিন্নমূল উৎপাটিত। হবে সে প্রচ্ছন্ন
বিদ্বেষ-অনল চিরনির্ব্বাপিত এই
দ্বন্দ্বযুদ্ধে তীব্র উষ্ণ শোণিতধারায়।

পুরোহিত— শুন তবে, শক্তসিংহ, নহে ক্ষত্রিয়ের,
নহে মানবের কিম্বা, কভু নীতি এই—
ভ্রাতৃরক্তে ভ্রাতৃকর হউক রঞ্জিত।
দানবের নীতি ইহা, অথবা পশুর।
মানব, দানব, পশু, সৃজিত যাঁহার,
তিনিই মানবে পশু আর দানবের

দিয়েছেন ঊর্দ্ধে স্থান। সেই মানবের
মনুষ্যত্ব, দানবের দানবত্ব, কিম্বা
পশুর পশুত্ব হ'তে শ্রেষ্ঠ ও মহান্।
সেই মনুষ্যত্ব, পশু আর দানবের
উপরে শ্রেষ্ঠত্ব সেই মানুষের, এই
ভ্রাতায় ভ্রাতায় রণে নহে বিদ্যমান।
এক জননীর গর্ভে জন্ম যাহাদের,
বহে যাহাদের দেহে একই শোণিত,
এক মাংস, এক অস্থি, এক উপাদানে
গঠিত যাদের দেহ, এক মাতৃ-অঙ্কে
বর্দ্ধিত শৈশবে যারা, এক জননীর
বক্ষোপরি যেই দুই শিশু একদিন
অকাতরে নিদ্রামগ্ন রহিত পড়িয়া,
এক জননীর দুই স্তনদুগ্ধধারা
করি পান দুই শিশু হইত বর্দ্ধিত,
এক ক্ষুদ্র শয্যাতলে, এক বৃন্তে দুই
কুসুমকোরকবৎ, রহিত ঘুমায়ে
কণ্ঠে কণ্ঠে, ভুজে ভুজে, করি আলিঙ্গন
পরস্পরে, দেহে দেহে হইয়া জড়িত,
আজি সেই শিশুদ্বয়, সেই জননীর

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্নেহের সন্তান,
উদ্যত একের বক্ষে করিতে অপর
অস্ত্রাঘাত, ইহা যদি মনুষ্যত্ব, তবে
পশুত্ব বা দানবত্ব শ্রেষ্ঠ ইহা হ'তে।
মেবারের মৃত্তিকায় মাতৃদেহ তব
আছে মিশি অলক্ষিতে, সেই মৃত্তিকায়
ভ্রাতার শোণিত যদি কর নিপাতিত,
করিবে মাতার বক্ষ পুত্রের শোণিতে
রঞ্জিত। ভ্রাতার বক্ষে হানিবে যে অসি,
হবে সেই অসি বিদ্ধ বক্ষে জননীর।
ভ্রাতৃ-অস্ত্রে ভ্রাতৃরক্ত এক বিন্দু যেথা
হবে নিপতিত, সেই স্থানে সেইক্ষণ
সেই এক বিন্দু রক্ত হইতে উত্থিত
হইবে অলক্ষ্যে শত দানব ভীষণ
গ্রাসিতে এ বসুন্ধরা। গর্জ্জিবে অশনি
আকাশে ভীষণ রবে, কাঁপিবে মেদিনী
ভূমিকম্পে, মহাসিন্ধু হবে উদ্বেলিত,
আগ্নেয়পর্ব্বত রোষে হইবে বিদীর্ণ,
তরল অনল, ভস্ম, করি উদ্গীরণ,
নিবিড় তিমিরে বিশ্ব হইবে আবৃত,

প্রলয়পয়োধিনীরে হবে নিমজ্জিত
বিশ্ব, বিশ্ববাসী প্রাণী, জীবজন্তুগণ।

শক্তসিংহ— ভীরু কিম্বা কাপুরুষ যে জন, তাহার
শোভে মুখে এই সব অসার বচন।
ভীরু যে, সে মৃত্যু-ভয়ে ভীত সর্ব্বক্ষণ ;
বীর যে, তাহার ভয়ে শঙ্কিত মরণ।
বীরের জীবনে মৃত্যু ঘটে একবার,
ভীরুর জীবনে মৃত্যু ঘটে বহুবার।
সদাভীত শঙ্কাকুল ভীরুর নয়ন
অন্ধকারে বিভীষিকা করে নিরীক্ষণ,
রজ্জুতে নেহারে সর্প, গোষ্পদে কুম্ভীর,
ভীরুর জীবন শুধু মৃত্যুর মন্দির।

পুরোহিত— সাবধান, শক্তসিংহ, মেবারাধিষ্ঠাত্রী
চামুণ্ডার ক্রোধানল করিও না আজ
উদ্দীপিত, কর যদি হবে ভস্মীভূত
স্বয়ং সে হুতাশনে জানিও নিশ্চয়।
মেবারের অধিবাসী রাজপুতগণ
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে, কিম্বা বুদ্ধিতে, কখন
নহে তোমা হ'তে হীন। করিয়াছে তারা
তোমার ও প্রতাপের মধ্যে যেই জনে

শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত, করিয়াছে তাকে
নির্ব্বাচিত। আজি তুমি কোন্ অধিকারে
চাও সেই নির্ব্বাচন করিতে বিফল ?
শুন, শক্তসিংহ, যদি চাও মেবারের,
কিম্বা আপনার, হিত করিতে সাধন,
হও ক্ষান্ত এই দ্বন্দ্বে, এই দুরাকাঙ্ক্ষা
লভিতে রাণার পদ কর পরিত্যাগ।
অনিশ্চিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় পরাজয় ;
প্রতাপসিংহের শৌর্য্য, বীরত্ব, সাহস,
নহে শুধু এ মেবারে, কিম্বা রাজস্থানে,
বিদিত ভারতবর্ষে। আজি তার সনে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে সম্ভবতঃ করিতেছ তুমি,
শক্তসিংহ, আপনার মৃত্যুকে আহ্বান।
যদ্যপি দৈবাৎ তুমি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে
হও জয়ী, ভেবেছ কি মেবারের লোক
করিবে রাণার পদে বরণ তোমায় ?
সত্য কিম্বা মিথ্যা ইহা, চাও যদি তুমি
হইতে বিদিত, তবে কর একবার
জিজ্ঞাসা বীরেন্দ্রবৃন্দে মেবারের এই,
অচিরে হইবে ভ্রান্তি বিদূরিত তব।

মেবারের শত্রু সনে হবে যে সমর
আশু বিঘোষিত, সেই সমর-অঙ্গনে
ঘটিবে সুযোগ বহু শ্রেষ্ঠত্ব তোমার
করিতে প্রমাণ, কিম্বা শৌর্য্যবীরত্বের
দিতে পরিচয়, কভু এ নহে সময়,
কিম্বা উপযুক্ত স্থান পরীক্ষার তার।
হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তব, শুন যদি মম
উপদেশ, চাও ক্ষমা, নিঃসন্দেহ রাণা
করিবেন ক্ষমা তাঁর নির্ব্বোধ ভ্রাতায়।

শক্তসিংহ— হিতাকাঙ্ক্ষী বটে মম! লোভী, স্বার্থপর,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ। আমি যদি আজি
হইতাম মেবারের রাণা, তবে তব
ওই দীর্ঘ শিখা সনে করি রজ্জু দৃঢ়
সন্নিবদ্ধ, করিতাম সর্ব্বাগ্রে তোমায়
ওই বিটপীর শাখে বিলম্বিত আমি।
শুন, মূর্খ, মেবারের অধিবাসিগণ
করিয়াছে নির্ব্বাচিত যেই অধিকারে
প্রতাপে রাণার পদে, সেই অধিকারে
শক্তসিংহ চাহে আজি করিতে পরীক্ষা
কতদূর সমীচীন সেই নির্ব্বাচন।

শক্তসিংহ নহে শিশু, মুখের কথায়
নাহি ভুলে কদাচিৎ, বুঝে আপনার
হিতাহিত ইষ্টানিষ্ট, নহে ক্ষমাপ্রার্থী
কাহার নিকটে কভু, বৃথা বাক্যব্যয়ে,
মূর্খসনে আলাপনে নাহি ইচ্ছা তার,
নহে ভীত মৃত্যু-ভয়ে অথবা কখন।
অতঃপর সম্বোধন করিয়া প্রতাপে
কহিল গর্জ্জিয়া রোষে—
"এই উন্মাদের
প্রলাপবচনে যদি নাহি হও তুমি
সংজ্ঞাহীন, হও তবে প্রস্তুত সমরে,
কর মম আক্রমণ রুদ্ধ এই ক্ষণ।"
সঙ্গে সঙ্গে শক্তসিংহ করিল সবেগে
প্রতাপে করিয়া লক্ষ্য বর্শা ত্যাগ তার।
চক্ষের পলক নাহি হইতে পতিত,
পুরোহিত যুদ্ধোদ্যত ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে
হয়ে উপনীত, বক্ষে করিল ধারণ
শক্তের সুতীক্ষ্ণ বর্শা। হইল পতিত
প্রাণহীন দেহ তার মধ্যে উভয়ের
রক্তাক্ত বর্শায় বিদ্ধ। হেরিয়া এ দৃশ্য

ভীষণ লোমহর্ষণ স্তম্ভিত নির্ব্বাক
প্রতাপ ও শক্তসিংহ, যোদ্ধগণ সবে।
সুপ্তোত্থিত প্রায় যেন কহিল প্রতাপ—
"হের, শক্তসিংহ, ওই পরিণাম তব
ঔদ্ধত্য ও মূঢ়তার। বিষময় ফল
অবিমৃশ্যকারিতার কর নিরীক্ষণ।
দম্ভী তুমি করিয়াছ অবজ্ঞায় যাকে
মূর্খ ভীরু কাপুরুষ বলিয়া গণনা,
হের সেই মূর্খ ভীরু তোমা হ'তে কত
জ্ঞানী ও মহান্, বীর, শ্রেষ্ঠ শতগুণ।
করিতে মেবারে এই গৃহকলহের
বিপ্লব হইতে রক্ষা, তোমায় আমায়
করিতে দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে
রক্ষা, এই মহাপ্রাণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
করিয়াছে আপনার জীবন অর্পণ।
জন্মভূমি এ মেবার তোমার আমার
নহে তত প্রিয়, যত প্রিয় ছিল এই
সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণের। এ ভারতবর্ষে
সুদূর অতীত হ'তে ত্যাগের মহত্ত্বে
নিষ্কাম ধর্ম্মের যেই মহান্ আদর্শ

আছে বিরাজিত, আজি এ মহাদুর্দ্দিনে
হয় নাই ধ্বংসপ্রাপ্ত অদ্যাবধি তাহা,
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার হের আজি এই।”
ক্ষণকাল নতমুখে রহি নিরুত্তর
কহিল প্রতাপসিংহ—
“শুন, শক্তসিংহ,
যদিও অনুজ তুমি, প্রিয় ভ্রাতা মম,
জন্মভূমি এ মেবার তোমা হ’তে মম
অনেক অধিক প্রিয়। এই পৃথিবীতে
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পত্নী, পুত্র, কন্যা,
আছে যত প্রিয় বন্ধু আত্মীয় স্বজন,
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম এই জন্মভূমি।
ভ্রাতা আমি ভ্রাতৃস্নেহপ্রদর্শনে আজি
পারি না লঙ্ঘিতে এই মেবারের প্রতি
রাণার কর্ত্তব্য মম, ক্ষুব্ধ প্রাণে তাই
করিতেছি এ কঠোর আদেশ প্রদান—
“আজি হ’তে, শক্তসিংহ, নও তুমি কেহ
এই মেবারের, কিম্বা নহে এ মেবার
অতঃপর কেহ তব। আশাকরি, তুমি
যতদিন এ জগতে রহিবে জীবিত,

আসিবে না অতঃপর এ মেবারে আর।"
শক্তসিংহ— কোন্ অপরাধে এই নির্ব্বাসন-দণ্ডে
দণ্ডিত দ্বিতীয়বার শক্তসিংহ আজি
করে অভিলাষ তাহা করিতে শ্রবণ।
প্রতাপসিংহ— মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণার প্রদত্ত
এই নির্ব্বাসনদণ্ড—এ মেবারভূমি
নাহি করে এতটুকু মঙ্গল প্রত্যাশা
তোমা হ'তে, পক্ষান্তরে এই মেবারের
যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে কোন দিন,
তোমা হ'তে হবে তাহা সাধিত নিশ্চয়।
পুত্রস্নেহবশে পিতা যে কর্ত্তব্য হ'তে
হন নাই ভ্রষ্ট কভু, ভ্রাতৃস্নেহবশে
করিয়াছি সে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন একদা
ভ্রাতা আমি, আজি তার হ'ল সংশোধন।
শক্তসিংহ— শত ধন্যবাদ, রাণা, এই শক্তসিংহ
নাহি মানে প্রভুত্ব বা আদেশ কাহার,
কিম্বা নহে কাহারও কৃপার ভিখারী।
শক্তসিংহ কোন দিন নাহি ছিল কেহ
এই মেবারের, কিম্বা ভবিষ্যতে কভু
চাহে না হইতে কেহ এ জীবনে তার।

কিন্তু, রাণা, এই কথা রাখিও স্মরণ—
রাখিলে অমীমাংসিত আজি যাহা তুমি,
যদি কভু এ জীবনে ঘটে সে সুযোগ,
শক্তসিংহ একদিন করিবে নিশ্চয়
জগৎসমক্ষে পূর্ণ মীমাংসা তাহার।
একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ
দ্রুতবেগে শক্তসিংহ করিল প্রস্থান।
কহিল প্রতাপসিংহ—
"রাজপুতগণ,
এ ব্রাহ্মণ আজি যেই মহান্ আদর্শ,
জন্মভূমি প্রতি এই অপূর্ব্ব প্রেমের
পবিত্র দৃষ্টান্ত যেই করিল স্থাপন
জগৎসমক্ষে, এস রাজপুত মোরা,
করি এ প্রতিজ্ঞা আজি—সে মহাআদর্শ,
সে দৃষ্টান্ত, সর্ব্বক্ষণ জীবনে মরণে
রাখিব অক্ষুণ্ণ এই রাজপুতনায়।"
সর্দ্দারগণ— করিতেছি এ প্রতিজ্ঞা—জীবনে মরণে
রাখিব অক্ষুণ্ণ এই মহান্ আদর্শ
যতদিন এ জগতে রহিব জীবিত।
অতঃপর সেই স্থানে, সে বিজন বনে

করিয়া বিটপীমূলে সমাধি রচিত
বনকাষ্ঠে, বনফুলে করিয়া সজ্জিত,
করিল সকলে সেই দেহের সৎকার।
মহাত্মা স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণের সেই
চিতানল না হইতে পূর্ণ নির্ব্বাপিত,
মেবার-আকাশে রবি হ'ল অস্তমিত।

ষষ্ঠ সর্গ।

চিতোরদুর্গ——বিফল প্রয়াস।

মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। উচ্চ দুরারোহ
পর্ব্বতশেখরস্থিত, পঞ্চক্রোশব্যাপী
বিশাল উন্নত দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত,
পাষাণনির্ম্মিত, দৃঢ়, অভেদ্য, অটল,
মেবারের সুরক্ষিত চিতোরদুর্গের
নিভৃত প্রকোষ্ঠে, গুপ্তমন্ত্রণাভবনে,
সভাসদ্‌পরিবৃত, ভারতসম্রাট্
প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগলভূপতি
দিল্লীশ্বর আকবরশাহের সুযোগ্য
প্রতিনিধি, দুর্গাধ্যক্ষ বসিয়া নীরব
চিন্তাকুল নতমুখে। বামকরতলে
ন্যস্ত বাম গণ্ডস্থল, পলকবিহীন

ভূপৃষ্ঠে নিবদ্ধদৃষ্টি, নিস্পন্দশরীর।
চাহি দুর্গাধ্যক্ষ পানে উৎসুক নয়নে
নীরব আমাত্যবর্গ, নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠ।
ক্ষণকাল পরে এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস
করি পরিত্যাগ ধীরে, করিয়া উন্নত
নত শির, দুর্গাধ্যক্ষ, পার্শ্ব-উপবিষ্ট
আমাত্যবর্গের প্রতি করি দৃষ্টিপাত,
কহিল গম্ভীর স্বরে—
"দারুণ সমস্যা!
নাহি জানি কি উত্তর করিব প্রদান
সম্রাটের এ লিপির। অষ্টবর্ষব্যাপী
যে রাজস্ব রীতিমত মেবার হইতে
হইয়াছে বর্ষে বর্ষে সম্পূর্ণ আদায়,
গত এক বর্ষ তার এক কপর্দ্দক
হয়নি আদায় কেন, চাহিছে সম্রাট্
জানিতে কারণ তার। কি কারণ, মন্ত্রী,
জানি না করিব আজি প্রদর্শন তার।
হুসেনখাঁ এখনো কি আসেনি ফিরিয়া?"
দুর্গাধিপতির প্রশ্ন না হ'তে সমাপ্ত
হুসেনখাঁ কক্ষমধ্যে করিল প্রবেশ।

"বন্দেগি, হুজুর"
ধীরে করিয়া কুর্ণিস
নতশিরে দুর্গাধ্যক্ষে, রহিল দাঁড়ায়ে
হুসেনখাঁ করযোড়ে।

দুর্গাধ্যক্ষ— কি সংবাদ আজ?

হুসেনখাঁ— করুন মার্জ্জনা, প্রভু, অক্ষম এ দাস
করিতে নূতন কিছু সংবাদ প্রদান।

দুর্গাধ্যক্ষ— আজিও কি, হুসেনখাঁ, পারনি করিতে
আদায় রাজস্ব কিছু?

হুসেনখাঁ— পারিনি, হুজুর।

দুর্গাধ্যক্ষ— কেন পার নাই?

হুসেনখাঁ— প্রভু, কাহার নিকট
চাহিব রাজস্ব আমি? মেবার এখন
জনহীন যেন এক বিশাল কানন।
শুনিলাম—মেবারের রাণার আদেশে
মেবারের অধিবাসী মেবারঅরণ্যে
করিয়াছে ইদানীং আশ্রয় গ্রহণ।
ত্যজি জনপদ লোক শ্বাপদসঙ্কুল
অরণ্যে পর্ব্বতে আজি করিতেছে বাস।

দুর্গাধ্যক্ষ— কেন তাহাদের গৃহআসবাবপত্র

করিলে না অনাদায় রাজস্বের তরে
বিক্রয় ?

হুসেনখাঁ— থাকুক দূরে আসবাবপত্র,
গৃহের চিহ্নও, প্রভু, নাই বিদ্যমান।
যদ্যপি থাকিত গৃহ, কিম্বা আসবাব,
কে তাহা করিবে ক্রয় ? ছিল একদিন
যে মেবার লোকালয়পূর্ণ জনপদ,
আজি তাহা গৃহহীন বিজন প্রান্তর।

দুর্গাধ্যক্ষ— নাই কি শস্যও ক্ষেত্রে ?

হুসেনখাঁ— ক্ষেত্র শস্যহীন।
অকর্ষিত শস্যক্ষেত্র। ছিল একদিন
যে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, অজি তার স্থানে
শোভে শুষ্কতৃণগুল্ম-আবৃত প্রান্তর।
থাক্ পড়ি দূরে শস্যক্ষেত্রের কর্ষণ,
শুনিলাম মেবারের রাণার আদেশ—
মেবারের তৃণাবৃত শ্যামল প্রান্তরে
যদ্যপি ভ্রমেও মেষরক্ষক কখন
চরায় একটি মেষ, প্রাণদণ্ডে তবে
আদেশলঙ্ঘক সেই হইবে দণ্ডিত।
তদবধি অকর্ষিত নহে ক্ষেত্র শুধু,

প্রান্তর ও দীর্ঘতৃণগুল্মসমাচ্ছন্ন।

দুর্গাধ্যক্ষ— দাম্ভিক এ রাজপুত প্রতাপসিংহের
করিতে বিচূর্ণ দর্প থাকে যদি কোন
উপায়, অথবা পন্থা, অবশ্য তাহার
করিতে হইবে অবলম্বন সহসা।
যদ্যপি, আমাত্যবর্গ, থাকে তোমাদের
প্রস্তাব কাহার কিছু, শুনিতে বাসনা।

জনৈক আমাত্য—হুজুর, আমার মতে মোগলের প্রজা
মেবারের শস্যক্ষেত্র করুক কর্ষিত।
থাকুক মোগলসৈন্য প্রস্তুত নিকটে
রাজপুত সৈনিকের আক্রমণ হ'তে
রক্ষিতে কর্ষণরত মোগল কৃষকে।
ইহা হতে একদিকে হইবে যেমন
প্রতাপের দর্পচূর্ণ, হইবে তেমন
অন্যদিকে মোগলের রাজস্ব আদায়।

দুর্গাধ্যক্ষ— উত্তম প্রস্তাব এই নিঃসন্দেহ তব।
মন্ত্রীর কি মত, তাহা শুনিতে বাসনা।

মন্ত্রী— অক্ষম, হুজুর, দাস করিতে প্রস্তাব
সমর্থন। যেই হেতু ধারণা আমার
অর্থব্যয় পরিশ্রম হবে মাত্র সার

ইহা হ'তে পরিণামে।

দুর্গাধ্যক্ষ— কেন এ আশঙ্কা

মন্ত্রী, তব ?

মন্ত্রী— হুজুরের নহে অবিদিত

কি সংখ্যায়, কি শিক্ষায়, রাজপুতসৈন্য
মোগলের সৈন্যাপেক্ষা হীন শতগুণ।
মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত রাজপুতসৈন্য
মোগলের সুশিক্ষিত সমরকুশল
বিপুল বাহিনী সনে সম্মুখ সমরে
নাহি হবে প্রাণান্তেও মিলিত কখন।
সেই হেতু রাজপুত ত্যজি জনপদ
লুক্কায়িত অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে !
অতঃপর রাজপুত জানিবে নিশ্চয়
অরণ্য হইতে সেই হইয়া নিষ্ক্রান্ত
মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ, অতর্কিত ভাবে
মোগলের সৈন্যোপরি হইয়া পতিত,
করিবে মোগলসৈন্য বিধ্বস্ত বিব্রত।
দিবাভাগে রাজপুত মোগলের ভয়ে
যদিও কর্ষণকার্য্যে নাহি দিবে বাধা
সম্ভবতঃ, কিন্তু যদি আসি রজনীর

অন্ধকারে করে শেষে অনল সংযোগে
দগ্ধীভূত শস্যক্ষেত্র, মোগল সৈনিক
পারিবে কি কোন বাধা করিতে প্রদান ?
এ নহে সম্মুখযুদ্ধ, একজন মাত্র
পারে রাজপুত ইহা করিতে সাধন।
যতই বিপুল, কিম্বা সমরকুশল,
হউক না কেন, তবু মোগলবাহিনী
পারিবে না কোন বাধা করিতে প্রদান।
হবে অর্দ্ধবর্ষব্যাপী পরিশ্রমফল
এক রজনীর মধ্যে ব্যর্থ ও বিনষ্ট।
রাজস্বের পরিবর্ত্তে হবে অর্থব্যয়।

দুর্গাধ্যক্ষ— অসম্ভব নহে ইহা। কিন্তু, অন্য কোন
উপায়ও নাহি দেখি করিতে বিফল
প্রতাপসিংহের এই ধূর্ত্ততা কৌশল।

মন্ত্রী— হুজুর, আমার মতে, করুন প্রথম
মোগলের প্রজা মেষরক্ষক কাহাকে
নিয়োজিত চিতোরের দুর্গপ্রান্তবর্ত্তী
শ্যামল উপত্যকায় মেষপাল তার
বিচারণে, দেখা যাক্ প্রতাপ তখন
কি ব্যবস্থা করে তার। একবার যদি

প্রজাদের এ আশঙ্কা হয় বিদূরীত
ভবিষ্যতে তবে আর করিবে না তারা
ইতস্ততঃ প্রতাপের আদেশ লঙ্ঘনে।

দুর্গাধ্যক্ষ— তাহাই হউক তবে

সৈনিক দুজন
হেন কালে বৃদ্ধ ভীলজাতীয় জনৈক
প্রজায় করিয়া বন্দী, করিল সে স্থানে
আনয়ন। দুর্গাধ্যক্ষে করিয়া কুর্ণিস
সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল তাহারা—
"খোদাবন্দ, গুপ্তচর এই বৃদ্ধ ভীল,
সেই হেতু করি বন্দী আনিয়াছি হেথা।
হুজুর, করুন এবে বিচার তাহার
যথোচিত।"

দুর্গাধ্যক্ষ— গুপ্তচর এই বৃদ্ধ ভীল!
আছে কি প্রমাণ কিছু?

সৈনিক— অকাট্য প্রমাণ
আছে বিদ্যমান—এই বৃদ্ধ প্রতি দিন
কাষ্ঠসংগ্রহের ছলে পশিয়া কাননে
মেবারের, রাজপুত সৈনিকদিগকে
মেবারের কার্য্যাবলী করে বিজ্ঞাপন

গুপ্তভাবে। কিছুদিন হইতে আমরা
সন্দেহ ও কৌতূহল বশতঃ উভয়ে
করি গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ তাহার।
তার ফলে করিয়াছি স্বচক্ষে দর্শন,
এই বৃদ্ধ রাজপুতসৈন্যদের সনে
গুপ্ত আলাপনে রত নিভৃত কাননে।

দুর্গাধ্যক্ষ— আছে কি বক্তব্য কিছু, হে বৃদ্ধ, তোমার?

বৃদ্ধ— এই দাস অতি ক্ষুদ্র নগণ্য দরিদ্র
দীন প্রজা হুজুরের, ভৃত্যের কথায়
হইবে কি হুজুরের প্রত্যয় কখন?

দুর্গাধ্যক্ষ— কথা তব কতদূর যোগ্য বিশ্বাসের,
বিচার্য্য আমার তাহা। যদ্যপি তোমার
থাকে কিছু বলিবার, নিঃসঙ্কোচে তাহা
পার, বৃদ্ধ, অকপটে করিতে জ্ঞাপন।

বৃদ্ধ— নহি গুপ্তচর আমি, কিম্বা শত্রু তব,
অথবা আমার দ্বারা হয়নি কখন
মোগলের কোন কার্য্য, গোপন রহস্য,
প্রকাশিত মোগলের শত্রুর নিকট
অদ্যাবধি ঘুণাক্ষরে। সম্পূর্ণ অলীক
এই অভিযোগ, প্রভু, আমার বিরুদ্ধে।

দুর্গাধ্যক্ষ— যাইতে কি, বৃদ্ধ, তুমি মেবার কাননে
প্রতিদিন? হইতে কি মিলিত তথায়
রাজপুত সৈন্যসনে, রত আলাপনে?

বৃদ্ধ— ছিল পূর্ব্বে এই দাস মেষব্যবসায়ী;
মেষরক্ষা ছিল মম কার্য্য জীবনের।
কিন্তু, মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের
কঠোর আদেশ যবে হয় প্রচারিত,
তদবধি মেষপাল করিয়া বিক্রয়,
করিতেছি ব্যবসায় কাষ্ঠবিক্রয়ের।
প্রতিদিন বনে বনে করি বিচরণ,
করিয়া সংগ্রহ কাষ্ঠ, বিক্রয়ে তাহার
করিতেছি পরিজনবর্গের পালন।
কাষ্ঠসংগ্রহের তরে মেবার কাননে
যাইতাম কভু আমি, কিন্তু, সেই স্থানে
রাজপুত সৈন্যদের কাহার সহিত
স্বেচ্ছায় মিলিত কভু হই নাই আমি।
কাষ্ঠ-অন্বেষণ কালে হইত কখন
দৈবাৎ কাহার সনে সাক্ষাৎ আমার।
কিন্তু, অদ্যাবধি মম কাহার সহিত
হয় নাই কভু কোন বাক্য বিনিময়।

দুর্গাধ্যক্ষ— এই দুই সৈনিকের সঙ্গে তব, বৃদ্ধ,
আছে কি শত্রুতা কিছু ?

বৃদ্ধ— শত্রুতা তেমন
নাই কিছু। তবে, প্রভু, কিছুদিন পূর্ব্বে
সংগৃহীত কাষ্ঠ শিরে করিয়া বহন
অরণ্য হইতে গৃহে ফিরিবার কালে,
চাহে কিছু কাষ্ঠ এই সৈনিক দুজন
আমার নিকট, প্রভু, কিন্তু মূল্যদানে
হয় অস্বীকৃত তারা। আমিও তখন
হই অস্বীকৃত কাষ্ঠপ্রদানে, যেহেতু
সেই দিন গৃহে মম ছিল অনটন
অত্যধিক। তদবধি প্রতিদিন তারা
করিতেছে দাসে এই ভয় প্রদর্শন—
করিবে হুজুর দ্বারা দণ্ডিত আমায়।

দুর্গাধ্যক্ষ— সত্য ইহা, সৈন্যদ্বয় ?

সৈনিকদ্বয়— সম্পূর্ণ অলীক
হুজুর, বৃদ্ধের কথা।

দুর্গাধ্যক্ষ— আছে সাক্ষী কেহ
বৃদ্ধ, তব ?

বৃদ্ধ— নাই, প্রভু, সাক্ষী কেহ মম।

দুর্গাধ্যক্ষ— বিশ্বাসঅযোগ্য, বৃদ্ধ, অভিযোগ তব।
পক্ষান্তরে সৈন্যদের অভিযোগ এই
সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। অপরাধ তব
করিতেছে সপ্রমাণ, হে বৃদ্ধ, তোমার
আপন স্বীকার উক্তি। অতি গুরুতর
অপরাধ এই, যার একমাত্র শাস্তি
প্রাণদণ্ড। কিন্তু, আমি শুধু এক সর্ত্তে
প্রস্তুত করিতে, বৃদ্ধ, মার্জ্জনা তোমায়
এবার, যদ্যপি তুমি চিতোরদুর্গের
প্রান্তবর্ত্তী মেবারের শ্যামল প্রান্তরে
চরাইতে মেষ নাহি হও অসম্মত।
করিবে মোগল সৈন্য প্রতাপসিংহের
আক্রমণ হ'তে রক্ষা তোমায় সতত।
কি মত তোমার, বৃদ্ধ?

বৃদ্ধ— ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
এই দাস নহে কভু অসম্মত, প্রভু,
আদেশ পালনে তব।

দুর্গাধ্যক্ষ— অতীব উত্তম।
হুসেন খাঁ, এই বৃদ্ধ ভীলে এইক্ষণ
কর মেষপালসহ মেবারপ্রান্তরে

প্রেরণ। মোগলসৈন্য রহিবে তাহার
কিছু দূরে লুক্কায়িত, প্রতাপসিংহের
সৈন্যদের আক্রমণ হইতে তাহায়
করিতে রক্ষা ও বাধা করিতে প্রদান
পলায়নে, যদি বৃদ্ধ করে চেষ্টা তার।

হুসেন খাঁ— যে আজ্ঞা।

আনত শিরে করিয়া কুর্ণিস
দুর্গাধ্যক্ষে, হুসেন খাঁ করিল প্রস্থান
বৃদ্ধ ও সৈনিকদ্বয়ে নিয়ে সঙ্গে তার।

দুর্গাধ্যক্ষ— হয় যদি ব্যর্থ এই চেষ্টা আমাদের,
করিতে হইবে পুনঃ উপায় অপর
নির্দ্ধারণ।

অতঃপর করি সভা ভঙ্গ
করিল দুর্গাধিপতি বিশ্রাম-আগারে
প্রবেশ। আমাত্যবর্গ একে একে সবে
আপন আপন গৃহে করিল প্রস্থান।

অপরাহ্ন দিবসের। সম্মুখে বিস্তৃত
জনহীন, গৃহহীন, লোকালয়হীন,
তৃণলতাগুল্মাবৃতপ্রান্তরশোভিত
অযত্নবর্দ্ধিতদীর্ঘবৃক্ষসমাকীর্ণ,

ষষ্ঠ সর্গ

বিজন অরণ্যবৎ মেবারের পানে
চাহিয়া ব্যথিত নেত্রে, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া আরাবল্লীশৈলপদমূলে
উদ্‌ভ্রান্ত প্রতাপসিংহ, রাণা মেবারের।
হেরি মেবারের এই দীন হীন বেশ
ক্ষুব্ধ চিন্তাকুল রাণা কহিল উচ্ছ্বাসে
আত্মবিস্মৃতের প্রায় স্বপ্নঅভিভূত—
"স্বর্গাপেক্ষা গরিয়সী, জননীসদৃশা,
জন্মভূমি মা আমার, করিও মার্জ্জনা
অধম সন্তানে এই। কি দুঃখে, জননি,
আপন সন্তান তব নির্ম্মম হৃদয়ে
হেমরত্নবিভূষিতা রাজরাজেশ্বরী
মা, তোমায় করিয়াছি ভিখারিণীবেশে
সজ্জিতা, সম্ভব যদি হইত, জননি,
দেখাতাম এই বক্ষ করিয়া বিদীর্ণ,
কি গভীর দুঃখরাশি আছে স্তূপীকৃত
হৃদয়ের স্তরে স্তরে। আছে কি জগতে
তার তুল্য হতভাগ্য, যেই জন, হায়,
জননীর কলেবর হইতে স্বহস্তে
জ্যোতির্ম্ময় মণিমুক্তাহীরকখচিত

রাণীর অতুল বেশ করি উন্মোচন,
পরায় তাহার স্থানে ধূলিধূসরিত
দরিদ্রা ভিখারিণীর ছিন্ন জীর্ণ চীর।
কিন্তু, মাতঃ, এই তব উপযুক্ত বেশ
এ সময়ে। সাজে কি, মা, ধূলায় লুণ্ঠিত
অঙ্গে তব হেমরত্নআভরণ এবে?
দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধা, শত্রুপদতলে
বিদলিতা, মা, তোমার সাজে কি এখন
রাজরাজেশ্বরীবেশ? বনবিহঙ্গিনী
চাহে কি থাকিতে কভু সোণার পিঞ্জরে?
পরে কি আকাশ কভু তারকার হার
মেঘাবৃত যবে? কিম্বা ছিন্নমূল তরু
পল্লবে কুসুমে কভু হয় কি সজ্জিত?
মেবার শ্মশানভূমি, মেবারের লক্ষ্মী
শ্মশানচারিণী দীনা হীনা কাঙ্গালিনী
অনাথা নিরাভরণা। ছিল একদিন
যে মেবার রাজস্থানে, নিখিল ভারতে,
সুচারু সমৃদ্ধিশালী অপূর্ব্ব নগর,
আজি তার স্থানে শোভে বিজন প্রান্তর
বিশাল কাননভূমি। ছিল যেই স্থানে

ষষ্ঠ সর্গ

রম্যহর্ম্ম্যবিভূষিত চারু লোকালয়,
শোভিতেছে সেই স্থানে ভগ্নস্তূপ এবে
ইষ্টকপ্রস্তরপূর্ণ। শোভে রাজপথ
কণ্টকিতগুল্মাবৃত, শোভিছে উদ্যান
অরণ্যখণ্ডের প্রায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
নানাবিধ বৃক্ষাকীর্ণ, শোভে শস্যক্ষেত্র
দীর্ঘশুষ্কতৃণগুল্ম-আবৃত প্রান্তর।
তড়াগ শৈবালাচ্ছন্ন। ছিল যে মেবার
জনকোলাহলপূর্ণ, সঙ্গীতমুখর,
সে মেবার এইক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ।
নরনারী একদিন করিত যে স্থানে
সুখে বাস, সেই স্থানে করিতেছে এবে
বন্যপশু বিচরণ, মধুর সঙ্গীত
উঠিত যেখানে, এবে উঠিছে তথায়
বিকট পেচকধ্বনি। জানি না, জননী,
রহিবে এ দীন বেশে আরো কতদিন।
রাজ্য, ধন, সুখ, কিম্বা যশঃ ও সম্মান,
অথবা একাধিপত্য সমগ্র ধরার,
চাহে না সন্তান দীন, জননি, তোমার।
কর এই আশীর্ব্বাদ—দাসত্ব-শৃঙ্খল

পারি যেন, মাতঃ, তব করিতে মোচন।
ভিখারিণীবেশ এই করিয়া মোচন
পারি যেন, মা, তোমায় করিতে আবার
রাজরাজেশ্বরীবেশে সজ্জিত স্বহস্তে।
তদবধি তপস্বিনী রহিবে যেমতি
মা, তুমি, রহিবে তব সন্তান তপস্বী।
ঐশ্বর্য্য, বিলাস, সুখ, করি বিসর্জ্জন
কঠোর সন্ন্যাসব্রত করিবে পালন।
অরণ্য হইবে রাজ্য, পর্ব্বতগহ্বর
হইবে প্রাসাদ, বৃক্ষমূল সিংহাসন,
রাজছত্র পল্লবিত শাখা বিটপীর,
নীলাকাশ চন্দ্রাতপ, বন্যফলমূল
রাজভোগ, ধরাতল শয্যা সুকোমল।
তোমার সেবায়, মাতঃ, হবে নিয়োজিত
এ জীবন। এ দেহের শেষ রক্তবিন্দু
তব পদতলে, মাতঃ, হইবে অর্পিত।"
  গভীর বিষাদে দুঃখে হইল কখন
বিক্ষুব্ধ হৃদয়, কভু হইল আবার
উত্তেজিত উদ্বোধিত চিত্ত প্রতাপের
অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেমে। কভু বেদনায়

বহিল নয়নে অশ্রু, কখন আবার
রোষে ক্ষোভে নেত্রদ্বয় বর্ষিল অনল।
হেনকালে রাজপুত সৈন্যচতুষ্টয়
মোগলের প্রজা মেষরক্ষক সে বৃদ্ধে
করি বন্দী, প্রতাপের সম্মুখে করিল
আনয়ন। অতঃপর প্রণমি রাণায়
কহিল জনৈক সৈন্য সসম্ভ্রমে ধীরে—
"মহারাণা, এই মেষপালক বিদ্রোহী
বৃদ্ধ ভীল চিতোরের দুর্গপ্রান্তবর্ত্তী
সমতল ক্ষেত্রে, নদীসলিলবিধৌত
সুকোমল তৃণাবৃত শ্যামল প্রান্তরে
চরাইছে মেষপাল নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
রাণার কঠোরাদেশ করি অবহেলা।
সেই হেতু আনিয়াছি রাণার নিকট
করিতে বিচার তার।"
চাহি বৃদ্ধ পানে
জিজ্ঞাসিলা মহারাণা—
"শত্রুকবলিতা
মেবারের হিতকল্পে যে আদেশ মম
প্রচারিত এ মেবারে নির্ম্মম কঠোর,

মেবারের অধিবাসী, কি পুরুষ নারী,
আছে যাহা অবগত, নও, বৃদ্ধ, তুমি
অবগত সে আদেশ ?"

বৃদ্ধ— অবগত আমি
মহারাণা, সে আদেশ।

রাণা— কেন তবে, বৃদ্ধ,
করিলে লঙ্ঘন তাহা ?

বৃদ্ধ— করি নাই, রাণা,
স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন তাহা। হতভাগ্য আমি
মোগলের প্রজা ক্ষুদ্র, বিনা অপরাধে
চিতোরদুর্গাধিপতি করেন দণ্ডিত
মৃত্যুদণ্ডে এ অধমে, কিন্তু সেই সঙ্গে
করেন এ অঙ্গীকার—মেবারপ্রান্তরে
চরাইতে মেষপাল হইলে সম্মত
করিবেন প্রাণদান। ভাবিলাম আমি
উভয়তঃ এক ফল। দুর্গাধিপতির
আদেশলঙ্ঘনে, কিম্বা আদেশপালনে,
অনিবার্য্য মৃত্যু মম। আদেশলঙ্ঘনে
দুর্গাধ্যক্ষকরে মৃত্যু, আদেশপালনে
মেবারের রাণা-করে। হতভাগ্য এই

দ্বিবিধ মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যু রাণাকরে
শতগুণে বাঞ্ছনীয় করে বিবেচিত।
সেই হেতু করে দাস দুর্গাধিপতির
আদেশ পালন, তব আদেশ লঙ্ঘন।

রাণা— বুঝিয়াছি, দুর্গাধ্যক্ষ করে অভিলাষ
দরিদ্র প্রতাপসিংহে করিতে পরীক্ষা।
ক্ষুব্ধ আমি, বৃদ্ধ, তব অনিচ্ছায় কৃত
এই অপরাধে শাস্তি করিতে প্রদান
মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু, আমি নিরুপায় আজি।
জন্মভূমি মেবারের দাসত্বশৃঙ্খল
করিতে মোচন, নহে ইহাই একটি
নিষ্করুণ কার্য্য, হেন বহু নিদারুণ
করিতে হইবে কার্য্য সম্পন্ন আমায়।
সৈন্যগণ, আপাততঃ রাখ এই বৃদ্ধে
বন্দীরূপে। করিতেছি দুর্গাধিপতির
নিকটে এক্ষনি আমি সংবাদপ্রেরণ।
আজি হ'তে সপ্তদিন মধ্যে দুর্গাধ্যক্ষ
করুন, পারেন যদি, রক্ষা এই বৃদ্ধে
রাজপুতহস্ত হ'তে। অষ্টম দিবসে
হবে মেষপালকের প্রাণবধ ধ্রুব।

অতঃপর চিতোরের সন্নিকটবর্ত্তী
পর্ব্বত-উপত্যকায় প্রকাশ্য প্রান্তরে
উচ্চদণ্ডে বিলম্বিত মৃতদেহ তার
করিবে মোগল মধ্যে প্রতাপসিংহের
অটল অচল স্থির সঙ্কল্প প্রচার।

বৃদ্ধ— সার্থক জনম মম, সার্থক জীবন,
আমা হ'তে হয় যদি উদ্দেশ্য সাধন
মেবারের মহারাণা প্রতাপসিংহের।
বৃদ্ধ আমি, মৃত্যু মম নহে দূরবর্ত্তী,
কিন্তু, এ জীবনে আর ঘটিবে না মম
সুবর্ণ সুযোগ হেন।

করিল প্রস্থান
সৈন্যগণ বৃদ্ধ সহ। চিন্তিতহৃদয়
কহিল প্রতাপসিংহ ক্ষুব্ধ শুষ্ক স্বরে—
"ভাবিয়াছ, আকবর, প্রতাপসিংহের
করিবে সঙ্কল্প ব্যর্থ। ভ্রান্ত তুমি, হায়!
ভারত কি ছার, যদি হও তুমি আজ
সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজ,
তথাপি প্রতাপসিংহ মুহূর্ত্তের তরে
করিবে না কভু তব প্রাধান্য স্বীকার।

ভাবিও না, যতদিন রহিবে জীবিত
জগতে প্রতাপসিংহ, মেবার হইতে
এক কপর্দ্দক তুমি পাইবে কখন।
সেই হেতু করিয়াছি প্রিয় জন্মভূমি
মেবারে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত আজি।
যেই অর্থলোভে বহু দূর দেশ হ'তে
আসিয়াছ ভারতের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার
করিতে লুণ্ঠন আজি, ভারতসন্তানে
দাসত্বের নাগপাশে করি শৃঙ্খলিত,
করিতে শোষণ রক্ত ভারতমাতার,
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে করিতে ভারতে
নিষ্পেষিত, জর্জ্জরিত, পদবিদলিত,
সোণার ভারতবর্ষে করিতে শ্মশানে
পরিণত, ক্ষুধার্ত্তের তীব্র আর্ত্তনাদে,
দুর্ভিক্ষের হাহাকারে, ভারতআকাশ
করিতে বিদীর্ণ, ধ্রুব জানিও, সম্রাট্,
সেই অর্থ, যতদিন রহিবে জীবন
প্রতাপসিংহের দেহে, এক কপর্দ্দক
এ মেবার হ'তে কভু পাইবে না তুমি।'
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা উঠিল ফুটিয়া

মহারাণা প্রতাপ

উন্নত ললাটে, নেত্রে দৃঢ় সঙ্কল্পের
ছুটিল অনলশিখা প্রতাপসিংহের।
ক্ষণকাল পরে ত্যজি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস,
ধীরে ধীরে বনমধ্যে করিল প্রবেশ
নতশিরে চিন্তাকুল উত্তেজিতপ্রাণ।
মেবার-আকাশে রবি হ'ল অস্তমিত,
হ'ল নির্ব্বাপিত শেষ রশ্মি দিবসের।
কিন্তু, রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আর
জনহীন সুবিশাল মেবারপ্রদেশে
একটি প্রদীপ নাহি হ'ল প্রজ্জ্বলিত।

সপ্তম সর্গ

বিকানীর—রাজপ্রাসাদ।

কাব্য ও চিত্র।

নিদাঘের দ্বিপ্রহর, নিস্তব্ধ প্রকৃতি।
মেঘহীন নীলাকাশে দীপ্ত দিবাকর
অগ্নিময়, তেজঃপূর্ণ, ধাঁধিয়া নয়ন
জ্বলন্ত অনল-রাশি করিছে বর্ষণ।
উত্তপ্ত ধরণীতল, পথপ্রান্তস্থিত
ঘনপল্লবিততরুস্নিগ্ধছায়াতলে
শ্রান্ত দগ্ধপদতল পথিকের দল
ত্যজি পথ অগ্নিময় ঘর্ম্মাক্ত শরীরে
নগ্নপদে, নগ্নদেহে, লভিছে বিশ্রাম।
পশুগণ তৃণাবৃত শ্যামল প্রান্তর

ত্যজি এবে স্থানে স্থানে বিটপীছায়ায়
ভূতলে শায়িত দেহে বিশ্রামনিরত,
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে রোমন্থনরত।
বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ বসিয়া কুলায়
নীরব নিস্তব্ধ। নাহি করে অন্বেষণ
খাদ্য, কিম্বা নাহি করে মধুর কূজন।
নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব কোলাহলহীন।
তাপদগ্ধা ধরণীর দীর্ঘশ্বাস প্রায়
উত্তপ্ত বাতাস শুধু থাকিয়া থাকিয়া
বহিতেছে কদাচিৎ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়,
করি আন্দোলিত মৃদু বৃক্ষের পল্লব।
সুবিশাল বিকানীর রাজপ্রাসাদের
নিভৃত প্রকোষ্ঠে, চারু মর্ম্মরখচিত
কক্ষতলে, সুকোমল গালিচা-আবৃত,
বিচিত্র শয্যায় অর্দ্ধশায়িতা রমণী
রূপসী তরুণী এক চিত্রাঙ্কনরতা।
ঘনপত্ররাজিশীর্ষ শ্যাম বিটপীর
পদতলে বিলুণ্ঠিতা জ্যোৎস্নারেখাপ্রায়
প্রসারিত শয্যাতলে অপূর্ব্ব লীলায়
তরুণীর দেহখানি। সূক্ষ্ম নীলাম্বর,

বেষ্টিয়া চন্দনতরু ফণিনীর ন্যায়,
শোভিতেছে কিশোরীর বেষ্টি স্বর্ণতনু।
মেঘ-অন্তরালে দীপ্তা সৌদামিনী প্রায়
শোভিতেছে রূপসীর যৌবনমাধুরী
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিত। কৃষ্ণ কেশদাম
শোভিছে আননে, অংসে, পৃষ্ঠে, বক্ষঃস্থলে,
উপাধানে, কক্ষতলে, শ্লথদেহোপরি,
প্রসারিত ইতস্ততঃ, অযত্নবিক্ষিপ্ত।
অর্দ্ধ-উত্তোলিত বামকরে ন্যস্ত শির,
শোভিছে দক্ষিণ করে সূক্ষ্মাগ্র তুলিকা,
সম্মুখে সমাপ্ত প্রায় সুচারু আলেখ্য
শোভে প্রসারিত এক স্বহস্তে অঙ্কিত
রমণীর। চতুষ্পার্শ্বে শোভে নানাবিধ
বিচিত্র অঞ্জনপাত্র। ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দু
ললাটে কপোলে শুভ্র মুক্তাবিন্দু নিভ
শোভিতেছে করি সিক্ত চূর্ণালকগুচ্ছ
অযত্নকুঞ্চিত ভালে। দুলিতেছে মৃদু
কর্ণে ক্ষুদ্র দুল চারু রক্তবিন্দু প্রায়।
মুক্ত বাতায়নপথে থাকিয়া থাকিয়া
সন্নিকটবর্ত্তী আম্রবৃক্ষের শাখায়

উপবিষ্টা, নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়ের উদ্দেশ্যে,
আসিছে ভাসিয়া পিকবধূর আহ্বান
করুণ সঙ্গীত-ধ্বনি। কখন আবার
ঈষৎ উত্তপ্ত বায়ু তস্করের প্রায়
পশিয়া গবাক্ষপথে, অনন্যহৃদয়া
তরুণীর বক্ষঃস্থিত বসনঅঞ্চল
ঈষৎ সরায়ে, কর্ণে তুলাইয়া দুল,
উড়াইয়া ললাটের চূর্ণালক মৃদু,
করিতেছে পলায়ন চকিতে আবার।
বিকানীর রাজপুত্র পৃথ্বীরাজপত্নী
যোশীবাঈ এইরূপে আলেখ্যঅঙ্কনে
ছিল যবে আত্মহারা, তরুণী অপরা
ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে করিল প্রবেশ।
ভাঙ্গিল চকিতে ধ্যান পদশব্দে তার
যোশীর, আনত আঁখি করি উত্তোলন
দেখে যোশী শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তার
প্রিয়সখি কমলিনী মৃদুহাসিমুখে।
"একি! সই, কম্‌লী যে!"—
পুলকে অধীরা
যোশীবাঈ ক্ষিপ্রগতি করি গাত্রোত্থান

নিমেষে সখিকে বক্ষে ধরিল চাপিয়া।
একে অপরের কণ্ঠ সুকুমার ভূজে
করিয়া বেষ্টন, প্রেমভরে সখিদ্বয়
পরস্পরে আলিঙ্গন করিল উল্লাসে।
উভয়ে সমবয়স্কা, সমানযৌবনা।
কমলিনী বিকানীর রাজ্যের জনৈক
সর্দ্দারদুহিতা, প্রতিবেশিনী যোশীর,
ক্রীড়ার সঙ্গিনী সখি, করিতেছে বাস
পতিসনে রাজধানী সুদূর দিল্লীতে
মোগলের। পতি তার মোগলভূপতি
দিল্লীশ্বর আকবরশাহের জনৈক
খ্যাতনামা কর্ম্মচারী উচ্চপদারূঢ়।

যোশীবাঈ— কথন আসিলি, সই?

কমলিনী— আসিয়াছি, সই,
প্রাতেঃ আজ। অকস্মাৎ পাইনু সংবাদ—
মাতার কঠিন পীড়া, বিপন্ন জীবন।
দেখিতে তাঁহাকে তাই আসিয়াছি ত্বরা।

যোশীবাঈ— থাক্‌বি ত কিছুদিন?

কমলিনী— পারি না বলিতে।

যোশীবাঈ— দেখি না ত বাধা কিছু।

কমলিনী— নিজে তুই, যোশী,
নারী হয়ে আজিও কি জানিস্ না, হায়,
পরাধীনা রমণীর বাধা পদে পদে ?
যোশীবাঈ— কিন্তু, এ অন্যায় অতি পুরুষের, ভাই।
পুরুষ ও রমণীর জীবনের এক
প্রধান পার্থক্য এই—পুরুষ তাহার
জন্ম হ'তে মৃত্যুকাল অবধি সমগ্র
জীবন যাপন করে গৃহে আপনার,
কিন্তু রমণীর, হায়, জন্ম এক গৃহে,
মৃত্যু অন্য গৃহে পুনঃ। স্বার্থপর নর
ভাবে না এ কথা কভু—অভাগী নারীর
যথা পতিগৃহ, তথা পিত্রালয় এক
আছে তার। উভয়ের সহিত তাহার
জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে আছে বিজড়িত,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে আছে বদ্ধ চিরতরে।
যথা পতিপুত্র তার প্রাণাধিক প্রিয়,
তথা পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী তাহার
নহে কিছু কম প্রিয়। যেই মাতৃগর্ভে
জন্ম তার, যেই পিতামাতা কতদিন
অনাহারে অনিদ্রায় সহি শত ক্লেশ

করেন শৈশবে তাকে লালন পালন,
যেই ভ্রাতা ভগ্নী সনে বাল্যে ও শৈশবে
একত্রে শয়ন, ক্রীড়া, আহার, বিহার
করিয়া অতীত কাল, তাহারা কি, হায়,
অবহেলা-যোগ্য কভু ? হায়, রমণীর
সুখদুঃখ পিতার ও পতির গৃহের
সুখ ও দুঃখের সনে সমবিজড়িত।
সেই পিত্রালয়ে, সেই জনকজননী
ভ্রাতা ভগ্নী সনে যদি না থাকে নারীর
দুদিন করিতে বাস অধিকার কোন,
নারীর জীবনে ধিক্।

ঈষৎ হাসিয়া
কমলিনী ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"পুরুষের অসাক্ষাতে কি লাভ করিয়া
এইরূপে পুরুষের স্কন্ধে দোষারোপ ?
পুরুষ যেমন দোষী, নির্দ্দোষ কি নারী ?
স্বার্থপর যথা নর, নারীও তেমন,
কেহ কারো নহে কম। যে নারী একদা
ত্যজিতে পিতার গৃহ মনে করে, হায়,
হইবে প্রাণও বুঝি বহির্গত তার,

সেই নারী পতিগৃহে থাকি কিছুদিন
নাহি চাহে পিত্রালয়ে আসিতে আবার।
যদ্যপি আসেও কিম্বা, চিন্তে সর্ব্বক্ষণ
কবে পতিগৃহে পুনঃ যাইবে ফিরিয়া ”

যোশীবাঈ— এ তোর নিজের কথা নিশ্চয়, কমলীনি।

কমলিনী— আমার যেমন, যোশী, তোর ও তেমন,
তদ্রূপ অপরাপর সকল নারীর।
তা না হ'লে, এই দেখ্, যে তুই এখন
পুরুষের দোষ কত করিলি কীর্ত্তন,
বল্ দেখি, বিবাহের পরে, যোশী, তুই
কয়বার পিত্রালয়ে গিয়েছিস্ তোর?

যোশীবাঈ— যাই, বা না যাই, তাতে কিবা আসে যায়?
কথা এই—কিন্তু, যদি চাহি যেতে কভু,
বাধা কেন দিবে তাতে?

কমলিনী— চাহিলে যাইতে
কেহ নাহি দেয় বাধা।

যোশীবাঈ— তবে কেন তুই
পারিস্ না থেকে যেতে দুদিন এখানে?

কমলিনী— মাতার আরোগ্যাবধি থাকিব অবশ্য,
ততদিন কেহ মোরে পিত্রালয় হ'তে

পারিবে না নিয়ে যেতে।

যোশীবাঈ— আমিও তাহাই

চাহি মাত্র। রমণীর এটুকু অন্ততঃ

স্বাধীনতা চাহি আমি রাখিতে অক্ষুণ্ণ।

"কিন্তু, এ কি !"

কক্ষতল হ'তে কমলিনী

যোশীর আলেখ্যখানি লইল তুলিয়া।

চাহি চিত্রপানে হাসি কহিল—

"এখনো

চিত্রের বাতিক তোর আছে পূর্ব্ববৎ।

সম্ভবতঃ কবিরও কাব্যের বাতিক

কমে নাই কিছুমাত্র, বর্দ্ধিত বরং।

কোথা তোর কবিবর ? আছে সুখবর।

যোশীবাঈ— কি খবর শুনি তাহা।

কমলিনী— বলিব না এবে,

চল্ আগে যাই তোর কবির নিকট।

অতঃপর দুইজনে মন্থর চরণে

পরস্পর কণ্ঠ ভুজে করিয়া বেষ্টন,

চলিল তরুণীদ্বয় রাজপ্রাসাদের

অন্যপ্রান্তস্থিত কক্ষান্তর অভিমুখে।

বিকানীর রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ যবে
একাকী বিজন কক্ষে তন্ময় হৃদয়ে
কাব্যপ্রণয়নে রত, অকস্মাৎ এই
নারীদ্বয় উপনীত হইল তখন।

কমলিনী— অকস্মাৎ অসময়ে কাব্যতপোবনে
করিয়া অনধিকার প্রবেশ এ হেন,
আশ্রমের শান্তিভঙ্গকারিণী এবং
কবির তপস্যাবিঘ্নকারিণী আমরা
করিতেছি সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা তব,
কবিবর। বুঝিতেছি অনুমানে এবে
কবিবর ব্যস্ত অতি কাব্যকুঞ্জবনে
প্রেমের প্রফুল্ল কাব্যকুসুমচয়নে,
গাঁথি প্রেমমাল্য কণ্ঠে পরাতে প্রিয়ার
কবিতার মুক্তাহার। পারি কি শুনিতে
ফুটিয়াছে আজি কোন্ কবিতাকুসুম
কবির এ কুঞ্জবনে? উঠিয়াছে আজ
কোন্ পাপিয়ার তান? কোন্ মধুপের
মধুর ঝঙ্কারে কুঞ্জ গুঞ্জরিত আজি?
অকস্মাৎ অতর্কিত লইল টানিয়া
কবির সম্মুখ হ'তে পাণ্ডুলিপি এক

অসমাপ্ত কবিতার। এক করে চিত্র,
অন্য করে কবিতায় করিয়া ধারণ,
দাঁড়াইয়া কিছুদূরে কহিল হাসিয়া—
"যেমন অদ্ভূত পতি, পত্নীও তেমন।
পতি কবি, চিত্রকরী পত্নী। উভয়ের
একই ব্যবসা। একে লেখনীসাহায্যে,
অপরা তুলিকা দ্বারা করেন ভ্রমণ
ভাবরাজ্যে। এক কক্ষে নিয়োজিত পতি
কাব্যপ্রণয়নে, অন্য কক্ষে পত্নী তাঁর
চিত্রাঙ্কনে।"
অতঃপর লাগিল পড়িতে
কমলিনী উচ্চৈঃস্বরে পাণ্ডুলিপি সেই—

প্রেমের অর্ঘ্য

(১)

কি দিব তোমায়? কি আছে আমার?
ছিল যাহা, সে ত দিয়েছি সব।
তবু যদি, প্রিয়ে, থাকে কিছু মম
অবশিষ্ট, সে ত সকলি তব।

(২)

এ জীবনে, প্রিয়ে, ছিল যাহা মম,
    সকলি ত তোমা করেছি দান।
এ জীবন আর এ যৌবন মম,
    এ হৃদয়, প্রিয়ে, এ দেহ প্রাণ।

(৩)

জীবনের সাধ, আকাঙ্ক্ষা ও আশা,
    জীবনের সুখ শান্তি বিভব,
হৃদয়ের প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা,
    অযাচিত ভাবে দিয়েছি সব।

(৪)

চাহি না সন্মান, চাহিনা গৌরব,
    চাহি না ঐশ্বর্য্য, চাহি না সুখ,
চাহি না রাজত্ব, চাহি না প্রভুত্ব,
    করিব সম্বল দারিদ্র্য দুঃখ।

(৫)

তাই আজি, প্রিয়ে, ছিল এ জগতে
    যাহা কিছু মম করিয়া দান,
সর্ব্বশেষে আজি সর্ব্বরিক্ত আমি,
    শূন্য এ হৃদয়, শূন্য এ প্রাণ।

(৬)

দিয়েছি অতীত, ভূত, ভবিষ্যৎ,
ইহ, পরকাল, পাপ ও পুণ্য,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ,
এ জীবন আজি, প্রেয়সি, শূন্য !

(৭)

কি দিব তোমায় ? কি দিয়ে তোমার
সাজাইব অর্ঘ্য, প্রেমোপহার ?
স্নেহ ও সোহাগ, প্রেম ও প্রণয়,
ভালবাসা বিনা কি আছে আর ?

(৮)

ওই হের, প্রিয়ে, তটিনীর তীরে
দিগন্তবিস্তৃত বালুকাবৃত
বিজন সৈকতে, বারিধির শুভ্র
ফেনপুঞ্জে তব শয্যা রচিত ।

(৯)

পূর্ণচন্দ্রকিরীটিনী পূর্ণিমার
ফুল্ল, নিরমল, শুভ্র জ্যোৎস্নায়,
বিরচিত, প্রিয়ে, অঙ্গরাগ তব,
রচিত কুন্তল মেঘমালায় ।

(১০)

হের বিরচিত নীলাম্বর তব

নক্ষত্রখচিত নভঃ-নীলিমায়,

অলক্তরঞ্জিত চরণ তোমার

সান্ধ্য গগনের অরুণিমায়।

(১১)

তারকায়, প্রিয়ে, বিরচিত তব

কর্ণে দুল, কণ্ঠে মুকুতাহার,

ইন্দ্রধনুরাগে রচিত অঞ্চল,

প্রজাপতিপক্ষে গুণ্ঠনভার।

(১২)

কুসুমসৌরভে অনুলিপ্ত তব

সুকুমার তনু শিশিরস্নাত,

উষার কিরণে শুষ্ক সিক্ত অঙ্গ,

সিক্ত কেশভার পরিমার্জ্জিত।

(১৩)

ঝিল্লীর রবে, প্রিয়তমে, তব

নয়নপল্লব হবে মুদ্রিত,

পাপিয়ার তানে হইবে আবার

প্রিয়ে, তব নেত্রপত্র উন্মীলিত।

(১৪)

কুসুমের রেণু, প্রিয়ে, তব শিরে
স্নেহের আশীষ করিবে বর্ষণ,
মলয় অনিল সৃজিবে সর্ব্বাঙ্গে
স্নেহের কোমল করস্পর্শন।

(১৫)

খদ্যোতিকা তব জ্বালিবে প্রদীপ,
কুহেলিকা স্বপ্ন করিবে সৃজন,
মরীচিকা প্রাণে আশা নিরাশার
করিবে ইন্দ্রজালের বয়ন।

(১৬)

হিমাদ্রির শুভ্রহিমানীমণ্ডিত
রবিকরজালদীপ্ত শিখর,
শিরে তব, প্রিয়ে, রচিবে অপূর্ব্ব
হীরকখচিত মুকুট সুন্দর।

(১৭)

বারিধির নীল ঊর্ম্মিবিশোভিত
সলিল চরণযুগল তব
করিবে আনন্দে প্রক্ষালন, প্রিয়ে,

* * *

উত্থিত কৌতুকহাসি চাপিয়া অধরে
কহিল গম্ভীর স্বরে কমলিনী পুনঃ—
"ওগো কবিপ্রিয়ে, দেবী কবিহৃদয়ের,
বহুযত্নে কবি তব র'চিয়াছে এই
অপূর্ব্ব প্রেমের অর্ঘ্য। কৃপা করি, দেবি,
করিয়া গ্রহণ তাহা করুন কবির
সার্থক জীবন শ্রম।"
হাসিয়া তখন
করিল নিক্ষেপ সেই পাণ্ডুলিপিখানি
যোশীর শরীরোপরি। করিল উত্তর
ঈষৎ হাসিয়া যোশী—
"পরের উচ্ছিষ্ট
যোশীবাঈ কোন দিন করে না গ্রহণ।"

কমলিনী— করে, কিন্তু, অনায়াসে ভক্ষণ চর্ব্বণ,
শ্রবণ যুগল কর্ণে।
উঠিল হাসিয়া
যোশীবাঈ, পৃথ্বীরাজ, একত্রে দুজন।

কমলিনী— জিজ্ঞাসি তোমায়, কবি, মিথ্যা ভিন্ন কভু
হয় না রচিত কাব্য? ভাবিয়াছ তুমি—
তোমরা পুরুষজাতি যাহা খুসী মনে

নাহি বল কেন, তাহা আমরা রমণী
দৈববাণী প্রায় শিরে করিব ধারণ ?
ভেবেছ তোমরা—নারী আমরা কখন
নাহি জানি, নাহি বুঝি, ছল ও কৌশল,
স্তোকবাক্য তোমাদের ? এ ধারণা যদি
থাকে তোমাদের, তাহা ভ্রান্ত অতিশয়।
সত্য বটে শারীরিক শক্তিতে তোমরা
বলবান, কিন্তু নারী হৃদয়ের বলে
শতগুণে বলবতী তোমাদের চেয়ে।
দুর্ব্বলা অবলা বটে, নহে কিন্তু কভু
বুদ্ধিহীনা। স্বভাবতঃ সরলা রমণী,
অকপটে করে তারা নির্ভর বিশ্বাস
পুরুষ উপরে সদা। কিন্তু, যদি কভু
হয় সে বিশ্বাস ভঙ্গ, পারে অনায়াসে
করিতে পুরুষে জয় বুদ্ধি ও কৌশলে।
তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী অতি চতুরা রমণী।
যতই চতুর কেন হও না তোমরা.
পারিবে না, কবিবর, ভ্রমেও কখন
তাহাদের নেত্রে ধুলি করিতে নিক্ষেপ।

পৃথ্বীরাজ— নাহি জানি আজি কোন্ গুরুতর দোষে,

অজ্ঞাত অজ্ঞানকৃত কোন্ অপরাধে,
অপরাধী হতভাগ্য পুরুষ আমরা।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে অনাদি অনন্ত
কালব্যাপী যে পুরুষ ভক্ত একনিষ্ঠ
নারীর, সে নহে কভু সেই রমণীর
হেন তিরস্কারযোগ্য। পুরুষ যদ্যপি
ক'রে থাকে অপরাধ কভু, নহে তাহা
নারীর চরণপদ্মে মন, প্রাণ, দেহ,
সর্ব্বস্বঅর্পণ ভিন্ন অন্য আর কিছু।
কিন্তু, তার প্রতিদান এই তিরস্কার,
এই কষাঘাত পৃষ্ঠে পুরস্কার তার!

কমলিনী— পুরুষ নারীর ভক্ত! নারীর চরণে
পুরুষের মন, প্রাণ, দেহ ও সর্ব্বস্ব
অর্পিত! যদ্যপি ইহা হইত যথার্থ,
হইত এ ধরাতলে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত।
বাহ্যিক পুরুষ যত সরল, উদার,
নিরীহ, শান্ত ও শিষ্ট, আন্তরিক, কিন্তু,
নহে ততদূর কভু। পুরুষের মন
কঠোর নির্ম্মম অতি দয়ামায়াহীন।
যত স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম ও সোহাগ,

মৌখিক সকলি, শুধু প্রণয়ের ভাণ।
সম্মুখে সোহাগ কত! যাও অন্তরালে
মুহূর্ত্তে সকল কথা হইবে বিস্মৃত।
সতত চঞ্চলমন, পিঞ্জরআবদ্ধ
বিহগের মত সদা করে অন্বেষণ
স্বাধীনতাপথ। মত্ত বলীবর্দ্দ প্রায়
নাসিকায় রজ্জু যদি না কর বন্ধন,
পারিবে না এ দুর্দ্দান্তে রাখিতে স্ববশে।
বল্গারশ্মি কর শ্লথ, ছুটিবে প্রমত্ত
বাজীবর লক্ষ্যহীন। আমরা রমণী
স্বভাবদুর্ব্বলা ভীরু পরমুখাপেক্ষী
আশৈশব আজীবন। হৃদয়ের কোণে
চাহি এতটুকু স্থান, এ পোড়া কপালে
জুটে না তাহাও, হায়, সকল সময়।
পুরুষের ভালবাসা আকাশকুসুম!
তৃষ্ণাতুরা কুরঙ্গিণী আমরা রমণী
ছুটি মরীচিকা পানে, অথবা তৃষ্ণার্ত্তা
চাতকিনী প্রায় হেরি ইন্দ্রধনু পানে
মুগ্ধ নেত্রে। আমরণ চিরপরাধীনা,
পুরুষের আজ্ঞা মাত্র করিয়া পালন

আমরা জীবনযাত্রা করি সমাপন।
যতদিন থাকে রূপ, দেহ ও যৌবন,
বিলাসসামগ্রী মাত্র রমণী আমরা
নরের সম্ভোগ তরে। থাকিতে যৌবন
যেই নারী পুরুষের হৃদয়ে মস্তকে
দেবীরূপে সমাসীনা, ফুরালে যৌবন
সেই নারী দাসীরূপে লুণ্ঠিতা লাঞ্ছিতা
পদতলে। ইক্ষুপ্রায় করিয়া চর্ব্বণ,
করি শেষ রক্তবিন্দু দেহের শোষণ,
শুষ্ক আবর্জ্জনারূপে করে পরিত্যাগ।
যতদিন থাকে মধু, পুরুষভ্রমর
করিবে নারীর কত গুণ সঙ্কীর্ত্তন,
মধুর গুঞ্জন কর্ণে। কিন্তু, সেই মধু
ফুরাইলে, একবার ভ্রমেও তখন
ফিরাবে না আঁখি কভু তার প্রতি আর।
হেন হৃতমধু কত রমণীকুসুম
না ফুটিতে, না হইতে পূর্ণ বিকশিত,
অকালে ঝরিয়া পড়ে শুষ্ক ও মলিন,
হয় পুরুষের পদতলে বিদলিত।
কত অভাগিনী নারী নিষ্ঠুর নরের

ভোগ ও বাসনারূপ বৃত্তিযূপকাষ্ঠে
সুকুমার প্রাণ তার করে বলিদান।
এক ঈশ্বরের সৃষ্ট পুরুষ ও নারী,
এক রক্ত মাংসে দেহ গঠিত দুয়ের
সমরূপ, তবু, কিন্তু, বিভিন্ন জীবন
পদে পদে। অন্যায় ও অবিচার আর
পক্ষপাত কতরূপ হয় প্রদর্শিত
সর্ব্বক্ষণ নারী প্রতি। এক পুরুষের
নাহি দোষ বহু পত্নী গ্রহণে যদিও,
রমণীর, কিন্তু, এক পতিই সম্বল,
জীবনে অপর পতি গ্রহণে তাহার
নাই অধিকার কোন। যদিও নরের
এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়া পত্নীর
গ্রহণে নাহিক বাধা,নারীর বেলায়
পতির বিয়োগে পত্যন্তর গ্রহণের
নাহি কোন অধিকার জীবনে তাহার।
অশীতিবয়স্ক বৃদ্ধ বিপত্নীক নর
পুত্রপৌত্র বর্ত্তমানে করে যদি পুনঃ
পৌত্রীর সমবয়স্কা বালিকার পানি
পীড়ন, তাহার নাহি হয় কোন দোষ!

কিন্তু যদি বুদ্ধিহীনা অপ্রাপ্তবয়স্কা
সংসারজ্ঞানবর্জ্জিতা বালিকাও কভু
হয় পতিহীনা, তার এ জীবনে আর
অন্য পতি গ্রহণের নাই অধিকার !
নহে শুধু তাহা মাত্র—এ জীবনে তার
ভোগ ও বিলাসে কোন নাই অধিকার।
ঝটিকা-আহতা শুষ্ক পত্রপুষ্পহীনা
লতিকার ন্যায় নিরাভরণা বালিকা
সাজে বাল্যে সন্ন্যাসিনী. যৌবনে যোগিনী,
বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, মূর্ত্তি নিরাশার !
তারপর পুরুষেরা জানিয়া শুনিয়া
যদিও সহস্র দোষ, অন্যায়াচরণ
করে, তবু তাহাদের সাত খুন মাপ।
কিন্তু, যদি কোন নারী ভ্রান্তিবশে কভু
করে এতটুকু দোষ নাহি অব্যাহতি।
যদ্যপি কোনও নর ছলে বা কৌশলে
করে কোন বুদ্ধিহীনা নারীকে কখন
পথভ্রষ্টা, পুরুষের নাহি হয় দোষ
সেই ক্ষেত্রে। অভাগিনী রমণীর স্কন্ধে
করি সর্ব্ব দোষ ন্যস্ত করে দূর তাকে

গৃহ ও সমাজ হ'তে ! হয় পত্নী যদি
সামান্য দোষেও দুষ্টা, অনায়াসে পতি
পারে তাকে সর্ব্বক্ষণ করিতে বর্জ্জন ।
কিন্তু, যদি হয় পতি সর্ব্বদোষে দুষ্ট—
মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র, অন্ধ বা বধির,
বিকলাঙ্গ, দুরারোগ্য রোগে জর্জ্জরিত,
তথাপি পত্নীর সেবা, পূজা ও ভক্তির
পাত্র তিনি দেবতুল্য ! অভাগী নারীর
অক্ষয় পুণ্যের সেতু, স্বর্গের সোপান !
গ্রীষ্মের উত্তাপ কিম্বা মশকদংশনে
পতিদেবতার যদি নিদ্রার ব্যাঘাত
ঘটে, তবে পত্নী করি শীতল ব্যজন
করিবেন উত্তাপ ও মশক তাড়ন !
পুরুষ নিদ্রার ক্রোড়ে পরম আনন্দে
লভিবে বিশ্রাম, আর অভাগিনী নারী
শয্যার একটি প্রান্তে রহিবে জাগিয়া
সারানিশি যন্ত্রপুত্তলিকাপ্রায় বসি !
চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, ষোড়শোপাচারে
হর্ষে পতি করি তাঁর উদর পূরণ,
রাখিবেন পত্নীতরে পরম সোহাগে

কিঞ্চিৎ ভুক্তাবশেষ প্রসাদ তাঁহার !

পৃথ্বীরাজ— মিথ্যা এই অভিযোগ, কমলিনি, তব।
নহে নারী দাসী কিম্বা দুর্ব্বলা অবলা
ভূতলে অবলুণ্ঠিতা, পতিতা নরের
কঠিন চরণতলে। রমণী তোমরা
বীরের উপরে বীর, রাজরাজেশ্বরী,
হৃদয়রাজ্যের অদ্বিতীয়া মহারাণী।
ভীষণ সমরক্ষেত্রে যে পুরুষজাতি
করে মৃত্যুসনে ক্রীড়া, রমণী তোমরা
মুহূর্ত্তে করিতে পার পরাজয় তাকে।
রমণীর রূপানলে কত শত বীর
হইতেছে ভস্মীভূত পতঙ্গের মত।
রমণীর তীক্ষ্মমুখ কটাক্ষশায়কে
বীরের হৃদয় কত হতেছে বিদীর্ণ।
অশ্রুজলে রমণীর—ভাগিরথীনীরে
মত্ত ঐরাবত প্রায়—বীর কত শত
গিয়াছে ভাসিয়া, হায়, জনমের মত।
রমণীর দীর্ঘশ্বাসে কত পুরুষের
হৃদয়অর্ণবযান বিষাদসমুদ্রে
হইয়াছে চিরমগ্ন ঝটিকা-আহত।

রমণীর সুকোমল ভুজলতারূপ
নাগপাশে কত শত পুরুষমাতঙ্গ
শৃঙ্খলিত, দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ।
নারীর অধরসুধাপানে কত শত
বিষজর্জ্জরিতদেহ মৃতপ্রায় নর।

কমলিনী— সত্য বটে কালসর্পী নারীর দংশনে
মৃতপ্রায় নর! হয় সর্পিণীর বিষে
জর্জ্জরিত ময়ূরের জীবন কখন?

পৃথ্বীরাজ— কিন্তু, কোথা কালকূট? হায়, রমণীর
হইত অধরসুধা কালকূট যদি,
তা হলে কি মদমত্ত পুরুষ কখন
ধরিত হৃদয়ে এই কালভুজঙ্গিনী?
পরিত কি কণ্ঠে এই কালনাগপাশ?
এ ত নহে কালকূট—এ যে অমরার
সুধারাশি, যার তরে দেবতা দানবে
যুগযুগান্তরব্যাপী হইতেছে রণ।

কমলিনী— পরম করুণাময় ভগবান যদি
না দিতেন এই সুধা রমণীঅধরে,
তা হলে দুর্দ্দান্ত মত্ত পুরুষহস্তীর
কঠোর চরণতলে হ'ত কোন দিন

রমণীর সুকোমল দেহপুষ্পলতা
বিদলিত নিষ্পেষিত।

পৃথ্বীরাজ— তাই ভগবান
রেখেছেন লুক্কায়িত রমণীঅধরে
অক্ষয় সুধার ভাণ্ড। যতই না কেন
কর পান, নিঃশেষিত হইবে না কভু,
অনন্ত ও অফুরন্ত রবে চিরকাল।

কমলিনী— করিতে পুরুষাসুরে অমরত্ব দান!

যোশীবাঈ— বলিহারি, কমলিনি, কোথা ছিল তোর
এ কবিত্ব এতদিন?

কমলিনী— সূর্য্যের আলোকে
হয় কি কখন দৃষ্ট ক্ষীণ দীপশিখা?
এই যে প্রকাণ্ড কবি রহিয়াছে তোর,
তার পার্শ্বে, চন্দ্রালোকে জোনাকি আমরা,
পারি কি জ্বলিতে কভু?

পৃথ্বীরাজ— কিম্বা বিকানীরে
হিমানীমূর্চ্ছিত যেই ছিল কমলিনী,
দিল্লীতে প্রেমের নব উষার কিরণে
প্রস্ফুটিত আজি তাহা।

কমলিনী— সত্য, কবিবর,

দিল্লীর আকাশ নহে মেঘাবৃত হেন।
সারাবর্ষব্যাপী তথা বিরাজে বসন্ত।
যদ্যপি অকবি আমি হই কবি তথা;
কবি তুমি হবে সেথা কবির সম্রাট।
বাস্তবিক, কবি, তব এই বিকানীর—
এই ক্ষুদ্র জনপদ—নহে যোগ্য স্থান।
ভারতের রাজধানী দিল্লীই তোমার
একমাত্র উপযুক্ত স্থান, কবিবর।
কেন নাহি যাও তথা?

পৃথ্বীরাজ— যে রবির করে
ফোটে কমলিনী, সেই রবির কিরণে
শুকাইবে কুমুদিনী।

কমলিনী— ভয় নাই, কবি,
কবিতার চন্দ্রালোকে ফুটিবে তোমার
কুমুদিনী অনায়াসে। কি বলিস্, যোশী?
তোরও সত্যই, ভাই, এই বিকানীর
নহে উপযুক্ত স্থান। বল্ ত আমায়
কে তোর এ চিত্রাবলী দেখিবে হেথায়?
দিল্লীর সম্ভ্রান্ত লোক হেরি এ আলেখ্য
হবে মুগ্ধ, প্রশংসায় হইবে মুখর।

না থাকিলে গুণগ্রাহী, গুণীর আদর
হয় কি জগতে কভু ? দিল্লীর সম্রাট্
স্বয়ং যেমন গুণী, করেন তেমন
গুণীর আদর কত ! তাঁহার সভায়
আছে যথা রণবিৎ সেনাপতি, আর
কূটরাজনীতিবিৎ মন্ত্রী, আছে তথা
কবি, শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, বাদক,
সুকুমার কলাবিৎ গুণী বহুজন।
এ নহে আমার শুধু, ভ্রাতারও তব
এই অভিমত, কবি। এই পত্র তাঁর—
কহিয়া অঞ্চল হ'তে ক্ষুদ্র লিপি এক
খুলি পৃথ্বীরাজকরে করিল অর্পণ।
পাঠান্তর পৃথ্বীরাজ কহিল যোশীকে—
"শুন, যোশী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায়সিংহ মম
লিখেছেন—মহামতি ভারতসম্রাট্
আকবর বিমোহিত কবিত্বে তোমার।
তাই তাঁর অভিলাষ করিতে তোমায়
সম্রাটের রাজকবিপদে নিয়োজিত।
যদ্যপি সম্মত তুমি হও এ প্রস্তাবে,
প্রভূত গৌরব, অর্থ, যশ, মান লাভ

হইবে তোমার। তাই, আশা করি আমি,
হইবে সম্মত এতে, আর অবিলম্বে
সম্রাট্ সমীপে তুমি হবে উপনীত—
তোমার কি মত, যোশী ?”

যোশীবাঈ— উত্তম প্রস্তাব !
জ্যেষ্ঠের দাসত্বে অর্দ্ধ-সমাপ্ত যে কাজ,
হবে পূর্ণ কনিষ্ঠের দাসত্বে এখন।
বনের বিহঙ্গ ত্যজি বনের ভবন,
ক্ষতি কি করিবে বাস স্থবর্ণ পিঞ্জরে,
মধুর সঙ্গীতে তৃপ্ত করিবে শ্রবণ
সম্রাটের, সুমধুর বাজিবে চরণে
সোণার শৃঙ্খল সূক্ষ্ম ! ইহাপেক্ষা বল
কি গৌরব ক্ষত্রিয়ের হতে পারে আর ?

পৃথ্বীরাজ— সত্য কহিয়াছে যোশী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মম
করেছেন যে প্রস্তাব—উপযুক্ত তাঁর,
আমার অনুপযুক্ত। বলিও তাঁহাকে—
অবাধ্য তাঁহার ভ্রাতা, বনের বিহঙ্গ
চাহে না করিতে বাস সোণার পিঞ্জরে।
নাহি চাহে পৃথ্বীরাজ অর্থ ও গৌরব।
যতদিন এই দেহে রহিবে জীবন,

পৃথ্বীরাজ নাহি হবে মোগলের দাস।
কমলিনী— সত্য, যোশী, এই তোর অন্তরের কথা ?
আমি আরো মনে কত ভাবিয়াছি, এই
প্রস্তাবে সম্মতি তুই করিবি প্রদান
মনের আনন্দে। কিন্তু, মহাভ্রান্ত আমি।
কি উত্তর, কবিবর, করিব প্রদান
এই লিপিকার আমি ?
যোশীবাঈ— আছে প্রত্যুত্তর
লিপিকার হস্তে তোর চেয়ে দেখ্ ওই।
কমলিনীকরধৃত স্বহস্তে অঙ্কিত
আলেখ্যের প্রতি যোশী করিল তাহার
মনোযোগ আকর্ষণ। উৎসুক নয়নে
হস্তস্থিত চিত্রপানে করি দৃষ্টিপাত
দেখিলেন কমলিনী—অঙ্কিত তাহাতে
অতিকায় মহাবল গজপতি এক
দাঁড়াইয়া অরণ্যের মধ্যস্থলে, উর্দ্ধে
করি উত্তোলন শুণ্ড। শোভিছে বৃহৎ
দীর্ঘ শুভ্র দন্তদ্বয় দুই পার্শ্বে তার।
পশ্চাতে দাঁড়ায়ে তার ক্ষুদ্র বন্য পশু
কতিপয় ভয়াতুর কম্পিতশরীর।

পুরোভাগে অবরুদ্ধ করি আপনার
গহ্বরআবাসমুখ আছে দাঁড়াইয়া
ভীষণ কেশরী এক, চাহি ক্রুদ্ধ নেত্রে
সেই গজেন্দ্রের পানে আক্রমণোদ্যত।
উৎক্ষিপ্ত কেশর স্কন্ধে পিঙ্গলবরণ,
উন্নত লাঙ্গুল দীর্ঘ। চমকিত ভয়ে
গজপতি, সম্মুখের উত্থিত একটি
চরণ স্তম্ভিত শূন্যে। হেরিল নেহারি
কমলিনী আলেখ্যের চিত্রাবলী গাত্রে
রয়েছে অঙ্কিত নাম। মোগল সম্রাট্
আকবর গজপতি, মেবারের রাণা
কেশরী প্রতাপসিংহ, গজের পশ্চাৎ
ক্ষুদ্র বন্য পশুদের কেহ বা অম্বর,
কেহ মারবার, কেহ বিকানীর আর,
চান্দেরী, গোয়ালীয়ার, রাজপুতনার
অধীন নৃপতিবৃন্দ, দাস মোগলের।
কহিলেন পৃথ্বীরাজ—
"শুন, কমলিনি,
যোশীর স্বহস্তে এই অঙ্কিত আলেখ্য
যোগ্য প্রত্যুত্তর এই লিপির ভ্রাতার।

এই লও, করে তাঁর করিও অর্পণ
ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার উপহার এই।
কহিও অগ্রজে—এই অযোগ্য নির্ব্বোধ
ভ্রাতা তাঁর অসমর্থ আদেশ পালনে।
কিন্তু, কবি পৃথ্বীরাজ ভারতসম্রাট্
দিল্লীশ্বর আকবরশাহের আকাঙ্ক্ষা
অচিরে করিতে পূর্ণ হবে উপনীত,
নহে রাজধানী দিল্লী নগরে তাঁহার,
কিন্তু মেবারের ঘোর পার্ব্বত্য কাননে,
করিতে নূতন এক কাব্যের রচনা॥
লেখনী হইবে অসি, মসি ভারতের
শত্রুর শোণিতধারা, হইবে রচিত
ভারতের মহাকাব্য, ভারতশত্রুর
বক্ষে। যুগযুগান্তরব্যাপী সেই কাব্য
হইবে পঠিত বিশ্বে, করিবে প্রচার
বিশ্ব মাঝে ভারতের বীরত্বকাহিনী।"

কমলিনী— ধন্য তুমি, কবিবর, ভাবি নাই কভু
এ হেন মহান্ উচ্চ হৃদয় তোমার।
যেমন মহান্ তুমি, পত্নীও তোমার
মহিয়সী সেইরূপ। উভয়ে তোমরা

উভয়ের পূর্ণযোগ্য। তোমার কৃপায়
বহুদিন পরে আজি হ'ল দূরীভূত
মোহযবনিকা মম নয়ন হইতে।
বুঝিয়াছি আজি যেই স্বার্থের পশ্চাৎ
ছুটিয়াছি আত্মহারা মোহান্ধ আমরা,
মরীচিকা মাত্র তাহা। স্বহস্তে স্বেচ্ছায়
করিতেছি ভ্রান্তিবশে নিজের চরণে
কুঠারপ্রহার নিজে। আশাকরি আমি,
আমা হেন আছে যত ভ্রান্ত নরনারী
পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বিপথে ধাবিত,
কর বিদূরীত যেন ভ্রান্তি তাহাদের।

পৃথ্বীরাজ— কর আশীর্ব্বাদ যেন হয় আমা হ'তে
সাধন সে কার্য্য। আমি জানি সবিশেষ,
একা পৃথ্বীরাজ, কিম্বা একাকী প্রতাপ,
হবে না সক্ষম কভু করিতে উদ্ধার
শত্রুর কবল হ'তে প্রিয় জন্মভূমি।
যেই সব লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজপুতবীর
ক্ষুদ্র স্বার্থঅন্বেষণে মোহ ভ্রান্তি বশে
স্বদেশের স্বাধীনতা করি বিসর্জ্জন,
অরাতির দাসত্বের তিলক ললাটে

করিছে ধারণ, যদি না হয় তাহারা
উদ্বোধিত, অসম্ভব দেশের উদ্ধার।
অম্বরের অধিপতি মানসিংহ যদি
না হইত মোগলের প্রধান সহায়,
হ'ত কি সম্ভব কভু পক্ষে মোগলের
করিতে ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য
প্রতিষ্ঠিত? কিম্বা যদি সেই মানসিংহ
মোগলের পক্ষ আজি করি পরিত্যাগ
প্রতাপসিংহের পক্ষে করে যোগদান,
মোগলের এ সাম্রাজ্য, অভ্রভেদী এই
বিশাল হিমাদ্রিশৃঙ্গ, মুহূর্ত্তের মধ্যে
হবে ধূলিসাৎ, ভগ্নস্তূপে পরিণত,
ভারতসমুদ্রগর্ভে চিরনিমজ্জিত।

কমলিনী— হোক্ পূর্ণ ইচ্ছা তব, করি এ প্রার্থনা
পরম মঙ্গলময় বিভুর চরণে।
আসি তবে, কবি, এবে। আসি, ভাই যোশী

যোশীবাঈ— আমিও যাইব তোর সঙ্গে, কমলিনি।

যোশীবাঈ, কমলিনী, করিল প্রস্থান
ধীরে ধীরে। পৃথ্বীরাজ বসিয়া একাকী
চাহিয়া প্রকৃতি পানে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথিত।

অষ্টম সর্গ।

দিল্লী—আকবরশাহের মন্ত্রণাকক্ষ।

দেশদ্রোহী।

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীর
সুবিশাল রমণীয় রাজপ্রাসাদের
নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে বিচিত্র আসনে
উপবিষ্ট দিল্লীশ্বর আকবরশাহ,
প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতসম্রাট্।
উপবিষ্ট পুরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে
রাজনীতিবিশারদ বিজ্ঞ বিচক্ষণ
সভাসদ্ কতিপয়। এক পার্শ্বে তার
দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে দূত এক জন।
মর্ম্মরখচিত শুভ্র শোভে কক্ষতল

বিচিত্র গালিচাবৃত সুচারু কোমল।
বহুমূল্যপরিচ্ছদভূষিত কিঙ্কর
করিতেছে ধীরে ধীরে সম্রাটে ব্যজন।
উন্মুক্ত কৃপাণকরে শান্ত্রী দুই জন
রক্ষিছে কক্ষের দ্বার। পার্শ্ব উপবিষ্ট
সভাসদ্‌বৃন্দে ধীরে করি সম্বোধন
ঈষৎ গম্ভীর স্বরে কহিল সম্রাট্—
"মহারাজ মানসিংহ, সচীবপ্রবর
বৈরাম খাঁ, সৈন্যাধ্যক্ষ, সভাসদ্‌গণ,
উপস্থিত সকলের যুক্তি অনুযায়ী
করেছিনু যেই দূতে মেবারে প্রেরণ,
প্রত্যাগত এবে সেই দূত। সম্ভবতঃ
সমুৎসুক সভ্যবৃন্দ করিতে শ্রবণ
দূতমুখে মেবারের কাহিনী বিস্তার।"
চাহি দূত পানে পুনঃ কহিলা সম্রাট্-
"মেবারের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক
সবিস্তারে একে একে করিয়া বিবৃত
কর, দূত সমবেত আমাত্যবৃন্দের,
কৌতূহল নিবারণ।"
আজ্ঞামাত্র দূত

অষ্টম সর্গ

আভূমিআনত শিরে করিয়া কুর্ণিস
সম্রাটে সম্ভ্রমে ধীরে কহিল জ্ঞাপন—
“জাঁহাপনা, এই দাস করিয়াছে যাহা
স্বচক্ষে দর্শন, আর স্বকর্ণে শ্রবণ,
করিতেছি একে একে বিবৃত সকলি।
সম্রাটের আজ্ঞামত করিয়া গ্রহণ
রাজপুত কৃষকের ছদ্মবেশ দাস
করিয়াছি পর্য্যটন মেবার প্রদেশে
অজ্ঞাত অপরিচিত। দেখিনু মেবার—
ছিল যাহা একদিন সমৃদ্ধিসম্পন্ন
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী বিশাল নগরী,
আজি তাহা জনহীন বিশাল অরণ্য।
পথহীন, গৃহহীন, লোকালয়হীন,
বিজন শ্মশানক্ষেত্র। মেবার প্রান্তর—
ছিল যাহা একদিন নয়নাভিরাম
শ্যামল তরঙ্গায়িত শস্যাবৃত ভূমি,
আজি তাহা তৃণলতাগুল্মসমাচ্ছন্ন।”
থামি ক্ষণকাল দূত কহিল আবার—
“শুনিলাম, জাঁহাপনা, মেবারের রাণা
দাম্ভিক প্রতাপসিংহ করিয়াছে এই

শপথ গ্রহণ—নাহি হবে যতদিন
চিতোর উদ্ধার, কিম্বা নাহি হবে পুনঃ
স্বাধীন মেবারভূমি, ততদিন রাণা
কঠোর সন্ন্যাসব্রত করিবে পালন।
নাহি হবে মোগলের পদানত কভু,
অথবা মেবার হ'তে নাহি দিবে পুনঃ
একমুষ্ঠি শস্য, কিম্বা এক কপর্দ্দক,
রাজস্ব দিল্লীর ধনভাণ্ডারে পশিতে।
প্রচারিত প্রতাপের কঠোর আদেশ—
যদ্যপি মেবারবাসী ত্যজি মেবারের
জনপদ নাহি লয় আশ্রয় অরণ্যে,
কিম্বা মেবারের কোন কৃষক যদ্যপি
করে মেবারের শস্যক্ষেত্রের কর্ষণ,
অথবা মেষপালক মেবারপ্রান্তরে
যদ্যপি চরায় মেষ—মৃত্যুদণ্ড তার।
তদবধি জনহীন মেবারপ্রদেশ,
অকর্ষিত মেবারের শস্যক্ষেত্রাবলী,
তৃণাবৃত মেবারের শ্যামল প্রান্তর।
চিতোরদুর্গাধিপতি-আদেশে একদা
মোগলের প্রজা এক মেবারপ্রান্তরে

চরাইয়া মেষ তার হারায় জীবন
প্রতাপসিংহের হস্তে। তদবধি আর
করেনি সাহস কেহ করিতে লঙ্ঘন
প্রতাপসিংহের আজ্ঞা নির্ম্মম কঠোর।"

সহসা থামিল দূত। অনুচর এক
প্রবেশি প্রকোষ্ঠে ধীরে করিল সম্রাটে
সসম্ভ্রমে নিবেদন করিয়া কুর্ণিস—

"জাঁহাপনা, রাজস্থান হইতে আগত
রাজপুত যোদ্ধা এক মাগিছে দর্শন
সম্রাটের। অনুমানে বোধ হয়, হবে
রাজপুতনার কোন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার।"

আকবরশাহ— কি হেতু দর্শনপ্রার্থী?

অনুচর— অজ্ঞাত এ দাস।

জিজ্ঞাসিলে আগন্তুক করিল উত্তর—
সম্রাট্ ব্যতীত অন্যে অভিপ্রায় মম
অক্ষম করিতে ব্যক্ত। করিলে জ্ঞাপন
রাজদর্শনের রীতি—সন্তোষজনক
না থাকে কারণ যদি, না করেন কভু
দিল্লীশ্বর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ,
সগর্ব্বে উত্তর এই করিল প্রদান—

"যাও, অনুচর, তুমি জানাও সম্রাটে—
রাজপুত বীর মাগে দর্শন তাঁহার,
কিন্তু নাহি করে ইচ্ছা করিতে জ্ঞাপন
কিঙ্করের মুখে তার আগমন হেতু।
অক্ষম সম্রাট্ যদি করিতে সাক্ষাৎ
এ কারণে, ক্ষতি নাই, যাইব ফিরিয়া।"
ক্ষণকাল নিরুত্তর রহিয়া সম্রাট্
কহিল সম্বোধি ভৃত্যে—
"যাও, অনুচর,
কর আগন্তুকে মম সম্মুখে আনীত।"
"যো হুকুম, খোদাবন্দ,"
করিল প্রস্থান
অনুচর। ক্ষণকাল পরে পুনরায়
আগন্তুক রাজপুত যোদ্ধা সহ কক্ষে
করিল প্রবেশ। সমবেত সকলের
হইল পতিত দৃষ্টি আগন্তুকোপরি।
হেরিল বিস্ময়ে সবে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
নির্ভীক উন্নতশির রাজপুত এক
দীর্ঘদেহ, পৃথুবক্ষ, প্রশস্ত ললাট,
বীরত্ব ও গর্ব্ব পরিশোভিত আনন,

তেজোদীপ্ত নেত্রদ্বয়, শোভে দীর্ঘ অসি
কোষবদ্ধ কটিদেশে, উষ্ণীষ মস্তকে,
তীক্ষ্ণ বর্ষা শোভে পৃষ্ঠে সুদীর্ঘ উজ্জ্বল,
সুসজ্জিত রণবেশে, বর্ম্মাবৃত দেহ।
"বন্দেগি মোগলেশ্বর ভারতসম্রাট্"—
কহি রাজপুতবীর করিল সম্রাটে
সম্ভ্রমে অভিবাদন করি নতশির।

আকবরশাহ— স্বাগতম্। নাহি থাকে আপত্তি যদ্যপি,
আশাকরি, রাজপুত, পরিচয় দানে
করিবেন কৌতূহল ভঞ্জন সবার।

আগন্তুক— রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ দেশ মেবারের
ভূতপূর্ব্ব মহারাণা উদয়সিংহের
পুত্র, বর্ত্তমান রাণা প্রতাপসিংহের
কনিষ্ঠ, সম্রাট, আমি, শক্তসিংহ নাম।

আকবরশাহ— মোগলের শত্রু রাণা প্রতাপসিংহের
কনিষ্ঠ কি হেতু আজ দর্শনাভিলাষী
মোগলের?

শক্তসিংহ— করিতে সে শত্রুর উচ্ছেদ
মোগলের। সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মম
যদিও প্রতাপসিংহ, নাই তার চেয়ে

প্রবল অরাতি মম আজি এ জগতে।
মোগলের শত্রু যথা, শত্রু তথা মম।
আমাদের উভয়ের একই উদ্দেশ্য—
সে শত্রুর উচ্ছেদন। যদ্যপি মোগল
নাহি হয় অসম্মত করিতে আমায়
সাহায্য সৈনিকদানে, পারে অনায়াসে
শক্তসিংহ সেই কার্য্য করিতে সাধন।

আকবরশাহ— মোগলের সনে রাজপুতের শত্রুতা
স্বাভাবিক, কিন্তু রাজপুতে রাজপুতে,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই দারুণ শত্রুতা,
এ বিষম দ্বন্দ্ব অস্বাভাবিক অদ্ভুত।

শক্তসিংহ— অদ্ভুত অথবা অস্বাভাবিক যদিও,
অলীক অথবা অতিরঞ্জিত একটু
নহে ইহা। পক্ষান্তরে নহে এইটুকু—
নহে শুধু মেবারের রাণা শত্রু মম,
মেবারও শত্রু মম, মেবারাধিবাসী
কি পুরুষ, কি রমণী, শত্রু সব মম।

আকবরশাহ— শুনিয়াছি রাজপুত স্বদেশপ্রেমিক,
জননীর সমতুল্যা হেরে জন্মভূমি।
সেই স্বদেশের, সেই জন্মভূমি প্রতি

এ ভীষণ জাতক্রোধ কেন, বীর, তব ?

শক্তসিংহ— সত্য বটে জন্ম মম মেবার প্রদেশে,
কিন্তু ততোধিক কোন সম্বন্ধ আমার
নাই মেবারের সনে। প্রীতির বন্ধন
থাক্ দূরে, আছে, হায়, পরিবর্ত্তে তার
বিদ্বেষের ক্রূর হিংস্র অটল প্রাচীর
আমাদের উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান
বিশাল উন্নত। আমি শত্রু মেবারের,
মেবার আমার শত্রু—ভাগ্যলিপি মম।
থাকুক আশ্রয়দান স্নেহ-অঙ্কে তার,
কিম্বা অন্নদান মুখে, পরিবর্ত্তে তার
করিয়াছে সে মেবার রুক্ষ পদাঘাতে
বিতাড়িত হাসিমুখে, নহে একবার—
একাধিক বার—সেই মেবার কথন
স্বদেশ বা জন্মভূমি নহে, হায়, মম।
শক্তসিংহ স্বদেশ ও জন্মভূমিহীন।
যখন রাজার পুত্র তখন যেমতি,
অধুনা রাজার ভ্রাতা, আজিও তেমন,
পরবাসে পরঅন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
ইহাপেক্ষা দুরদৃষ্ট কি আছে নরের ?

আকবরশাহ— সম্ভব বিরোধ দ্বন্দ্ব ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
কিন্তু পিতাপুত্রে কেন ঘটিল বিরোধ ?
শক্তসিংহ— মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণার প্রকৃতি
নহে অবিদিত কিছু দিল্লী-সম্রাটের।
পুত্র আমি, পিতৃদোষ করিতে কীর্ত্তন
লজ্জায় ধিক্কারে শির অবনত মম।
পিতৃনিন্দা মহাপাপ, কিন্তু অপলাপ
সত্যের, তাহার চেয়ে পাপ গুরুতর।
রাজস্থানে পিতা মম উদয়সিংহের
সমতুল্য কাপুরুষ, ভীরু হীনচেতাঃ,
করে নাই অদ্যাবধি জন্মপরিগ্রহ
রাজপুত অন্য আর। করে নাই, হায়,
মেবারের সিংহাসন কলঙ্কিত হেন
উদয়সিংহের ন্যায়। উদয়সিংহের
ভীরুতার ফলে আজি, যে চিতোর দুর্গ
ছিল এতকালব্যাপী অজেয় ভারতে,
মোগলের কবলিত এবে আজি তাহা।
আকবরশাহ— সম্মুখসমরে বাহুবলে পরাক্রমে
মোগল চিতোরদুর্গ করে অধিকার।
শক্তসিংহ— চিতোররক্ষার তরে, আর মেবারের

স্বাধীনতা-রক্ষা হেতু, রাজপুতবীর,
রাজপুত বীরাঙ্গনা, পুরুষ রমণী,
বালক বালিকা, সেই দিন মহারণে
যেই পরাক্রম শৌর্য্য বীরত্ব অদ্ভুত
করেছিল প্রদর্শন, সম্রাট্ যখন
রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং,
অবশ্য বিস্মৃত তাহা হন্ নাই কভু।
ভীরু ও চরিত্রহীন কাপুরুষ রাণা
না হলে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, রণক্ষেত্র হ'তে
না করিলে পলায়ন, সাধ্য কি, সম্রাট্,
মোগলের গুপ্ত অস্ত্র অন্যায় সমরে
করে সেনাপতি জয়মল্লের বিনাশ?
অথবা দুর্দ্ধর্ষ রণে অটল অজেয়
রাজপুত বীরবৃন্দে করে পরাজয়?
আকবরশাহ— নহে অবিদিত তব, রাজপুতবীর,
জয়-পরাজয় রণে করে না নির্ভর
শৌর্য্য কিম্বা বীরত্বের উপরে কেবল।
যথা শৌর্য্য, তথা রণকৌশল, উভয়
আবশ্যক সমভাবে। ছলে কিম্বা বলে
শত্রুর নিপাত নহে অন্যায় কখন।

শক্তসিংহ— জানি না, সম্রাট্, সভ্য মোগল জাতির
নীতিশাস্ত্রে ছলে বলে শত্রুর নিপাত
ন্যায় কি অন্যায়, কিন্তু, রাজপুতনার
চিরন্তন প্রথা এই—জানে না ক্ষত্রিয়
ছল কিম্বা চতুরতা। নিজ শক্তিবলে
পারিলে জিনিবে শত্রু, নতুবা স্বয়ং
দিবে প্রাণ ; কিন্তু, তবু প্রাণান্তেও কভু
শত্রুর উপরে গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগ
করিবে না। রাজপুত করে ঘৃণা যথা
স্বীয় পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা করিতে ধারণ,
করে তথা ঘৃণা শত্রুপৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা
করিতে অঙ্কিত। পক্ষান্তরে রাজপুত
অরাতির অস্ত্রমুখে করিবে যেমন
প্রসারিত স্বীয় বক্ষ অম্লান বদনে,
করিবে তেমন স্বীয় অস্ত্র শত্রুবক্ষে
প্রোথিত নির্ভীক চিত্তে, ইহার অধিক
গৌরব অপর নহে আকাঙ্ক্ষিত তার।
আকবরশাহ— কিন্তু, পিতৃসনে তব বিরোধ কি হেতু?
শক্তসিংহ— শৈশবে প্রাচীন কুলপ্রথা অনুযায়ী
জনৈক দৈবজ্ঞ জন্মপত্রিকা আমার

করে বিরচিত, সেই ভাগ্যলিপিকায়
ছিল উল্লিখিত—কালে হবে আমা হ'তে
মেবারের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন।
সেই হ'তে অঙ্কুরিত পিতার হৃদয়ে
বিদ্বেষ আমার পরে। মুহূর্ত্তের তরে
হয়নি উদিত চিন্তা হৃদয়ে তাঁহার—
দৈবজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ নহে, কিম্বা সর্ব্বক্ষেত্রে
নহে কভু দৈবজ্ঞের অভ্রান্ত গণনা।
তারপর অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম কালে,
শিশু আমি ক্রীড়ারত পিতার সভায়
ছিনু যবে, হেনকালে একদা জনৈক
কর্ম্মকার সুদর্শন সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
করে উপহার দান জনকে আমার।
পিতা মম সভাসদ্‌সহ ছুরিকার
তীক্ষ্ণতা পরীক্ষারত ছিল যেইক্ষণ,
বালকসুলভচপলতা-বশে আমি
অকস্মাৎ ছুরিকায় করিয়া গ্রহণ,
পিতায় করিয়া লক্ষ্য বলেছিনু হাসি—
নহে অবগত কেহ সমবেত এই
সভাসদ্‌বর্গ মাঝে করিতে পরীক্ষা

তীক্ষ্ণতা ছুরির, আমি করি প্রদর্শন।
কহি এত হাসিমুখে করিয়া গ্রহণ
ছুরিকা দক্ষিণ করে, তীক্ষ্ণ ধার তার
বসাইনু বামকরবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠোপরি।
ছুটিল শোণিতধারা উত্তপ্ত তরল।
অবাক্ জনক মম, সভ্যবৃন্দ তাঁর।
ক্ষণকাল পরে পিতা নিদ্রোত্থিত প্রায়
কহিলা—বুঝিনু এবে ভাগ্যলিপি তব
নির্ভুল অকাট্য ধ্রুব। হইবে নিশ্চিত
তোমা হ'তে মেবারের দারুণ অনিষ্ট
সংঘটিত একদিন থাকিলে জীবিত।
অতঃপর, শিশু আমি, পুত্র আমি তাঁর,
তবু পিতা অনায়াসে অম্লান বদনে
আমার বধের আজ্ঞা করেন প্রদান।
ভ্রমেও বারেক পিতা নাহি ভাবিলেন
মুহূর্ত্তের তরে, হায়, এ কথা তখন,
শিশুর সাহস তেজঃ নির্ভীকতা যেই
হেরিয়া প্রবীণ তাঁর স্তম্ভিত হৃদয়,
সেই শিশু নহে কভু সামান্য বালক।
এ নহে সম্ভব কভু হবে তাহা হ'তে

মেবারের অমঙ্গল সাধিত কখন।
বরং সম্ভব ইহা, তাহা হ'তে কভু
বিশ্বের মঙ্গল পারে হইতে সাধিত।
হইত হৃদয় যদি মহৎ উদার
জনকের, মৃত্যুদণ্ড পরিবর্ত্তে সেই
বালককে করিতেন হৃদয়ে ধারণ
সগৌরবে। কিন্তু, হায়, কাপুরুষ তিনি,
সঙ্কীর্ণহৃদয় ভীরু, তাই অন্যরূপ
ভাবিলেন। বীর যিনি, বীরত্বে অন্যের
হন তিনি পুলকিত, কিন্তু ভীরু যিনি,
অন্যের বীরত্বে তিনি হন ঈর্ষ্যান্বিত।
সেই হেতু ভীরু পিতা বীর তনয়ের
জীবন বধের আজ্ঞা করেন প্রদান।

আকবরশাহ— অদ্ভুত কাহিনী তব।

শক্তসিংহ— নহে সেইখানে
ভীরুতার অবসান পিতার আমার।
প্রভাতপ্রসূন প্রায় নিষ্পাপ নির্ম্মল,
নিরীহ ও নিরুপায়, অবোধ শিশুর
পারে নাই সরলতা পাষাণ হৃদয়ে
পিতার যে স্নেহকণা করিতে জাগ্রত,

করে তাহা সমবেত সভাসদ্ মাঝে
সর্দ্দার সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের
বিগলিত চিত্ত। তিনি পিতার নিকট
শিশুর জীবন ভিক্ষা করেন কাতরে।
ভীরু পিতা সর্দ্দারের অসন্তোষ ভয়ে
অনিচ্ছায় প্রাণদান করেন আমার।
তদবধি জন্মভূমি আর জননীর
স্নেহবক্ষ হ'তে চিরতরে নির্ব্বাসিত,
পরবাসে পর-অন্নে লালিত বর্দ্ধিত।

আকবরশাহ— ভ্রাতৃসনে কি কারণে ঘটিল বিরোধ?

শক্তসিংহ— পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র
অগ্রজ প্রতাপসিংহে পিতার আসনে
মেবারের রাণাপদে করে নির্ব্বাচিত
মেবারসর্দ্দারগণ। করেন প্রতাপ
এ প্রস্তাব—আমি যেন থাকি অতঃপর
মেবারে সর্দ্দাররূপে, করিতে সাহায্য
রাণার বিপৎকালে। যদিও প্রস্তাব
আপাততঃ মনোরম, কিন্তু যেই জন
শৈশবেই করিয়াছে অদ্ভুত সাহস,
শৌর্য্য ও তেজস্বিতার পরিচয় দান,

তারপর এই দীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী
সহিয়াছে নির্ব্বাসনযন্ত্রণা কঠোর,
সম্ভব কি তার পক্ষে শান্তিলাভ কভু
নগণ্য সর্দ্দাররূপে ? সেই হেতু আমি
করিনু প্রস্তাব অন্য—আছে রাজস্থানে
প্রচলিত এই প্রথা, জ্যেষ্ঠ হ'তে যদি
কনিষ্ঠও হয় শ্রেষ্ঠ, সেই কনিষ্ঠের
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে রাজপদে অধিষ্ঠান
নহে দূষনীয় কভু। উদয়সিংহের
সপ্তদশ পুত্র মধ্যে যে হয় প্রধান,
হউক সে রাণাপদে প্রতিষ্ঠিত এবে।
রাণার দ্বিতীয়পুত্ররূপে চাহি আমি—
প্রতাপ ও আমি, এই উভয়ের মধ্যে,
কে শ্রেষ্ঠ, হউক তাহা নির্ণীত প্রথম।
সেই হেতু দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় সংঘটিত
আমাদের মধ্যে। মম অব্যর্থ সন্ধান
হইতে রক্ষিতে রাণা প্রতাপের প্রাণ,
কুলপুরোহিত করে স্ববক্ষে ধারণ
সুতীক্ষ্ণ বর্ষায় মম, প্রতাপ তখন
ব্রাহ্মণবধের দায়ী করেন আমায়।

আর সেই অপরাধে জন্মভূমি হ'তে
পুনরায় নির্ব্বাসিত করেন আমায়।
যেমন তাহার, তথা থাকিত যদ্যপি
আমার নিজের সৈন্য, সেইক্ষণে আমি
করিতাম প্রতাপের বিচূর্ণ সে দর্প,
দেখাতাম কে কাহাকে করে নির্ব্বাসিত।
কিন্তু, আমি নহি শুধু সৈন্যহীন এবে,
সহায়সম্বলহীন। সেহেতু, সম্রাট্,
মোগলের সহায়তাপ্রার্থী আমি আজি।
শৈশবে যে অত্যাচার শক্তিহীন আমি
সহিয়াছি, আজি আমি থাকিতে ক্ষমতা,
কি হেতু সহিব তাহা মুহূর্ত্তের তরে ?
চাহি আমি রণক্ষেত্রে করিতে পরীক্ষা
প্রতাপ কি শক্তসিংহ, কে যোগ্য রাণার।
ইহা হ'তে একপক্ষে হইবে যেমন
উদ্দেশ্যসাধন মম, হবে অন্য পক্ষে
সম্রাটের মহাশত্রুনিপাত তেমন।

আকবরশাহ— যদিও প্রতাপসিংহ শত্রু মোগলের,
শুনিয়াছি নন্ তিনি সঙ্কীর্ণহৃদয়,
উদার অন্তর তাঁর। ক্রোধবশে তিনি

করেছেন যে আদেশ প্রদান একদা,
এবে তাহা প্রত্যাহার করিয়া ভ্রাতায়
ক্ষমিবেন নিঃসন্দেহ।

শক্তসিংহ— নহে শক্তসিংহ
ক্ষমাপ্রার্থী এ জগতে কাহার নিকট।
হেন অযাচিত ক্ষমা অবজ্ঞার সহ
শক্তসিংহ চিরদিন করে প্রত্যাখ্যান।
অন্যায়ের পক্ষপাতী নহে শক্তসিংহ—
যদ্যপি উচিত রূপে হইত নির্ণীত
জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব, তবে অবশ্য কনিষ্ঠ
করিত জ্যেষ্ঠের সর্ব্ব প্রভুত্ব স্বীকার।
কিন্তু তার সুমীমাংসা না হইতে কভু
যদিও বা জ্যেষ্ঠ তিনি, প্রভুত্ব তাঁহার
করি না স্বীকার আমি।

আকবরশাহ— কিন্তু, শক্তসিংহ
মোগলের পক্ষে যদি করি যোগদান
করে মেবারের আজি শত্রুতা সাধন,
তা হ'লে কি শৈশবের ভাগ্যলিপি তাঁর
হইবে না সত্য ইহা প্রমাণিত আজি?

শক্তসিংহ— হইবে। কিন্তু কে দায়ী? করেছে যে জন

যথাসাধ্য চেষ্টা তাহা করিতে খণ্ডন,
সেই শক্তসিংহ ? কিম্বা, করেছে যে জন
বাধ্য তাকে স্বদেশের হইতে বিদ্রোহী
নিরুপায় এই ভাবে—সে প্রতাপসিংহ ?
আমি চাহি নাই পূর্ব্বে করিতে, সম্রাট্,
জন্মভূমি মেবারের শত্রুতাসাধন,
বরং করেছি চেষ্টা সাধ্যমত মম
থাকিতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মিত্র মেবারের,
করিতে জন্মভূমির মঙ্গল সাধন।
কিন্তু, সে উদ্দেশ্য মম, সেই মনস্কাম,
মেবারের এই প্রতিকূলতাচরণ
নিবন্ধন অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ পদে পদে।
কে আমি ?   কি আমি এবে ? নহে জন্ম মম
মেবারে ? নহি কি আমি রাজার তনয় ?
নাই কি মেবারে মম কোন অধিকার ?
সামান্য ভিক্ষুকও যে, দীন ও দরিদ্র,
তাহারও আছে জন্মভূমির উপরে
চিরস্থায়ী অধিকার, কিন্তু, রাজপুত্র
যদিও বা আমি, তবু নাই অধিকার
সেই জন্মভূমিপরে এতটুকু মম !

থাকিতে নিজের গৃহ পরগৃহে আমি
করি বাস, নিজ অন্ন থাকিতে পরান্নে
করি ক্ষুধা নিবারণ, ইহার অধিক
আছে কি জগতে আর ঘৃণিত জীবন ?
করিতে বর্জ্জন পুত্রে, কিম্বা পিতৃধনে
করিতে বঞ্চিত তাকে না হয় পিতার
আছে অধিকার, কিন্তু কোন্ অধিকার
আছে, দিল্লীশ্বর, এক ভ্রাতার অপর
ভ্রাতায় বঞ্চিতে তার পৈতৃক বিভবে ?
প্রতাপের যথা, তথা নহে কি আমার
মেবার পিতার রাজ্য ? পিতৃসিংহাসনে
নাই তুল্য অধিকার তাহার আমার ?
কোন্ অধিকারে তবে করে নির্ব্বাসিত
সেই পিতৃরাজ্য হ'তে প্রতাপ আমায় ?
করে পিতৃসিংহাসন হইতে বঞ্চিত ?
শক্তসিংহ নহে শিশু, আছে অবগত
জয় পরাজয় নহে নরের অধীন।
থাকে যদি শক্তসিংহ জীবিত জগতে
করিবে সে মানুষের জীবন ধারণ,
নতুবা করিবে হর্ষে মৃত্যুর বরণ।

আকবরশাহ— বোধ হয় শক্তসিংহ আছে অবগত
মেবার মোগলাধীন। তাঁহার যেমন,
প্রতাপসিংহের তথা, কোন অধিকার
নাহি আর মেবারের উপরে অধুনা।
যদ্যপি প্রতাপসিংহ শক্তসিংহকরে
হয় পরাজিত, শক্তসিংহের কি লাভ ?
প্রতাপে জিনিয়া রণে নাহি লভিবেন
শক্তসিংহ পিতৃরাজ্য। যদি কোন দিন
মোগল মেবার করে অর্পণ তাঁহাকে,
তা হলেই শক্তসিংহ পারেন লভিতে
কখন মেবারভূমি। কিন্তু, তার তরে
প্রতাপসিংহের সনে এ বিরোধ তাঁর
নহে আবশ্যক। পক্ষান্তরে অনিশ্চিত
যখন মেবারত্যাগ পক্ষে মোগলের,
তখন ভ্রাতার সনে নিষ্ফল এ দ্বন্দ্ব
নহে কি অন্যায় তাঁর ? নহে কি বরং
ভ্রাতৃসনে যোগদান উচিত তাঁহার ?
নহে কি উচিত উভয়ের এক যোগে
মোগলের হস্ত হ'তে স্বদেশ উদ্ধার ?

শক্তসিংহ— অতীব প্রশংসনীয় সম্রাটের এই

সরলতা।   শক্তসিংহ নিজেও তদ্রূপ
চিরদিন সারল্যের পক্ষপাতী অতি।
আছি অবগত আমি, পিতৃরাজ্য মম
মেবারের স্বাধীনতা অবলুপ্ত এবে।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম—যতদিন দেহে
রহিবে জীবন, ততদিন প্রাণপণ
লভিতে মেবাররাজ্য করিব প্রয়াস।
যদ্যপি ইহার তরে হয় প্রয়োজন,
যথা ভ্রাতৃসনে, তথা মোগলের সনে,
রণক্ষেত্রে শক্তসিংহ হবে অগ্রসর।
যদিও ভ্রাতার সনে বিরোধ আমার,
কিন্তু মোগলের সনে অদ্যাবধি মম
ঘটে নাই কিছুমাত্র বিরোধ বা দ্বন্দ্ব।
কেন তবে নিজ হ'তে করিব সৃজন
সে বিরোধ?   সেই হেতু উপনীত আমি
মোগলসম্রাট্ পাশে। যদিও অজ্ঞাত
নহে মম, মোগলের সাহায্য ব্যতীত,
পারি না লভিতে আমি পিতৃরাজ্য মম,
তথাপি যে প্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি,
তাহার কারণ এই—মোগল সম্রাট্

যদিও মেবাররাজ্য করেছেন জয়,
মেবারের লোক, কিন্তু, স্বাধীন অদ্যাপি।
নহে শুধু এইটুকু—যদিও মেবার
স্বর্ণপ্রসূ, কিন্তু, তবু এক কপর্দ্দক
রাজস্ব মেবার হ'তে মোগল ভাণ্ডারে
পশে নাই অদ্যাবধি, পশিবে না কভু
যতদিন মেবারের রাণার আসনে
রহিবে প্রতাপসিংহ। করিতে বর্জ্জন
মোগলের অধীনতা মেবারের লোক
ত্যজি প্রিয় জন্মভূমি, আবাস ভবন,
করিছে অরণ্যে বাস। মেবার হইতে
মোগলের অর্থাগমপন্থা অবরুদ্ধ
করিতে মেবারক্ষেত্র মেবারকৃষক
করে না কর্ষণ আজি। তাহার উপর
যাবৎ প্রতাপসিংহ রহিবে জীবিত,
অসম্ভব মোগলের নিরাপদে বাস।
একে রাজপুতসৈন্য দুর্দ্ধর্ষ সমরে,
তাহাতে প্রতাপসিংহ নেতা তাহাদের।
থাকি লুক্কায়িত ঘোর পার্ব্বত্য প্রদেশে
মোগলের সৈন্যবল করিবে উপেক্ষা।

অতর্কিতভাবে পুনঃ হইয়া পতিত
করিবে মোগলসৈন্য বিধ্বস্ত বিব্রত।
এ নহে উপেক্ষণীয় পক্ষে মোগলের।
নহে প্রজাবর্গ যদি অধীন, অথবা
না হয় রাজস্ব যদি আদায়, তা হলে
কি ফল করিয়া জয়? মূল্যহীন তাহা।
তাই এ প্রস্তাব মম—যত্মপি প্রতাপে
পারি আমি পরাজয় করিতে সমরে,
পারিব মেবারবাসী রাজপুতগণে
করিতে মোগলবাধ্য। মেবার হইতে
পারিব রাজস্ব পুনঃ করিতে প্রেরণ
মোগলের কোষাগারে। রাজপুত হ'তে
মোগলের অতঃপর অনিষ্ট আশঙ্কা
হবে চিরদূরীভূত। মোগলের পক্ষে
নহে এ সামান্য লাভ। বিনিময়ে তার
শক্তসিংহ মোগলের বন্ধুত্বপ্রয়াসী,
চাহে পিতৃরাজ্য তার করিতে শাসন
মোগলের মিত্রতা ও প্রীতির আশ্রয়ে।
কি আপত্তি মোগলের আছে এ প্রস্তাবে?
আকবরশাহ— পারে না কি এই কার্য্য করিতে সাধন

সাহায্য ব্যতীত শক্তসিংহের মোগল ?
সৈন্যবলে, অস্ত্রবলে, সমর-কৌশলে,
নহে কি মোগল শ্রেষ্ঠ রাজপুত হ'তে
শতগুণে ?

শক্তসিংহ— হইলেও অদ্যাবধি কিন্তু
পারেনি প্রতাপসিংহে করিতে অধীন
মোগল তথাপি।

আকবরশাহ— যদি না পারে মোগল,
পারিবে কি শক্তসিংহ ?

শক্তসিংহ— পারিবে নিশ্চয়।
যে হেতু বিদিত শক্তসিংহ প্রতাপের
রণনীতি, সৈন্যপরিচালনকৌশল।
অধিকন্তু, বহিঃশত্রুআক্রমণ হ'তে
মেবারের রক্ষাসম্পর্কিত বহু গুপ্ত
তথ্য অবগত আমি, অজ্ঞাত যে সব
মোগলের, অপরের।

থাকি নিরুত্তর
চিন্তাকুল ক্ষণকাল, কহিলেন পুনঃ
সম্রাট্ গম্ভীর স্বরে—
"পথশ্রমক্লিষ্ট

আপনি, লভুন এবে বিশ্রাম, ইহার
হইবে সময়ান্তরে আলোচনা পুনঃ।”
        করিলেন অনুচরে আদেশ প্রদান
বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার।
অনুচরসহ ধীরে করিল প্রস্থান
শক্তসিংহ চিন্তান্বিত আনতমস্তক।
        নীরব মন্ত্রণা-কক্ষ। কিছুকাল পরে
কহিল সম্রাট্ পুনঃ ঈষৎ গম্ভীর—
“মহারাজ মানসিংহ, মানবচরিত্রে
অভিজ্ঞতা আপনার বিদিত সর্ব্বত্র।
ইচ্ছা তাই এই শক্তসিংহের সম্বন্ধে
আপনার অভিমত করিতে শ্রবণ।”
        মহারাজ মানসিংহ ঈষৎ হাসিয়া
করিল উত্তর—
                “যদি মানবচরিত্রে
থাকে অভিজ্ঞতা কিছু এই অধমের,
দিল্লীশ্বর আকবর হ’তে লব্ধ তাহা।
তথাপি আমার মত শুনিতে যদ্যপি
অভিলাষ সম্রাটের, মনে হয় মম,
যদিও বা লক্ষ্যভ্রষ্ট, শক্তসিংহ এই

উপযুক্ত ভ্রাতা বীর প্রতাপসিংহের।"
আকবরশাহ— আমারও সে ধারণা। মনে হয় মম
শক্তসিংহ বিশ্বাসের যোগ্য পূর্ণরূপ।
মেবার হইতে প্রত্যাগত দূতমুখে
শুনিলাম যেইরূপ, শুনিনু তদ্রূপ
শক্তসিংহমুখে পুনঃ। করি না ভ্রূক্ষেপ
মেবার যগুদি হয় পরিণত বনে,
কিম্বা যদি কপর্দ্দক রাজস্ব আদায়
না হয় মেবার হ'তে। কিন্তু, যে প্রতাপ
থাকিয়া অরণ্যে লুক্কায়িত ব্যাঘ্রবৎ
নাশিবে মোগলসৈন্য মেষপাল প্রায়—
এ নহে উপেক্ষনীয়। এ ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলে
না করিলে শৃঙ্খলিত, হয়তঃ চিতোর
রহিবে না বহুদিন হস্তে মোগলের।
সভ্যগণ, শক্তসিংহ করিলেন আজি
যে প্রস্তাব, সে সম্বন্ধে কাহার কি মত
জানিতে বাসনা মম।
বৈরাম খাঁ— সম্রাট্, আমার
মনে হয় শক্তসিংহে করিলে বিশ্বাস
মোগলের অনর্থক হবে সৈন্যক্ষয়

নিবারিত। বিনা স্বার্থে নহে শক্তসিংহ
অগ্রসর, মুক্তকণ্ঠে করিয়াছে তাহা
জ্ঞাপন, বিশ্বাসযোগ্য নহে কি সে জন?
মোগলের স্বার্থ যদি নাহি হয় ক্ষুন্ন,
কি আপত্তি সে প্রস্তাব করিতে গ্রহণ?
আমার ত মনে হয়, সুবর্ণ সুযোগ
উপস্থিত এবে এই দুর্দ্দান্ত প্রতাপে
করিতে দমন।

সৈন্যাধ্যক্ষ— কিন্তু, আমার এ মত—
যতই দুর্দ্দান্ত কেন হোক্ না প্রতাপ,
করিতে দমন তাকে যদি মোগলের
অপরের সহায়তা হয় আবশ্যক,
ইহাপেক্ষা মোগলের লজ্জার বিষয়
কি আর হইতে পারে, মোগল সম্রাট্?

আকবরশাহ— মহারাজের কি মত?

মানসিংহ— মোগল সম্রাট,
নাহি হয় মনে মম, বীরত্ব প্রকাশে
পারিবে মোগল কভু করিতে প্রতাপে
মোগলের বশীভূত। প্রতাপসিংহকে
করিতে হইলে জয়, অপর পন্থার

করিতে হইবে অবলম্বন নিশ্চয়।
প্রতাপ যেমন বীর, মহৎ তেমন ;
কখন প্রতাপ যদি হয় অবনত,
হবে মহত্ত্বের কাছে, নহে বীরত্বের।

কিছুকাল নীরুত্তর থাকিয়া সম্রাট্ কহিলেন—

"শ্রান্ত সবে আপনারা এবে।
করুন বিশ্রাম লাভ। দেখি চিন্তা করি,
বারান্তরে আলোচনা হইবে ইহার।"
ঈষৎ চিন্তিত ধীরে করিলেন ত্যাগ
সম্রাট্ মন্ত্রণাকক্ষ। সভাসদ্‌গণ
একে একে ধীরে ধীরে করিল প্রস্থান।

নবম সর্গ

দিল্লী—মানসিংহের উত্থানবাটিকা।

মেঘ ও রৌদ্র।

অপরাহ্ন শ্রাবণের। গগনমণ্ডল
ছিদ্রহীন মেঘাবৃত, ধূসরবরণ।
বহু পুরাতন জীর্ণ ধূলিবিমলিন
শুক্লবস্ত্রবিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ এক
সুবিশাল, রহিয়াছে প্রসারিত যেন
সমগ্র আকাশখানি করিয়া আবৃত।
ঘনঘটা-অন্তরালে লুপ্ত দিবাকর।

দিল্লীশ্বর আকবরশাহের প্রধান
মন্ত্রী ও সেনানী, প্রিয়পাত্র সম্রাটের,
অম্বরাধিপতি মানসিংহের উদ্যান-

বাটিকার চারু শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত
সরসীসোপানে রাজকুমারী কল্যাণী—
একমাত্র কন্যা মানসিংহের—বসিয়া
উদ্যানসঞ্জাত ফুল্ল বিবিধ কুসুমে
একাকিনী রতা পুষ্পমাল্যরচনায়।
অনিন্দ্যসুন্দরী বালা, পঞ্চদশ বর্ষ
বয়ঃক্রম মাত্র তার। নব যৌবনের
সুষমায় উচ্ছ্বসিতা। ঊষার কিরণে
কুসুম-কোরকনিভ যৌবনমুকুল
অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত মাত্র। প্রভাতঅনিলে
তড়াগের নীর প্রায় যৌবনমাধুরী
ঈষৎ তরঙ্গায়িত। সোপানপ্রাচীরে
ঈষৎ হেলিত অঙ্গে বসিয়া বালিকা।
সম্মুখে সোপানোপরি শোভে স্তূপীকৃত
বিবিধ কুসুমরাশি। মুক্ত কেশদাম
পৃষ্ঠে, বক্ষে, অংসে, ভালে, অযত্নে বিক্ষিপ্ত
বিবিধ বর্ণের এক বিচিত্র বসন
শোভে অঙ্গে, গোধূলির রঞ্জিত আকাশ
শোভে যথা অস্তাচলগমনউন্মুখ
রবির কিরণপাতে। একাগ্র হৃদয়ে

নিরতা বালিকা পুষ্পমাল্যবিরচনে।
শোভে এক করে সূত্র-আবদ্ধ সূচিকা,
অন্যকরে পুষ্প এক। শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি
বালিকার নিপতিত কুসুম উপরি।
চম্পকসদৃশ চারু অঙ্গুলিনিচয়
হইতেছে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত ধীরে,
উন্নত আনত এক অপূর্ব্ব লীলায়।
সম্মুখে প্রাচীরোপরি বালিকার পানে
চাহিয়া ময়ূর এক আছে দাঁড়াইয়া।
বিচিত্র চন্দ্রকপরিশোভিত মোহন
প্রসারিত দীর্ঘ পুচ্ছ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে।
ক্বচিৎ প্রশংসমান নয়নযুগল
ঈষৎ উন্নত করি ময়ূরের পানে
চাহিছে বালিকা, কভু মৃদুভাবে পুনঃ
দিয়ে শীষ্ ময়ূরের উৎসাহ বর্দ্ধন
করিছে। শিখীর দেহ থাকিয়া থাকিয়া
কি এক পুলকে যেন উঠিছে শিহরি।
অদূরে বিচিত্র এক ফোয়ারা হইতে
জলধারা বহু ঊর্দ্ধে হইয়া উৎক্ষিপ্ত
পড়িতেছে চতুর্দ্দিকে পাষাণনির্ম্মিত

গোলাকার জলাশয়ে অনতিবৃহৎ,
সৃজি অগণিত সূক্ষ্ম রজতের রেখা
অর্দ্ধভগ্ন। কুসুমের সৌরভআকুল
একটি মধূপ, কভু কুসুমনিচয়ে,
কভু অর্দ্ধবিকশিত গোলাপসন্নিভ
বালিকার ক্ষুদ্র মুখ করি প্রদক্ষিণ
উড়িতেছে চারিদিকে। ঈষৎ উত্যক্ত
বালিকার ক্ষুদ্র করপল্লবতাড়িত
মধুকর বারংবার আসিছে ফিরিয়া।
কদাচিৎ আর্দ্রবায়ু আসিছে ছুটিয়া
উর্দ্ধশ্বাসে, ভয়াতুর শত্রুবিতাড়িত,
উড়াইয়া বালিকার অঙ্কস্থিত ফুল,
মুক্তকেশ, বস্ত্রাঞ্চল, মাল্য করধৃত,
করিতেছে পুনরায় ভয়ে পলায়ন।
অম্বররাজকুমারী কল্যাণী যখন
এইরূপে একাকিনী বিজন উদ্যানে
বসি সরসীর শ্বেতসোপানে নিভৃতে
অনন্য হৃদয়ে রত মাল্যরচনায়,
হেন কালে ধীরে ধীরে কিশোরী অপরা,
উত্থিত কৌতুকহাসি চাপিয়া অধরে,

চুপি চুপি সন্তর্পণে দাঁড়াইল আসি
কল্যাণীর পৃষ্ঠস্পৃষ্ট প্রাচীরের পার্শ্বে।
অতঃপর আর্দ্রভূমি হইতে কিঞ্চিৎ
লইয়া মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র কন্দুক একটি
করিয়া নির্ম্মাণ, তাহা করিতে নিক্ষেপ
অপর প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট সেই
ময়ূরের প্রতি, শিখী করিল তখন
পলায়ন এক লম্ফে! তাহাতেও, কিন্তু,
কল্যাণীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না হেরি,
কবরী হইতে এক বৃহৎ গোলাপ
করি উন্মোচন, বেগে করিয়া নিক্ষেপ
কল্যাণীর অঙ্কোপরি, করিল চকিতে
ভূমিতে উপবেশন, অবনত শিরে
সঙ্কুচিতা লুক্কায়িতা প্রাচীরান্তরালে।
কল্যাণী আনত শির করি উত্তোলন,
সম্মুখে, পশ্চাৎ পানে, চাহিয়া বারেক,
কোথাও কাহাকে, কিন্তু. না করি দর্শন
দাঁড়াইতে ক্ষিপ্রগতি, কিশোরী অপরা
উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে, ক্ষুদ্র করদ্বয়ে
কল্যাণীর নেত্রদ্বয় ধরিল চাপিয়া।

অতর্কিত আক্রমণে মানি পরাজয়
কল্যাণী কহিল হাসি—
"ছাড়্ আঁখি মোর।"
মৃদু হাস্যধ্বনি শুধু করিল প্রদান
উত্তর তাহার।
"ছাড় আঁখি, পোড়ামুখি।"
"পোড়ামুখি! বটে!"
উচ্চ হাসিয়া অপরা
ধরিল অধিকতর জোরে চাপি আঁখি।

প্রথমা— মর ছুঁড়ী লাগে মোর।
দ্বিতীয়া— আমার কি তাতে?
প্রথমা— ছাড়্ ত্বরা।
দ্বিতীয়া— ছাড়িব না, না চাহিলে মাপ।
প্রথমা— ছাড়্‌বি না?
দ্বিতীয়া— ছাড়্‌ব না।
প্রথমা— নিশ্চয়?
দ্বিতীয়া— নিশ্চয়।
প্রথমা— দেখ্ তবে।

অলক্ষিতে তুলি ক্ষিপ্রগতি
কল্যাণী দক্ষিণ কর, করিল নিমেষে

হস্তস্থিত সূচীবিদ্ধ করে অপরার
ঈষৎ।
"উহু! উঃ!"
একলম্ফে কল্যাণীর
ত্যজি আঁখি দাঁড়াইল দ্বিতীয়া বালিকা
মুহূর্ত্তে সরিয়া দূরে।

দ্বিতীয়া— কি ডাকাত মেয়ে
মাগো তুই!

প্রথমা— পোড়ামুখী, লাগ্‌বিত আর?

দ্বিতীয়া— উহু! কি বিষম জ্বালা!

প্রথমা— আয় কাছে দেখি
কোথায় লেগেছে তোর।
ধরিতে কল্যাণী
সাগ্রহে সখির কর, লইল টানিয়া
আগন্তুকা কোপভরে।
"থাক্ থাক্ আর
হবে না দেখাতে তোর সোহাগ, রাক্ষসী।"
কহিয়া চলিল ক্রোধে।
"থাম্, পোড়ামুখী,
মাথা খাস্ যাস্ যদি।"

দৌড়াইয়া বেগে
ধরিল সখির কণ্ঠ বেষ্টি ভূজদ্বয়ে
কল্যাণী। বসিল আসি সোপানে দুজন।
উভয়ে সমবয়স্কা, সমান রূপসী।
উভয়েই রাজকন্যা—দ্বিতীয়া বালিকা
মোগলরাজের অন্যতম সেনাপতি
বিকানীররাজ রায়সিংহের দুহিতা—
উভয়ে অপরিণীতা। ঈষৎ হাসিয়া
জিজ্ঞাসিলা পদ্মাবতী—
"বসি একাকিনী
বাপীতটে, কার তরে এ চারু মালিকা
হইতেছে বিরচিত? বিজন উদ্যানে
হইতেছে সঙ্গোপনে কি ছবি অঙ্কিত
অদৃশ্য হৃদয়পটে?

কল্যাণী— ছবি বানরীর।

পদ্মাবতী— কেন, ছবি বানরের ফোটে না কি আজ
তুলিকায় বানরীর? কিন্তু, কার তরে
রচিত এ প্রেমহার?
"দেখ্ কার তরে"—
কহিয়া কল্যাণী হাসি দিল পরাইয়া

সে হার সখির কণ্ঠে। কহিল হাসিয়া
পদ্মাবতী—
"এত শ্রমে, এত যত্নে যেই
গেঁথেছিস্ হার তুই, নহে কভু তাহা
নিশ্চয় আমার তরে।"
অতঃপর ধীরে
খুলি কণ্ঠ হ'তে হার কল্যাণীর করে
করিল অর্পণ তাহা। ঈষৎ হাসিয়া
কহিল—
"এই নে, ভাই, পুষ্পহার তোর।
বসি একাকিনী যার মোহন মূরতি
এঁকেছিস্ এতক্ষণ হৃদয়ের পটে,
সেই মূর্ত্তি সশরীরে আসিয়া যখন
দাঁড়াবে সম্মুখে তোর, তখন তাহার
দিস্ পরাইয়া কণ্ঠে, কল্যাণী, এ হার।
হইবে সার্থক শ্রম।"
"আচ্ছা, যদি তোর
না হয় পছন্দ হার, না পরিস্ তবে।"
কহিয়া কল্যাণী চাহি সম্মুখের পানে
ঈষৎ অনুচ্চস্বরে দিতে শীষ্ পুনঃ,

আসিল ছুটিয়া শিখী। হাসিয়া তখন
দিল পরাইয়া হার কণ্ঠে ময়ূরের।
"অধিক সমজদার তোর চেয়ে এই"
কল্যাণী কহিল হাসি। ক্ষুদ্র করদ্বয়ে
দিতে করতালি মৃদু, দীর্ঘ পুচ্ছ তার
করি বিস্তারিত ঊর্দ্ধে সখিদ্বয়পানে
চাহিল গর্ব্বিত নেত্রে করি বক্র শির।
চাহিয়া শিখীর পানে নির্ব্বাক দুজন।
ক্ষণকাল পরে ধীরে করিল জিজ্ঞাসা
পদ্মাবতী—
"আচ্ছা, তোর কি হয়েছে বল্,
আজি এই কয়দিন যাবৎ, কল্যাণি?
থাকিস্ লুকায়ে কেন? চাহিস্ না আর
মিশিতে কাহার সনে কি হেতু এখন?
না যাস্ নিজেও কোথা, আমরাও যদি
আসি তোর কাছে, তবু ঘটে না সাক্ষাৎ।
না পেয়ে খুঁজিয়া তোকে যাই চলে ফিরি।
কেন এই ভাবান্তর বল্ দেখি তোর?"
কল্যাণী কহিল হাসি—
"কি হবে আবার?

তুই ত জানিস, ভাই, আপনার হাতে
কত যত্নে এই পুষ্পবৃক্ষ ও লতায়
করেছি রোপণ আমি। আপনার হাতে
কত জল মূলে তার করিয়া সেচন
করিয়াছি সম্বর্দ্ধিত। তাই এ সকল
অতিশয় প্রিয় মম। সেই হেতু আমি
এ উদ্যানবাটিকায় আসি অনুক্ষণ,
সেই পুষ্পবৃক্ষলতা করিতে দর্শন,
করিতে তাদের সেবা।

পদ্মাবতী— নই কচি খুকী
কল্যাণী, ভুলিতে তোর এ কথায় আমি।
ভেবেছিস্ তুই কিছু জানি না আমরা?

কল্যাণী— কি তোরা জানিস্, ভাই, তোরাই কেবল
পারিস্ বলিতে তাহা, নাহি জানি আমি।
কিন্তু, এই কথা সত্য, পদ্মাবতি, আমি
চাহিনি লুকাতে কিছু তোদের নিকট।

পদ্মাবতী— না লুকাস্ যদি, তবে বলিস্‌নি কেন
বিবাহের কথা তোর?

কল্যাণী— বিবাহের কথা!
আমার! অবাক্ তুই করিলি আমায়।

পদ্মাবতী— সত্যি, তুই কিছুমাত্র জানিস্ না তার ?

কল্যাণী— কিছুই জানি না আমি। শুনিনু প্রথম
এই তোর মুখে আজি।

পদ্মাবতী— অদ্ভুত অতীব !
সম্ভবতঃ এই হেতু বলে সর্ব্ব লোকে—
'যার বিয়ে তার, কিন্তু, নাই কিছু মনে,
প্রতিবেশীদের নিদ্রা আসে না নয়নে।'
দিল্লীর সকল লোকে জানে যেই কথা,
নিজের সে কথা শুধু জানিস্ না তুই !
ভাল, যদি না জানিস্, বল্ তবে আজ
কি দিবি আমায় তুই, বলি যদি আমি ?

কল্যাণী— চাহি না শুনিতে কিছু, কিম্বা নাহি চাহি
দিতে কিছু।

পদ্মাবতী— বটে ! ভারি চালাক ত তুই !
নিজ হ'তে একদিন পাইবে শুনিতে
যে খবর, কোন্ মূর্খ করে তার তরে
অর্থব্যয় ? নাই ক্ষতি না দিস্ যদ্যপি
পুরস্কার, কিন্তু, ওগো সম্রাটের ভাবী
পুত্রবধু, ভারতের ভাবী মহারাজ্ঞী,
ভবদীয় হৃদয়ের ক্ষুদ্র এক কোণে

মিলিবে কি এই বাল্যসঙ্গিনীর তব
এতটুকু স্থান, হায়, অতঃপর কভু ?

কল্যাণী— সত্যি, পদ্মাবতী, তোর এ রহস্য আর
নাহি ভাল লাগে মোর।

পদ্মাবতী— কেন বা লাগিবে ?
বিশাল এ ভারতের ভাবী মহারাণী
পারে কি মিশিতে তাঁর ক্ষুদ্রা ও নগণ্যা
সখিদের সাথে আর ?

কল্যাণী— না ছাড়িস্ যদি
এ কৌতুক, আড়ি তবে তোর সাথে মোর।

বসিল কল্যাণী রোষে ফিরাইয়া মুখ
অন্যদিকে। পদ্মাবতী কহিল হাসিয়া—
"আহা! কি মানের ঘটা মানিনীর মোর!
অয়ি মানময়ি, যদি অজ্ঞানে অধিনী
করে থাকি অপরাধ, মানিতেছি ঘাট
গললগ্নীকৃতবাসে। শুধু এই বার
অধিনীর অপরাধ করুন মার্জ্জনা।
ওই চন্দ্রমুখখানি, ওগো চন্দ্রমুখি,
এই অধিনীর পানে ফিরাইয়া পুনঃ
করুন কৃতার্থ তাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে তার
দুই হাতে কল্যাণীর ধরি মুখখানি
ফিরাইল পদ্মাবতী আপনার দিকে।
রক্ষিতে গাম্ভীর্য্য আর হইয়া অক্ষম
কল্যাণী কহিল হাসি—
"সত্যি, ভাই, তোর
অনুচিত এই রঙ্গ।"

পদ্মাবতী— নহে মিথ্যা কিন্তু
একটিও কথা মম। জানিয়াছি আমি
অতীব বিশ্বস্তসূত্রে—হবে আশু তোর
যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে পরিণয়।

কল্যাণী— একদিন অকস্মাৎ পিতৃমাতৃমুখে
আমিও শুনেছি বটে এইরূপ কথা।
তদবধি, কি বলিব, নাহি রুচি মোর
আহারে, নয়নে নাহি আসে নিদ্রা আর।
সেই দিন হ'তে মম হইতেছে মনে,
সম্ভবতঃ এ জীবন হবে দুঃখময়।

পদ্মাবতী— কেন এ ধারণা তোর বল্ ত, কল্যাণি?
যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে যদি তোর
হয় পরিণয়, তুই হবি না কি তবে

সম্রাটের পুত্রবধূ, ভাবী রাজ্ঞী আর?
তোর মত সুখী বল্ কে হবে তখন?

কল্যাণী— হব কি না ভাবী রাজ্ঞী যদিও নিশ্চিত
নহে তাহা, নিঃসন্দেহ হব সম্রাটের
পুত্রবধূ, সেলিমের সঙ্গে পরিণয়ে।
কিন্তু, সুখ দুঃখ নহে অধীন নরের।
থাকে যদি সুখ কভু ঐশ্বর্য্যে, তাহলে
হলেও হইতে পারি সুখী একদিন।
কিন্তু, যদি হয় শান্তি সুখের কারণ,
অসম্ভব তবে সুখ জীবনে আমার।

পদ্মাবতী— পারি কি শুনিতে কেন অসম্ভব তাহা?

কল্যাণী— যে অবধি জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে আমার,
হয়েছে হৃদয়ে সেই অবধি আমার
দৃঢ় বদ্ধমূল এই ধারণা—কখন
নাহি হবে শুভ এই বিভিন্ন ধর্ম্মের
সম্মিলন, পরিণাম হবে বিষময়।
যদিও বালিকা আমি, দেখিতেছি তবু
নাই আমাদের কোন বিষয়ে সাদৃশ্য।
কি ধর্ম্মে, কি ব্যবহারে, ভাষায়, আচারে,
নাই যাহাদের মধ্যে এতটুকু মিল,

কিরূপে তাদের শুভ হইবে মিলন ?

পদ্মাবতী— এ নহে প্রথম এই বিভিন্ন ধর্ম্মের
সম্মিলন, ইতিপূর্ব্বে হয়ে থাকে যদি
মিলন মঙ্গলময়, না হইবে কেন
এখন, বা ভবিষ্যতে ?

কল্যাণী— ইতিপূর্ব্বে যেই
হয়েছে মিলন, তার চরম ফলের
হয় নাই উপস্থিত সময় অদ্যাপি ।
নহে দশ কিম্বা বিশ বৎসরে সম্ভব
ফলাফল নিরূপণ। দূর ভবিষ্যতে
কি ঘটিবে, আজি তাহা কে পারে বলিতে ?

পদ্মাবতী— নহে সুখ দুঃখ কার অধীন যখন,
বিধর্ম্মে যেমন, তথা স্বধর্ম্মে তেমন
সম্ভব যখন দুঃখ, কেন তবে আজ
হই ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল এমন ?

কল্যাণী— সহনীয় যদিও বা অনিশ্চিত দুঃখ,
নহে কি অসহনীয় নিশ্চিত যখন ?

পদ্মাবতী— নিশ্চিত কিরূপে ভাবি, অন্য ক্ষেত্রে যবে
হয় নাই দৃষ্ট কিছু অশুভ তেমন ?

কল্যাণী— হয়ত ছিল না বিঘ্ন কিছুও তথায় ।

পদ্মাবতী— হেথায় কি আছে বিঘ্ন ?
কল্যাণী— বলিনি কি পূর্ব্বে
ঐশ্বর্য্যে কাহার সুখ, শান্তিতে কাহার।
ঐশ্বর্য্যে যাহার সুখ, সে কেন অসুখী
হবে বল্ ঐশ্বর্য্যের হয়ে অধিকারী ?
কিন্তু, যার একমাত্র শান্তিতেই সুখ,
হলেও সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তবু
কিরূপে সে হবে সুখী, হৃদয় ও মন
বিদ্রোহী যখন তার ?
পদ্মাবতী— বুঝিনু এখন।
জানি না কিরূপ তোর এ সব ধারণা।
কিন্তু, এ নিশ্চিত আমি পারি বলিবারে,
হয়েছিস্ এতদূর ম্রিয়মানা তুই
যার আশঙ্কায়, অন্য রমণী তাহাতে
হ'ত সুখে আত্মহারা, মানিত নিজেকে
পরম সৌভাগ্যবতী।
কল্যাণী— নহে অসম্ভব।
সকল মানুষ কভু নহে একরূপ।
পদ্মাবতী— কিন্তু, তাই বলি কেন আহার ও নিদ্রা
করেছিস্ ত্যাগ তুই ? এখনও তোর

হয় নাই পরিণয় সেলিমের সাথে।
পারিস্ ত অনায়াসে করিতে জ্ঞাপন
পিতায় অনিচ্ছা তোর। কখন নিশ্চয়
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোর হবেন না তিনি
সেলিমের সাথে এই বিবাহে সম্মত।

কল্যাণী— সেই ত সমস্যা মোর, চিন্তার কারণ।
জানি আমি, সবিশেষ কারণ ব্যতীত
করেন না কোন কার্য্য জনক আমার।
সকল অবস্থা যদি করি বিবেচনা,
সর্ব্বাংশে উত্তম আর মঙ্গলজনক
হইবে প্রতীত এই সম্বন্ধ নিশ্চয়।
অতএব, নহে ইচ্ছা হয়ে অসম্মতা
স্নেহময় জনকের ক্ষোভের কারণ
হই আমি। করি তাঁকে ব্যথিত নিরাশ

পদ্মাবতী— সেই হেতু আপনাকে দিবি বলিদান?

কল্যাণী— কি আর নারীর বল্ কর্ত্তব্য জীবনে
মহত্তর এর চেয়ে?

পদ্মাবতী— হ'তে পারে তোর,
নহে, কিন্তু, সকলের মত এইরূপ।

কল্যাণী— আচ্ছা, পদ্মাবতী, তুই কি করিস্ বল্,

হোস্ যদি মোর স্থানে ?

পদ্মাবতী— হর্ষের সহিত
করিতাম মত দান এ প্রস্তাবে আমি ।

কল্যাণী— কিন্তু, ধর্, মত যদি না থাকে প্রস্তাবে ?

পদ্মাবতী— করিতাম পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন নিশ্চয় ।

কল্যাণী ইহার কোন উত্তর প্রদান
করিল না । উভয়েই রহিল বসিয়া
নির্ব্বাক ও চিন্তাকুল । কিছুক্ষণ পরে
"বেলা অবসানপ্রায়, আসি তবে, ভাই",
কহিয়া উঠিল ধীরে পদ্মাবতী শেষে ।
কল্যাণীও সেই সঙ্গে উঠিল আপনি ।
উভয়ে নীরবে ধীরে করিল প্রস্থান
গৃহঅভিমুখে চিন্তা-আকুল হৃদয় ।

সন্নিকটবর্ত্তী কুঞ্জ-অন্তরাল হ'তে
মহারাজ মানসিংহ পত্নীর সহিত
হইলেন বহির্গত । অম্বরাধিপতি
কহিলেন মৃদু স্বরে—

"দেখিলে ত, প্রিয়ে,
করেছিনু যে সন্দেহ, নহে মিথ্যা তাহা ।
নাই ইচ্ছা কল্যাণীর এই পরিণয়ে ।"

রাজ্ঞী— কি করিবে অতঃপর, নাথ, এ বিষয়ে ?
মানসিংহ— নিশ্চয়, প্রেয়সি, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
দিব না বিবাহ তার। মেয়ে হয়ে যদি
নাহি চাহে হইতে সে ক্ষোভের কারণ
পিতার, প্রেয়সি, আমি পিতা হয়ে তবে
চাহিব কি দুঃখময় করিতে মেয়ের
এ জীবন ?
রাজ্ঞী— কিন্তু, নাথ, বিবাহ ত তার
হবে দিতে।
মানসিংহ— অবশ্যই।
রাজ্ঞী— কোন্ স্থানে তবে ?
মানসিংহ— পারি না বলিতে এবে। জন্ম, মৃত্যু, আর
বিবাহ, এ তিন নহে কাহার অধীন।
কি আছে চিন্তার হেতু ? পাত্রের অভাব
হবে না অম্বররাজকুমারীর কভু।
অতঃপর ক্ষণকাল থাকি নিরুত্তর
চিন্তান্বিত, মানসিংহ কহিলেন পুনঃ—
"সম্রাট্ আদেশে, প্রিয়ে, যাইব সহসা
শোলাপুর বিদ্রোহের করিতে দমন।
ভাবিতেছি তাই যদি ফিরিবার কালে

প্রতাপসিংহের সঙ্গে হয় দেখা মম,
তা হলে বুঝিতে পারি, সম্ভব কি কভু
প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহের
সহিত বিবাহ, প্রিয়ে, কল্যাণীর মম।
আমার ত মনে হয়, মেবারের রাণা
প্রতাপসিংহের পুত্র তেজস্বী অমর,
দিল্লীশ্বর আকবরশাহের তনয়
সেলিমের চেয়ে হবে পক্ষে কল্যাণীর
যোগ্যতর বহু অংশে। জানি না অবশ্য
হবে কি প্রতাপসিংহ সম্মত ইহায়।
কিন্তু, যদি হয় ইহা সম্ভব কখন,
তা হলে হইবে এই কলঙ্ককালিমা
প্রক্ষালিত অম্বরের বহুদিন পরে
নিষ্কলঙ্ক মেবারের সহিত সংযোগে।
তোমার কি মত, প্রিয়ে?"

রাজ্ঞী— তোমার যে মত,
আমারও সেই মত নিঃসন্দেহ, নাথ।

মানসিংহ— উত্তম।
প্রস্থান ধীরে করিল উভয়
অতঃপর গৃহমুখে ঈষৎ চিন্তিত।

বসি একাকিনী মুক্ত বাতায়নপার্শ্বে
কল্যাণী গভীরচিন্তানিমগ্নহৃদয়া,
বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা, চিত্রার্পিতাপ্রায়।
প্রকৃতি নবীন বেশে হয়েছে সজ্জিতা।
সমগ্র আকাশখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে
হইয়াছে সুরঞ্জিত। থাকিয়া থাকিয়া
চমকিছে সৌদামিনী, বিহগের দল
ছুটিয়াছে নীড় পানে ভয়ব্যাকুলিত।
দাঁড়াইয়া তরুরাজি উন্নত মস্তকে
নিশ্চল, নিস্পন্দ, স্থির। একটি পল্লব
নাহি হয় আন্দোলিত। স্তব্ধ চরাচর।
কৃষ্ণ গগনের নিম্নে শ্বেত বকশ্রেণী
ক্ষুদ্র শ্বেত পক্ষদ্বয় করি অন্দোলিত,
কৃষ্ণ নভঃবক্ষে শুভ্র ক্ষীণ বক্র এক
করিয়া অঙ্কিত রেখা, ছুটিয়াছে কোন্
অজ্ঞাত অপরিচিত দেশান্তর পানে।
নহে, কিন্তু, সন্নিবদ্ধ দৃষ্টি কল্যাণীর
তার প্রতি, কল্যাণীর মানসবিহগ
অদৃশ্য কল্পনাপক্ষে করিয়া নির্ভর
দূর নভঃবিহারিণী পক্ষিণীর ন্যায়

ততোধিক দূরবর্ত্তী কোন্ অনন্তের
অভিমুখে আত্মহারা গিয়াছে ছুটিয়া !
"কল্যাণী !"
ডাকিল মাতা। উঠিল চমকি
কল্যাণী।
"যাই, মা"
এই দিয়ে প্রত্যুত্তর
ধীরে ধীরে কক্ষ হ'তে হইল বাহির।
একটি নিঃশ্বাস দীর্ঘ ভেদিয়া হৃদয়
হইল নির্গত ধীরে। কি এক অজ্ঞাত
নিরাশায় অশ্রুসিক্ত হইল নয়ন।

দশম সর্গ।

কমল্মীর—উদয়সাগরের তীর।

প্রতিজ্ঞাপালন।

রজতসন্নিভশ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত
উদয়সাগরতীরে, চারুবস্ত্রাবৃত
স্তম্ভশিরে, সুবিশাল শোভে চন্দ্রাতপ
প্রসারিত অপরূপ। শুভ্র তটভূমি
পত্রে, পুষ্পে, পতাকায়, সজ্জিত অপূর্ব্ব।
বসি চন্দ্রাতপ নিম্নে বিচিত্র আসনে
মহারাজ মানসিংহ। এক পার্শ্বে তাঁর
বসিয়া প্রতাপসিংহ, মেবারের রাণা,
ভূমিতলে তৃণাসনে। বসি অন্য পার্শ্বে
কুমার অমরসিংহ, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র।

উপবিষ্ট পুরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে
মেবারসর্দ্দারবৃন্দ, আর মেবারের
সুহৃৎ নৃপতিবর্গ, দলপতিগণ।
রাজপুত বীরদের শোভিছে মস্তকে
উষ্ণীষ, কটিতে অসি, বর্ম্মাবৃত দেহ।
বহুমূল্য মনোহর মুকুতাখচিত
শোভিছে উষ্ণীষ শিরে অম্বররাজের।
শোভে কেন্দ্রস্থানে তার তীব্র জ্যোতির্ম্ময়
উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। মুকুতার হার
শোভে বক্ষে, অঙ্গুলিতে শোভে অপরূপ
হীরকখচিত চারু স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক।
শোভে কটিবিলম্বিত রজত পিধানে
দীর্ঘ অসি চুম্বি ধরা সমুজ্জ্বল পার্শ্বে।
"মহারাজ মানসিংহ!"
কহিলেন রাণা—
"অযাচিতভাবে আজি দীনের কুটীরে
করি পদার্পণ হেন নগণ্য আমায়
করেছেন অধিকারী যেই সম্মানের,
পরম সৌভাগ্য তাহা করিতেছি মনে
আশার অতীত মম। ভুলিবে না কভু

জীবনে প্রতাপসিংহ এই উদারতা।”
গোবিন্দসিংহ—পরম সৌভাগ্য বটে মেবারের ইহা—
প্রবলপ্রতাপশালী মোগলভূপতি
দিল্লীশ্বর আকবরশাহের প্রধান
সহায় ও শ্রেষ্ঠতম সৈন্যাধিনায়ক,
ভারতবিখ্যাত বীর, অম্বরাধিপতি,
মহারাজ মানসিংহ উপনীত আজি
মেবারে অতিথিরূপে রাণা প্রতাপের।
মান্না— মোগলসাম্রাজ্যস্তম্ভ রাজা মানসিংহ!
মানসিংহ— মহারাণা, সম্মানিত নহেন আপনি।
সম্মানিত এ অধম। দেবালয়ে যবে
উপনীত তীর্থযাত্রী। দেবতাদর্শনে,
নহে সম্মানিত তাতে দেবতা কখন,
সম্মানিত তীর্থযাত্রী. শোলাপুর হ'তে
ফিরিবার কালে মনে হইল উদয়—
ধ্বংসপ্রায় রাজপুতকুলের গৌরব,
দীনা রাজপুতনার প্রদীপ্ত ভাস্কর,
লুপ্তবীর্য্য ক্ষত্রিয়ের আদর্শস্থানীয়,
স্বদেশপ্রেমিক বীর, মেবারকেশরী
মহারাণা প্রতাপের সহিত বারেক

করিয়া সাক্ষাৎ করি সার্থক জীবন।
পূর্ণ মনস্কাম মম, মহারাণা, এবে।
গোবিন্দসিংহ—সম্পূর্ণ সত্য এ উক্তি অম্বররাজের।
রাজস্থানে আজি লোক থাকে যদি কেহ,
রাণাই সে লোক। এই রাজপুতনায়
ছিল একদিন প্রজ্জ্বলিত যেই সব
দীপাবলী, নির্ব্বাপিত আজি সেই সব।
একটি প্রদীপ শুধু আছে প্রজ্জ্বলিত
রাজপুতনার এই মেবার প্রদেশে
অদ্যাপি অনির্ব্বাপিত, স্থির ও উজ্জ্বল।
হ'লেও একটি, তবু আলোকে তাহার
সমগ্র এ রাজস্থান দীপ্ত আলোকিত।
মান্না— বহু দেশ, বহু বংশ, রাজপুতনার
কলঙ্কিত আজি। কিন্তু, অদ্যাবধি এই
মেবার ও সূর্য্যবংশ আছে নিষ্কলঙ্ক।
সেই মেবারের রাণা, সূর্য্যবংশরবি,
প্রতাপসিংহের গৃহে আতিথ্যগ্রহণে
আপনাকে সম্মানিত নাহি করে জ্ঞান,
হেন রাজপুত কেহ আছে রাজস্থানে?
রাণা— সম্পূর্ণ অযোগ্য এই প্রশংসার আমি

মহারাজ। যেই সব প্রাতঃস্মরণীয়
ভারতপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ আমার
করেছেন মেবারের রাণার আসন
অলঙ্কৃত, এক নামে পরিচিত যাঁরা,
নহি আমি তুলনীয় তাঁদের সহিত।
নহে মহারাণা এবে এ দীন, রাজন্।
রম্যহর্ম্ম্যবিভূষিত অপূর্ব্বসুন্দর
ধনধান্যপরিপূর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন
স্বর্ণপ্রসূ যে মেবার ছিল একদিন,
নহি আমি রাণা সেই মেবারের আজি।
ওই যে সম্মুখে শোভে লোকালয়হীন
কণ্টকিততৃণলতাগুল্মসমাচ্ছন্ন
জনহীন বনভূমি নিরানন্দময়,
সেই মেবারের আমি অধম সন্তান,
দীনা জননীর দীন পুত্র এই দাস।
রাজ্যহীন রাজা আমি, গৃহহীন গৃহী।
এ অরণ্য রাজ্য মম, পর্ব্বতগহ্বর
প্রাসাদ, বিটপীমূল রাজসিংহাসন,
তৃণাবৃত বনভূমি শয্যা সুকোমল,
নীলাকাশ চন্দ্রাতপ, বনফলমূল

রাজভোগ, নির্ঝরের সলিল পানীয়,
বন্য পশু পক্ষী প্রিয় সঙ্গী বন্ধু মম।

মানসিংহ— ধরার সাম্রাজ্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বহুগুণ
বনের এ রাজ্য, রাণা। এই তরুমূল
স্বর্ণসিংহাসন হ'তে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর।
এ শৈলগহ্বর শ্রেষ্ঠ রাজহর্ম্ম্য চেয়ে,
এই বনফলমূল রাজভোগ হ'তে
মধুর অধিকতর, এই নির্ঝরের
সলিল অধিক স্নিগ্ধ রাজভবনের
পানীয় হইতে, এই তৃণাবৃত ভূমি
অধিক কোমল রাজফুলশয্যা হ'তে,
বনের এ পশুপক্ষী রাজার সভার
আমাত্যবর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বহুতর।

গোবিন্দসিংহ— যেহেতু এ তরুমূলে আসীন যে জন,
নহে বিলম্বিত তার মস্তক উপরি
তীক্ষ্ণ অসি সূক্ষ্মসূত্রবদ্ধপ্রান্তভাগ।
নাহি হয় ভূমিসাৎ এ শৈলগহ্বর
ভূমিকম্পে, এই শয্যা নহে কণ্টকিত,
নহে কীটদষ্ট এই বনফলমূল।
অথবা বিষাক্ত এই নির্ঝরের নীর,

আর, এই অরণ্যের পশুপক্ষিগণ
সুসভ্য মানব হ'তে অধিক সরল।
নাহি জানে মিথ্যা, চৌর্য্য, ছল, প্রতারণা,
স্তোকবাক্য। নহে বিষকুম্ভ পয়োমুখ।

মান্না— অথবা করে না এই বনের বিহঙ্গ
সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস, পরে না চরণে
সুবর্ণ শৃঙ্খল সূক্ষ্ম। বনের বিহঙ্গ
করে বাস বনে হর্ষে মুক্ত ও স্বাধীন,
করি মুখরিত বন মধুর সঙ্গীতে।

ভীমশাহ— অধম ভল্লুক করে নৃত্য প্রদর্শন,
কেশরী অরণ্যে গর্ব্বে করে বিচরণ।

রাণা— যদিও করি না দুঃখ, কিম্বা লজ্জা বোধ,
আপনার দীনতায়, কিন্তু, মহারাজ,
ভবতুল্য মাননীয় মহান্ ব্যক্তির
উপযোগী অভ্যর্থনা-আয়োজনে আজি
হইয়া অক্ষম, এই দীন কতদূর
দুঃখিত লজ্জিত, তাহা নাহি জানে কেহ।
আশাকরি, মহারাজ, করিবেন মম
মার্জ্জনা সকল ত্রুটী অনুকম্পা করি।

গোবিন্দসিংহ— বিশ্বের ঐশ্বর্য্য পদে লুণ্ঠিত যাঁহার,

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিলাসসামগ্রী
পারে না করিতে যাঁকে সন্তোষ প্রদান,
তাঁহার নিকট এই হীন আয়োজন
ভিক্ষুকের যোগ্য, নাই সন্দেহ তাহায়।
মান্না— বালকের দেবপূজা ধূলির নৈবদ্যে !
মানসিংহ— অনুচিত এই ক্ষোভ আপনার, রাণা।
মাদৃশ ব্যক্তির তরে যেই আয়োজন
করেছেন, মহারাণা, কতদূর তাতে
করিতেছি আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান,
অক্ষম করিতে তাহা ভাষায় প্রকাশ।
আমিই লজ্জিত, রাণা। যেই হেতু আমি
সম্পূর্ণ অযোগ্য তার। এ উৎসব আজি
যার সম্বর্দ্ধনা তরে, কে সে, মহারাণা ?
নহে কি সে মেবারের শত্রু মোগলের
সেনাপতি ? সেই শত্রু প্রতি এ সৌজন্য,
এ সম্মান, সম্বর্দ্ধনা করিছে রাণার
হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় দান।
হইলেও শত্রু, তবু নহে মানসিংহ
অকৃতজ্ঞ এতদূর না বুঝিতে তাহা।
রাণা— প্রতাপসিংহের শত্রু আকবরশাহ,

নহে তাঁর সেনাপতি। মেবারের সনে
দিল্লীর শত্রুতা, কিন্তু, নহে অম্বরের।
রাজপুত সনে বৈরীভাব মোগলের,
নহে ক্ষত্রিয়ের। কিন্তু, হইতেন যদি
শত্রুও বা তিনি, তবু সম্বর্দ্ধনা তাঁর
করিত প্রতাপসিংহ সাধ্যমত তার।
অতিথি শত্রু কি মিত্র তুল্য সম্মানার্হ!
শত্রু যে মোগলপতি আকবরশাহ,
যদ্যপি স্বয়ং তিনি হইতেন আজ।
অতিথি কুটিরে মম, অতিথি-সৎকারে
হইত না পরাঙ্মুখ এ দীন কখন।

মানসিংহ— মেবারের মহাশত্রু মোগলের আমি
সেনাপতি, একদিন হয়ত আমায়
করিতে হইবে এই মেবার ভূমির
বিপক্ষে ধারণ অস্ত্র স্বেচ্ছায়, অথবা
অনিচ্ছায়। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও যে রাণা
করেন আমায় তাঁর মিত্রবৎ জ্ঞান,
সেই হেতু মুক্ত কণ্ঠে করিতেছি আজি
অগণিত ধন্যবাদ প্রদান রাণায়
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি।

গোবিন্দসিংহ— সত্য যথা তাহা,
নহে তথা মিথ্যা, কিন্তু, ইহাও, রাজন্—
মোগলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েও সেনানী,
মহারাজ মানসিংহ অদ্যাপি ধারণ
করেননি অস্ত্র, কিন্তু, মেবার বিরুদ্ধে।
রাণা— যদিও বা কোন দিন করেন ধারণ,
তবু তিনি নন্ দায়ী। মোগলের তিনি
সেনাপতি, বাধ্য তিনি কর্ত্তব্য পালনে
সেনানীর। যদি কভু হয় আবশ্যক
মেবার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ তাঁহার,
তখন যদ্যপি তিনি হন পরাঙ্মুখ
সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে, হইবেন তিনি
ধর্ম্মভ্রষ্ট, ন্যায়ভ্রষ্ট, নিন্দার ভাজন।
রণক্ষেত্রে শত্রু তিনি, মিত্র তিনি গৃহে।
অম্বররাজের অন্য পার্শ্বে উপবিষ্ট
কুমার অমরসিংহে করি সম্বোধন
কহিলেন মহারাণা—
"শ্রান্ত মহারাজ,
উচিত তাঁহার এবে বিশ্রাম গ্রহণ।
অতএব, দেখ, বৎস, কি বিলম্ব আর

আহারীয় প্রস্তুতের।”
পিতার আদেশে
কুমার অমরসিংহ করিল প্রস্থান।
কহিলেন মানসিংহ হাসিয়া তখন—
“নহি শ্রান্ত আমি, রাণা, অথবা ক্ষুধার্ত্ত।
অতএব, আশাকরি, অনর্থক, রাণা,
হবেন না ব্যস্ত মম আহারের তরে।”
কহিলেন হাসি রাণা—
“অতিথির প্রতি
গৃহীর কর্ত্তব্য মধ্যে আসন, ভোজন,
শয়ন,—এ তিন মুখ্য। প্রথমে গৃহস্থ
করিয়া আসন দান করিবেন দূর
অতিথির পথশ্রম, অতঃপর তাঁকে
করিয়া ভোজন দান করিবেন দূর
ক্ষুধা তাঁর, সর্ব্বশেষে শয়ন প্রদানে
করিবেন ক্লান্তি দূর। এ তিনের মধ্যে
প্রধান কর্ত্তব্য এই আহার্য্য প্রদান।
নিতান্ত নিঃস্ব যে, সেও যথাশক্তি তার
করে চেষ্টা অতিথির আহারের যেন
নাহি হয় কোন ত্রুটি। সুতরাং মম

উচিত, স্বয়ং আমি করি সুব্যবস্থা,
যেন কোন ত্রুটি নাহি হয় আহারের
অম্বররাজের আজি গৃহে এ দীনের।
অতএব, মহারাজ, ক্ষণেকের তরে
করুন বিদায় দান আমায় এখন।”
মৃদুহাসিমুখে রাণা করিলা প্রস্থান।

মানসিংহ— যেমন মোগলরাজ আকবরশাহ,
তেমন প্রতাপসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর।
যদি এ ভারতবর্ষে মোগলরাজের
থাকে সমকক্ষ কেহ, মহারাণা সে-ই।

গোবিন্দসিংহ-- যেমন মোগলব্যাঘ্র, অনুরূপ তার
মেবারকেশরী এই। ভূতপূর্ব্ব রাণা
উদয়সিংহের স্থানে থাকিত যদ্যপি
বর্ত্তমান রাণা এই, কি সাধ্য তাহলে
মোগলের করে এই মেবারাধিকার।

মান্না— এখনও একবার মহারাজ যদি
মোগলের পক্ষ ত্যাগ করেন, তাহলে
কি সাধ্য মোগল রাখে মেবারে অধীন।

মানসিংহ— যেমন তেজস্বী পিতা, পুত্রও তেমন।

ভীমশাহ— সিংহের ঔরসে সিংহ করে জন্মলাভ।

হেনকালে উপনীত হইয়া তথায়
কুমার অমরসিংহ কহিলেন ধীরে
মহারাজ, মানসিংহে বিনয়পূর্ব্বক—
"মহারাজ আহারীয় প্রস্তুত এবং
আস্তীর্ণ ভোজনাসন। পিতা মম তাই
করেছেন মহারাজে করিতে আহ্বান
আমায় প্রেরণ এবে। অনুগ্রহ করি
যদ্যপি ভোজন তরে করেন গমন
মহারাজ, পিতা অতি হবেন সন্তুষ্ট।"
"প্রস্তুত, কুমার, আমি।"
কহিলেন হাসি
মানসিংহ। সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন তিনি।
উঠিল সর্দ্দারবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর।
অতঃপর সকলেই করিল গমন
একত্রে ভোজনস্থানে রাজার সহিত।
উদয়সাগরতীরে, শুভ্র সমুন্নত
তটভূমে, সুকোমল গালিচানির্ম্মিত
বিচিত্র ভোজনাসন প্রসারিত চারু।
মহারাজ মানসিংহ ঈষৎ হাসিয়া
করিলেন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ।

সম্মুখে রজত পাত্রে ভোজ্য নানাবিধ
সংস্থাপিত। মহারাজ মানসিংহ যবে
করি প্রক্ষালন কর আহার্য্য গ্রহণে
সমুদ্যত, অকস্মাৎ করিলেন তিনি
লক্ষ্য ইহা সে সময়—যদিও কুমার
অমরসিংহের সহ মেবারের যত
সর্দ্দার ও মিত্রগণ উপস্থিত সবে,
স্বয়ং প্রতাপসিংহ, মেবারের রাণা,
রাজপুতনার আতিথেয়তার রীতি
অনুযায়ী উপস্থিত নন্, কিন্তু, এবে।
কুমার অমরসিংহ পরিবর্ত্তে তাঁর
দাঁড়াইয়া নম্রভাবে সম্মুখে তাঁহার।
ঈষৎ বিস্মিত চিত্তে মৃদু হাসিমুখে
করিলেন মানসিংহ জিজ্ঞাসা তখন—
"কুমার, পিতায় তব না হেরি কি হেতু?
নহে কি সমাপ্ত কার্য্য এখনও তাঁর?
কোথায় আসন তাঁর?

অমরসিংহ— অসুস্থ, রাজন্,
পিতা মম। অকস্মাৎ শিরঃপীড়ারোগে
বিষম আক্রান্ত তিনি। অক্ষম সে হেতু

স্বয়ং ভোজনস্থানে থাকি উপস্থিত
করিতে মহারাজের আহারের এবে
সম্যক্ তত্ত্বাবধান। প্রতিনিধিরূপে
সে কর্ত্তব্য ন্যস্ত এবে আমার উপর।
বিষম সন্দেহাকুল হইল হৃদয়
অম্বররাজের। পুনঃ কহিলেন তিনি—
"অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যাঁকে দেখেছি স্বচক্ষে
সম্পূর্ণ নীরোগ সুস্থ, অকস্মাৎ তিনি:
রোগাক্রান্ত! অত্যাশ্চর্য্য হইতেছে মনে।
কুমার, পিতায় তব কর এ সংবাদ
প্রদান, অম্বররাজ করিছে তাঁহার
অপেক্ষা আহার তরে।"
স্বয়ং কুমার
চলিলেন পিতৃপাশে। রহিলেন বসি
মহারাজ মানসিংহ স্থির ও গম্ভীর।
ক্ষণকাল পরে পুনঃ হয়ে উপনীত
কহিল কুমার ধীরে বিনম্র বচনে—
"মহারাজ, পিতা মম করেন অদেশ
করিতে এ নিবেদন রাজার নিকট—
অসমর্থ তিনি এবে হ'তে উপস্থিত

এ স্থানে, প্রার্থনা তাঁর, মহারাজ যেন
না করেন অবিনয় গ্রহণ তাঁহার।”
ক্ষণকাল নত শিরে চিন্তিত হৃদয়ে
থাকি নিরুত্তর, পুনঃ কহিলেন রাজা—
“কুমার, একটি বার যদি পুনরায়
কর তুমি আমা তরে ক্লেশের স্বীকার,
হইবে বাধিত অতি মানসিংহ আজি।
আর একবার শুধু রাণার নিকট
যাও তুমি, কহ ইহা—মানসিংহ আজি
অতিথি রাণার গৃহে। আতিথেয়তার
প্রথা অনুযায়ী রাণা স্বয়ং যদ্যপি,
নাহি হন্ উপস্থিত, অক্ষম অতিথি
করিতে তাঁহার এই আহার্য্য গ্রহণ।”
চলিল দ্বিতীয় বার পিতার সমীপে
কুমার দুঃখিত চিত্তে। ক্ষণকাল পরে
আসিল ফিরিয়া পুনঃ বিষণ্ণ আননে।
কহিল রাজায় ধীরে—
“করিলেন পিতা
নিবেদন, মহারাজ যদি তাঁর তরে
প্রস্তুত এ আহারীয় করেন গ্রহণ,

অতিশয় আনন্দিত হইবেন পিতা,
অন্যথা দুঃখিত অতি হইবেন তিনি।”
চকিতে অম্বররাজ ভোজন-আসন
করি ত্যাগ দাঁড়ালেন উন্নত মস্তকে।
কহিলেন অতঃপর ক্রোধরুদ্ধ স্বরে—
“নহে মানসিংহ শিশু, না বুঝিতে এই
রাণার পীড়ার হেতু। কহিও, কুমার,
পিতায় তোমার ইহা—যেই মানসিংহ
সমাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও কভু
নাহি করে সকলের গৃহে পদার্পণ,
সেই মানসিংহ আজি যেই ধারণার
হ'য়ে বশবর্ত্তী হেন অযাচিত ভাবে
হইতে অতিথি এই আলয়ে তাঁহার
করে নাই এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ,
মেবারের মহারাণা প্রতাপসিংহের
সম্বন্ধে ধারণা সেই অম্বররাজের
বিদূরীত এইক্ষণ। কহিও তাঁহায়—
যেই অপমান শিরে করিয়া বহন
ফিরিতেছে মানসিংহ মেবার হইতে,
নিজেই সে দায়ী তার—যেহেতু এ হেন

অযাচিত ভাবে হেথা হয়ে উপনীত
নিজে সে করেছে তার সুযোগ প্রদান।
নিমন্ত্রিত অতিথির অপেক্ষা গৃহীর
অধিক শ্রদ্ধার পাত্র—ছিল এ ধারণা—
অতিথি অনিমন্ত্রিত। বুঝিতেছি এবে
ভ্রান্ত সে ধারণা মম। কহিও, কুমার,
পিতায় তোমার—নাহি ভুলিবেন কভু
মানসিংহ রাণার এ ভদ্রতা জীবনে।”
হেনকালে অকস্মাৎ হয়ে উপনীত
কহিল প্রতাপসিংহ গম্ভীর বচনে—
“মহারাজ মানসিংহ, গৃহ হ’তে মম
যদ্যপি অতিথি আজি করেন প্রস্থান
অভুক্ত, যদিও আমি দুঃখিত অতীব
হব তাতে, তবু, কিন্তু, অসমর্থ আমি
রাজপুতধর্ম্ম কভু করিতে বর্জ্জন।
যেই রাজপুতধর্ম্ম অনুসারে এই
আতিথেয়তার প্রথা আছে বিদ্যমান—
গৃহস্বামী অতিথির সহিত একত্রে
করি পানাহার, করিবেন সম্মানিত
অতিথিকে, সেই রাজপুতধর্ম্ম ইহা—

রাজপুত বিধৰ্ম্মীর সহিত কথন
নাহি করিবেন একসঙ্গে পানাহার।
তুর্কীর সহিত যিনি করেন একত্রে
পান ও ভোজন, কিম্বা, তুর্কীকরে যিনি
করেন ভগিনী দান, হইলেও তিনি
রাজপুতবংশজাত, কিম্বা মহারাজ,
জাতিচ্যুত, ধৰ্ম্মভ্রষ্ট, বিধৰ্ম্মী, এবং
অস্পৃশ্য, পতিত, তিনি। থাক্ দূরে এই
পবিত্র সূর্য্যবংশীয় রাণা, অন্য কোন
ধৰ্ম্মভীরু রাজপুত প্রাণান্তেও কভু
করিবে না পানাহার তাঁহার সহিত।
আশাকরি, মহারাজ রাখিবেন মনে
ইহাও—যদ্যপি রাণা হইত অভদ্র,
অথবা অনিমন্ত্রিত অতিথিকে যদি
অধিক শ্রদ্ধার পাত্র না করিত জ্ঞান,
তাহলে মেবারবাসী করিত কি কভু
মেবারের মহাশত্রু মোগলের যিনি
প্রধান সেনানী, তাঁকে সাদরে গ্রহণ
নিঃসঙ্কোচে অকপটে বন্ধুভাবে হেন ?”
করি রাণা প্রতি তীব্র কুটিল কটাক্ষ

নিক্ষেপ, সদম্ভে রাজা করিল উত্তর—
"মহারাণা, জাতিচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আজি
যদ্যপি আমরা, তবে তব তরে তাহা।
রাণার গৌরব মান রক্ষা হেতু শুধু,
দিয়ে জলাঞ্জলি আত্মসম্মানে আমরা
করিয়াছি তুর্কীকরে ভগ্নীকন্যাদান,
করিয়াছি তুর্কী সনে সম্বন্ধ স্থাপন।
তুর্কী সনে সখ্যতায় যদিও আবদ্ধ,
রাণার বন্ধুত্ব তবু করিনি ছেদন,
অথবা যদিও এবে মোগলের দাস,
রাণার হিতৈষী তবু কায়মনোবাক্যে।
বুঝিলাম এইক্ষণে, চাহেন না রাণা
রাখিতে সম্পর্ক কোন আমাদের সনে,
কিম্বা, নহে স্পৃহনীয় সখ্য আমাদের
রাণার। তাহাই তবে হউক এখন।
কিন্তু রাণা, আশাকরি, রাখিবেন মনে—
নন্ তিনি যথা তাঁর পিতার কার্য্যের
দায়ী কভু, নহে তথা মানসিংহ তার
পিতার কার্য্যের দায়ী। তিনি যেইরূপ
পিতৃনষ্ট স্বরাজ্যের উদ্ধার মানসে

করিছেন চেষ্টা আজি, মানসিংহ তথা
পিতৃনষ্ট স্বজাতির বন্ধুত্ব স্থাপনে
করিতেছে চেষ্টা আজি।

রাণা— কিন্তু, রাণা কভু
পিতৃকৃত অধীনতা করেনি স্বীকার
অদ্যাবধি, করিবে না এ জীবনে কভু।
অম্বরাধিপতি, কিন্তু, অদ্যাবধি তাঁর
পিতৃকৃত মোগলের আত্মীয়তালোভ
পারেননি কোনরূপে করিতে বর্জ্জন,
নাহি পারিবেন বোধ হয় আর কভু।

মানসিংহ— মোগলের আত্মীয়তা করিতে বর্জ্জন
মেবারের বন্ধুত্বের করেছিনু আশা।

রাণা— মেবারের বন্ধুত্বের আশা করিবার
পূর্ব্বে যেন মানসিংহ করেন বর্জ্জন
মোগলের আত্মীয়তা। যে দিন মেবার
দেখিবে, অম্বররাজ মুক্ত মোগলের
দাসত্বকবল হ'তে, মেবার সে দিন
প্রসারিত করে বক্ষে করিবে ধারণ
মহারাজ মানসিংহে, নহে তার পূর্ব্বে।

মানসিংহ— উত্তম। রহিবে মনে অম্বররাজের

রাণার এ উপদেশ।

গোবিন্দসিংহ— কিন্তু, মহারাণা,

মহারাজ মানসিংহ স্বেচ্ছায় যখন

রাণার বন্ধুত্বপ্রার্থী, উচিত কি নহে

রাণার সে বন্ধুত্বের করিতে সম্মান ?

রাণা— উচিত। তবুও, কিন্তু, বাধ্য আমি, হায়,

করিতে সে বন্ধুত্বের প্রত্যাখ্যান আজি।

মহারাজ মানসিংহ গৃহে আজি মম

অতিথি, সুহৃৎ, বন্ধু, পাত্র সম্মানের।

আতিথ্য তাঁহার যথা সৌভাগ্য আমার,

তথা তাঁর বন্ধুত্বের প্রত্যাখ্যান মম

পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু, নিরুপায় আমি।

যদি আজি রাজপুতধর্ম্মের পালনে

হ'য়ে থাকি আমি অপমানের কারণ

তাঁহার, নিশ্চয় তবে আমা হ'তে আর

নাই কেহ মন্দভাগ্য। নহে ইচ্ছাকৃত

কিন্তু, ইহা কভু মম। করি নাই আমি

আহ্বান তাঁহাকে কভু করিতে এরূপে

বাধ্য অবমাননার। জন্মভূমি তরে

করিয়াছি যে শপথ গ্রহণ স্বেচ্ছায়

দেবতা করিয়া সাক্ষী, করিবে না কভু
জীবনে প্রতাপসিংহ লঙ্ঘন তাহার।
সেই হেতু যদি কভু হয় প্রয়োজন
বরং করিব পত্নী পুত্রের বর্জ্জন।
পরম শ্রদ্ধার পাত্র যদিও আমার
মহারাজ মানসিংহ, জন্মভূমি হ'তে
নন্ তিনি শ্রেষ্ঠ মম। বরং তাঁহার
পারি আমি বন্ধুত্বের করিতে বর্জ্জন
অনায়াসে, কিন্তু, কভু প্রাণান্তেও মম
পারি না দেশ ও ধর্ম্ম করিতে বর্জ্জন।

মানসিংহ— যদিও অদ্যাপি কোন অনিষ্ট সাধন
হয় নাই আমা হ'তে এই মেবারের,
কিন্তু, অতঃপর যদি হয় তাহা সিদ্ধ,
আশাকরি, রাণা কভু নাহি করিবেন
আমায় তাহার দায়ী।

রাণা— প্রতিদ্বন্দ্বী যার
স্বয়ং মোগলরাজ আকবর শাহ,
ভীত কি সে শত্রুতায় সেনানীর তাঁর ?

মানসিংহ— নহে আকবরশাহ, সেনানী তাঁহার
অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে রাণার।

বিদায়, প্রতাপসিংহ। আশাকরি, পুনঃ
রণক্ষেত্রে অবিলম্বে ঘটিবে সাক্ষাৎ
উভয়ের। এই গর্ব্ব রাণার যদ্যপি
না পারি করিতে চূর্ণ, বৃথা নাম মম
মানসিংহ।

রাণা— অত্যুত্তম। রাজারও যেন
প্রতাপ আমার নাম—থাকে ইহা মনে।

একলম্ফে মানসিংহ করি আরোহণ
অশ্বপৃষ্ঠে, দ্রুতবেগে করিল প্রস্থান।
সমবেত বীরবৃন্দে করি সম্বোধন
কহিল প্রতাপসিংহ গম্ভীর বচনে—
"বীরগণ, এতদিন করিয়াছি যার
আয়োজন, সমাগত আমাদের সেই
মহাব্রত উদ্‌যাপন সময় এখন।
করিয়াছি এতদিন ইন্ধন যাহার
সংগ্রহ, হইল আজি যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
নিক্ষিপ্ত তাহায়, তাতে যেই দাবানল
হবে আশু প্রজ্বলিত, হইবে তাহাতে
সমগ্র ভারতবর্ষ দীপ্ত আলোকিত।
শত্রুর শোণিত যদি না হয় বর্ষিত

নাহি হবে সে অনল কভু নির্ব্বাপিত।
মনে আছে, বন্ধুগণ, জন্মভূমি তরে
কি প্রতিজ্ঞা, কি শপথ, করেছ গ্রহণ?

বীরগণ— মনে আছে, রাণা।

রাণা— মেবারের বীরগণ
করিবে কি সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন এখন?

বীরগণ— প্রাণান্তেও নহে কভু।

রাণা— হও তবে সবে
প্রস্তুত করিতে সেই প্রতিজ্ঞা পালন,
জন্মভূমি তরে প্রাণ করিতে অর্পণ।

বীরগণ— প্রস্তুত আমরা, রাণা।

সকলে— জয় মেবারের,
জয় রাজপুতনার।

আকাশ, কানন,
উদয়সাগরনীর, আরাবল্লী শৈল,
নিজন মেবারভূমি করিয়া কম্পিত
ছুটিল সে জয়ধ্বনি দিগন্তের পানে।

একাদশ সর্গ।

হলদীঘাট—মানসিংহের শিবির।

সংশয়।

আরাবল্লীপদমূলে, উদয়পুরের
প্রান্তস্থিত দুরারোহ শৈলপ্রাচীরের
মধ্যবর্ত্তী, মেবারের দুর্গম দুর্ভেদ্য
অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্ম হলদীঘাটের
সম্মুখস্থ, সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে
শুক্লবস্ত্রবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
শ্রেণীবদ্ধ অগণিত শোভে মোগলের
শিবির সন্নিবেশিত। শোভিতেছে যেন
বিশাল বারিধিবক্ষে অসংখ্য তরণী
স্ফীতপাল, কিন্তু, স্থির, অটল, অচল।

উড়িছে শিবিরশীর্ষে অৰ্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত
অসংখ্য পতাকাবলী বিবিধ বর্ণের।
স্থানে স্থানে, দলে দলে, শ্রান্ত সৈন্যগণ
উন্মুক্ত আকাশ-তলে লভিছে বিশ্রাম।
কেহ উপবিষ্ট, কেহ শায়িত, আবার
কেহ বা অৰ্দ্ধোপবিষ্ট অৰ্দ্ধশয্যাগত।
অপরাহ্ণ আষাঢ়ের। গগনমণ্ডল
মেঘাচ্ছন্ন, ধরাতল স্তব্ধ ও গম্ভীর।
মহারাজ মানসিংহ চিন্তিত হৃদয়ে
একাকী শিবিরে পদচারণনিরত।
মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ শিবিরের প্রতি,
অথবা বিশ্রামরত সৈনিকের পানে,
কিম্বা দূরবর্ত্তী উচ্চ পৰ্ব্বতাভিমুখে,
চাহিছেন একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া স্থির।
কভু পুনঃ ধীরে ধীরে, কভু ক্ষিপ্রগতি,
নত শিরে রত পদচারণে আবার।
হইতেছে মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ললাট
ভ্রুকুটিকুঞ্চিত, কভু রোষকষায়িত
নেত্রদ্বয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কুটিল কটাক্ষ
বর্ষিছে অনলকণা। কখন আবার

হইতেছে করতল থাকিয়া থাকিয়া
দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ অবরুদ্ধ ব্যর্থ ক্রোধে।
অকস্মাৎ দূরবর্ত্তী মেবারের প্রতি
করিয়া নিক্ষেপ দৃষ্টি তীব্র জ্বালাময়,
ঈষৎ অনুচ্চস্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে
কহিলেন মানসিংহ—
"এতদিনে আজ
পূর্ণ মনস্কাম মম। পঞ্চমাসব্যাপী
জ্বলিয়াছে এ হৃদয়ে অবমাননার
যে ভীষণ কালানল, এতদিনে আজ
সেই অবমাননার করিতে গ্রহণ
প্রতিশোধ, নির্ব্বাপিত করিতে সে বহ্নি
হৃদয়ের, উপস্থিত সুবর্ণ সুযোগ।"
থামি ক্ষণকাল পুনঃ কহিলেন রাজা—
"দাম্ভিক প্রতাপসিংহ, ভেবে থাক যদি
ভুলিয়াছে মানসিংহ সেই অপমান,
ভ্রান্ত তুমি। যদবধি এ উন্নত শির
নাহি হবে মোগলের পদানত তব,
তদবধি মানসিংহ সেই অপমান
কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, ভুলিবে না কভু।

স্বয়ং ভারতেশ্বর আকবরশাহ
করেন সম্মান যাকে, সেই মানসিংহে
করি অপমান তুমি করিয়াছ যেই
দ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হৃদয়ে তাহার,
সে অনলে ভস্মীভূত হইবে এখন
সোণার মেবারভূমি। দেখিব কিরূপে
জন্মভূমি সে মেবারে রক্ষা কর তুমি।”
শক্তসিংহ ধীরে ধীরে করিয়া প্রবেশ
শিবিরে, অভিবাদন করিল সম্ভ্রমে
মহারাজ মানসিংহে। করি সম্বোধন
শক্তসিংহে, মানসিংহ কহিলেন পুনঃ—
“শক্তসিংহ, এতদিন করিয়াছি যার
অপেক্ষা উভয়ে, এবে উপস্থিত সেই
সুযোগ। সম্মুখে ওই কর সন্দর্শন
অশীতিসহস্র সৈন্য করিছে প্রতীক্ষা
একটি ইঙ্গিত মানসিংহের এখন।
ওই দূরবর্ত্তী সূক্ষ্ম গিরিসঙ্কটের
অন্তরালে মেবারের যে ক্ষুদ্র বাহিনী
আছে লুক্কায়িত, যদি পরিবর্ত্তে তার
অভ্রভেদীশৃঙ্গ ওই আরাবল্লীশৈল

দাঁড়ায় রুধিয়া পথ, অসাধ্য তাহারো
করে গতিরোধ মানসিংহের এখন।”
থামিলেন মানসিংহ। বহিল নয়নে
অনলস্ফুলিঙ্গ তীব্র। কহিলেন পুনঃ—
“প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ বিনা
নাহি চাহে অন্য কিছু মানসিংহ আজি।
শক্তসিংহ, এ জীবনে শুধু একবার
লভিয়াছে মানসিংহ যেই অপমান,
মানসিংহ আজি তার করিবে গ্রহণ
যেই প্রতিশোধ, তাতে ভবিষ্যতে আর
মানসিংহে অপমান করিতে কখন
হবে না সাহসী কিম্বা অগ্রসর কেহ।”

শক্তসিংহ— শুধু একবার যদি পেয়ে অপমান
বিচলিত মহারাজ হন এইরূপ,
তা হ'লে যে জন, নহে শুধু একবার,
কিম্বা দুই বার, কিন্তু বারংবার হেন
সহিয়াছে অপমান, ঘৃণা ও অবজ্ঞা,
কি দারুণ মর্ম্মব্যথাপীড়িত সে জন,
বুঝিবেন মহারাজ নিশ্চয় এখন।

মানসিংহ— দুইটি দিবস শুধু, শক্তসিংহ, তুমি

যদ্যপি অপেক্ষা কর, হৃদয়ের সেই
নিদারুণ ব্যথা তব হবে দূরীভূত।
নৈরাশ্যবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে চাহি ধরা পানে
শক্তসিংহ ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"যদিও ছিল সে আশা এ হৃদয়ে মম
এতদিন, আজি, কিন্তু, দূরীভূত তাহা।"

মানসিংহ— কেন দূরীভূত আজি? মোগলসৈন্যের
বিজয়ে কি সন্দিহান শক্তসিংহ আজি?

শক্তসিংহ— মহারাজ, শক্তসিংহ নহে সন্দিহান
মোগলের জয়ে, কিম্বা জয়ে মেবারের,
অনিশ্চিত চিরদিন জয় পরাজয়।
যদ্যপি বিজয়লক্ষ্মী করেন আশ্রয়
মোগলে, কি লাভ শক্তসিংহের তাহাতে?

মানসিংহ— বুঝিব কি তবে শক্তসিংহের আকাঙ্ক্ষা
হউক মেবার জয়ী?
করি উত্তোলন
সহসা আনত শির কহিল সদর্পে

শক্তসিংহ—
"মহারাজ, সেই অভিলাষ
হইত যদ্যপি তার, শক্তসিংহ তবে

করিত না মোগলের আশ্রয় গ্রহণ,
করিত না অবস্থান মোগলশিবিরে।"

মানসিংহ— কেন তবে, কহ শুনি, মোগলের জয়ে
হইবে না পূর্ণ শক্তসিংহের আকাঙ্ক্ষা ?
করিতে মেবার ধ্বংস, প্রতাপসিংহের
করিতে বিচূর্ণ দর্প, যেরূপ তাহার
অভিলাষ, সেইরূপ ইচ্ছা মোগলের।
মোগলকর্ত্তৃক যদি হয় সিদ্ধ তাহা,
হবে না কি পূর্ণ তবে অভিলাষ তার ?

শক্তসিংহ— মোগল করিবে শক্তসিংহের সাহায্যে
নির্ম্মূল অরাতি তার—এ নহে উদ্দেশ্য,
কিম্বা অভিপ্রায় শক্তসিংহের, রাজন্।
শক্তসিংহ শত্রু তার করিবে নির্ম্মূল
মোগলসাহায্যে—এই উদ্দেশ্যে আশায়
করিয়াছে মোগলের আশ্রয় গ্রহণ।

মানসিংহ— শক্তসিংহ, তুমি, আমি, যদিও উভয়ে
মোগলের অধীনস্থ সেনাপতি মাত্র,
তথাপি প্রকৃতপক্ষে হয়নি কি আজ
তিনটি বিভিন্ন শক্তি সম্মিলিত হেথা
মেবারের শত্রুরূপে ? চাহে একজন

বিদ্রোহের প্রতিশোধ, চাহে অন্যে পুনঃ
প্রতিশোধ নিদারুণ অবমাননার,
অপর—তৃতীয় ব্যক্তি—চাহে অন্যায়ের
প্রতিশোধ—প্রতিকার। এ তিন শক্তির
সম্মিলনে হবে যেই ভীষণ ঝঞ্ঝার
সৃষ্টি আজি, বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্র প্রায়
হইবে মেবার এই তাড়িত তাহায়।
কিন্তু, যদি ইচ্ছা তব হ'তে অগ্রসর
একাকী, আপত্তি তাতে কি আছে কাহার?
আমি, কিম্বা তুমি, কিম্বা অন্য আর কেহ,
হোক্ না যে কেহ কেন, যদ্যপি বিফল
না হয় উদ্দেশ্য, তবে কি বা আসে যায়?

শক্তসিংহ— সম্ভব আপত্তি কিছু নাই আপনার,
কিন্তু, যে আপত্তি কোন নাই সম্রাটের
কিরূপে জানিব তাহা?

মানসিংহ— কেন এ আশঙ্কা?

শক্তসিংহ— দুদিনের পরিচয়ে কিরূপে, রাজন্,
করিবেন দিল্লীশ্বর বিশ্বাস আমায়?

মানসিংহ— আছে কি কারণ কিছু সন্দেহের তব?

শক্তসিংহ— যে সব সেনানীবৃন্দ বহু দিবসের

পরীক্ষিত, তাঁদেরও উপরে যখন
নাই সম্রাটের পূর্ণ বিশ্বাস, তখন
দুদিনের পরিচিত আমার উপর
অবিশ্বাস সম্রাটের নহে অসম্ভব।

মানসিংহ— আছে কি দৃষ্টান্ত কোন ?

শক্তসিংহ— অভাব কি তার ?
সম্ভব হয়তঃ আমি ভ্রান্ত, মহারাজ,
কিন্তু মনে হয় মম—যদিও প্রধান
সেনাপতি, দিল্লীশ্বর করেন না যেন
সম্পূর্ণ নির্ভর মহারাজের উপর।

মানসিংহ— কেন এ সন্দেহ তব ?

শক্তসিংহ— ভেবেছিনু আমি,
মহারাজ মানসিংহ সেনাপতিরূপে
হবেন প্রেরিত এই মেবারাভিযানে।

মানসিংহ— তাহার অভাবে এবে কি ধারণা তব ?

শক্তসিংহ— এবে মনে হয় মম—অদ্যাপি সম্রাট্
করেন না মহারাজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস।
জানেন সম্রাট্ ইহা বিলক্ষণরূপে
দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপসিংহে করিতে দমন
মোগলসেনানীবৃন্দে থাকে যদি কেহ,

একমাত্র মহারাজ মানসিংহ ভিন্ন
নহে তাহা অন্য কেহ। কিন্তু, যদি কভু
হয় রাজপুত পাছে রাজপুত সনে
সম্মিলিত পুনরায়, কিম্বা যদি করে
পক্ষপাত প্রদর্শন স্বজাতির প্রতি,
দিল্লীশ্বর আকবর এই আশঙ্কায়
একাকী সেনানীরূপে করিতে প্রেরণ
না করেন মানসিংহে সমীচীন জ্ঞান।
সেই হেতু সূক্ষ্মদর্শী মোগলভূপতি
করেছেন যে বিশাল মোগলবাহিনী
মেবারে প্রেরণ, তার সেনাপতিপদে
যুবরাজ সেলিমকে করিয়া বরণ
করেন প্রেরণ তাঁর প্রতিনিধিরূপে।
যুবরাজ সেলিমের সাহায্যের ছলে
আপনিও সেই সঙ্গে প্রেরিত কৌশলে।
আর এই সমরের সমগ্র দায়ীত্ব
সমর্পিত আপনার উপরেই শুধু।
উচ্চহাস্যে মুখরিত করিয়া শিবির
কহিলেন মানসিংহ—
"ইহাই কি তব

আশঙ্কার, নৈরাশ্যের, বিষাদের, হেতু ?"
অপ্রতিভ শক্তসিংহ কহিল গম্ভীর—
"ইহাই চিন্তার হেতু আমার, রাজন্।"
পুনরায় উচ্চ হাস্যে করি মুখরিত
শিবির, কহিল রাজা—
"শক্তসিংহ, তুমি
রাজনীতিঅনভিজ্ঞ। অতীব কুটীল
দুর্ব্বোধ এ রাজনীতি। নহে সকলের
বোধগম্য। শক্তসিংহ, শুন, কহি আমি,
অমূলক ভিত্তিহীন এ সন্দেহ তব।
হ'ত যদি সত্য ইহা, শক্তসিংহ, তবে
হইত কি প্রতিষ্ঠিত এ ভারতবর্ষে
মোগল সাম্রাজ্য কভু ? কিম্বা এতদিন
হইত কি স্থায়ী ইহা ? হইত কখন
ভারত হইতে লুপ্ত চিহ্ন মোগলের।
পক্ষান্তরে, শক্তসিংহ, নহে মানসিংহ
দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিম্বা, নহে মোগলের
চরিত্র অজ্ঞাত তার। পারে যেই জন
অক্লেশে করিতে পাঠ মানবচরিত্র
গ্রন্থবৎ, কিম্বা, নখদর্পণে যে জন

হৃদয়ের প্রতিবিম্ব করে সন্দর্শন,
তার চক্ষে ধূলি দান নহে ততদূর
সহজ বা নিরাপদ, শক্তসিংহ, কভু।
তার সঙ্গে ধূর্ত্ততার কি যে পরিণাম
নহে তাহা অবিদিত মোগলরাজের।
কিম্বা নন্ আকবরশাহ ততদূর
হীনচেতাঃ। কিম্বা কূটবুদ্ধি ও কপট।
বরং একান্ত তাঁর ছিল অভিলাষ
করিতে আমায় এই মেবারাভিযানে
সেনাপতি নিয়োজিত। আমিই স্বয়ং
হইয়াছি অসম্মত সে প্রস্তাবে তাঁর।
আমারই যুক্তি আর ইচ্ছা অনুসারে
হইয়াছে এ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত সব।"
ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে করিল জিজ্ঞাসা
শক্তসিংহ—
"মহারাজ, নাহি থাকে যদি
আপত্তি, কারণ তার করিতে শ্রবণ
উৎসুক অতীব আমি।"
ঈষৎ হাসিয়া
করিলেন মানসিংহ উত্তর প্রদান—

“নহি অভিলাষী আমি করিতে গ্রহণ
নেতৃত্ব এ সমরের। অভিপ্রায় মম
স্বয়ং নির্লিপ্ত রহি করি এ সমর
চালিত ও নিয়ন্ত্রিত দূর হ’তে শুধু।
না হইয়া অবতীর্ণ অভিনেতারূপে
রঙ্গমঞ্চে, যবনিকা-অন্তরাল হ’তে
করি রজ্জু আকর্ষণ, পুত্তলিকাবৎ
অভিনেতৃগণে শুধু করিব চালিত।”

শক্তসিংহ— কি হেতু এ ইচ্ছা মহারাজের?

ঈষৎ
হাসিয়া কহিল রাজা—

“মানসিংহ শুধু
গৌরবের অভিলাষী। চাহে না হইতে
নিন্দার ভাজন, কিম্বা কলঙ্কের হেতু।
স্বদেশ ও স্বজাতির ধ্বংসের কারণ
হইয়া, চাহে না বিশ্বে রাখিতে অখ্যাতি
ভারতের ইতিহাসে ভারতবর্ষের
অমঙ্গলহেতুরূপে হইয়া বর্ণিত,
নাহি চাহে ভারতের নর ও নারীর
নিদারুণ অভিশাপ করিতে অর্জ্জন

যুগে যুগে।

শক্তসিংহ— বুঝিলাম এতক্ষণে আমি।
"মহারাজ"
উপনীত হইয়া শিবিরে,
করি সসম্ভ্রমে অভিবাদন রাজায়
কহিল মহব্বৎ খাঁ—
"রাজপুতগণ
আরাবল্লী-সানুদেশে, হলদীঘাটের
তৃণাবৃত সুবিশাল অধিত্যকাস্থানে
হইয়াছে সমবেত। করিয়া স্থাপন
শিবির, করিছে এবে অবস্থান তথা
যুদ্ধ আশে সুসজ্জিত।"

মানসিংহ— উত্তম। হেথায়
মোগলের সৈন্যগণ নহে কি প্রস্তুত?

মহব্বৎ খাঁ— তারাও প্রস্তুত হেথা। করিতেছে শুধু
আদেশ প্রতীক্ষা এবে।

মানসিংহ— রাজপুত পক্ষে
কত সৈন্য সমবেত?

মহব্বৎ খাঁ— দ্বাবিংশ সহস্র।

মানসিংহ— দ্বাবিংশ সহস্র! আর অশীতি সহস্র

মোগলের সৈন্যসংখ্যা—চতুর্গুণ তার।
তদুপরি মোগলের রয়েছে কামান,
মোগলের সৈন্যগণ সুশিক্ষিত রণে।
দ্বাবিংশসহস্র মাত্র লইয়া সৈনিক
কিরূপে, প্রতাপসিংহ, ভাবিয়াছ তুমি,
হবে সম্মুখীন এই অশীতিসহস্র
মোগলসৈন্যের আজি? সম্ভব কি কভু
সমুদ্রের গতিরোধ বালুকার স্তূপে?
পর্ব্বতের মূলোচ্ছেদ মূষিকদংশনে?
ওই যে বিপুল সৈন্য শোভিছে সম্মুখে
বিশাল বারিধি প্রায় অসীম চঞ্চল,
কৃতান্তসদৃশ রণে, সম্মুখীন তার
হবে যে সমরে, এই বিশাল ভারতে
কে আছে সাহসী হেন?

"প্রতাপসিংহ"

দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যুত্তর হইল গম্ভীর।
একসঙ্গে বীরত্রয় করিল নিক্ষেপ
পশ্চাতে বিস্মিত দৃষ্টি। দেখিল সকলে—
দীর্ঘদেহ, সৌম্যমূর্ত্তি, গৌরকলেবর,
দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী শিবিরের দ্বারে।

ব্রহ্মচারী— "মহারাজ মানসিংহ, ভারতবর্ষের
ত্রিংশ কোটি লোক যদি হয় সম্মিলিত,
তথাপি প্রতাপসিংহ নাহি করে ভয়
হ'তে সম্মুখীন তার। হয় কি কেশরী
ভীত কভু হেরে যদি শৃগালের পাল?
কিম্বা করী হয় ভীত হেরি ভেকদল?
স্বল্পসংখ্য, অশিক্ষিত, কামানবিহীন,
হ'লেও মেবারসৈন্য, নহে ভীরু তারা।
বহুসংখ্য, সুশিক্ষিত, কামানসজ্জিত,
হ'লেও, মোগলসৈন্যে নাহি করে ভয়।"

মানসিংহ— কে আপনি?

ব্রহ্মচারী— ভিক্ষাজীবী জনৈক ব্রাহ্মণ

মানসিংহ— কি হেতু আগত হেথা?

ব্রহ্মচারী— ভিক্ষাপ্রার্থী আমি
রাজদ্বারে।

মানসিংহ— কিন্তু, ইহা নহে লোকালয়,
শিবির এ রণক্ষেত্রে।

ব্রহ্মচারী— যেই ভিক্ষা আমি
চাহি আজি, এই তার উপযুক্ত স্থান।

মানসিংহ— কি প্রার্থনা আপনার?

ব্রহ্মচারী— প্রার্থনা আমার—
মহারাজ, কৃপা করি একটি প্রশ্নের
করিবেন সদুত্তর প্রদান আমার।
মানসিংহ— কি প্রশ্ন ?
ব্রহ্মচারী— কি হেতু আজি হেরি এই স্থানে
অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহে
মেবার বিরুদ্ধে এই আসন্ন সমরে ?
মানসিংহ— মেবার মোগলশত্রু, আমি মোগলের
আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র।
ব্রহ্মচারী— কিন্তু মোগলের
আছে বহু ভৃত্য হেন। মহারাজ ভিন্ন
হ'ত না কি অন্যদ্বারা সাধিত এ কাজ ?
মানসিংহ— ভৃত্যের বিচার্য্য নহে কি কর্ত্তব্য তার,
ভৃত্যের কর্ত্তব্য শুধু আদেশ পালন।
ব্রহ্মচারী— তথাপি বিবেকবুদ্ধিহীন নন্ কভু
মহারাজ মানসিংহ। কি অভাবে তিনি
করিছেন এ দাসত্ব বহন মস্তকে ?
মানসিংহ— নহি দায়ী আমি তার।
ব্রহ্মচারী— পিতা যদি ভ্রমে
করেন অন্যায় কিছু, নহে কি উচিত

পুত্রের শোধন তার ?

মানসিংহ— সেই অভিপ্রায়ে
হয়েছিনু এ মেবারে পঞ্চ মাস পূর্ব্বে
উপনীত একদিন অযাচিত ভাবে।
কিন্তু, তার বিনিময়ে লভিয়াছি যেই
নিদারুণ অপমান, ঘৃণা ও অবজ্ঞা,
মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না তাহা।

ব্রহ্মচারী— কে তাহার দায়ী ? নহে মেবার কখন।
মহারাজ ভগবানদাস একদিন
তুর্কীকরে কন্যাদান করিয়া যে ভ্রম
করেছেন, সেই ভ্রম পুত্রও তাঁহার
মহারাজ মানসিংহ করিছেন আজি।
রাজপুতনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক
এই মেবারের সূর্য্যবংশীয় রাণার
হইত কি, মহারাজ, উচিত কখন
মোগলের সহবাসে দূষিত পতিত
অম্বররাজের সনে একত্রে আহার ?
তথাপি ছিল না তাঁর কোন অভিপ্রায়
করিতে অবজ্ঞা কিম্বা অপমান তাঁকে।
বরং করেন তাঁকে উপযুক্ত ভাবে

সম্মানিত অভ্যর্থিত। রাজপুতনার
চিরন্তন প্রথা যাহা, নাই শক্তি তাঁর
করিতে লঙ্ঘন তাহা। ব্যক্তিগত ভাবে
সম্পূর্ণ বিদ্বেষহীন হৃদয় তাঁহার।

মানসিংহ— প্রতাপসিংহের চেয়ে বংশমর্য্যাদায়
নহে যারা হীন, হেন বহু রাজপুত
করে না আপত্তি, কিন্তু, করিতে আহার
মানসিংহ সনে কভু। নহে শুধু ইহা,
প্রতাপসিংহের ন্যায় রাজপুতনার
করে নাই অন্য কেহ মানসিংহ সনে
সম্পর্কের প্রত্যাহার। ছিল মানসিংহ
বন্ধুত্বের অভিলাষী প্রতাপসিংহের,
চান্ না প্রতাপসিংহ সে বন্ধুত্ব, কিন্তু।
করেছেন প্রত্যাখ্যান অবজ্ঞায় তিনি
তাই তাহা। চান্ তিনি নিজ হ'তে যদি
মানসিংহে শত্রুরূপে, বলুন আপনি,
মানসিংহের কি দোষ? নহি শুধু আমি,
প্রতাপসিংহের এই অনুচিত দম্ভে
অনেকেই আপনাকে করে অবজ্ঞাত
বিবেচিত। এমন কি, সহোদর ভ্রাতা

শক্তসিংহ, সেও আজি করি তাঁর পক্ষ
পরিত্যাগ, করেছেন গ্রহণ তুর্কীর
পক্ষ এবে।

ব্রহ্মচারী— মহারাজ, করিবেন এই
ভিক্ষুক এ ব্রাহ্মণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা।
যথা ভ্রান্ত মানসিংহ, তথা শক্তসিংহ।
বরং উদয়সিংহ তনয়ের প্রতি
করেন অন্যায় কিছু, কিন্তু ভ্রাতা প্রতি
কি অন্যায় করেছেন অদ্যাপি, রাজন্,
কখন প্রতাপসিংহ?

মানসিংহ— কোন্ হেতু তবে
করেছেন বিতাড়িত জন্মভূমি হ'তে
আপন ভ্রাতায় তাঁর?

ব্রহ্মচারী— করেছেন তিনি
বিতাড়িত শক্তসিংহে? অদ্ভুত অতীব!
ইহা যদি হয় সত্য, এ জগতে তবে
নাহি মিথ্যা কিছু আর। যেই পুত্রে পিতা
করেছিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রথম,
পরে নির্ব্বাসনদণ্ডে করেন দণ্ডিত,
করেননি পুনরায় ক্ষমা এ জীবনে,

লঙ্ঘি পিতৃআজ্ঞা সেই ভ্রাতায় তাঁহার
করেন প্রতাপসিংহ আহ্বান সাদরে
মেবারে, প্রধান সেনাপতি পদে তাকে
করেন নিযুক্ত, কিন্তু প্রতিদানে তার
লভেন প্রতাপসিংহ বিদ্বেষ ভ্রাতার!
ভ্রাতৃস্নেহবশে, হায়, যে ভ্রাতায় তিনি
করেন ধারণ বক্ষে, সেই ভ্রাতা তাঁর
দুগ্ধপুষ্ট কালসর্পবৎ অবশেষে
হয়নি কি সমুদ্যত সেই বক্ষে তাঁর
করিতে ছুরিকাঘাত? প্রতাপসিংহের
অপরাধ—মেবারের রাণা তিনি আজি।
কে দায়ী ইহার? রাণা উদয়সিংহের
জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে জন্মলাভের সৌভাগ্য
হইতে বঞ্চিত যদি শক্তসিংহ, তার
দায়ী কি প্রতাপসিংহ?

মানসিংহ— ইহাই কি হেতু
পুনর্ব্বার নির্ব্বাসনদণ্ডের ভ্রাতার?

ব্রহ্মচারী— নহে শুধু ইহা। সেই শক্তসিংহ হন্
ব্রাহ্মণহত্যার দায়ী।

শক্তসিংহ— শক্তসিংহ দায়ী!

কি হেতু ? ব্রাহ্মণ প্রতি হয় নাই তার
কখন নিক্ষিপ্ত বর্ষা। কি হেতু ব্রাহ্মণ
দিলেন পাতিয়া বক্ষ নিজ হ'তে আসি ?

ব্রহ্মচারী— কার প্রতি তবে বর্ষা নিক্ষিপ্ত শক্তের ?

শক্তসিংহ— প্রতাপসিংহের প্রতি।

ব্রহ্মচারী— কোন্ অধিকারে

শক্তসিংহ— দ্বন্দ্বযুদ্ধে।

ব্রহ্মচারী— করেছিল আহ্বান কি রাণা
শক্তসিংহে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ?

শক্তসিংহ— শক্তসিংহ কিন্তু
করেছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান রাণায়।
রাণাও করেন তাহা গ্রহণ তখন।

ব্রহ্মচারী— করেননি বারংবার অনিচ্ছা প্রকাশ
রাণা তাতে ?

শক্তসিংহ— করেছেন।

ব্রহ্মচারী— করেননি তিনি
অনুরোধ শক্তসিংহে হইতে বিরত
বারংবার ?

শক্তসিংহ— করেছেন।

ব্রহ্মচারী— তাহাতেও, কিন্তু,

হইয়া অকৃতকার্য্য অবশেষে তিনি
করিয়াছিলেন না কি হয়ে নিরুপায়
আত্মরক্ষা তরে শুধু অস্ত্রের গ্রহণ ?

শক্তসিংহ— হ'তে পারে।

ব্রহ্মচারী— তবে কিসে অপরাধী তিনি ?
রহিলেন নিরুত্তর অবনত শিরে
শক্তসিংহ।

মানসিংহ— মোগলের শত্রু তিনি, আর
মোগলের সেনাপতি আমরাও নহি
বিশ্বাসঘাতক কভু।

ব্রহ্মচারী— কিসে শত্রু তিনি
মোগলের ? কোথা হ'তে আসিল মোগল
এ ভারতে ? কি কারণে, কোন্ অধিকারে,
ভারতে মোগল আজি করিতেছে বাস ?
কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় তুরস্ক !
যান্‌নি প্রতাপসিংহ করিতে তুরস্ক,
অথবা করিতে দিল্লী অধিকার কভু।
যান্‌নি প্রতাপসিংহ করিতে লুণ্ঠন
তুরস্কের কোষাগার, অথবা দিল্লীর
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ! কিম্বা রাজ্য মোগলের

করেননি আক্রমণ সাম্রাজ্যের লোভে।
কেন তবে শত্রু তিনি মোগলের আজি ?
কি অভাব মোগলের ? কি হেতু মোগল
উদ্যত করিতে এই ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রাস ?
থামিল ব্রাহ্মণ। চাহি ভূপৃষ্ঠের পানে
নতমুখে মানসিংহ, শক্তসিংহ, বসি
নিরুত্তর চিন্তাকুল। ক্ষণকাল পরে
কহিল ব্রাহ্মণ পুনঃ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধীরে—
"মহারাজ মানসিংহ, প্রবীন আপনি।
আপনাকে উপদেশ প্রদান আমার
ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। তবু, কিন্তু, যদি
একবার স্থিরচিত্তে করেন চিন্তন,
বুঝিবেন—এই যুদ্ধ নহে মোগলের
ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ কিন্তু মেবারের।
কেন তবে ধর্ম্মপক্ষ করি পরিত্যাগ,
করিছেন অধর্ম্মের সাহায্য আপনি ?
কেন রাজপুত হ'য়ে রাজপুত সনে
এ শত্রুতা, এই দ্বন্দ্ব ? রাজপুতনার
একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন প্রদেশ
মেবারের স্বাধীনতা করিতে হরণ

সমুদ্যত ? রাজস্থানে অদ্যাবধি যেই
একটি প্রদীপ মাত্র আছে প্রজ্জ্বলিত,
করিবেন সে দীপটি নির্ব্বাপিত আজ ?
শক্তসিংহ, এ মেবার জন্মভূমি তব,
কি হেতু সে জন্মভূমি সোণার মেবারে
করিতেছ পরাধীন ? কেন ভ্রাতৃরক্তে
করিবে রঞ্জিত ধরা ?

থামিল ব্রাহ্মণ
রুদ্ধকণ্ঠ বেদনায়। বসি নিরুত্তর
মানসিংহ, শক্তসিংহ, আনত বদনে।
কিছুক্ষণ পরে শির করি উত্তোলন
মহারাজ মানসিংহ দেখেন বিস্ময়ে
অন্তর্হিত ব্রহ্মচারী। বসিয়া নির্ব্বাক্
একাকী বিমূঢ়চিত্ত শক্তসিংহ শুধু।

দ্বাদশ সর্গ।

হলদীঘাট—সেলিমের শিবির।

বিশ্বাসঘাতক।

রজনীর দীপালোকে শোভে সৈন্যাধ্যক্ষ
যুবরাজ সেলিমের সুসজ্জিত চারু
শিবির অপূর্ব্ব বেশে। বসি অভ্যন্তরে
উজ্জ্বল দীপালোকিত সুরম্য প্রকোষ্ঠে
সেনাপতি সেলিম ও সহকারীগণ
নিভৃতমন্ত্রণারত। কহিলেন ধীরে
যুবরাজ—"মহারাজ মানসিংহ, আর
কতদিন এই ভাবে রহিবে নিশ্চেষ্ট
মোগলের সৈন্যগণ? পঞ্চদশ দিন
হইতেছে গত আজি।"

মানসিংহ—   কিন্তু, নিরুপায়।
যতদিন রাজপুত সৈনিক কর্ত্তৃক
হবে না মোগলসৈন্য আক্রান্ত, এ ভাবে
আলস্যে কাটিবে দিন মোগল সৈন্যের
ততদিন, যুবরাজ।

সেলিম—   পরিবর্ত্তে তার
কি আপত্তি মোগলের করিতে এখন
রাজপুতে আক্রমণ?

মানসিংহ—   অনিবার্য্য তবে
পরাজয় মোগলের।

সেলিম—   কি হেতু, রাজন্?
কি সংখ্যায়, কি শিক্ষায়, কিম্বা অস্ত্রবলে,
কোন অংশে নহে হীন মোগলসৈনিক
রাজপুতসৈন্য হ'তে। কেন তবে তার
পরাজয় অনিবার্য্য?

মানসিংহ—   যুবরাজ যদি
করেন এ মানচিত্রখানি একবার
নিরীক্ষণ, তাহা হলে বুঝিবেন তিনি,
কেন মোগলের পক্ষে মেবারাক্রমণ
অযুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি আমি।

মেবারের মানচিত্র করি প্রসারিত
সেলিমের পুরোভাগে, অঙ্গুলির দ্বারা
করিয়া নির্দ্দেশ স্থান, কহিলেন পুনঃ
মহারাজ মানসিংহ—
"যুবরাজ, এই
করুন দর্শন, হেথা উদয়পুরের
প্রান্তদেশে, আরবল্লীশৈলপাদমূলে,
এই যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সমচতুষ্কোণ
বিংশক্রোশাধিকব্যাপী দীর্ঘ ও প্রশস্ত,
নদনদীশৈলমালাবনানিবেষ্টিত,
কুটিলকণ্টকাবৃতপন্থাপরিপূর্ণ
রহিয়াছে, এই স্থানে করিতেছে এবে
মেবারসৈনিকগণ অবস্থান, আর
শিবির সন্নিবেশিত প্রতাপসিংহের।
এ বিশাল প্রান্তরের কেন্দ্রস্থানে কেহ
দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে যদি একবার
করে দৃষ্টিপাত, তবে গগনবিলম্বী
পর্ব্বতপ্রাকার, আর ঘনসন্নিবিষ্ট
বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন কোন পদার্থ অপর
হইবে না দৃষ্টিপথে পতিত তাহার।

যদ্যপি মোগলগণ করে অভিলাষ
রাজপুতে আক্রমণ করিতে এখন,
তাহা হ'লে, এই হেথা করুন দর্শন,
এই যে সঙ্কীর্ণ, দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও দুর্গম,
রহিয়াছে গিরিবর্ম্ম, ইহাই তাহার
একমাত্র পন্থা। এই পথে, যুবরাজ,
যদ্যপি মোগলসৈন্য হয় অগ্রসর,
দুই পার্শ্ববর্ত্তী শৈলপ্রাচীর হইতে
করিবে মেবারসৈন্য আক্রমণ তাকে।
থাক্ দূরে অন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োগ,
পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে যদ্যপি
করে রাজপুত শুধু প্রস্তর নিক্ষেপ,
তাহাতেই মোগলেরা রন্ধ্র অবরুদ্ধ
পিপীলিকাশ্রেণীবৎ হইবে নিহত।
এই হেতু মোগলের পক্ষে ইদানীং
রাজপুতে আক্রমণ অনুচিত আমি
করিতেছি বিবেচনা।"

সেলিম— অতীব দুঃসাধ্য
মোগলের পক্ষে তবে আক্রমণ এবে।

মানসিংহ— এই সূক্ষ্ম গিরিবর্ম্ম ব্যতীত যদ্যপি

থাকে অন্য পথ কোন, মোগলের পক্ষে
রাজপুতে আক্রমণ নাহি হবে তবে
দুঃসাধ্য কি অনুচিত। সেই হেতু আমি
করিয়াছি নিয়োজিত যদিও সুদক্ষ
গুপ্তচর, অদ্যাবধি হয় নাই, কিন্তু,
আবিষ্কৃত পথ কোন। নিরাশ তথাপি
হই নাই আমি কিন্তু। জানি না কি হেতু
এ দৃঢ় বিশ্বাস মম—আছে অন্য পথ।

মহব্বৎ খাঁ— আমারও সে বিশ্বাস। মনে হয় যেন
শুনিয়াছি পিতৃমুখে বহুদিন পূর্ব্বে
একদা এরূপ কিছু, নাহি পড়ে, কিন্তু,
সমুদয় মনে এবে।

সেলিম— অদ্যাবধি কভু
মহারাজ মানসিংহ হন্‌নি বিফল
কোন কার্য্যে। সেই হেতু বিশ্বাস আমার,
আজিও এ কার্য্যে তিনি হবেন সফল।
কিন্তু, মোগলের মিত্র শক্তসিংহ হ'তে
পারে না কি কোনরূপ সাহায্যের আশা
করিতে মোগলগণ এ বিষয়ে আজি?
উপস্থিত আমাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক

শক্তসিংহ পরিচিত মেবার সহিত।
থাকে যদি মেবারের গুপ্ত পথ কোন,
নহে তাহা অবিদিত কখন তাঁহার।
সুপ্তোত্থিতপ্রায় যেন চমকি হঠাৎ
কহিলেন শক্তসিংহ বিজড়িত স্বরে—
"গুপ্ত পথ? মেবারের? কিন্তু—কিন্তু এই
হলদীঘাটের গিরিপথে, যুবরাজ,
মহারাজ মানসিংহ, নহে কি সম্ভব
মেবারাক্রমণ?

মানসিংহ— অসম্ভব, শক্তসিংহ।

শক্তসিংহ— অসম্ভব? গুপ্ত পথ ভিন্ন অন্য পথে
নহে কি সম্ভব তাহা?

মানসিংহ— অসম্ভব তাহা।

ক্ষণকাল অবনত শিরে চিন্তাকুল
রহিলেন শক্তসিংহ বসিয়া নির্ব্বাক্।
অকস্মাৎ নত শির করিয়া উন্নত
কহিলা উদ্‌ভ্রান্তপ্রায়—
"আছে, যুবরাজ,
মেবারের গুপ্ত পথ বিদ্যমান এক।
থাকুক অপর দূরে, মেবারের লোক

নহে সর্ব্বজন জ্ঞাত। কিন্তু, অবিদিত
নহে তাহা এ দাসের। মোগল হইতে
যে সাহায্য শক্তসিংহ করিতেছে আশা,
তার বিনিময়ে আজি সে গুপ্ত রহস্য
করিবে সে, যুবরাজ, মোগলকে দান।"

সেলিম— ধন্যবাদ, শক্তসিংহ। ভুলিবে না কভু
আপনার এ সাহায্য মোগল সেনানী।

মানসিংহ— যুবরাজ, এতদিন যেই উপায়ের
করিতেছি অন্বেষণ, মিলিল যখন
সন্ধান তাহার এবে, মোগলের আর
রাজপুতে আক্রমণ করিতে এখন
নাই কোন বিঘ্ন, তাই অনুমতি যদি
করেন প্রদান, তবে অভিপ্রায় মম
অবিলম্বে রাজপুতে করি আক্রমণ।

সেলিম— মহারাজ, এ যুদ্ধের সমগ্র দায়িত্ব
একমাত্র আপনার উপরে অর্পিত।
অতএব, আপনার যখন বাসনা,
পারেন মেবারসৈন্যে করিতে তখন
আক্রমণ অনায়াসে।

মানসিংহ— যুবরাজ, তবে

করুন এ দাসে এবে বিদায় প্রদান।
মহারাজ মানসিংহ করিলেন ধীরে
প্রস্থান অদূরবর্ত্তী শিবিরাভিমুখে
আপনার। মৃদু হাসি কহিল কুমার—
"মহারাজ মানসিংহ রহিবেন এবে
ব্যস্ত যুদ্ধ-আয়োজনে অনন্যহৃদয়।
অন্য চিন্তা, এমন কি নিদ্রা ও আহার,
ভুলে যান তিনি যবে আসন্ন সমর,
মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহে না তাঁহার।
যতক্ষণ মহারাজ রহিবেন ব্যস্ত
সংগ্রামের আয়োজনে, আসুন আমরা
ততক্ষণ, শক্তসিংহ, লভিব বিশ্রাম।
মহব্বৎ, দিল্লী হ'তে সমাগতা মম
নর্ত্তকীবৃন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর
সুমধুর সঙ্গীত ও নৃত্যে সুললিত,
মোগলের সম্মানিত মিত্র ও অতিথি
তেজস্বী শক্তসিংহের মনোরঞ্জনের
কর আয়োজন আশু।"
"যে আজ্ঞা, কুমার"—
মহব্বৎ হৃষ্টচিত্ত করিল প্রস্থান

দ্রুতগতি।

সেলিম— শক্তসিংহ, আসুন আমরা
যাই ওই সম্মুখের বিশ্রাম-আগারে।
চিন্তাকুল শক্তসিংহ যুবরাজ সনে
কক্ষান্তরে ধীরে ধীরে করিল প্রবেশ।
অপূর্ব্ব বিচিত্র বেশে সজ্জিত প্রকোষ্ঠ।
শক্তসিংহ মুগ্ধচিত্তে লাগিল ভাবিতে—
কোথায় সে? মেবারের সমর-অঙ্গনে?
অথবা দিল্লীর রম্য বিলাস-ভবনে?
সুরঞ্জিত বস্ত্রাবৃত শোভিছে প্রাচীরে
চারু চিত্রাবলী, কক্ষতল সুকোমল
বিচিত্র গালীচাবৃত, স্ফটিক-নির্ম্মিত
শোভিছে আলোকাধার, কারুকার্য্যময়
হেমপাত্রে সুসজ্জিত তাম্বুল গুবাক,
উজ্জ্বল রজতপাত্রে অম্লান প্রফুল্ল
কুসুমস্তবকরাশি আছে সুশোভিত।
বসিলেন যুবরাজ বিচিত্র আসনে।
শক্তসিংহ, মহব্বৎ, দুই পার্শ্বে তাঁর
বসিলেন দুইজন। করি সসম্ভ্রমে
কুমারে অভিবাদন রূপসী তরুণী

গাইল নর্ত্তকী এক নৃত্যের সহিত—

গীত

(১)

কেন আজি মনে পড়ে তার কথা
এ জীবনে পুনরায় ?
কেন ফুটে পুনঃ লুপ্ত ছবি তার
স্মৃতির এ তুলিকায় ?
কেন পুনঃ বাজে রাগিণী তাহার
তুলি অতীতের আশা-নিরাশার
সহস্র মধুর আকুল ঝঙ্কার
ছিন্নতার এ বীণায় ?
কেন পুনরায় যমুনার নীরে
উঠে এ তরঙ্গ ? যমুনার তীরে
বাজে বংশী ? ডাকে এ আকুল স্বরে
বিরহিণী রাধিকায় ?

(২)

বহিবে কি আর সে উজান, হায়,
শুষ্ক এই যমুনায় ?
ফুটিবে কি আর সে কুসুম, হায়,

শুষ্ক এই লতিকায় ?
উদিবে কি সেই শশী কভু আর
মেঘাবৃত এই গগনে ? আবার
হাসিবে কি জ্যোৎস্না নাশি অন্ধকার
বসন্তের পূর্ণিমায় ?
সেই পিক পুনঃ এ নিকুঞ্জে আর
গাহিবে কি ? সেই মধুপ আবার
তুলিবে কি মৃদু মধুর ঝঙ্কার
এ উদ্যানবাটিকায় ?

(৩)

হাসিয়া খেলিয়া ক্রীড়ায় কৌতুকে
সঙ্গী ছিল যে উষায়
একদা জীবনে, কোথায় সে আজি
জীবনের এ সন্ধ্যায় !
সেই সুসজ্জিত ক্রীড়ার আলয়
আজি জীর্ণ, শীর্ণ, আবর্জ্জনাময়,
শোভে সেই চারু ক্রীড়নকচয়
ম্লান, ভগ্ন, ধুলিকায় !
সেই দীপশিখা আজি নির্ব্বাপিত,
সেই হর্ষধ্বনি আজি নীরবিত,

সেই শশধর আজি অস্তমিত
তমিস্রা অমানিশায় !

(৪)

জীবনের পথে ছিল যে একদা
একমাত্র সাথী, হায়,
আজি জীবনের দীর্ঘ পথশেষে
নাহি জানি সে কোথায় !
একসঙ্গে একপার্শ্বে অবস্থিত,
বদ্ধ করে কর, কণ্ঠ বিজড়িত,
চলিয়াছি পথ দীর্ঘ কণ্টকিত
একদা যাহার সনে,
কতবার কত উত্থান পতন,
শৈলাহত কত স্খলিত চরণ,
তবু পথভ্রষ্ট হয়নি যে জন
একবার এ জীবনে—

(৫)

চলিতে চলিতে প্রতিপদক্ষেপে
যে জন সহস্রবার
বহিয়াছে ক্লান্ত স্কন্ধের উপর
শ্রান্ত এ শিরের ভার,

দীর্ঘপথশ্রমে, রবির কিরণে,
অবসন্ন এই দেহে যে যতনে
রাখিয়াছে দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গনে
বক্ষে সুকোমল করে,
রাখি শির অঙ্কে, বসি তরুতলে,
ললাটের স্বেদ বসন-অঞ্চলে
মুছাইয়া, মৃদু ব্যজনে বিরলে
করি সেবা অকাতরে—

(৬)

ঘুচায়েছে শ্রান্তি, দীর্ঘপথক্লেশ
করেছে হর্ষে মোচন,
কত আলাপনে, গল্পে ও কৌতুকে,
করি চিত্তবিনোদন,
আজি তার কথা কেন পড়ে মনে ?
মিলিবে কি তাকে পুনঃ এ জীবনে ?
শত আবাহনে, অশ্রুবরিষণে,
ফিরিবে কি সে আবার ?
গত দীর্ঘ দিন, আসে সন্ধ্যা ধীরে,
ঢাকে বসুন্ধরা নিবিড় তিমিরে,
ভাসে শূন্য বক্ষ তপ্ত অশ্রুনীরে,

উঠে প্রাণে হাহাকার!

থামিল সঙ্গীত ধীরে, সঙ্গে সঙ্গে তার
থামিল বীণার মৃদু ললিত ঝঙ্কার।
ক্ষণকাল তরে কক্ষ হইল নীরব
নির্জ্জন অরণ্যবৎ। মুগ্ধ শ্রোতৃত্রয়
বিষাদবিক্ষুব্ধ চিত্তে বসিয়া নির্ব্বাক।
অকস্মাৎ যুবরাজ স্বপ্নোত্থিত প্রায়

"নর্ত্তকি, এই বিষাদ-সঙ্গীত
নহে উপযোগী এবে। আসন্ন সমরে
চিত্ত-উত্তেজক কিছু করাও শ্রবণ,
প্রাণের এ অবসাদ কর বিদূরীত।"
ধীরে ধীরে সুসজ্জিত অনুচর এক
বৃহৎ রজত থালে হেমপাত্রত্রয়
করি পূর্ণ মদিরায় আনিল বহিয়া,
সসম্ভ্রমে কুমারের ধরিল সম্মুখে।
ঈষৎ সস্মিত মুখে যুবরাজ তার
একটি আপন করে করিল গ্রহণ।

মহব্বৎ অন্য পাত্র করিলে গ্রহণ,
অনুচর অবশিষ্ট পাত্র সহ থালা
ধরিল সম্ভ্রমে শক্তসিংহের সম্মুখে।
ধীরে ধীরে শক্তসিংহ করিয়া গ্রহণ
উজ্জ্বল মদিরাপূর্ণ চারু হেমপাত্র
কহিলেন—
"যুবরাজ, অদ্যাবধি দাস
করে নাই যাহা কভু স্পর্শ এ জীবনে,
আজি শুধু আপনার সম্মানরক্ষার্থ
করিল গ্রহণ তাহা। কিন্তু, এই দাস
নহে উপযোগী তার।"
কহি ধীরে ধীরে
রাখিল মদিরাপাত্র যথাস্থানে পুনঃ।
"ধন্যবাদ, শক্তসিংহ, আপনায় পুনঃ"—
কহিলেন যুবরাজ—
"কিন্তু, কি আশ্চর্য্য!
জগতের সর্ব্ব সভ্য দেশে ও সমাজে
আছে যার প্রচলন, সভ্যতার যাহা
নিদর্শন বিবেচিত, আপনি স্বয়ং
হইয়া নবীন যুবা, অদ্যাবধি তাহা

করেননি আস্বাদন একটিও বার,
অতীব অদ্ভুত ইহা ! জানি না কি হেতু
এ বিরাগ আপনার এ সুধার প্রতি ।
কিন্তু, আমি পারি ইহা বলিতে নিশ্চয়—
শুধু একবার যদি করেন আপনি
আস্বাদন এ অমৃত, এ জীবনে পুনঃ
নাহি পারিবেন কভু ভুলিতে ইহায় ।
হয়ত তখন মনে হবে আপনার
বিগত জীবন অর্দ্ধ বৃথা মূঢ়তায় ।”
অতঃপর যুবরাজ নর্ত্তকীর পানে
চাহিয়া কহিল পুনঃ—
“যে সঙ্গীতে আজ
করিয়াছ বিমোহিত, পুরস্কার তার
করিতেছি এই পাত্র অর্পণ তোমায় ।”
হাসিয়া সে সুরাপাত্র করিল অর্পণ
নর্ত্তকীর করে ধীরে । করিয়া গ্রহণ
নর্ত্তকী সম্ভ্রমে সেই সুরাপূর্ণ চারু
হেমপাত্র সুকোমল ক্ষুদ্র করে তার
গাইল সঙ্গীত পুনঃ । উঠিল গুঞ্জরি
পুনর্ব্বার বীণা মৃদু মধুর ঝঙ্কারে ।

গীত

(১)

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল পুনর্ব্বার,
আকণ্ঠ পূরিয়া করিব পান,
লও হেম পাত্র, ঢাল আবার,
উঠুক উল্লাসে মাতিয়া প্রাণ!
ভুলে যাও সব—কে তুমি? কি তুমি?
কি কাজ করিয়া আকুল মন?
কে বা ছিলে তুমি? কি হয়েছ আর?
কি ফল অতীত করি স্মরণ?

(২)

জগৎ সুরার, সুরা জগতের,
মানব-জীবনে সুরাই সার,
সুরার মতন অমূল্য রতন
আছে কি জগতে দ্বিতীয় আর?
সুরা আর সুধা একই পদার্থ,
কেহ কারো চেয়ে নহেক হীন,
সুরলোকে সুধা, নরলোকে সুরা,
উভয়ে সমান চিরনবীন।

(৩)

সুরা এ জগতে অদ্ভুত পদার্থ
ঈশ্বরের সৃষ্ট নরের তরে,
সমুদ্র-মন্থনে যে সুধা গরল
করিল উৎপন্ন সুর-অসুরে,
সেই সুধা আর গরল উভয়
করিয়া মিশ্রিত করে সৃজন
অপরূপ সুরা, জগতে অতুল,
মহিমায় যার মুগ্ধ ভুবন।

(৪)

সুধা দেবতার, বিষ অসুরের,
সুরা মানবের ভোগের তরে,
সুধায় অমর, মৃত্যু হলাহলে,
জীবন্মৃত এই সুরায় নরে।
অমৃতও নহে, নহেও গরল,
অমৃত-গরল দুই আবার,
বিষময় সুধা, সুধাময় বিষ,
ত্রিভুবনে নাই তুলনা তার।

(৫)

সঞ্জীবনী সুধা—লভে মৃত প্রাণ,

লভে বৃদ্ধ পুনঃ নব যৌবন,
দরিদ্র ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য ভিক্ষুক,
চিররোগী স্বাস্থ্য, অন্ধ নয়ন।
ফোটে ফুল পুনঃ শুষ্ক তরুশাখে,
আসে বসন্ত না যেতে শীত,
ত্রিদিব নরকে, মরুতে উদ্যান,
বিজন শ্মশানে উঠে সঙ্গীত।

(৬)

মানী অপমান, শোকার্ত্তের শোক,
ব্যথিতের ব্যথা, দুঃখীর দুঃখ,
নিমেষের মাঝে যাইবে ভুলিয়া,
জাগিবে হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখ।
রণক্ষেত্রে বীর সেনানীর ন্যায়
কি এক আনন্দে, হর্ষ, উল্লাসে,
নাচিবে হৃদয়, বহিবে শোণিত
ধমনীতে কি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে।

(৭)

ফাঁসরজ্জু গলে হতভাগ্য যেই
উঠে ফাঁসীমঞ্চে শ্লথ চরণে,
সেও যাবে ভুলি আসন্ন মরণ,

ভাসিবে উল্লাস তাহারো মনে।
ঢাল সুরা ঢাল, লও পাত্র চারু
কাচবিনির্ম্মিত, কনকাধার,
উঠুক মদিরা সুবর্ণ তরল
উচ্ছ্বাসি ফেনিল রজতাকার।

(৮)

কেন এত ভয়? কেন এত লজ্জা?
এ ত নহে পাপ, অন্যায় কর্ম্ম,
এ যে এই সভ্য নবীন যুগের
সভ্যতার পরিচায়ক ধর্ম্ম।
এই লও পাত্র, এই লও সুরা,
যত ইচ্ছা কর অমিয় পান,
যে দেখে দেখুক, যে হাসে হাসুক,
উল্লাসহিল্লোলে ভাসাও প্রাণ।

(৯)

ভুল ইহকাল, ভুল পরকাল,
ভুল এ জগৎ, ভুল তোমায়,
কে কাহার ভবে? কে তোমার হেথা?
কে তোমার কথা ভাবিছে, হায়?
কোথায় অতীত? কোথা ভবিষ্যৎ?

আঁধার জীবন, আঁধার প্রাণ,
কি কাজ করিয়া আকুল হৃদয় ?
উঠ, মূঢ়, কর এ সুধা পান ।

(১০)

ঢাল সুরা ঢাল, কর পূর্ণ পাত্র ।
কেন কাঁপে কর ? কাঁপে হৃদয় ?
নহে কি যৌবন, এ জীবন তব
ক্ষণস্থায়ী ? মূর্খ, ত্যজ লজ্জা ভয় ।
থাকিতে সময় কর পূর্ণ সাধ,
কর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ ।
কি ফল ভাবিয়া ? আসিবে কি ফিরে
ফুরাইলে এই নবযৌবন ?

গাইতে গাইতে নারী স্বর্ণ ভুজবল্লী
করি প্রসারিত চারু বিচিত্র লীলায়,
সুকোমল গালিচায় পাতি জানুদ্বয়,
দেবতার পুরোভাগে পূজার্থিনী নারী
করধৃত অর্ঘ্য রক্তকমলসন্নিভ
স্বর্ণ সুরাপাত্র শক্তসিংহের সম্মুখে
ধরিল মদিরাপূর্ণ । স্বপ্নাবিষ্ট প্রায়

শক্তসিংহ ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
নত শির, সুরাপাত্র করিল গ্রহণ।
বারেক কি যেন মনে করিয়া চিন্তন,
অকস্মাৎ করি পাত্র ঊর্দ্ধে উত্তোলন,
করিল মদিরা তীব্র নিঃশেষ মুহূর্ত্তে।
অতঃপর ক্ষণকাল মোহাচ্ছন্নবৎ
রহি স্থির নিরুত্তর, কহিল সহসা
শক্তসিংহ উচ্চকণ্ঠে মদিরাবিহ্বল—
"সত্য বটে, যুবরাজ, অপূর্ব্ব এ সুরা,
জগতে অতুলনীয়। বুঝিতেছি এবে
মূর্খ আমি, ব্যর্থ মম অর্দ্ধেক জীবন।"
উচ্চ হাসি যুবরাজ করিল উত্তর—
"শক্তসিংহ, নহে কভু মিথ্যা কথা মম।
একবার যদি, বন্ধু, হয় পরিচয়
ইহার সহিত তব, জানিবে নিশ্চয়
ঘটিবে না এ জীবনে বিচ্ছেদ কখন।
অদ্ভুত মোহিনী শক্তি এই মদিরার—
যাহার নিকটে তুচ্ছ জগতের অন্য
দ্রব্যচয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, যশঃ, মান,
দারা, পুত্র, পরিজন প্রাণাধিক প্রিয়,

সম্ভব পারিবে সব করিতে বর্জ্জন,
অসম্ভব, কিন্তু, এই সুরায় বর্জ্জন।”
অনুচর পুনরায় করি পূর্ণ পাত্র
যুবরাজে, শক্তসিংহে, করিল প্রদান।
শক্তসিংহ এইবার বিনা আপত্তিতে
করিল গ্রহণ তাহা প্রফুল্ল অন্তরে।
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত
নৃত্যে, গীতে, সুরাপানে, হাস্যে ও কৌতুকে,
শক্তসিংহ অবশেষে করি সসম্ভ্রমে
বিদায় গ্রহণ যুবরাজের নিকট,
শিবিরাভিমুখে স্বীয় করিল প্রস্থান
একাকী চিন্তিত চিত্তে মন্থর চরণে।
চলিতে চলিতে শক্তসিংহের হৃদয়
হইল ভাবনাকুল—এ কি রূপান্তর
আজি তার! যেই শক্তসিংহ একদিন
হেরি সুরাসক্তগণে ঘৃণায় নাসিকা
করিয়াছে আকুঞ্চিত, সেই শক্তসিংহ
নিজে সুরাসক্ত আজি! ক্ষীণ—ক্ষীণতর
নর্ত্তকীর গীতধ্বনি আসিল ভাসিয়া
কর্ণে তার বহুদূর হইতে মধুর—

দ্বাদশ সর্গ

"কেন এত ভয় ? কেন এত লজ্জা ?
এ ত নহে পাপ, অন্যায় কর্ম্ম,
এ যে এই সভ্য নবীন যুগের
সভ্যতার পরিচায়ক ধর্ম্ম ।"
সুরাপান—সুরাপান—সত্যই ত ইহা
নহে হেন হেয় কিছু। কিন্তু—কিন্তু এ কি !
নহে কি সে দেশদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী আজি ?
মেবারের গুপ্তপথ করি প্রকাশিত
মেবারের চির শত্রু মোগল সকাশে,
করিল যে সর্ব্বনাশ সাধন তাহার,
হবে না কি একদিন ফলভোগী তার
স্বয়ং সে ?—শিহরিয়া উঠিল হৃদয়
বারেক অজ্ঞাতে তার। পুনরায় যেন
পশিল শ্রবণে তার দূরাগত ক্ষীণ
গীতিধ্বনি নর্ত্তকীর সুকণ্ঠ-নিঃসৃত—
"ভুল ইহকাল, ভুল পরকাল,
ভুল এ জগৎ, ভুল তোমায়,
কে কাহার ভবে ? কে তোমার হেথা ?
কে তোমার কথা ভাবিছে, হায় ?"
সত্যই ত এ জগতে নহে কেহ তার

আপনার, কাহারও নহে চিত্ত, হায়,
চিন্তিত তাহার তরে এতটুকু আজি !
দেশদ্রোহী ?—দেশ, সে ত নহে দেশ তার।
ভ্রাতৃদোহী ?—ভ্রাতা, সে ত নহে ভ্রাতা তার
উচ্চহাস্যে দিঙ্মণ্ডল করি মুখরিত
জিজ্ঞাসিল শক্তসিংহ—
"কোন্ দেশ তার ?
কে তাহার ভ্রাতা ? কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে
শক্তসিংহ দেশদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী আজি ?
দেখুক প্রতাপসিংহ, মেবারাধিবাসী,
দেখুক বিশ্বের লোক—কে শ্রেষ্ঠ এখন ?
জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ ? কিম্বা—"
থামিল সহসা
শক্তসিংহ অর্দ্ধপথে। নিবিড় তিমিরে
ঢাকি দেহ সন্তর্পণে যাইছে ভাসিয়া
দূরে—বহুদূরে এক ক্ষীণ—ক্ষীণতর
করুণ সঙ্গীতধ্বনি উদ্‌ভ্রান্তের প্রায়—
"কে কাহার ভবে ? কে তোমার হেথা ?
কে তোমার কথা ভাবিছে, হায় ?"

ত্রয়োদশ সর্গ।

হল্‌দীঘাট—প্রতাপসিংহের শিবির।

যুদ্ধোদ্যম।

রজনীর দ্বিপ্রহর। হলদীঘাটের
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র এক শিবিরাভ্যন্তরে
বসিয়া প্রতাপসিংহ একাকী নীরব,
গভীর চিন্তায় মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানহীন।
এক কোণে ক্ষুদ্র এক মৃন্ময় প্রদীপ
নির্ব্বাণ-উন্মুখ। ক্ষীণ ম্লান দীপশিখা
উঠিতেছে মাঝে মাঝে কাঁপিয়া ঈষৎ।
অন্য কোণে ভূমিতলে আছে প্রসারিত
উপাধানহীন ক্ষুদ্র তৃণশয্যা এক।
কহিল প্রতাপসিংহ স্বপ্নোত্থিত প্রায়

অকস্মাৎ আত্মগত-
"মানসিংহ, হায়,
নিষ্ফল এ আশা তব। রহিয়াছ তুমি
প্রতাপের আক্রমণ-প্রতীক্ষায় যথা,
প্রতাপও সেইরূপ করিছে প্রতীক্ষা
মোগলের আক্রমণ। পঞ্চদশ দিন
গত আজি আমাদের এই প্রতীক্ষায়।
চাহে না প্রতাপসিংহ করিতে প্রথম
কলঙ্কিত জন্মভূমি ভ্রাতার শোণিতে,
কিম্বা স্বজাতির রক্তে। কিন্তু, মানসিংহ,
জন্মভূমি তরে যদি হয় প্রয়োজন,
কুণ্ঠিত প্রতাপ নহে করিতে রঞ্জিত
হস্ত তার ভ্রাতৃরক্তে, স্বজাতি-শোণিতে।
ভীরু কিম্বা কাপুরুষ নহে রাজপুত,
অথবা প্রতাপসিংহ নহে ভীত রণে।
কিন্তু, একপক্ষে এই দ্বাবিংশ সহস্র
রাজপুত, অন্যপক্ষে অশীতিসহস্র
মোগল—এক অন্যের চতুর্গুণ প্রায়।
তদুপরি মোগলের রয়েছে কামান,
আর রাজপুতগণ কামানবিহীন—

নহে ন্যায়যুদ্ধ ইহা। আকবরশাহ,
অভিপ্রায় যদি তব করিতে পরীক্ষা
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, হও অগ্রসর
দ্বন্দ্বযুদ্ধে, কিম্বা সম অস্ত্রে ও সংখ্যায়।
বালক অজাতশ্মশ্রু, বৃদ্ধ পক্ককেশ,
কিম্বা নারী কোমলাঙ্গী, তুল্য রণপটু
মেবারের আপামর সর্ব্বসাধারণ।"
সর্পদষ্টবৎ দ্রুত করি অকস্মাৎ
গাত্রোত্থান এক লম্ফে, উত্তেজিতভাবে
লাগিলা করিতে পাদচারণ প্রকোষ্ঠে
পিঞ্জর-আবদ্ধ ক্রুদ্ধ কেশরীর প্রায়
নিষ্ফল আক্রোশে রোষে।
"কামান, কামান,"
ক্ষিপ্তবৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিলা সহসা
সবেগে দক্ষিণ কর করি প্রসারিত
মুষ্টিবদ্ধ পুরোভাগে—
"পঞ্চাশটি শুধু
কামান যদ্যপি, হায়, পাইতাম আজ,
করিতাম এই কর প্রদান আমার
বিনিময়ে তার হর্ষে। আকবরশাহ,

মোগলের পঞ্চশত কামানের স্থানে
থাকিত যদ্যপি মম পঞ্চাশটি শুধু,
তা হ'লে প্রতাপসিংহ এহেন নিশ্চেষ্ট
রহিত না কভু এই পঞ্চদশ দিন।
কিম্বা এই—এ কি, লক্ষ্মী, এখনও তুমি
কর নাই কেন শয্যা গ্রহণ, প্রেয়সি ?
কেন এতক্ষণ আজি আছ নিদ্রাহীন
প্রিয়তমে ?"
ধীরে ধীরে মন্থর চরণে
দ্বারসন্নিকটবর্ত্তী রমণীর দিকে
হইলেন অগ্রসর। হাসিয়া রমণী
করিল উত্তর—
"কিন্তু, তুমিও ত, প্রভু,
করনি এখনো শয্যা গ্রহণ তোমার ?"

রাণা— কত রাত্রি এবে, লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী— দ্বিতীয় প্রহর
অবসানপ্রায়, প্রভু।

রাণা— চক্ষের পলকে
হইতেছে গত যেন দিবস যামিনী !

লক্ষ্মী— সমগ্র দিবসব্যাপী করি পরিশ্রম

কঠোর, যদ্যপি, নাথ, নিশায়ও, হায়,
না লভে বিশ্রাম দেহ ক্ষণকাল তরে,
কত দিন শক্তি তার রহিবে এমন ?

রাণা— বিশ্রাম ! কোথায়, প্রিয়ে, অবকাশ তার ?
শিয়রে ভূজঙ্গ যার করিছে গৰ্জ্জন
বিষধর স্ফীতফণা, আসে কি তাহার
নয়নে, প্রেয়সি, নিদ্রা ? আর, শ্রম যাহা,
সে ত নহে শ্রম, প্রিয়ে। যুদ্ধের প্রাক্কালে
যুদ্ধ-আয়োজন যাহা, তাহাই যোদ্ধার
প্রকৃত বিশ্রাম, লক্ষ্মী। নাহি জান, প্রিয়ে,
কিরূপ আনন্দে মম হইয়াছে গত
এই পঞ্চদশ দিন ! দেখিতে যদ্যপি
স্বচক্ষে, প্রেয়সি, রাজপুত সৈন্যদের
কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,
কি যত্ন আগ্রহ রণকৌশলশিক্ষায়
আসন্ন সমর তরে, তা হ'লে কখন
হইত না মনে তব—শ্রান্ত ক্লান্ত তারা।
যতক্ষণ সৈন্যদের সহবাসে মম
কাটে কাল, ততক্ষণ ভুলে যাই আমি
আসন্ন বিপদ মম।

লক্ষ্মী— কিন্তু, কত দিন
কাটাইবে কাল আর এইভাবে, প্রভু ?
এত দূর হ'তে আসি কেন মোগলেরা
বসিয়া নিশ্চেষ্ট হেন ? কেন রাজপুতে
নাহি করে আক্রমণ ? তোমরাও কেন
নাহি করি আক্রমণ মোগলসৈনিকে,
মেবারের শত্রুগণে না করি বিনাশ,
রহিয়াছ চেষ্টাহীন ? পারি না বুঝিতে
এ সমস্যা আমি নারী ।
ঈষৎ হাসিয়া
করিল উত্তর রাণা—
"শুন, প্রিয়তমে,
কি হেতু মোগল আর রাজপুত আজি
উভয়ে নিশ্চেষ্ট বসি প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় ।
মোগলের পক্ষে সৈন্য অশীতি সহস্র,
আর রাজপুত পক্ষে দ্বাবিংশ সহস্র
মাত্র সৈন্য । মোগলের পক্ষে পঞ্চশত
রয়েছে কামান, আর রাজপুতগণ
কামানবিহীন । তাই সম্মুখ সমরে
অনিবার্য্য পরাজয় রাজপুতদের ।

সেই হেতু রাজপুত না করি মোগলে
আক্রমণ, করিতেছে প্রতীক্ষা তাহার
এই স্থানে এ আশায়—মোগল যদ্যপি
পশে সূক্ষ্ম গিরিবর্ত্মে এ হল্‌দীঘাটে
রাজপুতে আক্রমণ করিবার তরে,
তাহা হ'লে রাজপুত হইবে সক্ষম
করিতে মোগলে ধ্বংস। পক্ষান্তরে, প্রিয়ে,
মোগলও জানে তাহা। সে হেতু মোগল
নাহি করি আক্রমণ রাজপুতগণে
করিছে প্রতীক্ষা তার। প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়
এইরূপে পরস্পর আক্রমণ আশা
করিতেছে রহি দূরে।"
মধুর হাসিয়া
উত্তরিলা লক্ষ্মীদেবী—
"এ ত যেন, প্রভু,
বীরত্বের পরিবর্ত্তে হতেছে পরীক্ষা
চাতুর্য্যের। একদিকে যথা মহারাণা,
অন্যদিকে মহারাজ মানসিংহ তথা,
কেহ কারো নহে ন্যূন, সমান চতুর।
কিন্তু, নারী আমি—প্রভু, করিও মার্জ্জনা

প্রগল্‌ভতা—করিতাম চাতুর্য্যের স্থানে
হাসিমুখে বীরত্বের পরীক্ষা প্রদান।
উপনীত শত্রু দ্বারে, কিসের প্রতীক্ষা ?
কর্ত্তব্য শত্রুর নাশ, জন্মভূমি হ'তে
করি বিতাড়িত শত্রু প্রিয় স্বদেশের
স্বাধীনতা-রক্ষা, তবে বিলম্ব কি হেতু ?
জয় পরাজয় রণে নহে ইচ্ছাধীন,
কিম্বা নর নহে কভু অমর জগতে।
যায় যদি যাবে প্রাণ, সে ত ক্ষত্রিয়ের
বাঞ্ছনীয় স্বর্গাপেক্ষা।"
কহিলেন রাণা
ঈষৎ হাসিয়া ধীরে—
"বীরাঙ্গনা যোগ্য
বাণী তব। কিন্তু, প্রিয়ে, মরিলে আপনি,
মরিত শত্রুও যদি, তাহা হ'লে আজি
একজন রাজপুত করিত না কভু
এতটুকু ইতস্ততঃ জীবন প্রদানে
অকাতরে হাসিমুখে। কিন্তু, দুঃখ এই—
মরিলেও নিজে, শত্রু রহিবে বাঁচিয়া !
সুতরাং আজি আত্মপ্রাণদান হ'তে

শত্রুর বিনাশ লক্ষ্য অধিক আমার।
তাই আজি প্রয়োজন বল ও কৌশল,
উভয়ের সমভাবে।

লক্ষ্মী— নাহি জানি। কিন্তু
কতদিন এইভাবে হবে গত আর?
"একটি দিনও গত নাহি হবে আর"
দৈববাণী প্রায় যেন হইল উত্তর
অকস্মাৎ। সবিস্ময়ে রাণা ও মহিষী
হেরিল পশ্চাৎ ফিরি, আছে দাঁড়াইয়া
প্রবীণ গোবিন্দসিংহ সালুম্ব্রাধিপতি
দ্বারপ্রান্তে ক্ষুব্ধচিত্ত গম্ভীরআনন।

রাণা— কি সংবাদ, বন্ধুবর?

গোবিন্দসিংহ— দুঃসংবাদ, রাণা,
আনিয়াছি বহি আমি।

রাণা— কি সে দুঃসংবাদ?

গোবিন্দসিংহ— সহসা মোগলসৈন্য করিবে মেবার
আক্রমণ, মহারাণা।

রাণা— আমরাও, কিন্তু,
তাহাই ত চাহি, বন্ধু। দুঃসংবাদ তবে
কিসে ইহা?

গোবিন্দসিংহ— কিন্তু, রাণা, এতদিনব্যাপী
রহিয়াছি যার তরে নিশ্চেষ্ট আমরা,
সম্পূর্ণ বিফল তাহা হইবে এখন।
রাণা— কিরূপে?
গোবিন্দসিংহ— মোগলসৈন্য করিবে না, রাণা,
সূক্ষ্ম গিরিপথে এই মেবারে প্রবেশ।
রাণা— কিন্তু, অন্য পথ যাহা আছে বিদ্যমান
অবিদিত মোগলের। সেই গুপ্ত পথ—
গোবিন্দসিংহ—ছিল অবিদিত পূর্ব্বে, বিদিত এখন।
রাণা— বিদিত এখন! কিন্তু, কে সে নরাধম
করিল সে গুপ্ত পথ মোগলে প্রকাশ?
গোবিন্দসিংহ— শক্তসিংহ।
রাণা— শক্তসিংহ!
গোবিন্দসিংহ— শক্তসিংহ, রাণা।
পিতৃদত্ত মৃত্যুদণ্ড হইতে যাহায়
করেছিনু রক্ষা আমি, পিতৃগৃহ হ'তে
নির্ব্বাসিত যাকে করি গৃহে আপনার
স্থান দান, পুত্রবৎ স্নেহে ও যতনে
করেছিনু এতদিন লালন পালন,
সেই শক্তসিংহ, সেই ভ্রাতা তব, রাণা।

রাণা— হা অদৃষ্ট! এতদিনে ফলিল কি তবে
অমোঘ দৈবজ্ঞ-বাণী? হইল কি পূর্ণ
অলক্ষ্য অদৃষ্টলিপি এতদিনে আজ?
ধিক্ শক্তসিংহ, তুমি জানি না কিরূপে
রাজপুতনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশে
করিয়া গ্রহণ জন্ম করিলে এ কাজ?
কিরূপে স্বয়ং তুমি হ'য়ে রাজপুত
করিলে এ সর্ব্বনাশ রাজপুতনার?
নিষ্কলঙ্ক কুলে তব করিলে লেপন
কলঙ্ককালিমা এই? জানি না কিরূপে
স্বদেশের স্বাধীনতা শত্রুপদতলে
করিলে নিক্ষেপ তুমি অম্লান বদনে
একমুষ্টি অন্ন তরে? এ দেশদ্রোহিতা,
এ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সাধন?
ছিল যদি এত দ্বেষ ভ্রাতার উপর,
কেন করিলে না বিদ্ধ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
বুকে তার? স্বদেশের মঙ্গল কারণে
দিত পাতি বুক তার হাসিতে হাসিতে
আগ্রহে প্রতাপসিংহ অস্ত্রমুখে তব।
ভ্রাতা তুমি, বহুবার করিয়াছি ক্ষমা,

কিন্তু, আজি, হতভাগ্য, করিলে যে কাজ,
ক্ষমা তার সাধ্যাতীত প্রতাপসিংহের।
অতঃপর মহারাণা সালুম্ব্রাধিপতি
গোবিন্দসিংহের প্রতি করিয়া নিক্ষেপ
দৃষ্টি তাঁর কহিলেন—
"বন্ধুবর, আর
নাহি বিলম্বের কিম্বা প্রতীক্ষার হেতু।
মোগল উদ্দেশ্য তার কার্য্যে পরিণত
করিবার পূর্ব্বে, কিম্বা শত্রু এক জন
পশিবার পূর্ব্বে এই মেবার প্রদেশে,
চাহি আমি অতর্কিতে করিতে মোগলে
আক্রমণ। অতএব, যাও, বন্ধুবর,
মেবারের সর্দ্দার ও দলপতিগণে
কর সমবেত হেথা মন্ত্রণার হেতু।"
"যথা ইচ্ছা তব"
দ্রুত করিল প্রস্থান
নির্ভীক গোবিন্দসিংহ। কহিলেন রাণা
চাহি মহিষীর পানে—
"সত্য যুক্তি তব,
প্রিয়তমে। হইতেছে মনে এইক্ষণ

চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী অভিপ্রায় তাঁর
করেছেন গৃহলক্ষ্মীমুখে অভাগার
প্রকাশ, অবোধ আমি বুঝি নাই তাহা।"

লক্ষ্মী— নিশি অবসান প্রায়। বোধ হয় মম
না হ'তে প্রভাত রাত্রি বাধিবে সমর।
অতএব, যাই আমি, করি ইতিমধ্যে
আহার্য্য প্রস্তুত কিছু তোমাদের তরে।

করিল প্রস্থান রাণী। হ'লো উপনীত
মেবারের সর্দ্দার ও দলপতিগণ।
কহিলা প্রতাপসিংহ—

"দলপতিগণ,
আছে মেবারের যেই গুপ্ত পথ এক
বিদ্যমান, শত্রুগণ সন্ধান তাহার
পাইয়াছে এতদিনে। সেই পথে শত্রু
করিয়াছে অভিলাষ করিতে প্রবেশ
মেবারে, করিতে রাজপুতে আক্রমণ
অবিলম্বে। অতএব, অভিমত মম,
মোগলের সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত
হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা শত্রু এক জন
পশিবার পূর্ব্বে এই মেবার প্রদেশে,

করিতে মোগলগণে অতর্কিতভাবে
আক্রমণ। সর্দ্দার ও দলপতিদের
কি মত জানিতে ইচ্ছা।"

সর্দ্দারগণ— রাণার যে মত,
সেই মত আমাদের। কিন্তু, শত্রু, রাণা,
কিরূপে লভিল গুপ্ত পথের সন্ধান,
জানিতে আমরা চাহি।

রাণা— শত্রুর নিকট
করিয়াছে যে এ গুপ্ত পথের প্রকাশ,
সেও এ মেবারবাসী।

সর্দ্দারগণ— কে সে নরাধম ?

রাণা— কে সে ? কি বলিব, হায়! বলিতে লজ্জায়
হয় নত শির মম—সেই নরাধম
ভ্রাতা মম শক্তসিংহ কৃতঘ্ন পামর।

সর্দ্দারগণ— শক্তসিংহ ?

রাণা— শক্তসিংহ।

জনৈক সর্দ্দার— কি দুর্ভাগ্য, হায়,
মেবারের !

রাণা— ততোধিক দুর্ভাগ্য আমার—
সেই শক্তসিংহ ভ্রাতা প্রতাপসিংহের।

অপর সর্দ্দার— অনুচিত এ আক্ষেপ। নন্ রাণা কভু
দায়ী তাঁর ভ্রাতা শক্তসিংহের কার্য্যের।
মেবারের গুপ্তপথ প্রকাশিত যদি
শত্রুর নিকট, রাণা, কি দুঃখ তাহাতে?
মেবারের বীরগণ ভীত কি হইতে
মোগলের সম্মুখীন সম্মুখ সমরে,
অথবা সমরক্ষেত্রে করিতে শয়ন?
ছুটিল অনলকণা নয়ন হইতে
সমবেত রাজপুত বীরেন্দ্রবৃন্দের,
বাজিল কটিতে দীর্ঘ অসি ঝন্ ঝন্।

রাণা— উত্তম। সর্দ্দারগণ, হউন্ প্রস্তুত।
রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে করিব আমরা
শত্রুগণে আক্রমণ।

সর্দ্দারগণ— তাই হবে, রাণা।
কটিতে কটিতে অসি বাজিল আবার
বহিল শিরায় বেগে শোণিত প্রবাহ।
নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি অকস্মাৎ
উঠিল মিলিত কণ্ঠে উচ্চ জয়ধ্বনি
"জয় মেবারের জয়।"
উল্লাসে অধীর

ছুটিল সর্দ্দারগণ শিবিরাভিমুখে
নিজ নিজ দ্রুতপদে চঞ্চলহৃদয়।
একাকী শিবিরে রাণা চিন্তিত হৃদয়ে
লাগিলা করিতে পাদচারণ নীরবে
আনত বদনে। শত চিন্তার তরঙ্গ
করিল বিক্ষুব্ধ চিত্ত। "মেবার রক্ষার"—
ভাবিতে লাগিলা রাণা—"ছিল একমাত্র
যে উপায়, লুপ্ত তাহা। নাহি জানি, হায়,
মেবালের স্বাধীনতা রক্ষিতে এখন
হব কি সক্ষম আর। কিন্তু, মহারাজ
মানসিংহ, দিল্লীশ্বর আকবরশাহ,
আর তুমি, শক্তসিংহ, ক্ষত্র কুলাঙ্গার,
মুহূর্ত্তের তরে কভু ভুলিও না ইহা—
স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষিতে প্রতাপ
পারে, কিম্বা নাহি পারে, কিন্তু আপনার
স্বাধীনতা চিরদিন রাখিবে অক্ষুণ্ণ।
যতদিন দেহে তার রহিবে জীবন,
বহিবে শিরায় শেষ রক্তবিন্দু এক,
হবে না প্রতাপসিংহ কাহার অধীন
ততদিন। ততদিন প্রাণাধিক প্রিয়

স্বাধীনতাধনে নাহি দিবে বিসর্জ্জন
মোগলের পদতলে। হায়! শক্তসিংহ,
কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি, ভ্রান্তি, ঘটিল তোমার?
কেন আপনার পদে করিলে আপনি
কুঠারপ্রহার এই? কিম্বা শক্তিহীন
ভবিতব্যদাস তুমি, নিয়তিঅধীন।
কিন্তু, এ কি নিরমম অদৃষ্ট লিখন
হতভাগ্য, তব, হায়! এ কি অদৃষ্টের—"
"পিতা, পিতা"
অকস্মাৎ আসিল ছুটিয়া
কুমার অমরসিংহ কক্ষান্তর হ'তে—
"সত্য কি এ, পিতা, কল্য করিব আমরা
শত্রুগণে আক্রমণ?"
রাণা— সত্য, বৎস, ইহা।
কুমার— কি আনন্দ তবে, কল্য হইবে সমর!
যাই আমি, এ সংবাদ করি জননীকে
প্রদান সত্বর। মাতা হবেন নিশ্চয়
আনন্দিতা অতিশয় এ বার্ত্তা শ্রবণে।
মা আমার ভিন্ন আর কে পারে আমায়
সাজাইতে রণসাজে তেমন সুন্দর?

যাইতে ছুটিয়া বেগে হেরিল কুমার
দ্বারপ্রান্তে জননীকে। কহিল উল্লাসে
জননীর বক্ষোপরি রাখি ক্ষুদ্র মুখ—
"মা, মা, কল্য হবে রণ।"
"হও জয়ী, বৎস,
কল্যকার রণে তুমি, করি আশীর্ব্বাদ।"
কহিল জননী তার করিয়া চুম্বন
শিরোদেশ, করি করে চিবুক ধারণ।

কুমার— নিশ্চয় হইব জয়ী। দেখিবে, মা, তুমি
মহারাজ মানসিংহে, আর খুল্লতাত
শক্তসিংহে, নাহি করি পরাজিত কভু
ফিরিবে না পুত্র তব রণক্ষেত্র হ'তে।

রাণী— হোক্ তব আশা পূর্ণ।

কুমার— দাও, মা, আমায়
সাজাইয়া রণবেশে। তোমার মতন
পারে কি সাজাতে কেহ?

রাণী— দিব সাজাইয়া
বৎস, তোমা এইক্ষণ। কিন্তু, তার পূর্ব্বে
কর, প্রাণাধিক, এই আহার্য্য গ্রহণ
পিতার সহিত তব।

কহিয়া মহিষী
পিতা পুত্র উভয়ের সম্মুখে স্থাপন
করিল ভোজনপাত্র। বসিল উভয়ে
আহারে। কহিল রাণা ঈষৎ হাসিয়া—
"কে জানে হয়ত, লক্ষ্মী, এই আমাদের
এ জগতে শেষ পান, আহার, ভোজন।"
"কখন না। পিতা, তুমি দেখিবে নিশ্চয়,
কল্য পুনঃ এইরূপ করিব আমরা
মাতার হস্তের অন্ন গ্রহণ উভয়ে
একত্রে।"—
কহিল দর্পে কুমার সহসা
ক্ষুদ্র নত শির তার করিয়া উন্নত—
"সত্য, পিতা, কল্য আমি করিব আহ্বান
মহারাজ মানসিংহে, আর খুল্লতাত
শক্তসিংহে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে। যদবধি তাঁরা
না পারেন পরাজয় করিতে আমায়,
তদবধি নাহি দিব তোমার সহিত
হ'তে রণ তাঁহাদের। কি মত তোমার?"
রাণা— তুমিই করিবে যদি একাকী নিধন
শত্রুগণে, আমি তবে কি করিব, বৎস?

কুমার— পিতা, তুমি থাক গৃহে মাতার নিকট,
নহে, মা আমার, কত হবেন ব্যাকুলা।
হাসিয়া কহিলা রাণী—
"জননীর তরে
করিও না কোন চিন্তা, বৎস, তুমি কভু।
তোমার জননী, বৎস, পারে কি হইতে
ব্যাকুলা সন্তান তরে, যবে সে সন্তান
স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা তরে
যায় ছুটি উদ্বেলিত রণসিন্ধুগর্ভে
দিতে ঝাঁপ? কিম্বা, বৎস, জননী তোমার
নহে রাজপুতনারী? ক্ষত্রিয়ললনা?
করে সিংহশিশু, বৎস, জন্মলাভ কভু
শৃগালীর গর্ভে? কিম্বা, সিংহশিশু যবে
হয় মদমত্ত গজপতি সম্মুখীন,
ডরে কি কখন সিংহী? কোন্ বীরাঙ্গনা
নাহি করে অভিলাষ হ'তে বীরজায়া,
বীরপুত্রপ্রসবিনী, বীরের জননী?"
কুমার— ধন্য আমি, মা, তোমার লভি গর্ভে জন্ম!
বুঝিতেছি এবে কেন এ বিশ্বাস মম—
শত্রুকরে পরাজয় ঘটিবে না কভু।

সম্ভব কি, মাতা, কভু পরাজয় তার,
জন্ম যার তব গর্ভে ? তোমার শোণিত
বহে যার ধমনীতে ? কিন্তু, মা, আমার
এই হের হইয়াছে সমাপ্ত আহার।
দাও পরাইয়া রণসাজ, মা, আমায়।

রাণী— চল, বৎস।

মাতা পুত্র করিল প্রস্থান
একত্রে প্রকোষ্ঠান্তরে। রাণাও আপনি
লাগিলা পরিতে রণবেশ আপনার।
"পিতা, পিতা,"

ক্ষণকাল পরে পুনরায়
প্রবেশি প্রকোষ্ঠে হর্ষে কহিল কুমার—
"এই হের, পিতা, আজ কি সুন্দর বেশ
দিয়াছেন পরাইয়া জননী আমায়।"
দাঁড়াইয়া কিছু দূরে হাসিমুখে রাণী।
দেখিল প্রতাপসিংহ—দীপ্ত রণবেশে
কুমার অমরসিংহ সজ্জিত অপূর্ব্ব।
শোভিছে উষ্ণীষ শিরে উজ্জ্বল মোহন,
সমাবৃত কলেবর দৃঢ় লৌহ বর্ম্মে,
চুম্বি ধরাতল দীর্ঘ অসি বিলম্বিত

কটিতে, সুতীক্ষ্ণ বর্ষা শোভে এক করে,
অন্য করে সুবিশাল শোভিছে কার্ম্মুক,
শোভিছে তূণীর পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ অস্ত্রপূর্ণ।
উজ্জ্বল ললাট রক্তচন্দনচর্চ্চিত,
প্রদীপ্ত আনন নেত্র রণগরিমায়।
কহিল প্রতাপসিংহ—
"অদ্যকার রণে
রাজপুত পক্ষে, বৎস, তুমিই প্রকৃত
সৈন্যাধ্যক্ষ হইবার যোগ্য একমাত্র।"
"কর আশীর্ব্বাদ, পিতা",
কহিল কুমার
বসি জানু পাতি ভূমিতলে, যুগ্মকরে
স্পর্শি ধীরে জনকের যুগল চরণ—
"মাতৃদত্ত এই বেশ নাহি হয় যেন
কলঙ্কিত আমা হ'তে আজিকার রণে।"
উঠাইয়া দুই করে প্রাণাধিক পুত্রে
ধরিল জড়ায়ে বুকে উচ্ছ্বসিত প্রাণে
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ। চুম্বিয়া ললাট
পুত্রের, কহিল রাণা—
"প্রাণাধিক বৎস,

করি এই আশীর্ব্বাদ—জননীর মুখ
হউক উজ্জ্বল তব তোমা হ'তে আজি।
হউক প্রখ্যাত, বৎস, সূর্য্যবংশ নাম
ধরাতলে তোমা হ'তে। রাজপুতনার
হউক বর্দ্ধিত, বৎস, বীরত্ব-গৌরব
তোমা হ'তে শতগুণ।"
অতঃপর ধীরে
মাতার নিকট আসি চরণে তাঁহার
করিল প্রণাম। পদধূলি জননীর
ভক্তিভরে মাখি শিরে, বক্ষে ও কপালে,
কহিল কুমার পুনঃ—
"দাও, মা, বিদায়
হাসিমুখে। আশীর্ব্বাদ কর এ অধমে—
তোমার সন্তান, এই পরিচয় যেন
পারি আমি ধরাতলে রাখিতে, জননী।"
বক্ষে চাপি পুত্রমুখ কহিলা মহিষী—
"যাও, বৎস, ক্ষত্রিয়ের মহান্ কর্ত্তব্য,
শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, আজি কর সম্পাদন।
করি আশীর্ব্বাদ আমি—হও পিতৃতুল্য
অদ্বিতীয় বীর ভবে। হোক্ এ জগতে

বীরপুত্রপ্রসবিনী, বীরের জননী,
এই পরিচয় মম। কর ক্ষত্রিয়ের
শ্লাঘ্য অবিনাশী কীর্ত্তি সমরে অর্জ্জন।
করি পরাজিত শত্রু কর জয়মাল্য
ধারণ মস্তকে। বৎস, হোক্ রণক্ষেত্র
বাসরভবন তব। হোক্ জয়লক্ষ্মী
অঙ্কগতা। অরাতির তীক্ষ্ণ অস্ত্রচয়
হোক্ পরিণত, বৎস, সুকোমল চারু
পুষ্পমাল্যে সুকুমার দেহ তব স্পর্শি।
হোক্ তব কলেবর অভেদ্য পাষাণে
পরিণত, অরাতির তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত
হোক্ ব্যর্থ সেই দেহে। বেষ্টি অঙ্গ তব
অক্ষয় কবচ রূপে থাক্ মাতৃস্নেহ।
স্বয়ং চামুণ্ডা দেবী করুন তোমায়
রণক্ষেত্রে রক্ষা, বৎস, অলক্ষ্যে সতত।
ভগবান একলিঙ্গ করুন তোমায়
অদম্য অপরাজেয় দুর্ব্বার সমরে।"
দ্রুতগতি অনুচর প্রবেশি প্রকোষ্ঠে
কহিল সম্ভ্রমে—
"রাণা, হল্‌দীঘাটায়

সমবেত বীরবৃন্দ করিছেন এবে
প্রতীক্ষা রাণার সবে। প্রস্তুত তুরঙ্গ
রাণার ও কুমারের শিবিরের দ্বারে।"
"আসি তবে, প্রিয়তমে"
কহিলেন রাণা
করি লক্ষ্য মহিষীকে—
"কর এ প্রার্থনা,
হই যেন সিদ্ধকাম। চামুণ্ডাদেবীর
কৃপায় অরাতিগণে করি বিতাড়িত,
মেবারের স্বাধীনতা রাখিতে অক্ষুণ্ণ
হই যেন কৃতকার্য্য।"
"হইবে নিশ্চয়
আশা তব পূর্ণ, প্রভু।"
কহিলা মহিষী
করি পদধূলি তাঁর গ্রহণ মস্তকে—
"ভগবান একলিঙ্গ, দেবী মা চামুণ্ডা,
করিবেন অবশ্যই পূর্ণ অভিলাষ
ভক্তের। যদ্যপি, প্রভু, এ মহান্ ত্যাগ,
এ সাধনা, সেবাব্রত, হয় ব্যর্থ কভু,
হবে মিথ্যা পাপ, পুণ্য, স্বর্গ ও নরক।

কে আছে সৌভাগ্যবতী তার তুল্য, প্রভু,
পতি যার তব তূল্য, পুত্র কুমারের ?”
পিতাপুত্র দুই জন হ'লো উপনীত
দ্বারপ্রান্তে। সুসজ্জিত ছিল অশ্বদ্বয়
রাণার ও কুমারের—'চৈতক,' 'বিজয়'।
হেরি প্রিয় প্রভুদ্বয়ে তীব্র হ্রেষাধ্বনি
করিয়া তুরঙ্গদ্বয় করিল জ্ঞাপন
আনন্দ ও অধীরতা। রাণা ও কুমার
করিলেন এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ।

রাণা— আসি, লক্ষ্মী।

কুমার— আসি, মাতা।

ছুটিল একত্রে
তীব্রবেগে অশ্বদ্বয়। রহিল দাঁড়ায়ে
পাষাণমুরতি প্রায় নীরব নিস্পন্দ
ক্ষণকাল সেই স্থানে একাকিনী রাণী।
অলক্ষ্যে নয়নদ্বয় হইল ঈষৎ
বাষ্পাকুল, হৃদয়ের গূঢ়তম দেশ
করি আলোড়িত ধীরে হইল উত্থিত
একটি নিশ্বাস শুধু দীর্ঘ ও ব্যাকুল!

চতুর্দ্দশ সর্গ

উদয়পুর—হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ।

ধীরে ধীরে শ্রাবণের সপ্তম দিবস
হইল প্রভাত। ধীরে রাজপুতনার,
ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় দিন,
জগতের ইতিহাসে স্বুবর্ণ অক্ষরে
রহিবে অনন্তকাল কীর্ত্তিগাথা যার
লিপিবদ্ধ, যে কাহিনী করি পাঠ ভয়ে
বিস্ময়ে আনন্দে হবে বিশ্বনরনারী
স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত, স্বাধীনতা তরে
অপূর্ব্ব অতুলনীয় মেবারবাসীর
সেই আত্মোৎসর্গদিন সমাগত এবে।
সমাগত এবে সেই গৌরবের দিন—
যেই দিন বলদৃপ্ত অশীতিসহস্র

শত্রুর সহিত রণে দ্বাবিংশ সহস্র
রাজপুতমধ্যে পঞ্চদশ সহস্রের
অধিক সমরক্ষেত্রে করিবে শয়ন
স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা তরে !
ঘনঘটাচ্ছন্ন নভঃ। গম্ভীরা প্রকৃতি
নীরব নিস্তব্ধ স্থির। নাহি বহে বায়ু।
একটি পল্লব নাহি হয় আন্দোলিত
তরুশাখে। নাহি হয় উত্থিত বিশাল
উদয়সাগরনীরে একটি হিল্লোল।
মেবারের সুপ্রসিদ্ধ হলদীঘাটের
সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে সমবেত
রাজপুত বীরগণ গম্ভীরআনন,
নীরব, নিস্পন্দ, স্থির। কেহ ভূমিতলে,
কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ শৈলসানুদেশে,
সুসজ্জিত রণবেশে। মেবারের রাণা
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ দীপ্ত রবি প্রায়
অশ্বপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ করি বিচরণ,
করিছে নীরবে পর্য্যবেক্ষণ সৈন্যের।
অকস্মাৎ বীরবৃন্দে করি সম্বোধন
জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন রাণা—

চতুর্দ্দশ সর্গ

"বন্ধুগণ, এতদিন যেই দিবসের
করিয়াছি অনুক্ষণ প্রতীক্ষা সকলে,
সমাগত আজি সেই দিন আমাদের।
করিয়াছি এতদিন যেই শিক্ষা লাভ
অনাহারে অনিদ্রায় গৃহহীন এই
দুর্গম অরণ্য মাঝে শ্বাপদসঙ্কুল,
সমাগত আজি তার পরীক্ষার দিন।
করিয়াছি এতদিন যেই মহাব্রত
পালন একাগ্র চিত্তে শত বিঘ্ন ক্লেশ
করি হেলা, আজি তার উদ্‌যাপন দিন।
বন্ধুগণ, সত্য বটে সংখ্যায় আমরা
হীন—শত্রু আমাদের চতুর্গুণ, আর
অস্ত্রেও আমরা হীন—সুরক্ষিত শত্রু
কামানে, আমরা কিন্তু কামানবিহীন,
কিন্তু, ভূজবলে কভু নহে রাজপুত
জগতে কাহারো হীন। না থাকে যদ্যপি
সৈন্যবল অস্ত্রবল, আছে ভূজবল
আমাদের। বন্ধুগণ, রণে অদ্যকার
দেখুক বিশ্বের লোক—কি শৌর্য্যে, বীরত্বে,
রাজপুত সমকক্ষ নাহি এ জগতে।

সংখ্যায় মোগল যদি হয় চতুর্গুণ,
পরাক্রমে চতুর্গুণ হইব আমরা।
যুঝিব আমরা প্রতি সৈন্য মেবারের
মোগলের প্রতি চারি সৈন্যের সহিত।
বহুরণজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের।
প্রবলপ্রতাপান্বিত ভারত সম্রাট্
দেখুন—মেবার সৈন্য কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ,
সমরে অপরাজেয়। মোগলভূপতি
আকবরশাহ আজি দেখুন বিস্ময়ে—
কি আনন্দে রাজপুত করে মৃত্যু সনে
ক্রীড়া রণে, রণক্ষেত্র ক্রীড়াক্ষেত্র তার।
বিশাল মোগলসাম্রাজ্যের তুলনায়
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই মেবার যদিও,
উঠুক কাঁপিয়া সেই ক্ষুদ্র মেবারের
পরাক্রমে সুবিশাল মোগলরাজের
দিল্লীসিংহাসন আজি। হউক লিখিত
শত্রুবক্ষে অসিমুখে শোণিতধারায়
মেবারের স্বাধীনতা ইতিহাস আজি।”
থামিল প্রতাপসিংহ। থাকিয়া নীরব
ক্ষণকাল, পুনরায় কহিলেন ধীরে—

চতুর্দ্দশ সর্গ

"ভ্রাতৃগণ, অবনত হয় এই শির
লজ্জায় ও অপমানে—শত্রুপক্ষে আজি
আমার স্বজাতি রাজা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র।
আমার পক্ষও, কিন্তু, নহে শূন্য আজি।
না থাকে অম্বররাজ মানসিংহ যদি
পক্ষে মম, বীরশ্রেষ্ঠ সালুম্ব্রাধিপতি
আছেন গোবিন্দসিংহ তার স্থানে কিন্তু।
নাহি থাকে ভ্রাতা মম শক্তসিংহ যদি,
আছে ঝালাপতি মান্না তার স্থানে কিন্তু।
কুলাঙ্গার ভ্রাতুষ্পুত্র মহব্বৎ স্থানে
চন্দ্রাওৎ রোহীদাস, জয়মল্লপুত্র
রামসিংহ জয়সিংহ আছে বীরগণ।
আর, আমাদের পক্ষে আছে, ভ্রাতৃগণ,
ন্যায়, ধর্ম্ম, মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
চামুণ্ডা ও ভগবান একলিঙ্গ, আর
মেবারের বীর পূর্ব্বপুরুষগণের
আশীর্ব্বাদ। মহারাজ মানসিংহ আজ
দেখুন—এ রাজস্থান নহে অদ্যাবধি
বীরশূন্য, অদ্যাবধি আছে রাজস্থানে
রাজপুত, নাহি করে কামনা যে জন

স্বাধীনতা বিনিময়ে লভিতে ধরার
একচ্ছত্র সাম্রাজ্যও, যাহার নিকট
শ্রেয়ঃ মৃত্যু বিধর্ম্মীর দাসত্বের চেয়ে।
এস, ভ্রাতৃগণ আজি দেখাই আমরা
বীরধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম, রাজপুতধর্ম্ম,
মোগলের দাস ধর্ম্মত্যাগী মানসিংহে,
দেশদ্রোহী শক্তসিংহে, ভারত সম্রাট্
আকবরশাহে, বিশ্ববাসী নরগণে।"
ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুগর্জ্জনের প্রায়
আকাশ, মেদিনী, বন, করিয়া কম্পিত
অকস্মাৎ সৈন্যগণ উঠিল হুঙ্কারি—
"জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার।"
রাজ্ঞী লক্ষ্মীদেবী সনে রাজপুতনারী
কতিপয় হেনকালে হয়ে অগ্রসর,
দিল পরাইয়া কণ্ঠে বীরেন্দ্রবৃন্দের
পুষ্পমাল্য, শিরোপরি করিল বর্ষণ
কুসুম, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা—
বিজয় তিলক—ধীরে করিয়া অঙ্কিত
গাইল মধুর কণ্ঠে বীরাঙ্গনাগণ—

গীত

(১)

যাও, বীরগণ, যাও হৃষ্ট মনে,
রক্ষ প্রিয় জন্মভূমির মান,
শত্রুনিপীড়িতা এ মেবার আজি
বীরপুত্রগণে করে আহ্বান।
বীরের সন্তান বীর তোমরা,
তোমরা মৃত্যুকে কর কি ভয় ?
তোমাদের বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রমে,
জগতের লোক মানে বিস্ময় !

(২)

ওই বাজে ভেরী, গর্জ্জে রণসিন্ধু,
কর ঝম্প দান উল্লাসে, বীর,
উঠুক উত্তাল সমরতরঙ্গ,
করুক আঘাতে বিচূর্ণ তীর।
করি ছিন্ন এই অধীনতাপাশ
জননীকে মুক্তি কর প্রদান,
কর এ কলঙ্ককালিমা বিধৌত
শত্রুর শোণিতে করিয়া স্নান।

(৩)

উপনীত যবে শত্রু গৃহদ্বারে
সাজে কি তখন সুখশয়ন ?
শত্রুপদচিহ্ন কলঙ্কিত বক্ষে
সাজে প্রেয়সীর প্রেমালিঙ্গন ?
উঠ, বীরগণ, ত্যজ এ বিলাস,
কর শত্রুগণে রণে আহ্বান,
লাঞ্ছিতা জননী, কন্যা, ভার্য্যা, যবে,
রহিবে কি কোষবদ্ধ কৃপাণ ?

(৪)

স্বাধীনতা যজ্ঞ হুতাশনে আজ
কর এ জীবন আহুতি দান
হাসিতে হাসিতে, জয় কিম্বা মৃত্যু—
বীরের নিকট দুই সমান।
কর বিদলিত বিতাড়িত শত্রু,
কিম্বা রণক্ষেত্রে কর শয়ন,
বীরধর্ম্ম হর্ষে করিয়া পালন
বীরের গৌরব কর অর্জ্জন।

(৫)

ধাও রণক্ষেত্রে ছুটি উল্কাবৎ,

উঠুক মেদিনী ভয়ে শিহরি,
ছুটুক স্ফুলিঙ্গ পাষাণ হইতে
পদাঘাতে ধরা বিদীর্ণ করি।
হোক দিঙ্মণ্ডল ধূলিসমাচ্ছন্ন,
উঠুক গর্জ্জিয়া বারিধি রোষে।
জ্বলুক বিদ্যুৎ, ফাটুক পর্ব্বত,
মেঘে আঁখি রবি ঢাকুক ত্রাসে!

(৬)

এস, রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ,
কর হৃষ্ট মনে বিদায় দান,
প্রিয় পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতায়,
পাঠাও সাধিতে কর্ত্তব্য মহান্।
সাজাও স্বহস্তে প্রাণাধিক পুত্রে,
প্রাণের বল্লভে, সমরসাজে,
হাসিতে হাসিতে পাঠাও দয়িতে
রণক্ষেত্রে, ওই বিষাণ বাজে!

(৭)

মুছ অশ্রু, বাঁধ বুক, বীরাঙ্গনা,
হও বীরজায়া, বীরজননী,
কর উদ্বোধিত হৃদয়বল্লভে,

শিখাও সন্তানে বীরকাহিনী।
ভারতের নারী না হ'লে জাগ্রতা,
জাগিবে কি এই ভারত, হায় ?
ঘুচিবে দাসত্ব, ভারতের নারী
স্বাধীনতা মন্ত্র যদি না শিখায় ?

(৮)

শক্তিস্বরূপিনী তোমরা রমণী,
কর নরে আজি শক্তি দান,
তোমাদের তেজে শক্তিতে গৌরবে,
উঠুক মাতিয়া নরের প্রাণ।
হও শক্তি ভূজে তোমরা নরের,
আশা প্রাণে, শান্তি হৃদয়ে, আর
তোমাদের স্মৃতি, প্রেম, ভালবাসা,
করুক পুরুষে রণে দুর্ব্বার।

(৯)

যাও, বীরগণ, যাও হৃষ্ট মনে,
যাহাদের আজি রক্ষিতে মান
যাইতেছ মৃত্যু বরিতে তোমরা,
চেয়ে পথপানে আকুল প্রাণ
তোমাদের তরে রহিবে তাহারা

নিয়ে অর্ঘ্য, জয়নির্ম্মাল্য করে,
তোমাদের তরে রহিবে তাহারা
সাজায়ে বরণডালা গৃহদ্বারে!

আবার রমণিগণ করিল বর্ষণ
পুষ্পরাশি শিরোপরি বীরেন্দ্রবৃন্দের।
আবার আকাশ বন করিয়া কম্পিত
উঠিল সহস্র কণ্ঠে উচ্চ জয়ধ্বনি--
'জয় মেবারের, জয় রাজপুতনার।'
উঠিল রমণীকণ্ঠে প্রতিধ্বনি তার—
'জয় মেবারের বীর সন্তানের জয়।'
কি এক উচ্ছ্বাসে প্রাণ হইল আকুল
যোদ্ধাদের, ধমনীতে বিদ্যুৎ তরল
বহিল চঞ্চল বেগে, ছুটিল নয়নে
স্ফুলিঙ্গ, শোভিল করে উলঙ্গ কৃপাণ
ঊর্দ্ধোত্থিত, রবিকর করিয়া বিদীর্ণ
সহস্র রেখায় তীব্র ধাঁধিয়া নয়ন।
উল্কাপ্রায় অশ্ববৃন্দ ছুটিল উল্লাসে
রণক্ষেত্র অভিমুখে বীরেন্দ্রবৃন্দের
ইঙ্গিতে, পুলকে তুলি তীব্র হ্রেষাধ্বনি,

করি পুচ্ছ উত্তোলিত। তীক্ষ্ণ খুরাঘাতে
করিয়া পাষাণ চূর্ণ ছুটিল জ্বলন্ত
অগ্নিকণা চারিদিকে, কাঁপিল ধরণী
বীরদর্পে, অশ্বপদউত্থিত ধূলায়
ঢাকিল রবির কর, ভয়ে বসুন্ধরা
অঞ্চলে করিল যেন আবৃত আনন।
বাধিল তুমুল রণ। বর্ষার প্লাবনে
স্ফীতা তরঙ্গিণী যথা ধায় উন্মাদিনী
পর্ব্বতশিখর ত্যজি সিন্ধু অভিমুখে
বিদীর্ণ করিয়া ধরা, ভাসাইয়া স্রোতে
উন্মূলিত তরু, লতা, তৃণ, শৈলখণ্ড,
মহাবেগে, মেবারের মুষ্টিমেয় সৈন্য
মোগলের সুবিশাল বাহিনী উপর
হইল পতিত তথা কালান্তক প্রায়।
হল্‌দীঘাটের উপত্যকায় বিস্তীর্ণ
সজ্জিত মেবার সৈন্য রণ প্রতীক্ষায়
বেষ্টি দলপতিগণে নির্ভীক হৃদয়ে।
উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ শৈলসানুদেশে
মহাবল ভীলগণ কৃতান্তের প্রায়
দাঁড়াইয়া। শোভে করে বিশাল কার্ম্মুক

সুদৃঢ়, তূণীর পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ অস্ত্রপূর্ণ,
পদতলে শিলাখণ্ডরাশি স্তূপীকৃত।
একদিকে দলে দলে রাজপুত্রগণ,
কভু দূর হ'তে বর্ষা করিয়া নিক্ষেপ,
কভু ভেদি শত্রুব্যূহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে,
লাগিল করিতে ধ্বংস মোগলবাহিনী।
অন্যদিকে পর্ব্বতের শিখর হইতে
ভীলগণ, কভু বর্ষাবারিধারাবৎ
সুতীক্ষ্ণ শায়কপুঞ্জ করিয়া নিক্ষেপ
লাগিল করিতে শত্রুকুল ছিন্ন ভিন্ন।
কভু শিলাখণ্ডরাশি করিয়া নিক্ষেপ
লাগিল করিতে চূর্ণ শির অরাতির।
অন্য পক্ষে মোগলও লাগিল যুঝিতে
প্রাণপণে ঘোরতর। থাকিয়া থাকিয়া
কাঁপাইয়া রণক্ষেত্র লাগিল গর্জ্জিতে
মোগলের পঞ্চাশৎ কামান ভীষণ
জ্বলন্ত অনলরাশি করি উদ্গীরণ,
করি মেবারের সৈন্য বিধ্বস্ত নির্ম্মূল।
নির্ভীক প্রতাপসিংহ হয়ে অগ্রবর্ত্তী
সকলের, শত্রুব্যূহ বিপুল বিক্রমে

করি ভেদ, ইতস্ততঃ লাগিলা ছুটিতে
মদমত্ত করী প্রায়, করি অন্বেষণ
মানসিংহে, শক্তসিংহে, করিয়া বিদীর্ণ
বিদলিত শত্রুসৈন্য। প্রতাপসিংহের
হেরি এই অলৌকিক শৌর্য্য ও বীরত্ব,
প্রতাপ দুর্দ্দমনীয়, হইল মোগল
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত। আর রাজপুত
হইল উন্মত্ত বীরমদে দুর্নিবার।
বহুবার শত্রুগণ করিল প্রয়াস
করিতে প্রতাপসিংহে চারিদিক হ'তে
বেষ্টন, প্রতাপসিংহ, কিন্তু, বারংবার—
করি জাল ছিন্ন ক্রুদ্ধ কেশরী যেমন
করে আক্রমণ রোষে আততায়িগণে—
করি শত্রুসৈন্যরেখা বিদীর্ণ, শত্রুকে
লাগিল করিতে ধ্বংস। ঝালাপতি মান্না
পশ্চাৎ হইতে ত্বরা হয়ে অগ্রসর
কহিল প্রতাপসিংহে—
"প্রভু, প্রভু, এক
আছে ভিক্ষা এ দাসের।"

রাণা— কি প্রার্থনা, মান্না?

মান্না— প্রভু, আপনার ওই উষ্ণীষটি শুধু
চাহে ভিক্ষা এই দাস।

রাণা— কেন, ঝালাপতি,
এ অদ্ভুত আকিঞ্চন এ সময়ে তব?

মান্না— মহারাণা, আপনার উষ্ণীষটি ওই
লক্ষ্য আজি শত্রুদের। ওই উষ্ণীষের
তরে শত্রু দলে দলে হতেছে—হইবে
নিপতিত বারংবার রাণার উপর।
করিবে উষ্ণীষ এই রাণার জীবন
বিপন্ন, উষ্ণীষহীন প্রতাপসিংহকে
কেহ না করিবে লক্ষ্য।

লাঙ্গুলাবমৃষ্ট
ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের প্রায় করিয়া উন্নত
গর্ব্বে শির, মহারাণা করিল উত্তর
গর্জ্জিয়া—

"প্রতাপসিংহ নহে, ঝালাপতি,
ভীরু কিম্বা কাপুরুষ। থাকি লুক্কায়িত
অন্তরালে, অতর্কিতে তস্করের প্রায়
জানে না প্রতাপসিংহ করিতে সমর।
জানুক মোগলসৈন্য, সেনাপতিগণ,

আমিই প্রতাপসিংহ—শত্রু মোগলের,
প্রতিদ্বন্দ্বী আকবরশাহের এবং
প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিংহ ও শক্তসিংহের।
কিন্তু, কোথা মানসিংহ? কোথা শক্তসিংহ?
কোথায় সেলিম?

মান্না— রাণা, পারি না বলিতে।

ছুটিল প্রতাপসিংহ পুনরায় বেগে।
ছুটিল পশ্চাৎ তাঁর ঝালাপতি মান্না।
নানা কারুকার্য্যময় বিবিধ বর্ণের
মহামূল্য বস্ত্রে সুসজ্জিত অতিকায়
হস্তীপৃষ্ঠে, মণিমুক্তাখচিত আসনে
সমারূঢ়, যুবরাজ সেলিম অদূরে
করি লক্ষ্য যুধ্যমান রাজপুতগণে,
করিল জিজ্ঞাসা ধীরে পার্শ্ব-উপবিষ্ট
মহব্বতে—

"মহব্বৎ, পার কি বলিতে,
কে ওই ক্ষত্রিয়গণ, করিতেছে যারা
অদ্ভুত সমর হেন? কে ওই অদূরে
নীল অশ্বারোহী বীর দীপ্ত রবিপ্রায়
শোভে বীরবৃন্দমাঝে, মস্তক উপরে

শোভে প্রসারিত যার লোহিত পতাকা,
উষ্ণীষশোভিত শির সমুন্নত গর্ব্বে,
ললাট গরিমাদীপ্ত, প্রতিভাপ্রদীপ্ত
নেত্রদ্বয়, ভূজদ্বয় আজানুলম্বিত,
বিশাল প্রশস্ত বক্ষ, শোভে এক করে
ঊর্দ্ধে উত্তোলিত দীর্ঘ শাণিত কৃপাণ
উন্মুক্ত রবির কর করিয়া বিদীর্ণ
সহস্র রেখায় দীপ্ত, শোভে অন্য করে
অশ্ববল্গা, শোভে পৃষ্ঠে দীর্ঘ তীক্ষ্ণ বর্ষা,
শোভে পার্শ্বে তীক্ষ্ণ ভল্ল, শোভিছে কটিতে
বিলম্বিত শূন্য কোষ, কৃতান্তের প্রায়
মোগলের সৈন্যদল করিছে বিধ্বস্ত
এইরূপে ?

মহব্বৎ— যুবরাজ, মেবারের রাণা
উনিই প্রতাপসিংহ। শোভিছে তাঁহার
চতুষ্পার্শ্বে মেবারের দলপতিগণ—
দক্ষিণে গোবিন্দসিংহ সালুম্ব্রাধিপতি,
বামে ঝালাপতি মান্না, সম্মুখে রাঠোর
চন্দ্রাওৎ রোহীদাস, জয়মল্লপুত্র
রামসিং, জয়সিং, পশ্চাতে তাঁহার।

সেলিম— কি বিশ্বাস, কি দৃঢ়তা, শোভে ইহাদের
অঙ্কিত আননে নেত্রে! কি শৌর্য্য বীরত্ব!
কি সাহস অলৌকিক! মোগলের এই
বিশাল বাহিনী আর ভীষণ কামানে
নাহি করে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ইহারা।
রণক্ষেত্র ক্রীড়াক্ষেত্র যেন ইহাদের!
অতঃপর যুবরাজ করিলা আদেশ
গজপালে, গজরাজে করিতে চালিত
প্রতাপসিংহের অভিমুখে অবিলম্বে।
মহব্বৎ— কেন সাধ, যুবরাজ, দিতে ঝাঁপ এই
জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে?
সেলিম— রাজপুত যদি
হয় বীর, নহে ভীরু মোগলও কভু।
মহব্বৎ— পতঙ্গের পাখা শুধু পুড়িবার তরে।
দূর হ'তে গজারূঢ় হেরি যুবরাজে
ছুটিল প্রতাপসিংহ অভিমুখে তার
দ্রুতগতি। হস্তধৃত দীর্ঘ তীক্ষ্ণ বর্ষা
করি লক্ষ্য যুবরাজে করিলা নিক্ষেপ
মহাবেগে। কিন্তু, বর্ষা হয়ে প্রতিরুদ্ধ
গজপৃষ্ঠস্থিত লৌহনির্ম্মিত আসনে

হইল পতিত গজপালের উপর।
সঙ্গে সঙ্গে ধরাতলে হইল পতিত
প্রাণহীন দেহ গজপালের তখন।
অলৌকিক বীরত্ব ও সাহসে প্রভুর
প্রতাপসিংহের অশ্ব চৈতকও যেন
হইল অনুপ্রাণিত। প্রভুর ইঙ্গিতে
হস্তীর বিশাল কুম্ভে স্থাপি পদদ্বয়
সম্মুখের, পশ্চাতের পদদ্বয়োপরি
দাঁড়াইল স্থিরভাবে। প্রতাপসিংহের
অব্যর্থ কৃপাণাঘাতে হইল পতিত
যুবরাজ সেলিমের দেহরক্ষিগণ
ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে দেখিতে দেখিতে।
প্রভুর বিপদ যেন করি উপলব্ধি,
তীব্রবেগে রণক্ষেত্র করি পরিত্যাগ,
ছুটিল গজেন্দ্র পৃষ্ঠে লইয়া সেলিমে।
ছুটিল প্রতাপসিংহ সঙ্গিগণ সহ
পশ্চাৎ তাহার বেগে। প্রতাপসিংহের
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, অমানুষিক বীরত্বে
রাজপুত সৈন্যদের, হইল অচিরে
মোগল-সৈনিকগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত।

ভীত মেষপাল যথা করে পলায়ণ
ইতস্ততঃ প্রাণভয়ে, ভীষণ শার্দ্দূল
করে যবে আক্রমণ, মোগলও তথা
প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ লাগিল করিতে
পলায়ন ছত্রভঙ্গ। রাজপুতদের
অব্যর্থ বর্ষা ও খড়্গ-আঘাতে মোগল
হইল ভূতলশায়ী অগণিত কত
ছিন্নমূল দ্বিখণ্ডিত কদলীর প্রায়।
স্থানে স্থানে মৃতদেহ রহিল পড়িয়া
স্তূপাকারে। রাজপুত স্তূপীকৃত সেই
মৃতদেহ বিদলিত করিয়া চরণে
লাগিল ভ্রমিতে রণক্ষেত্রে কালান্তক
কৃতান্তের প্রায়। হেরি মোগলসৈন্যের
এ দুর্গতি, দূর হ'তে আসিল ছুটিয়া
মহারাজ মানসিংহ। নয়ন হইতে
ছুটিল অনলকণা। পলায়নোদ্যত
মোগল সৈনিকগণে করি সম্বোধন
কহিল গর্জ্জিয়া রোষে অম্বরাধিপতি—

(১)

ধিক্ হে অম্বর, ধিক্ হে মোগল,

চতুর্দ্দশ সর্গ

কোথা তোমাদের সেই বাহুবল,
করেছিল যাহা একদা ভূতল—
জগতের লোকে বিস্মিত ভীত ?
আজি কি অম্বর, আজি কি মোগল,
এত শক্তিহীন, এতই দুর্ব্বল,
মেবারের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল
করিল যাহাকে জীবন্মৃত ?

(২)

হ'তে পারে যদি বীর এ মেবার,
পারে না কি হ'তে অম্বর তাতার ?
এ সাহস, এই বীরত্ব দুর্ব্বার,
শুধু কি মেবারবাসীর তরে ?
ভীরু কি মোগল ? ভীরু কি অম্বর ?
ভীত মৃত্যুভয়ে ? ডরে কি সমর
তুর্কী ও অম্বর দেশের নর ?
তারাই কি শুধু মরণে ডরে ?

(৩)

ভুলিলে কি আজি, হে মুসলমান,
কোথায় তুরস্ক, কোথা হিন্দুস্থান ?
ত্যজি জন্মভূমি হারাইতে মান

এসেছ কি এই সুদূর দেশে ?
যে ভারতবর্ষ করিলে হেলায়
অধিকার, আজি হারাবে কি তায়
এ মেবারে ? এই রাজপুতনায়
আজি সে ভারত হারাবে শেষে ?

(৪)

পঞ্চশত বর্ষ করিয়া শাসন
এ ভারতবর্ষ, যদ্যপি এখন
হারাও তাহায়, হে মোগলগণ,
কোন্ মুখে দেশে ফিরিবে, হায় ?
কত দেশ, কত রাজ্য ও নগর,
করি জয় কত রণ ঘোরতর,
আজি এ মেবারে হারিলে সমর,
কিরূপে দেখাবে মুখ লজ্জায় ?

(৫)

যেই বীরজাতি সপ্তদশ বার
করিল লুণ্ঠন ভারত-ভাণ্ডার,
করিল ভারতবর্ষ অধিকার
যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ
পাণিপথে, ফতেপুর রণাঙ্গনে

করি পরাজিত রাজপুতগণে,
তাহাদের বংশধর রাজস্থানে,
এ হল্‌দীঘাটে হারিবে রণ ?

(৬)

তোমরাও, হায়, হে অম্বরগণ,
জানি না কিরূপে হইলে এখন
হেন হীনবীর্য্য, অযোগ্য এমন,
আজি এ মেবার সহিত রণে ?
নহ কি তোমরা ক্ষত্রিয় সন্তান ?
নহ রাজপুত ? এই রাজস্থান
তোমাদেরও কি নহে জন্মস্থান ?
কেন এ প্রভেদ মেবার সনে ?

(৭)

তোমাদের ভুজে কোথা ক্ষত্রিয়ের
সেই বল ? দেহে সে শক্তি ? মনের
সে সাহস ? সেই গর্ব্ব বীরত্বের ?
কোথা ক্ষত্রিয়ের সে তেজঃ প্রাণে ?
উভয়ে তোমরা একই মাতার
সন্তান, এক রাজপুতনার
দুই ভিন্ন শাখা অম্বর মেবার,

তবু এ প্রভেদ কেন দুজনে ?

(৮)

শোন, হে অম্বর, শোন, হে মোগল,
জয় কিম্বা মৃত্যু জানিও সম্বল,
সাবধান, যদি ত্যজ রণস্থল,
ভেবেছ কি প্রাণে বাঁচিবে, হায় ?
আছে কি এ হেন ভীরু কোন জন,
রণক্ষেত্র হ'তে করি পলায়ন,
চাহে যে করিতে জীবন ধারণ
হেন নরাধম আছে ধরায় ?

(৯)

হোক জয়, কিম্বা হোক পরাজয়,
এই রণক্ষেত্র জানিবে নিশ্চয়
জীবনের শেষ শয্যা ও আলয়,
হেথা জীবনের শেষ শয়ন !
মোগল, অম্বর, হও সাবধান,
রণক্ষেত্র হ'তে করিলে প্রস্থান
এক জন নাহি পাবে পরিত্রাণ
ক্রুদ্ধ সেলিমের হস্তে কখন !

চতুর্দ্দশ সর্গ

"আল্লাহু আকবর" রবে করিয়া কম্পিত
দিঙ্মণ্ডল, রণক্ষেত্র, দাঁড়াল ফিরিয়া
মোগলের সৈন্যগণ পলায়নোদ্যত।
করিয়াছে যে মোগল ভারত শাসন
পঞ্চশতবর্ষব্যাপী, নহে ভীরু তারা।
করিবে কি সে মোগল মুষ্টিমেয় এই
মেবারসৈন্যের ভয়ে পলায়ন আজি ?
অগণিত যুদ্ধ জয় করিয়া মোগল
ক্ষুদ্র মেবারের হস্তে হবে পরাজিত ?
নিদারুণ দুঃখে, ক্ষোভে, রোষে, অপমানে,
বহিল শিরায় বেগে বিদ্যুৎ তরল,
ছুটিল নয়নে অগ্নি। উন্মত্তের প্রায়
মেবারসৈন্যের প্রতি হইল ধাবিত
ভীষণ প্রচণ্ড বেগে, এ অপমানের
নিতে যেন প্রতিশোধ। তরঙ্গ-আঘাতে
করি বিচূর্ণিত তট ছুটে যথা রোষে
ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সিন্ধু গর্জ্জিয়া ভীষণ !

পঞ্চদশ সর্গ

উদয়পুরের অরণ্য—মোহনাশ।

মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়। হলদীঘাটের
রণক্ষেত্রে মানবের জীবননাট্যের
হইতেছে অভিনীত মহা অঙ্ক এক!
হইতেছে সংখ্যাতীত কত যবনিকা
পতিত জীবননাট্যে কত মানবের!
হইতেছে সেই সঙ্গে রাজপুতনার,
ভারতবর্ষের ভাগ্য-উত্থান-পতন!
জগতের ইতিহাসে স্বাধীনতা তরে
মহান্ অত্মোৎসর্গের অভিনব এক
হতেছে গৌরবময় অধ্যায় লিখিত
অমর অক্ষরে ধীরে। সমবেত আজি
হলদীঘাটের এই বিশাল বিস্তীর্ণ

পঞ্চদশ সর্গ

সমতল ক্ষেত্রে ভাগ্যপরীক্ষার তরে
একদিকে মোগলের অশীতিসহস্র
সৈনিক ও অন্যদিকে দ্বাবিংশসহস্র
রাজপুত। একদিকে ভারতসম্রাট্
প্রবলপ্রতাপান্বিত আকবরশাহ,
অন্যদিকে ক্ষুদ্র এই মেবারের রাণা
দরিদ্র প্রতাপসিংহ। দিল্লী ও অম্বর
একদিকে, অন্যদিকে একাকী মেবার।
একদিকে আকবরশাহের অতৃপ্ত
রাজ্যস্পৃহা সনে মানসিংহের দারুণ
অপমানপ্রতিশোধআকাঙ্ক্ষা ও আর
অন্যদিকে বীরাগ্রণী প্রতাপসিংহের
স্বাধীনতা তরে স্থির প্রতিজ্ঞা অটল।
একদিকে অম্বর ও দিল্লীর প্রভূত
সৈন্যবল অস্ত্রবল, আর অন্যদিকে
মেবারের বাহুবল, শৌর্য্য ও বীরত্ব
জগতে অতুলনীয়। অর্দ্ধদিনব্যাপী
করিয়া ভীষণ রণ নহে কোন পক্ষ
ক্লান্ত কিম্বা অবসন্ন। উভয় পক্ষের
বহু সৈন্য রণক্ষেত্রে করিল শয়ন।

মনে হয়, জয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ এবে
করিবে আশ্রয়, তাহা না পারি করিতে
নির্ণয়, সন্দেহাকুল, কভু মোগলের,
কভু মেবারের, পক্ষ করিছে গ্রহণ।
হইল সমরাঙ্গন পূর্ণ মৃতদেহে,
রণভূমি কর্দ্দমাক্ত হইল শোণিতে।
মুষ্টিমেয় মেবারের সৈন্যের প্রভাবে
হেরিয়া বিধ্বস্তপ্রায় বিশাল বাহিনী
মোগলের, ক্রুদ্ধ মানসিংহের আদেশে
মোগলের পঞ্চশত ভীষণ কামান
এক সঙ্গে শত্রু প্রতি হইল প্রযুক্ত।
এক সঙ্গে পঞ্চশত কামান ভীষণ
উঠিল গর্জ্জিয়া, করি বধির শ্রবণ,
আকাশ ও ধরাতল করিয়া কম্পিত
মুহুর্মুহু, শত্রুপরি করিয়া বর্ষণ
জ্বলন্ত অনলরাশি, গাঢ় ধূম্রপুঞ্জে
রণস্থল দিঙ্মণ্ডল করি সমাচ্ছন্ন।
মেবারের সৈন্যগণ লাগিল হইতে
দগ্ধীভূত সে অনলে, লাগিল হইতে
দলে দলে অগণিত লুণ্ঠিত ধরায়

ছিন্নশির, ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ কেহ।
না পারি সহিতে এই অনলবর্ষণ
ভীষণ, মেবারসৈন্য হইল অচিরে
ছত্রভঙ্গ, ভয়াকুল, পলায়নোদ্যত।
হইল চিন্তিত চিত্ত প্রতাপসিংহের
সৈন্যদের নিরুপায় এ অবস্থা হেরি।
থাকিত কামান যদি পঞ্চাশটি শুধু
মেবারের, মোগলের পঞ্চশত এই
কামানে প্রতাপসিংহ করিত না ভয়।
করি অবরুদ্ধ পথ পলায়নোদ্যত
সৈন্যের, প্রতাপসিংহ কহিল উচ্ছ্বাসে—

(১)

জন্মভূমি এ মেবারে করিয়া অর্পণ
　　শত্রুকরে, সৈন্যগণ,
　　কোথা যাও এইক্ষণ
করি পরিত্যাগ এই সমর-অঙ্গন ?

(২)

কোথা যাও প্রিয়তম পত্নী পুত্র আর
　　জননী ও দুহিতায়
　　রাখি আজি অসহায়
শত্রুকরে, রণক্ষেত্র করি পরিহার ?

(৩)

ভেবেছ কি কভু, যদি আজি এ মেবার
অর্পি মোগলের করে
যাও চলি অকাতরে
ত্যজি রণ, এ জীবনে পারিবে আবার

(৪)

করিতে উদ্ধার তাহা ? ভেবেছ কি, হায়,
পর যদি একবার
চরণে শৃঙ্খলভার,
পারিবে করিতে তাহা ছিন্ন পুনরায় ?

(৫)

ছিল যে চিতোর এই মেবাররাণীর
মস্তকে মুকুট প্রায়,
আজি অষ্ট বর্ষ, হায়,
হইতেছে গত, তবু শত্রু-সেনানীর

(৬)

হস্ত হ'তে পারিলে কি করিতে উদ্ধার
সে চিতোর অদ্যাবধি ?
করি যুদ্ধ নিরবধি
পারিলে করিতে তাহা পুনঃ অধিকার ?

(৭)

চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সম্মুখে গ্রহণ
করিয়াছ যেই পণ,
ভুলিলে কি, সৈন্যগণ,
চিতোর-উদ্ধার তরে সে পণ এখন ?

(৮)

ভুলিলে কি মেবারের স্বাধীনতা তরে
করিয়াছ যেই পণ
গ্রহণ, হে সৈন্যগণ,
দেবতা করিয়া সাক্ষী দেবীর মন্দিরে ?

(৯)

মেবারের স্বাধীনতা রক্ষিবার তরে
হয় যদি প্রয়োজন
করিয়াছ এই পণ—
করিবে প্রদান এই জীবন সমরে।

(১০)

ভুলিলে কি সেই পণ, প্রতিজ্ঞা এখন ?
হোক জয়, পরাজয়,
কিম্বা মৃত্যু, কিবা ভয় ?
রাজপুত বীরগণ ডরে কি শমন ?

(১১)

ভুলিলে কি, সৈন্যগণ, বিদায়ের কালে
কি বলিয়া মেবারের
বীরনারী তোমাদের
করিল বিদায় দান মৃত্যুর কবলে ?

(১২)

কোন্ মুখে পুনঃ তবে যাইবে ফিরিয়া
তাদের নিকটে আজি
এই রণক্ষেত্র ত্যজি,
মোগলের এ দাসত্ব মস্তকে বহিয়া ?

(১৩)

সহি শত দুঃখ ক্লেশ, ত্যজি লোকালয়,
দুর্গম পর্ব্বতে বনে
হিংস্র বন্য পশু সনে
করি বাস, কাটাইলে এ দীর্ঘ সময়

(১৪)

যার তরে, আজি সেই স্বাধীনতা, হায়,
করিবে কি বিসর্জ্জন
শত্রুপদে, সৈন্যগণ,
বীরত্বের বিনিময়ে বরি ভীরুতায় ?

(১৫)

যেই মেবারের নাম বিদিত ধরায়,
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, গরিমায়,
খ্যাত রাজপুতনায়,
হারাবে কি আজি সেই গৌরব হেলায় ?

(১৬)

আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী হিন্দুস্থানে
'বীরপ্রসূ' নামে যার
পরিচয়, সে মেবার
করিবে কি কলঙ্কিত পরাজয়ে রণে ?

(১৭)

হইবে কি বাপ্পারাও বংশধরগণ
মোগলের পদানত ?
হইবে কি এ ভারত
তুর্কীর চরণতলে লুণ্ঠিত এখন ?

(১৮)

চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভূত আর্য্যনৃপগণ
করে যে ভারতবর্ষে
একদা শাসন হর্ষে,
আজি তাহাদের স্থানে করিবে শাসন

(১৯)

বিদেশী বিধর্ম্মিগণ ? কেশরীর স্থানে
করিবে শৃগালগণ
আজি হর্ষে বিচরণ ?
দলি পদে তাহাদের বংশধরগণে ?

(২০)

নও কি তোমরা, সৈন্য, বীরের সন্তান ?
বীর যাহাদের পিতা,
বীরাঙ্গনা যার মাতা,
ভীত কি মৃত্যুর ভয়ে তাহাদের প্রাণ ?

(২১)

জন্মে কি সিংহীর গর্ভে কখন শৃগাল ?
হয় সিংহশিশু রণে
ভীত গজেন্দ্রের সনে ?
সিংহের ঔরসে জন্মে ভীরু মেষপাল ?

(২২)

স্বদেশের স্বাধীনতা করি বিসর্জ্জন
কর যদি, সৈন্যগণ,
আজি রণে পলায়ন,
কি ভাবিবে তোমাদের বংশধরগণ ?

(২৩)

বিদেশীর পদতলে হইবে যখন
নিষ্পেষিত সর্ব্বক্ষণ,
সেই বংশধরগণ
তোমাদিগে অভিশাপ দিবে না তখন ?

(২৪)

আর, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ, যাঁহারা
করি নিজেদের প্রাণ
হর্ষে রণক্ষেত্রে দান
দিয়ে যান স্বাধীনতা তোমাদিগে, তাঁরা

(২৫)

পরাধীন তোমাদিগে হেরিয়া এখন
করিবে না ঘৃণাভরে
তোমাদের এই শিরে
স্বর্গ হ'তে তীব্র অভিসম্পাত বর্ষণ ?

(২৬)

হউক মোগলগণ যতই প্রবল,
নহে ভীরু রাজপুত,
কাপুরুষ আর্য্যসুত,
ভীত মৃত্যুভয়ে, কিম্বা সমরে দুর্ব্বল।

(২৭)

দেখাও, হে সৈন্যগণ, বিশ্ববাসী জনে—
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল
মোগলের অস্ত্রবল
করে তৃণবৎ জ্ঞান সমর-অঙ্গনে।

(২৮)

দেখাও বিশ্বের লোকে—কিরূপে সমরে
করে ক্রীড়া মৃত্যু সনে
ক্ষত্রিয় প্রফুল্ল মনে
স্বদেশের স্বজাতির স্বাধীনতা তরে।

(২৯)

কিরূপে ক্ষত্রিয়গণ সমর-অঙ্গনে
করে প্রাণ বিসর্জ্জন
হয় যদি প্রয়োজন
রক্ষিতে দেশের মান অম্লান বদনে।

(৩০)

পরাধীন এ ভারতে উঠুক জাগিয়া
আবার ক্ষত্রিয়গণ
মোহনিদ্রা-অচেতন,
নির্ব্বাপিত ক্ষত্রতেজঃ উঠুক জ্বলিয়া!

(৩১)

দেখুক বিশ্বের লোক—রহিবে জীবিত
ভারতে ক্ষত্রিয়গণ
এক জন যতক্ষণ,
নাহি হবে এ ভারত শত্রুপদানত।

(৩২)

হও তবে, সৈন্যগণ, অগ্রসর রণে,
কর ত্যাগ এ জড়তা,
জীবনের এ মমতা,
জয় কিম্বা মৃত্যুপণে ধাও শত্রুপানে।

———

কহিয়া প্রতাপসিংহ পার্শ্ববর্ত্তী এক
সৈনিকের হস্ত হ'তে করিয়া গ্রহণ
অকস্মাৎ মেবারের লোহিত পতাকা,
করি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত উন্মুক্ত কৃপাণ
এক করে, অন্য করে মেবার কেতন,
হইলেন অগ্রসর সম্মুখের দিকে
মোগলের সৈন্যরেখা করিয়া বিদীর্ণ।
মেবারের বীরগণ ছুটিল পশ্চাৎ
'জয় মেবারের জয়, জয় প্রতাপের'

উচ্চরবে দিঙ্মণ্ডল করিয়া কম্পিত।
মোগলও নহে ভীরু। কি শৌর্য্যে, বীরত্বে,
মোগল ও রাজপুত নহে ন্যূন কেহ।
আবার বাধিল রণ দ্বিগুণ ভীষণ।
মানসিংহে করি লক্ষ্য উন্মত্তের প্রায়
ছুটিল প্রতাপসিংহ। কিন্তু, অর্দ্ধপথে
দলে দলে শত্রুসৈন্য চতুর্দ্দিক হ'তে
আসিয়া প্রতাপসিংহে করিল বেষ্টন।
প্রতাপ ও প্রতাপের অনুসঙ্গী বীর
রাজপুত যোদ্ধাগণ লাগিল যুঝিতে
সাক্ষাৎ শমন প্রায়। দলপতিগণ—
দক্ষিণে গোবিন্দসিংহ, বামে ঝালাপতি,
রামসিংহ, জয়সিংহ, আর রোহীদাস,
কেহ পুরোভাগে, কেহ পশ্চাৎ থাকিয়া—
উন্মত্ত প্রতাপসিংহে করিয়া বেষ্টন,
লাগিল করিতে সবে অপূর্ব্ব সমর।
দলে দলে শত্রুসৈন্য করিল শয়ন
রণক্ষেত্রে, কিন্তু, নাহি হ'তে এক দল
নিপতিত, অন্য দল করিল তাহার
স্থান পূর্ণ। প্রতাপের সৈন্যদল ক্রমে

লাগিল পাইতে হ্রাস। তবু মানসিংহে
না হেরি, প্রতাপসিংহ হইলেন ক্ষিপ্ত।
সহসা অদূরে হেরি মহব্বৎ খাঁয়,
ধায় যথা মৃগপানে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল,
ছুটিল প্রতাপসিংহ করিয়া গর্জ্জন।
অকস্মাৎ মৃত এক সৈনিকের দেহে
হইল স্খলিতপদ অশ্ব প্রতাপের।
সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপও হইতে পতিত,
প্রতাপের শিরোপরি উঠিল চমকি
নিমেষে শাণিত অসি মহব্বৎখাঁর।
কিন্তু, প্রতাপের শিরে না হ'তে পতিত
সেই অসি, ঝালাপতি মান্না এক লম্ফে
পশ্চাৎ হইতে বেগে হয়ে অগ্রসর,
চক্ষের পলক নাহি হইতে পতিত,
দাঁড়াইল পুরোভাগে প্রতাপসিংহের।
মহব্বৎখাঁর অসি হইল পতিত
মান্নার বিশাল স্কন্ধে। হেরিয়া মান্নায়
ভূপতিত রুধিরাক্ত কহিলেন রাণা—
"ঝালাপতি মান্না, বন্ধু, নিজ প্রাণদানে
করিয়াছ রক্ষা আজি জীবন আমার।

জীবনে প্রতাপসিংহ ভুলিবে না ইহা।"
"মহারাণা, প্রিয় বন্ধু,"
কহিলেন মান্না
ক্ষীণ স্বরে—
"ঝালাকুল ভুলে নাই, প্রভু,
স্বামীধর্ম্ম অদ্যাবধি। নাহি জানে তারা
রাণার কারণে প্রাণদানের অপেক্ষা
মহান্ গৌরব অন্য। কিন্তু, দুঃখ এই—
দিয়াও এ প্রাণ, তবু নারিনু করিতে
রাণায় বিপদমুক্ত। বুঝিতেছি এবে,
বৃথা এ প্রয়াস, রাণা। কতক্ষণ আর
ক্ষীণ তৃণগুচ্ছ এই হইবে সমর্থ
করিতে এ বারিধির উত্তাল তরঙ্গ
অবরুদ্ধ? যতদিন ভারতের লোক
হবে না একতাবদ্ধ, ততদিন, হায়,
অসম্ভব ভারতের পক্ষে বিদেশীর
গতিরোধ। যাও, রাণা, যাও ফিরে আজ,
আসিবে সে দিন যবে, আসিও আবার,
তখন হইবে পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তোমার।"
ধীরে ধীরে ঝালাপতি মুদিলা নয়ন।

একটি নিশ্বাস ধীরে করি পরিত্যাগ
কহিলেন রাণা—
"বন্ধু, জান যদি তুমি
দিতে প্রাণ, নাহি জানে প্রতাপ কি, হায়?"
ছুটিল প্রতাপসিংহ পুনরায় বেগে।
একে একে তিন বার করি শত্রুরেখা
বিদীর্ণ, প্রতাপসিংহ করিল প্রবেশ
শত্রুমধ্যে রণোন্মত্ত! রাজপুতগণ
একে একে তিন বার করিলা প্রতাপে
আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার।
শত শত রাজপুত করিলা এ কার্য্যে
জীবন প্রদান হর্ষে। স্বয়ং প্রতাপ
সপ্ত স্থানে শরীরের করিলা ধারণ
শত্রুর আঘাতচিহ্ন। বহিল শোণিত
ক্ষতমুখে। কিন্তু, তবু হইল না রণে
বিরত প্রতাপসিংহ মুহূর্ত্তের তরে।
কিন্তু, অবিরাম এই শোণিত মোক্ষণে
প্রতাপসিংহের দেহ লাগিল হইতে
অবসন্ন ক্রমে ক্রমে। বহিল সহসা
মুষলধারায় বৃষ্টি। করি দিঙ্মণ্ডল

মুখরিত বিকম্পিত, লাগিল গর্জ্জিতে
অশনি ভীষণ রবে। হলদীঘাটের
রণক্ষেত্রে যে ভীষণ সমর-অনল
হইয়াছে প্রজ্জলিত, হলদীঘাটের
করিয়া প্লাবিত ভূমি যেই রক্তস্রোতঃ
হইতেছে প্রবাহিত, সেই যুদ্ধানল,
সেই রক্তস্রোত, যেন করিতে প্রকৃতি
বিধৌত ও নির্ব্বাপিত, করিছে বর্ষণ
বারিধারা। অশ্রুধারা মেবাররাণীর
বহিছে নয়নে যেন প্রাণাধিক প্রিয়
সন্তানের মৃত্যুশোকে—দ্বাবিংশ সহস্র
সন্তানের পঞ্চদশ সহস্র সন্তান
নিদ্রিত সমরক্ষেত্রে! দুর্ব্বলের প্রতি
প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়নে ক্রুদ্ধ
বিধাতার নেত্র যেন উঠিছে জ্বলিয়া
থাকিয়া থাকিয়া তীব্র ক্ষণপ্রভা রূপে!
উঠিছে গর্জ্জিয়া রোষে মুহুর্মুহু যেন
বিধাতা অশনিরবে! ঘনঘটাচ্ছন্ন
নভঃ, বসুন্ধরা লুপ্ত নিবিড় তিমিরে।
থামিল সমর, ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ

পঞ্চদশ সর্গ

ছুটিল আশ্রয় আশে চতুর্দ্দিকে বেগে
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ করি পরিহার।
প্রতাপসিংহের প্রিয় প্রভুভক্ত অশ্ব
চৈতক, বুঝিয়া যেন বিপদ প্রভুর,
অকস্মাৎ রণক্ষেত্র করি পরিত্যাগ,
ছুটিল অরণ্যপথে পর্ব্বতসঙ্কুল
বিদ্যুদ্বেগে। যথাসাধ্য করিলেন চেষ্টা
প্রতাপ ফিরাতে অশ্বে। কিন্তু, চেষ্টা তাঁর
হইল বিফল, অশ্ব উন্মত্তের প্রায়
ছুটিল নক্ষত্রবেগে। সহসা পশ্চাতে
শুনি অশ্বপদধ্বনি চাহিতে ফিরিয়া
দেখিলা প্রতাপসিংহ—দূরে মোগলের
খোরসানী মূলতানী সৈনিক দুজন
করিতেছে দ্রুত অনুসরণ তাঁহার।
হেরি শত্রুসৈন্য পুনঃ চাহিলা প্রতাপ
ফিরাইতে অশ্বে তাঁর, কিন্তু, পুনরায়
হইল বিফল চেষ্টা। হইল ধাবিত
পূর্ব্ববৎ বেগে অশ্ব। সহসা সম্মুখে
হেরি গিরিতরঙ্গিনী, এক লম্ফে তাহা
হইল চৈতক পার, কিন্তু, শৈলখণ্ডে

হইল আহত অশ্ব। একে রণশ্রান্ত,
তদুপরি শৈলাহত। করিয়া গমন
ক্ষণদূরে, অকস্মাৎ হইল পতিত
ভূতলে চৈতক, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু
হইল নির্গত তার। প্রিয়তম অশ্বে
হেরি প্রাণহীন, দুঃখে হইল প্রতাপ
ম্রিয়মাণ। কহিলেন—
"তুমিও, চৈতক,
রক্ষিতে জীবন মম, করিলে প্রদান
তোমার জীবন আজি।"
রাখি অতঃপর
ক্লান্ত শির চৈতকের দেহের উপর,
এক করে কণ্ঠ তার করিয়া বেষ্টন,
রহিল প্রতাপসিংহ মৃতপ্রায় পড়ি!
সহসা হইল শ্রুত উচ্চ কণ্ঠস্বর—
"ওহে নীল অশ্বারোহী, দাঁড়াও বারেক।"
হেরিল প্রতাপসিংহ মোগলসৈনিক
খোরসানী মূলতানী পরিবর্ত্তে এবে
আসিতেছে শক্তসিংহ মুক্তঅসিকরে
দ্রুত তাঁর অভিমুখে। ত্যজি এক লম্ফে

ধরণী, প্রতাপসিংহ ক্রুদ্ধ সিংহ প্রায়
দাঁড়াইলা উচ্চশিরে। শক্তসিংহ পানে
চাহি রোষকষায়িত নয়নে প্রতাপ
কহিলা গম্ভীর স্বরে—
"সংগ্রামসিংহের
বংশে করি জন্মলাভ, করে না যে জন
লজ্জা বোধ মোগলের হ'তে পদানত ;
রাজপুতকুলে জন্ম করিয়া গ্রহণ,
যে জন শত্রুর করে জন্মভূমি তার
করিতে অর্পণ নাহি করে দ্বিধা বোধ ;
তার পক্ষে নহে ইহা অদ্ভুত কখন
ভ্রাতার শোণিতে ধরা করিতে রঞ্জিত।
রণক্ষেত্রে করি বহু অন্বেষণ যার
মিলেনি দর্শন, এবে বিজন অরণ্যে
দর্শনে তাহার ভাগ্য মানিতেছি মনে।
একদিন মেবারের বিজন কাননে
করেছিলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান যাহাকে,
আজি সে প্রস্তুত রণে। ছিল সেই দিন
অসমাপ্ত যাহা, আজি হউক সমাপ্ত
এইক্ষণ। এ জগতে নাহি স্থান আর

প্রতাপ ও শক্তসিংহ দুজনের আজ।
থাকুক প্রতাপসিংহ জীবিত জগতে
করি বধ শক্তসিংহে, অথবা প্রতাপে
করি বধ,শক্তসিংহ থাকুক জীবিত।”
কোষবদ্ধ অসি মুক্ত করিলা নিমেষে
প্রতাপ। তাহাতে, কিন্তু, না হইয়া ভীত,
শক্তসিংহ ধীরে ধীরে হয়ে অগ্রসর,
করিয়া নিক্ষেপ দূরে হস্তস্থিত অসি,
বসিলা ভূতলে পাতি জানু শক্তসিংহ
প্রতাপের পুরোভাগে। লৌহবিনির্ম্মিত
অঙ্গত্রাণ ধীরে ধীরে করি উন্মোচন,
করি প্রসারিত মুক্ত বক্ষ সুবিশাল,
করুণ নয়নে চাহি প্রতাপের পানে
কহিলেন শক্তসিংহ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে—
“দেশদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, আমি
শক্তসিংহ আসিয়াছি তোমার নিকট
লইতে তোমার দণ্ড শিরে পাতি আজি।
নাহি চাহি ক্ষমা তব—অযোগ্য তাহার
শক্তসিংহ—চাহি আমি শাস্তি তব আজি।
মাগিতেছি আজি আমি এ করুণা তব—

এই বুকে হানি তব তীক্ষ্ণ অসি ওই
দাও বিদ্রোহের শাস্তি ভ্রাতায় তোমার।
জননীসদৃশা এই জন্মভূমি মম
করিয়া শত্রুর করে অর্পণ, যে পাপ
করেছি অর্জ্জন আমি, সেই পাপ হ'তে
দাও মুক্তি। একদিন চাহিয়াছি আমি
এই করে প্রাণ তব করিতে হরণ,
চাহি আজি, তব করে করিতে প্রদান
এই প্রাণ। নাহি জান, শক্তসিংহ আজি
কি ভীষণ আত্মগ্লানি-অনুতাপানলে
হইতেছে দগ্ধীভূত। না হইত যদি
আত্মহত্যা মহাপাপ, শক্তসিংহ আজি
করিত স্বহস্তে তার ধ্বংস এ জীবন।"
    করি কোষবদ্ধ অসি, ধরি দুই করে
ভ্রাতার দুইটি কর, কহিলা প্রতাপ
ব্যগ্র কণ্ঠে ত্বরান্বিত সন্দেহ-আকুল—
"শক্তসিংহ! শক্তসিংহ! না, না, নও তুমি
শক্তসিংহ কদাচন। কহ, কহ ত্বরা,
কে তুমি? স্বর্গীয় রাণা উদয়সিংহের
পুত্র, প্রতাপের ভ্রাতা, তুমিই কি সেই

শক্তসিংহ ? কিম্বা অন্য কেহ বহুরূপী
ধরি শক্তসিংহরূপ করিছ আমায়
এ ছলনা। কহ, কহ, নহে মিথ্যা ইহা,
নহে স্বপ্ন, কর ত্বরা সন্দেহ ভঞ্জন।"
তভোধিক ক্ষুণ্ণ স্বরে করিল উত্তর
শক্তসিংহ—
"মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণা
উদয়সিংহের পুত্র, আর বর্ত্তমান
রাণা তব ভ্রাতা, সেই হতভাগ্য আমি
শক্তসিংহ। পিতা যাকে করেন শৈশবে
নির্ব্বাসিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, হে রাণা,
আমিই সে শক্তসিংহ। পিতৃদত্ত সেই
নির্ব্বাসন দণ্ড হ'তে করি মুক্তি দান,
ভ্রাতৃস্নেহে বক্ষে স্থান দিলেও যে জন
সেই স্নেহময় বক্ষে হয় সমুদ্যত
করিতে ছুরিকাঘাত, কৃতঘ্ন পামর
আমিই সে শক্তসিংহ। যেই জন, হায়,
করি পথ প্রদর্শন, গৃহের সন্ধান,
আনিয়াছে শত্রুগণে গৃহমধ্যে ডাকি
করিতে শত্রুর করে স্বদেশে অর্পণ,

স্বদেশের, স্বজাতির, সর্ব্বনাশহেতু
আমিই সে শক্তসিংহ। না, না, নহি আমি
সেই শক্তসিংহ আর। সেই শক্তসিংহ
মৃত আজি! তার স্থানে অন্য এক নব
শক্তসিংহ করিয়াছে জন্মলাভ আজি!
মহারাণা, এতদিন যেই নেত্র মম
ছিল অন্ধ, যে হৃদয় ছিল মোহাচ্ছন্ন
অলীক বীরত্বগর্ব্বে, আজি রণক্ষেত্রে
হইয়াছে উন্মীলিত সেই নেত্র মম,
হইয়াছে সে হৃদয় মোহমুক্ত আজি।
ছিল একদিন মনে এ ধারণা মম—
নহে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সদা। কনিষ্ঠও পারে
হইতে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ। আজি, কিন্তু, রণে
হইয়াছে বিদূরিত সেই ভ্রান্তি মম।
বুঝিতেছি আজি আমি—তোমায় আমায়
কি প্রভেদ! কি মহৎ তুমি, আর আমি
কি হীন! কি শ্রেষ্ঠ তুমি, কি নিকৃষ্ট আমি!
তুমিই প্রকৃত বীর, কাপুরুষ আমি!
স্বর্গের দেবতা তুমি, আমি নরকের
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! থাক্ দূরে, হায়,

হব ভ্রাতা তব আমি, পদধূলি তব
নহি যোগ্য হইবার।"
কহি শক্তসিংহ
প্রতাপসিংহের পদে পড়িল লুটিয়া
অশ্রুনীরে পদদ্বয় করি অভিষিক্ত।
পদবিলুণ্ঠিত শক্তসিংহে দুই হাতে
করি উত্তোলন, বক্ষে চাপি আপনার
কহিল প্রতাপসিংহ হর্ষে আত্মহারা—
"শক্ত, শক্ত, প্রাণাধিক সোদর আমার,
কি সৌভাগ্য আজি মম! কে বলে প্রতাপ
পরাজিত রণে আজি? দেখ, মানসিংহ,
দেখ, আকবরশাহ, কে জয়ী সমরে?
বিজয়ী প্রতাপসিংহ রণে অদ্যকার।
শক্ত, শক্ত, আজি মম আনন্দের দিন,
নহে বিষাদের, ভাই। তুমি, আমি, যদি
হই আজি সম্মিলিত, কার সাধ্য করে
পরাধীন এ মেবারে? ভাই, একদিন
চেয়েছিলে মেবারের সিংহাসন তুমি,
কিন্তু, অদৃষ্টের দোষে সেই সিংহাসন
শত্রুকরতলগত। কি দুঃখ তাহাতে?

প্রতাপের এই বক্ষ সিংহাসন তব
আজি হ'তে।"
"দাদা, দাদা,"
কহিলা উচ্ছ্বাসে
শক্তসিংহ—
"এত উচ্চ, এতই মহৎ,
তুমি, দাদা! এ যে মম স্বপ্নের অতীত,
কল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু, দাদা, আমি
নহি যোগ্য এ স্নেহের, এ প্রেমের তব।
শত অপরাধে অপরাধী তব পদে
আমি, অপরাধ মম ক্ষমার অযোগ্য!
কিন্তু, নিজগুণে যদি কর ক্ষমা তুমি—
দাও, তবে, দাদা, তব চরণে আশ্রয়
লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, ভ্রাতায় তোমার।
কর এই আশীর্ব্বাদ—অবশিষ্ট কাল
পারি যেন কাটাইতে তোমার ছায়ায়,
তোমার আদর্শ প্রাণে করিয়া ধারণ,
করিয়া চরিত্র অনুসরণ তোমার।"
হইল মিলিত পুনঃ বহুদিন পরে
প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয়। ছিল যে হৃদয়

মহারাণা প্রতাপ

একদিন ভ্রাতৃদ্বেষে কুটিল বিষাক্ত,
আজি সে হৃদয় পূর্ণ অপূর্ব্ব মধুর
ভ্রাতৃস্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে, ভ্রাতার কল্যাণে।
কণ্ঠে কণ্ঠে বিজড়িত, বদ্ধ করে করে,
ভ্রাতৃদ্বয় ধীরে ধীরে করিল প্রস্থান
দুর্গম অরণ্যপথে। পশ্চিম গগনে
ধীরে ধীরে অস্তমিত হইল তপন।
ডুবিল মেবাররবি হল্‌দীঘাটায়,
মেবার আকাশ, বন, শৈল, জনপদ,
করিয়া আবৃত ধীরে সন্ধ্যার আঁধারে!
দ্বাবিংশ সহস্র বীর মেবার সৈন্যের
মধ্যে আজি পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক,
অশীতি সহস্র শত্রুসৈন্যের সহিত
করিয়া ভীষণ রণ করিল শয়ন
আনন্দে সমরক্ষেত্রে! এ বীরত্ব গাথা
রাজপুতনার প্রতি শৈলে, গিরিবর্ত্মে,
রহিবে অনন্ত কাল ক্ষোদিত পাষাণে!

ষোড়শ সর্গ।

দিল্লীর দরবারভবন—বিচার।

সভাসদপরিবৃত আকবরশাহ
বসি দরবারকক্ষে। দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বন্দী শক্তসিংহ, পার্শ্বে কুমার সেলিম।

আকবরশাহ— কুমার, কি অভিযোগ তব?

সেলিম— দিল্লীশ্বর,
বিশ্বাসঘাতক এই বন্দী শক্তসিংহ।
হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে যবে
পরাজিত, হতসৈন্য, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল,
আহত প্রতাপসিংহ—শত্রু মোগলের—
প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পার্ব্বত্য প্রদেশে
একাকী করিতেছিল পলায়ন বেগে,
জীবিত কি মৃত ধৃত করিতে তাহাকে

খোরসানী মূলতানী সৈন্য দুই জন
আমার আদেশে করে পশ্চাৎ ধাবন।
কিন্তু এই শক্তসিংহ করে গুপ্তভাবে
অন্য এক পথে অনুসরণ তাদের
বিনানুমতিতে মম। অতঃপর সেই
খোরসানী মূলতানী সৈন্য দুই জনে
করি বধ অতর্কিতে, করে পলায়নে
বিদ্রোহী প্রতাপসিংহে সুযোগ প্রদান।
দিল্লীশ্বর, না করিত শক্তসিংহ যদি
বিরুদ্ধাচারণ এই, নিঃসন্দেহ তবে
হেরিতেন, দিল্লীশ্বর, শক্তসিংহস্থানে
প্রতাপসিংহকে আজি সম্মুখে তাঁহার।
অথবা দিল্লীর শত্রু বিদ্রোহী প্রতাপ
রহিত না অদ্যাবধি জীবিত জগতে।

আকবরশাহ— সত্য, বন্দী, অভিযোগ এই?

শক্তসিংহ— দিল্লীশ্বর,
নহে সত্য, নহে মিথ্যা, সত্যমিথ্যাপূর্ণ
যুবরাজ সেলিমের এই অভিযোগ।

আকবরশাহ— কি সত্য? কি মিথ্যা?

শক্তসিংহ— সত্য—আমারই হস্তে

খোরসানী, মূলতানী, সৈন্য দুই জন
হত, কিন্তু, অবশিষ্ট মিথ্যা সমুদয়।
নহে পরাজিত রণে প্রতাপ কখন।
সত্য বটে, প্রতাপের দ্বাবিংশ সহস্র
সৈন্য মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক
করিয়াছে রণক্ষেত্রে অকালে শয়ন,
করেনি কি সেইরূপ মোগল পক্ষেও
অশীতি সহস্র সুরক্ষিত সৈন্য মধ্যে
সমরে শয়ন ত্রিংশ সহস্র সৈনিক ?
তবু মোগলের ছিল কামান ভীষণ
পঞ্চশত, প্রতাপের ছিল না একটি।
শরীরের সপ্ত স্থানে যদিও আহত,
যদিও দুর্ব্বল ক্লান্ত শোণিতমোক্ষণে,
তথাপি প্রতাপসিংহ পলায়ন কভু
করে নাই ; রাজপুত জানে না জীবনে
পলায়ন কহে কাকে। সপ্ত স্থান হ'তে
শরীরের রক্তস্রোতঃ বহিয়া যখন
করিল প্রতাপসিংহে সংজ্ঞাহীন ক্রমে,
সে সময় প্রভুভক্ত অশ্বই তাহার
প্রভুর বিপদ যেন বুঝিতে পারিয়া

করে রণক্ষেত্র ত্যাগ, করিয়া বহন
পৃষ্ঠে সংজ্ঞাহীন দেহ প্রতাপসিংহের।
যে বীরত্ব রণক্ষেত্রে হল্‌দীঘাটের
করিয়াছে প্রদর্শন মেবারকেশরী
প্রতাপ, অগ্রজ মম, যত্মপি সম্রাট
স্বচক্ষে দর্শন তাহা করিতেন কভু,
হইতেন সম্রাটও মুগ্ধ ও বিস্মিত।
আমি, তাঁর ভ্রাতা, যদি হই সে বীরত্বে
বিমোহিত, কি আশ্চর্য্য, সম্রাট, তাহায়?
পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী ছিল যে নয়ন
অন্ধ মম, যে হৃদয় ছিল মোহাচ্ছন্ন,
হয় রণক্ষেত্রে সেই নেত্র উন্মীলিত,
সে হৃদয় মোহমুক্ত। হয় দূরীভূত
ভ্রান্তি মম, অনুতাপে হয় এ হৃদয়
জর্জ্জরিত। তাই যবে হেরি অকস্মাৎ
মৃতপ্রায় প্রতাপের দেহ অনুসরি
ছুটিয়াছে সৈন্যদ্বয়, ছুটিনু তখন
আমিও, রক্ষিতে হস্ত হইতে তাদের
ভ্রাতার জীবন। কিন্তু, নহে গুপ্তভাবে,
নহে অতর্কিতে কিম্বা, সম্মুখ সমরে

একাকী সৈনিকদ্বয়ে করিয়াছি বধ
করিতে বিপদমুক্ত ভ্রাতায় আমার।
দিল্লীশ্বর, প্রাণান্তেও কখন ক্ষত্রিয়
করে না। অন্যায় যুদ্ধ, তস্করের প্রায়
থাকি লুক্কায়িত গুপ্ত অন্তরাল হ'তে।
অথবা দুর্ব্বল ক্লান্ত সমরবিমুখ
শত্রুপরি নাহি করে অস্ত্রক্ষেপ কভু।
বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ? অক্ষম ইহার
অর্থবোধে শক্তসিংহ। যদিও মেবার
মোগলের অধিকৃত, অদ্যাবধি, কিন্তু,
করেনি প্রতাপসিংহ প্রভুত্ব স্বীকার
মোগলের, সেই হেতু এই রণ আজি।
মোগলের অনুগত মানসিংহ যদি
করে আজি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ,
বিদ্রোহী হবেন তিনি, কিন্তু, নহে কভু
স্বাধীন প্রতাপসিংহ।

আকবরশাহ— মানিলাম সত্য
কথা তব। কিন্তু, বন্দী, করি যোগদান
মোগলের পক্ষে, বল, কোন্ ধর্ম্ম মতে
বিরুদ্ধাচরণ এই করিলে তাহার?

শক্তসিংহ— যদিও প্রকৃতপক্ষে নহে মোগলের
শত্রুতা অধর্ম্ম কিছু, বরং অধর্ম্ম
মিত্রতাই মোগলের, তথাপি যখন
করিয়াছি মোগলের পক্ষে যোগদান,
অনুচিত মোগলের বিরুদ্ধাচরণ
নিশ্চয় আমার পক্ষে, জানি আমি ইহা।
নাহি করি অস্বীকার অপরাধ মম
দিল্লীশ্বর। জানি আমি বিশ্বাসঘাতক।
সমুচিত দণ্ড তার করুন প্রদান,
লইব এ শিরে পাতি। কিন্তু, দিল্লীশ্বর,
নহে শক্তসিংহ আজি বিশ্বাসঘাতক।
যেই দিন শক্তসিংহ মোগলের পক্ষে
করিয়াছে যোগদান, সেই দিন হ'তে
বিশ্বাসঘাতক আমি। সম্রাটও তাহা
জানিতেন সবিশেষ। জানিয়া শুনিয়া
বিশ্বাসঘাতক রূপে করেন আমায়
আশ্রয় প্রদান হর্ষে। কিন্তু, সেই দিন
স্বদেশের, স্বধর্ম্মের, ভ্রাতার, বিরুদ্ধে
করি মোগলের পক্ষে যোগদান হই
বিশ্বাসঘাতক আমি। অদ্য অন্যরূপে

বিশ্বাসঘাতক আমি। তখন ভ্রাতার
প্রাণবধ হেতু হই বিশ্বাসঘাতক,
এখন ভ্রাতার প্রাণরক্ষার কারণ
হইয়াছি পুনরায় বিশ্বাসঘাতক।

আকবরশাহ— কিন্তু, বন্দী, জান তুমি, বিশ্বাসঘাতক
যে হয়, কি শাস্তি তার?

শক্তসিংহ— মোগলসম্রাট,
ক্ষত্রিয় মৃত্যুকে কভু নাহি করে ভয়।
নতুবা করিলে ইচ্ছা, অনায়াসে আমি
পারিতাম মোগলের করি পক্ষ ত্যাগ
করিতে ভ্রাতার সনে অন্যত্র প্রস্থান।
অথবা করিলে ইচ্ছা, পারিতাম আমি
করিতে গোপন সব। যেহেতু এ সব
আমি, ভ্রাতা মম, আর সৈন্যদ্বয় ভিন্ন,
না জানিত অন্য কেহ। কিন্তু, রাজপুত
করে ঘৃণা চিরদিন মিথ্যাকে অতীব।
সে হেতু স্বেচ্ছায় পুনঃ মোগলশিবিরে
হইয়াছি প্রত্যাগত, আর নিজ মুখে
করিয়া সকলি ব্যক্ত, মোগলের হস্তে
করিয়াছি স্ব-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ।

আকবরশাহ— যদ্যপি মোগল করে অপরাধ এই
ক্ষমা, তবে, বন্দী, তব কিবা অভিপ্রায় ?
শক্তসিংহ— দিল্লীশ্বর, এ জীবনে ঘটে যদি কভু
সে সুযোগ, ইচ্ছা তবে, যেই মহাপাপ
পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী করেছি অর্জ্জন,
করিব এখন হ'তে প্রায়শ্চিত্ত তার।
যে দেশের, যে ধর্ম্মের, যে ভ্রাতার মম,
করিয়া অনিষ্ট চিন্তা গত এত দিন,
আজি সে দেশের, সেই ধর্ম্ম ও ভ্রাতার,
কল্যাণ সাধন করি করিব স্খালন
দারুণ কলঙ্ক এই জীবন হইতে।
দেশসেবা, ধর্ম্মসেবা, ভ্রাতৃসেবা ভিন্ন
নাই অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইদানীং মম।
আকবরশাহ— তবে কি বুঝিব আমি, করিল একদা
নিরাশ্রয় গৃহহীন যেই শক্তসিংহে
মোগল আশ্রয় দান, সেই মোগলের
শত্রুতা সাধন করি শক্তসিংহ আজি
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা করিবে প্রকাশ ?
শক্তসিংহ— বুদ্ধিদোষে নিরাশ্রয় গৃহহীন আমি
ছিনু একদিন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মেবার

করেনি আশ্রয় দানে আমায় কখন
অস্বীকার, কিম্বা, কভু করেনি আমায়
প্রিয়তম জন্মভূমি হ'তে বিতাড়িত।
আমিই স্বেচ্ছায় করি পরিত্যাগ, হায়,
দেশ ও ভ্রাতায় মম। কিন্তু, দিল্লীশ্বর.
মোগলের পক্ষে যবে করি যোগদান,
করেছি কি কভু আমি এই অঙ্গীকার—
এ জীবনে কভু আমি করিব না আর
মোগলের পক্ষত্যাগ? মোগলের সহ
নহে কি সখ্যতা মম নির্দ্দিষ্ট একটি
কার্য্য ও কালের জন্য? ছিনু প্রতিশ্রুত
আমি, মোগলের শত্রু প্রতাপসিংহকে
করিতে উচ্ছেদ আমি করিব মোগলে
সাহায্য। মোগল তথা ছিল প্রতিশ্রুত
প্রতাপসিংহের করি উচ্ছেদ সাধন
করিবে আমায় তার মেবার অর্পণ।
সেই অঙ্গীকার আমি করেছি পালন।
আমার সাহায্য ভিন্ন হইত কি কভু
সম্ভব মোগল পক্ষে করিতে বিনাশ
মেবারের পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক?

করিতে এ দুরবস্থা প্রতাপসিংহের ?
আজি হ'তে মোগলের সহিত আমার
নাই সে সম্বন্ধ আর। নহি মোগলের
মিত্র আমি আজি হ'তে। পরিবর্ত্তে তার
মোগল আমার শত্রু, আমি মোগলের।

আকবরশাহ— হোক তবে তাই, বন্দী। হোক আজি হ'তে
প্রতাপ ও শক্তসিংহ শত্রু দুইজন
মোগলের। আকবর নাহি করে কভু
অবিচার শত্রু প্রতি, দেখুক সকলে।
মুক্ত তুমি, শক্তসিংহ। যথা ইচ্ছা তব
পার তুমি অনায়াসে করিতে গমন,
করিবে না বাধা দান হেথা কোন জন।

অতঃপর প্রতিহারী করিল সত্বর
শক্তসিংহ হস্ত হ'তে শৃঙ্খল মোচন।

শক্তসিংহ— ভুলিবে না শক্তসিংহ, দিল্লীশ্বর, তব
এ করুণা, এ সৌজন্য, এ ন্যায় বিচার।
কর আশীর্ব্বাদ এই অধমে, সম্রাট্,
হয় যদি পুনরায় সাক্ষাৎ জীবনে,
দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী স্থানে
দেশভক্ত, ধর্ম্মভীরু, ভ্রাতৃভক্তে যেন

করেন দর্শন।

আকবরশাহ— হোক আশা পূর্ণ তব।

শক্তসিংহ— বিদায়, সম্রাট, তবে।

করি সসম্ভ্রমে

সম্রাটে অভিবাদন, করিল প্রস্থান

শক্তসিংহ ধীরে ধীরে।

আকবরশাহ— কি বৈচিত্র্যময়

জীবন এ যুবকের! শৈশবে পিতার

পরিত্যক্ত, মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত,

পুত্র হয়ে পিতৃহস্তে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত,

কৈশোরে পরের অন্নে বর্দ্ধিত পালিত,

যৌবনে ভ্রাতার বৈরী, দেশের পরম

শত্রুসনে মিত্রতায় আবদ্ধ, আবার

একনিষ্ঠ ভ্রাতৃভক্ত দেশভক্ত আজি!

কি সাহসে, কি বীরত্বে, কি নির্ভীকতায়,

নহে কার ন্যূন। কিন্তু, অধীর চঞ্চল

অবিরত। উপযুক্ত ভ্রাতা প্রতাপের।

হেনকালে মহব্বৎ দরবারকক্ষে

করিয়া প্রবেশ অন্য এক বন্দী সনে

করিল বিনীতভাবে সম্রাট সমীপে

নিবেদন ধীরে ধীরে—
"জাঁহাপনা, এই
যুবক শত্রুর চর। আজি কয়দিন
হিন্দুগণে, বিশেষতঃ রাজপুতগণে,
সম্রাটের অনুরক্ত ভক্ত প্রজাবর্গে,
করিতেছে উত্তেজিত সম্রাট বিরুদ্ধে।"

আকবরশাহ— কি বক্তব্য, বন্দী, তব?

বন্দী— মিথ্যা অভিযোগ।
নহি শত্রুচর আমি। কিম্বা, সম্রাটের
প্রজাবর্গে সম্রাটের বিরুদ্ধে কখন
করি নাই অদ্যাবধি উত্তেজিত আমি।
ভ্রান্তিবশে যেই সব দেশবাসী মম
দেশশত্রু মোগলের করিয়া সাহায্য,
করিতেছে দেশের এ সর্ব্বনাশ আজি,
করিতেছে নিজপদে কুঠার প্রহার,
করিতেছি চেষ্টা আমি করিতে তাদের
উন্মীলিত অন্ধ নেত্র, ভ্রান্তি দূরীভূত।

আকবরশাহ— করিয়াছে তুর্কীগণ নিজ ভুজবলে
অধিকার এ ভারত। করে না তাহারা
অপরের সাহায্যের অপেক্ষা কখন।

বন্দী— ইতিহাস, কিন্তু, তার বিপরীত সাক্ষ্য
করিছে প্রদান। যদি তক্ষশীলারাজ
না করিত গ্রীকরাজ আলেক্‌সন্দরে
সাহায্য, সম্ভব কভু হইত কি, হায়,
আলেক্‌সন্দর পক্ষে সিন্ধু আক্রমণ,
উত্তর ভারত জয় ? মহম্মদ ঘোরী
কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের সাহায্য
না পাইলে, পারিত কি পৃথ্বীরাজে কভু
করিতে বিজয় ? কিন্তু, যাহার সাহায্যে
করিল প্রবল শত্রু পৃথ্বীরাজে জয়,
সেই জয়চন্দ্রে পুনঃ করি আক্রমণ
করিল নিহত রণে। করিল উচ্ছেদ
শত্রুদ্বয়ে। এক শত্রু সাহায্যে অপর
শত্রুকে করিল জয়, এক কণ্টকের
সাহায্যে কণ্টক অন্য করিল উদ্ধার !
তারপর বর্ত্তমানে, জয়পুররাজ
মানসিংহ না করিত যদি মোগলের
এ সাহায্য, পারিত কি আকবরশাহ
করিতে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য
প্রতিষ্ঠিত ?

আকবরশাহ—　　　　　　　কিন্তু, বন্দী, যদি এ ভারত
হয় মোগলের দ্বারা শাসিত এখন,
নহে কি সৌভাগ্য তাহা ভারতবর্ষের,
ভারতবাসীর তথা ?

বন্দী—　　　　　　　　　　সৌভাগ্য ? জানি না;
আছে কি ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য অপর
ভারতের, কিম্বা, এই ভারতবাসীর !
নাহি জানি, কি কুক্ষণে ভারত-আকাশে
বিধাতার নিদারুণ অভিশাপ প্রায়
এ মোগল দুষ্টগ্রহ হয়েছে উদিত।

আকবরশাহ— দুষ্টগ্রহ এ মোগল ? অতীব অদ্ভুত !
কহ, বন্দী, মোগলের আগমন পূর্ব্বে
ছিল কি ভারতবর্ষে কি শান্তি, কি সুখ,
কি একতা, কি সদ্ভাব, বিশ্বাস ও প্রীতি ?
জাতিভেদে, গৃহদ্বন্দ্বে, অন্ধ কুসংস্কারে,
আজিও কি এ ভারত নহে জর্জ্জরিত ?
অজ্ঞানতিমিরাবৃত ভারত-আকাশে
নহে কি উদিত এই মোগল তপন
নবীন সভ্যতা-জ্ঞান-আলোকে ভারতে
করি আলোকিত দীপ্ত ? করেনি মোগল

অরাজক এ ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ?
আসেনি মোগলগণ প্রিয় জন্মভূমি
ত্যজি, এই দূর দেশে সহি নানা ক্লেশ,
করিতে এ ভারতের মঙ্গল সাধন ?

বন্দী— করিতে এ ভারতের মঙ্গল সাধন !
সত্য বটে, যুগে যুগে বিদেশীয়গণ
ধূমকেতু প্রায় এই ভারত-আকাশে
হইয়া উদিত, করি ভারতবর্ষের
অসংখ্য নগর ধ্বংস, কীর্ত্তির বিলোপ,
করি ভারতের ধনরত্ন বিলুণ্ঠন,
ভারতবাসীর প্রাণ করিয়া হরণ,
করিয়াছে ভারতের মঙ্গল সাধন !
সত্য বটে, গ্রীকরাজ আলেক্‌সন্দর
অশীতিসহস্র সিন্ধুবাসীর জীবন
করিয়া হরণ, করি অসহায় কত
শিশুহত্যা, নারীহত্যা, বৃদ্ধের নিধন,
করিয়াছে ভারতের মঙ্গল সাধন !
সত্য বটে, এ ভারতে সপ্তদশ বার
গজনীর সুলতান মামুদ আসিয়া,
করিয়া লুণ্ঠন এই ভারতবর্ষের,

ঐশ্বর্য্য, করিয়া ধ্বংস অসংখ্য বিগ্রহ
দেবতার, দেবালয়, করিয়া হরণ
সংখ্যাতীত ভারতের নরনারী প্রাণ,
করিয়াছে ভারতের মঙ্গল সাধন !
সত্য বটে, তারপর আসিয়া ভারতে
নৃশংস তৈমুরলঙ্গ এ দিল্লী নগরে
নিদারুণ হত্যাকাণ্ড করি অভিনয়,
করি সপ্তদিনব্যাপী উষ্ণ রক্তস্রোত
প্রবাহিত, আজিও যে দিল্লী নগরীর
নহে শুষ্ক সেই রক্তসিক্ত আর্দ্র ভূমি,
করিয়াছে ভারতের মঙ্গল সাধন !
সত্য বটে, আসি এবে মোগল ভারতে
দেশীয় রাজন্যবর্গ মধ্যে কলহের
করিয়া সৃজন, এক রাজার সাহায্যে
অপর রাজার রাজ্য করিয়া হরণ,
স্বাধীন নৃপতিগণে করি একে একে
উচ্ছেদ, করিয়া তার সর্ব্বস্ব হরণ,
করিতেছে ভারতের কল্যাণ সাধন !
সত্য বটে তুর্কিগণ আসিয়া ভারতে
করিয়া এ ভারতের অধিবাসিগণে

মিথ্যা, চৌর্য্য, প্রতারণা, হীন কপটতা,
ধূর্ত্ততা ও বিলাসিতা, ছল ও কৌশল,
কি বিশ্বাসঘাতকতা, কিম্বা কৃতঘ্নতা,
কূটরাজনীতি আদি মোগলের যত
অভিনব সভ্যতায় দীক্ষিত এখন,
করিতেছে ভারতের মঙ্গল সাধন !
সত্য বটে, তুর্কিগণ আসিয়া ভারতে
ভারতবাসীর ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা
করিয়া হরণ, করি ভারতের লোকে
ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন শিক্ষা, ভিন্ন সভ্যতায়,
প্রবর্ত্তিত, পূণ্যবতী সতীশিরোমণি
ভারতনারীর করি সতীত্ব হরণ,
করিতেছে ভারতের মঙ্গল সাধন !
কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় তুরস্ক !
হিন্দুস্থান এ ভারত, নহে তুর্কীস্থান।

আকবরশাহ— নাই কি অন্যের ন্যায় তুর্কীরও, বন্দী,
অধিকার বাহুবলে করিতে অপর
দেশ জয় ? ভিন্ন দেশে করিতে প্রচার
স্বধর্ম্ম, সভ্যতা, আর শিক্ষা আপনার ?

বন্দী— তুর্কীরও আছে বটে সেই অধিকার।

আজ যদি তুর্কিগণ দেশবাসী মধ্যে
নাহি করি কলহের সৃজন এমন,
নাহি করি নিয়োজিত একে অপরের
বিরুদ্ধে, সম্পূর্ণ একা আত্মশক্তিবলে
করিত ভারত জয়, ভারতের লোক
লইত মস্তকে পাতি অধীনতা তার।

আকবরশাহ— কেন ভারতের লোক করে কর্ণপাত
জানিয়া শুনিয়া প্ররোচনায় তুর্কীর ?

বন্দী— দুর্ব্বল মানবচিত্ত। করে তুর্কিগণ
যেই অর্থরাজ্যলোভ প্রদর্শন তাকে,
অসম্ভব পক্ষে তার লোভ সংবরণ।
অর্থলোভে, রাজ্যলোভে, সম্মানের লোভে,
হয় ভ্রান্ত মোহাচ্ছন্ন। সে ভ্রান্তি ও মোহ
করিতেছি চেষ্টা আমি করিতে এখন
বিদূরিত। এইমাত্র অপরাধ মম।

আকবরশাহ— বুঝিলাম, বন্দী, তব কি ভ্রান্তি এখন।
নহে আকবরশাহ হীন ততদূর,
যতদূর তব তুল্য সঙ্কীর্ণহৃদয়
হিন্দুদের তুলিকায় চিত্রিত সতত।
পঞ্চশতবর্ষ পূর্ব্বে যেই তুর্কিগণ

ছিল এ ভারতবর্ষে বিদেশী নিশ্চয়,
আজি তারা নহে, কিন্তু, বিদেশী ভারতে
আজি এ ভারতবর্ষ স্বদেশ তাহার।
নহে আজি এ ভারত শুধু হিন্দুস্থান,
যথা হিন্দুস্থান, তথা তুর্কীস্থান ইহা।
আজি এ ভারতবাসী মুসলমানের
নাই অন্য বাসস্থান। এ ভারতবর্ষ
জন্মভূমি তাহাদের। বর্দ্ধিত পালিত
ভারতের মৃত্তিকায়। ফল, মূল, শস্য,
অন্ন, জলে ভারতের পুষ্ট কলেবর।
হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার
দুইটি সন্তান আজি। এক মাতৃবক্ষে
লালিত, বর্দ্ধিত এক মাতৃস্তন্যপানে,
একই মাতার স্নেহে পুষ্ট দুই জন।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় আজি কেন এ বিদ্বেষ?
এ বিবাদ, এ অনৈক্য? ভ্রাতার উপরে
কেন এ সন্দেহ আজি ভ্রাতার এমন?
অবিশ্বাস, কপটতা, কেন পরস্পরে?
বিশাল ভারতবর্ষে এ দুই জাতির
হইবে না স্থানাভাব। তবে কেন, হায়,

এই দ্বন্দ্ব ? পরস্পরে এই সংঘর্ষণ ?
যতদিন ভারতের নরনারী মধ্যে
এ অনৈক্য অসদ্ভাব, মতভেদ এই
রহিবে, বিদেশিগণ পাইবে সুযোগ
ততদিন ভারতের করিতে লুণ্ঠন
সর্ব্বস্ব। এই যে তুর্কী করিয়াছে আজি
এ ভারতে অধিকার, নহে কি হিন্দুর
বিরোধ কারণ তার ? হিন্দুগণ যদি
ভুলি দ্বেষ, ভুলি হিংসা, হইত মিলিত
একতায়, হইত কি সম্ভব কখন
তুর্কীর ভারত জয়, ভারতাধিকার ?
সেইরূপ যদি আজি না হয় মিলিত
হিন্দু ও মুসলমান, মোগল ক্ষত্রিয়,
অনতিবিলম্বে পুনঃ বিদেশী অপর
করি পরাজিত এই কলহনিরত
জাতিদ্বয়ে, অনায়াসে করিবে ভারত
অধিকার। সম্ভবতঃ হিন্দুর সাহায্যে
করিবে মুসলমানে বিধ্বস্ত, আবার
মুসলমানের দ্বারা করিবে বিধ্বস্ত
হিন্দুগণে। করি এই জাতিদ্বয় মধ্যে

বিবাদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি অবিরত,
উভয়ের সর্ব্বনাশ করিবে সাধন।
করিবে বিবদমান মার্জ্জারদ্বয়ের
মধ্যবর্ত্তী বিচারক বানরের ন্যায়
পিষ্টক ভক্ষণ করি উভয়ে বঞ্চিত।
কিন্তু, এই দুই জাতি, হিন্দু ও মোশ্লেম,
বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রবে যতদিন,
ততদিন তাহাদের একতার আশা
আকাশকুসুমবৎ রহিবে নিশ্চয়।
সেই হেতু আজি আমি করিতেছি এই
প্রচেষ্টা, করিতে এই যুধ্যমান দুই
জাতিকে মিলিত এক বিশাল জাতিতে।
সর্ব্ব মিলনের শ্রেষ্ঠ মিলন প্রাণের,
সেই মিলনের আশে করিয়াছি আমি
হিন্দু ও মুসলমানে প্রচলন আজি
বিবাহের। এ মিলন হ'তে যে সন্তান
হইবে উৎপন্ন, তার বহিবে শিরায়
উভয়ের রক্ত ধারা। হবে সে সন্তান
নহে শুধু হিন্দু, কিম্বা মোশ্লেম কেবল,
হিন্দু ও মোশ্লেম দুই হবে যুগপৎ।

উভয়ের ভাষা, ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা,
হবে সে সন্তান প্রাপ্ত। হবে উভয়ের
মিত্র ও হিতৈষী, নাহি করিবে কাহাকে
বিদ্বেষ ও ঘৃণা কভু। হবে তার মধ্যে
অবিচ্ছেদ্যরূপে হিন্দু মোস্লেম মিলিত।
হিন্দু ও মুসলমান তুল্য দুই জন
আমার নিকট সদা। মোগল রাজ্যের
দুই শক্তি, দুই ভুজ তাহারা আমার।
কেহ কারো নহে হীন। এই হেতু আমি,
হইয়া মোস্লেম নিজে, করিয়াছি ন্যস্ত
এ রাজ্যের রক্ষা আর শাসনের ভার
হিন্দুদের হস্তে আজি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
আজি যে মেবার সনে এ বিবাদ মম,
তাহাও এ উভয়ের মঙ্গলের তরে।
যে হেতু ভারতবর্ষে শুধু এক জন
এই মহামিলনের অন্তরায় আজি।
রহিবে প্রতাপসিংহ মেবারে স্বাধীন
যতদিন, ততদিন হবে না সম্ভব
এ মিলন। নাহি করি কভু ইচ্ছা আমি
বধিতে প্রতাপসিংহে সমরে, অথবা

করিতে মেবার ধ্বংস। যত্থপি প্রতাপ
করে আজি মোগলের বশ্যতা স্বীকার,
তাহা হ'লে নহে শুধু মেবার, তাহার
সহিত অপর রাজ্য করিতাম আমি
অর্পণ তাহাকে হর্ষে। করি মোগলের
বশ্যতা স্বীকার মহারাজ মানসিংহ
হারাননি রাজ্য তাঁর। কিম্বা অন্যরূপে
হন নাই ক্ষতিগ্রস্ত। কেন যে প্রতাপ
বুঝেন না এইটুকু, নাহি বুঝি আমি।
নন শুধু তিনি ভ্রান্ত, আছে এইরূপ
হিন্দু ও মোশ্লেম মধ্যে ভ্রান্ত বহু জন,
দুর্ব্বোধ আমার কার্য্য যাদের নিকট।
আজি আকবরশাহ সে সব হিন্দুর
নিকট 'কপট', আর সে সব মোশ্লেম
নিকট 'নাস্তিক'। হায়, কি অদৃষ্ট মম!
অবশ্য এ কথা আমি বলি না কখন,
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে লিপ্ত আমি আজি
এই কার্য্যে। আমারও আছে স্বার্থ হেথা।
ন্যায়ে, কি অন্যায়ে হোক্, মোশ্লেম যখন
করিতেছে বাস আজি এ ভারতবর্ষে,

চাহিবে না সে কি আজি রাখিতে অক্ষুণ্ণ
স্বার্থ তার ? এই হিন্দু মুসলমানের
বিরোধে হিন্দুর যথা, তথা মোশ্লেমের,
রহিয়াছে সম্ভাবনা ক্ষতির সম্যক্ ।
মোশ্লেমের সেই ক্ষতি করি বিদূরিত
ইচ্ছা মম মোশ্লেমকে করি নিরাপদ ।

বন্দী— কিন্তু, হিন্দুদের সাথে না করি বিরোধ
হইত না এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ সম্রাটের ?
মহত্ত্ব ও উদারতা প্রভাবে মানুষ
হয় যত বশীভূত, হয় কি তেমন
বলের প্রয়োগে কভু ?

আকবরশাহ— সে চেষ্টাও আমি
করিয়াছি, কিন্তু, তাতে ব্যর্থমনোরথ
হইয়াছি শুধু আমি । আমার ইচ্ছায়
মহারাজ মানসিংহ হন প্রতাপের
অতিথি, প্রতাপহস্তে হন প্রাপ্ত, কিন্তু,
নিদারুণ অপমান, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা,
আতিথ্যের পুরস্কার ।

বন্দী— হয় ভ্রান্ত আমি,
না হয় মোগলরাজ আকবরশাহ

অদ্বিতীয় মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত ও কপট,
কূটরাজনীতিবিৎ। ভারতের তিনি
হয় অকৃত্রিম বন্ধু, না হয় কপট
ছদ্মবেশী গুপ্ত দস্যু নিষ্ঠুর ভীষণ।
ধনরত্নপরিবর্ত্তে করে যে লুণ্ঠন
রাজ্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা ভারতবাসীর!
চিন্তিত হৃদয়ে রহি নীরব সম্রাট্
ক্ষণকাল, অকস্মাৎ করিল জিজ্ঞাসা—
"কে তুমি ?"

বন্দী— সম্রাট্, আমি প্রতাপসিংহের
গুণমুগ্ধ, অনুরক্ত ভক্ত একজন।
বিকানীররাজপুত্র, রায়সিংহভ্রাতা,
আমি দীন পৃথ্বীরাজ।

আকবরশাহ— কবি পৃথ্বীরাজ!
মহব্বৎ, অবিলম্বে কর পৃথ্বীরাজে
মুক্তি দান। এ দুর্ণাম নাহি হয় যেন—
আকবরশাহ-হস্তে নিগৃহীত কবি।
যদিও কবির সনে নাই পরিচয়,
কবির কবিত্ব, কিন্তু, নহে অবিদিত
কিছু মম। একদিন ছিল আশা এই—

করিবেন অকবরশাহের এ সভা
অলঙ্কৃত রাজস্থানকবি পৃথ্বীরাজ।
দুর্ভাগ্যবশতঃ, কিন্তু, অপূর্ণ সে আশা।

পৃথ্বীরাজ— সম্রাটের এ দয়ায় কৃতার্থ এ দাস।
যদিও সম্রাট সনে পরিচয় পূর্ব্বে
পৃথ্বীরাজ এ প্রস্তাব করিত উপেক্ষা
ঘৃণাভরে, কিন্তু, এবে যদ্যপি সম্রাট্
কৃপা করি দেন কিছু দিনের সময়,
তা হলে করিতে পারি কর্ত্তব্য নির্ণয়।

আকবরশাহ— অতিশয় প্রীত আমি কবির উত্তরে।

অতঃপর সভাভঙ্গে আকবরশাহ
অন্তঃপুর অভিমুখে করেন প্রস্থান।
সভাসদ্‌বর্গ সহ কবি পৃথ্বীরাজ
ধীরে ধীরে নত শিরে করিল প্রস্থান
ঈষৎ চিন্তিতচিত্ত ব্যথিতহৃদয়।

সপ্তদশ সর্গ।

দিল্লী—রাজ-অন্তঃপুর

আলেখ্য দর্শন।

মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়। দিল্লীর সুরম্য রাজপ্রাসাদের এক সজ্জিত প্রকোষ্ঠে সম্রাটের প্রিয়তমা প্রধানা মহিষী, অম্বরাধিপতি মানসিংহের ভগিনী, যোধাবাঈ মনোহর বিচিত্র পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কোমল শয্যায় অৰ্দ্ধ-উপবিষ্টা অৰ্দ্ধ-শায়িতা। সম্মুখে বিচিত্র আসনে উপবিষ্টা সম্রাটের অপর মহিষিগণ। শোভে মধ্যস্থলে সুবৃহৎ গোলাকার রজতনির্ম্মিত

উন্নত আসনোপরি সুবর্ণ আধারে
নানাবর্ণপুষ্পরাজিরচিত অপূর্ব্ব
কুসুমস্তবক এক। সৌরভে তাহার
আমোদিত কক্ষ। এক পার্শ্বে শোভে তার
তাম্বুলগুবাকপূর্ণ কনক করঙ্ক।
অন্য পার্শ্বে স্বচ্ছকাচবিনির্ম্মিত পাত্রে
শোভে স্নিগ্ধ সুবাসিত মধুর পানীয়।
অগুরুচন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পাখায়
সুবেশা কিঙ্করিগণ নিরতা ব্যজনে।

যোধাবাঈ— ভগ্নিগণ, বাৎসরিক 'খোসরোজ' মেলা,
দিল্লীর আনন্দোৎসব, আনন্দবাসর
রমণীর, পুনরায় সমাগত প্রায়।
যেহেতু এ উৎসবের সকল দায়িত্ব,
পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার,
অর্পিত নারীর করে, সেই হেতু আজি
করিয়াছি তোমাদিকে আহ্বান হেথায়,
করিতে মন্ত্রণা তার সুব্যবস্থা তরে।

জনৈকা রাজ্ঞী—কি শোভায়, কি আনন্দে, অতীতের চেয়ে
হয় যাতে শ্রেষ্ঠ এই বর্ষের উৎসব,
সম্রাজ্ঞি, করিতে হবে ব্যবস্থা তাহার।

যোধাবাঈ— আমারও ইচ্ছা তাহা।

হেন কালে এক
কিঙ্করী প্রবেশি কক্ষে করিল সম্ভ্রমে
নিবেদন সম্রাজ্ঞীকে—

"উপনীতা দ্বারে
আলেখ্যবিক্রেত্রী এক। মাগিছে দর্শন
সম্রাজ্ঞীর।"

যোধাবাঈ— উপনীত কর হেথা তাকে।

করিল প্রস্থান দাসী। ক্ষণকাল পরে
অতীতযৌবনা প্রৌঢ়া রাজপুত এক
নারীর সহিত কক্ষে আসিল ফিরিয়া।
আলেখ্যবিক্রেত্রী এই নারী সম্রাজ্ঞীর
দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী।

প্রৌঢ়া রাজপুতনারী
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞিগণে সসম্ভ্রমে ধীরে
করিল অভিবাদন। করিলা জিজ্ঞাসা
যোধাবাঈ আগন্তুকা রমণীকে ধীরে—
"আলেখ্যবিক্রয় যদি ব্যবসায় তব,
দিল্লীর বিশাল পণ্যবীথিকায়, যথা
ভারতের অগণিত পণ্যদ্রব্যরাশি

হইতেছে অবিরত ক্রীত ও বিক্রীত,
দিবারাত্রি নির্ব্বিশেষে পূর্ণ যেই স্থান
ক্রেতা ও বিক্রেতাগণে, না করি গমন
সে স্থানে, কি হেতু, নারি, উপনীত হেথা
রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে ?"

আলেখ্যবিক্রেত্রী— দাসী আমি দীনা
মহারাজ্ঞি। নাহি মম স্বাধীনতা কিছু
এ বিষয়ে। উপনীত কর্ত্রীর আদেশে
সম্রাজ্ঞী সমীপে আমি।

যোধাবাঈ— অদ্ভুত আদেশ
কর্ত্রীর তোমার, নারী। দিল্লীর যে রম্য
রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে ভুবনবিখ্যাত
শিল্পীরও আলেখ্যের হয় স্থানাভাব,
কিরূপে জানিলা, নারী, কর্ত্রী তব, তার
আলেখ্য যে যোগ্য তার ?

আলেখ্যবিক্রেত্রী— সম্রাজ্ঞী, দাসীর
ক্ষমিবেন প্রগল্‌ভতা। কর্ত্রীর আমার
এ ধারণা—আলেখ্যের তাঁর যোগ্য স্থান
থাকে যদি কোথা, তাহা দিল্লীর এ রম্য
রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে। নারী তিনি নিজে,

আলেখ্যও তাঁর, রাজ্ঞি, নারী তরে শুধু।
নহে অবিদিত তাঁর—নারীর বিষয়ে
যে পুরুষ চিরদিন অন্ধ ও দুর্ব্বল,
স্বভাবতঃ পক্ষপাতী, অক্ষম বিচারে
দোষগুণ, নাহি পড়ে নয়নে যাহার
গুণ ভিন্ন দোষ কভু, হলেও নগণ্য
বৈচিত্র্যবৈশিষ্ট্যহীন, আলেখ্য তাঁহার
হবে সেই পুরুষের নিকট বিক্রীত
মহামূল্যে নিঃসন্দেহ। কিন্তু, নন তিনি
সম্রাজ্ঞী, অর্থাকাঙ্ক্ষিণী। তাঁহার নিকট
অর্থাপেক্ষা কৃতিত্বের গৌরব অধিক।
সে হেতু আলেখ্য তাঁর না করি প্রেরণ
দিল্লীর বিশাল পণ্যবীথিকায়, তিনি
সম্রাজ্ঞী সমীপে তাহা করিলা প্রেরণ
রাজ্ঞীর পরীক্ষা তরে। হয় যদি নারী
নারীর বিচারকর্ত্রী, নারীর যোগ্যতা,
দোষ গুণ সমভাবে হয় নিরূপিত।
কর্ত্রী মম এই আশা করেন পোষণ
হৃদয়ে, আলেখ্য তাঁর যদ্যপি রাজ্ঞীর
হয় মনোনীত, তবে করিবেন তিনি,

সম্রাজ্ঞী, সার্থক জ্ঞান চিত্রাঙ্কণ তাঁর।
ঈষৎ হাসিয়া রাজ্ঞী করিলা উত্তর—
"প্রীত আমি, নারী, তব কথায়। যদ্যপি
আলেখ্য কর্ত্রীর তব হয় অনুরূপ
মধুর ও রমণীয়, হইবে নিশ্চয়
মনোনীত আমাদের। দেখাও এখন
আলেখ্য কর্ত্রীর তব।"
সসম্ভ্রমে পুনঃ
করিয়া অভিবাদন, সম্রাজ্ঞীর করে
করিল আলেখ্য এক প্রদান রমণী।
সমবেতা রাজ্ঞিগণ বেষ্টি সম্রাজ্ঞীকে
লাগিল করিতে সেই আলেখ্য দর্শন
কৌতুহলে। "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন"—
"কৃষ্ণপ্রেমউন্মাদিনী রাধিকার প্রতি
ঈর্ষান্বিতা মাতাপুত্রী, শ্বশ্রূননদিনী,
জটিলা কুটিলা করি বিষম চক্রান্ত
পুত্রবধূ ভ্রাতৃবধূ রাধিকায় যবে
পাঠাইলা যমুনায় আনিতে সলিল
বহুছিদ্রময় কুম্ভে, করিতে পরীক্ষা
সতী কিম্বা কলঙ্কিনী। ছিদ্রান্বিত কুম্ভে

যদ্যপি আনিতে পারে যমুনার বারি
পূর্ণকুম্ভ, পতিব্রতা হইবে বিদিতা
রাধা তবে, কলঙ্কিনী হইবে অন্যথা।
দারুণ সঙ্কটাপন্না চিন্তান্বিতা রাধা
মনে মনে শ্রীহরিকে ডাকিতে ডাকিতে
যমুনাসলিলে যবে কুম্ভ ছিদ্রময়
করিতেছে পরিপূর্ণ, উঠিল ফুটিয়া
তরঙ্গিত যমুনার সুনীল সলিলে
কার নীল দেহকান্তি ? দেখিলা বিস্ময়ে
রাধিকা—স্বয়ং কৃষ্ণ বিরাজে সলিলে !
কুহেলিকা-অন্তরালে প্রভাত তপন,
কিম্বা মেঘ-অন্তরালে পূর্ণচন্দ্র প্রায়
শোভিছে নীলাব্জমুখ যমুনার নীরে
তরঙ্গিত, দীপ্তিময়, অধীর, চঞ্চল !
যমুনার কলধ্বনি কহিতেছে যেন
কর্ণে তার মৃদুস্বরে 'ত্যজ ভয়, রাধে।'
বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে স্তব্ধ হৃদয়ে
চাহি সে মূরতি পানে স্তম্ভিতা রাধিকা !
অর্দ্ধপরিপূর্ণ কুম্ভ ধৃত ভুজদ্বয়ে
আকণ্ঠ সলিলগর্ভে স্থির অবিচল।

অর্দ্ধ-অবনত দেহ, বিমুক্ত কবরী,
দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশরাশি বেষ্টি নীলাঞ্চল
পতিত যমুনানীরে। আজানু নিমগ্ন
সলিলে চরণদ্বয় করিয়া বেষ্টন
যমুনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয়
হর্ষে আত্মহারা যেন করিছে নর্ত্তন।”

'দুর্ব্বাসার অভিশাপ'—চিত্র অন্য চারু-

“অনন্যহৃদয়া পতিবিরহবিধুরা
ঋষিকন্যা শকুন্তলা—বিমুগ্ধ স্বভাবা
সরলহৃদয়া বনকুরঙ্গিনী যথা
সুমধুর বেণুরব করিয়া শ্রবণ—
বসি একাকিনী শূন্য কুটীরের দ্বারে,
করতলে গণ্ডস্থল করিয়া বিন্যস্ত,
চাহি প্রকৃতির পানে লক্ষ্যহীনভাবে
উদাস করুণ নেত্রে পলকবিহীন।
প্রাণাধিক প্রিয়তম দয়িতের কথা
ভাবিতে ভাবিতে যবে গভীর চিন্তায়
আত্মহারা বাহ্যজ্ঞানহীনা, কোন্ এক
সুখচিন্তা-মোহাবেশে অর্দ্ধনিমীলিত
আঁখিপত্র, রাগান্বিত দুর্ব্বাসা তখন—

স্বভাবতঃ অতিশয় কোপনস্বভাব—
রোষকষায়িত নেত্রে চাহি তার পানে
দিতেছিলা অভিশাপ—গর্ব্বিতা রমণী,
যার অনুধ্যানে তুমি আমাকেও আজি
করিতেছ অবহেলা, গিয়াছ ভুলিয়া
গৃহস্থের মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—
জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অতিথি-সৎকার,
ভুলিয়াছ আশ্রমের পবিত্র বিধান
সেবাব্রত, তপোবনপবিত্রতানাশী
ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা ঋষিকুমারীর
অযোগ্য এ মনোবৃত্তি করিছ পোষণ
হৃদয়ে, পাইবে কালে প্রতিফল তার।
সে তোমাকে চিরতরে যাইবে ভুলিয়া।
যাইবে মুছিয়া ছবি চিরতরে তব
হৃদয় হইতে তার। আশ্রয়াভিলাষী
পথশ্রান্ত আমি যথা যাইতেছি আজ
তব গৃহদ্বার হ'তে ফিরিয়া বিমুখ,
তেমতি তুমিও, নারি, স্বামীগৃহ হ'তে
ফিরিবে বিমুখ কালে, পতি তব যবে
জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড প্রায় করিবে তোমায়

পরিত্যাগ, প্রত্যাখ্যান অম্লান বদনে।
দাঁড়াইয়া ঋষি রোষে কম্পিতশরীর,
ক্রুদ্ধ নেত্রদ্বয় হ'তে হতেছে নির্গত
তীব্র অগ্নিকণা যেন। ন্যস্ত এক কর
কটিতে, অপর কর শকুন্তলা প্রতি
প্রসারিত। মুষ্টিবদ্ধ করতল হ'তে
একটি অঙ্গুলি শুধু উত্তোলিত রোষে
করি লক্ষ্য রমণীকে। শোভিছে চরণে
পাদুকা দারুনির্ম্মিত। কণ্ঠে, ভুজদ্বয়ে,
শোভে রুদ্রাক্ষের মালা। শিরে দীর্ঘ জটা
শোভিছে কুণ্ডলীকৃত। দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রু
বিলম্বিত বক্ষে শুভ্র। শোভিছে অদূরে
প্রিয়ংবদা, অনসূয়া। প্রিয় সখিদ্বয়
দুর্ব্বাসার অভিশাপ করিয়া শ্রবণ
আসিছে ছুটিয়া ভীতা, ত্রস্তা, ব্যাকুলিতা,
ঋষির চরণ-তলে হইয়া পতিত
করিতে মার্জ্জনা ভিক্ষা প্রিয় সখি তরে।
শয্যাপ্রান্তে বিষধর ভুজঙ্গ গর্জ্জনে
নিদ্রিত মানব যথা থাকে নির্ব্বিকার,
শকুন্তলা সেইরূপ ঋষির গর্জ্জনে

পাষাণ মূরতি প্রায় নিস্পন্দ নিশ্চল।”
অন্য একখানি চিত্র—‘হরধনুর্ভঙ্গ’—
“জনকরাজার সভা। শ্রীরাম লক্ষ্মণ
দুই ভ্রাতা বিশ্বামিত্র মুনির সহিত
দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে। যে বিশাল ধনুঃ
নানাদেশসমাগত নৃপতিমণ্ডল
যথাসাধ্য করি চেষ্টা পারেনি নাড়িতে
একটুকু, সেই ধনুঃ বালক শ্রীরাম
অনায়াসে বাম করে করি উত্তোলন
ভাঙ্গিলা দুইটি খণ্ডে অবলীলাক্রমে।
উত্তোলিত দুই করে করিয়া গ্রহণ
ধনুকের দুই খণ্ড দাঁড়াইয়া রাম
ঈষৎ উন্নত নেত্র। একটি চরণ
অর্দ্ধ-অবনত ভাবে স্থাপিত সম্মুখে।
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তার অনুজ লক্ষ্মণ
ভ্রাতার বীরত্ব গর্ব্বে গর্ব্বিত আনন।
সম্মুখে কনকাসনে রাজর্ষি জনক
বসিয়া বিস্ময়াকুল প্রফুল্ল-আনন।
একপার্শ্বে সভ্যবৃন্দ, আর অন্য পার্শ্বে
পুরনারীবৃন্দ সবে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে

নির্ব্বাক স্তম্ভিতচিত্ত। অন্তঃপুরদ্বারে
রাজমহিষীর পার্শ্বে সীতা ও উর্ম্মিলা
বিস্মিতা বালিকাদ্বয় চাহিয়া অপাঙ্গে
যুগল ভ্রাতার প্রতি নিষ্পলক-আঁখি।"
'অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ'—আলেখ্য অপর-
"দ্রুপদরাজার সভা। দ্রুপদনন্দিনী
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। বহু নরপতি
সমবেত। ভীষ্মদ্রোণকর্ণপরিবৃত
উপনীত দুর্য্যোধন দম্ভ মূর্ত্তিমান্,
বসি এক পার্শ্বে তার গর্ব্বিতআনন।
সমাসীন অন্য পার্শ্বে কৃষ্ণ বলরাম।
অন্যত্র একটি কোণে বসি ছদ্ম বেশে
যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব।
সুবৃহৎ কাচপাত্র শোভে মধ্যস্থলে
বারিপূর্ণ, উর্দ্ধে শূন্যে ক্ষুদ্র মীন এক
সংস্থাপিত, নিম্নে তার শোভে ছায়ারূপী
সুদর্শন মহাচক্র ঈষৎ অস্পষ্ট।
ভূমিতে একটি জানু করিয়া স্থাপন,
অন্য জানু ঊর্দ্ধদিকে করি উত্তোলন,
চরণের অগ্রভাগে করিয়া নির্ভর,

সপ্তদশ সর্গ

ছদ্মবেশী ধনঞ্জয় অবনত শিরে
সলিলে প্রতিবিম্বিত ক্ষুদ্র মীন প্রতি
রাখি দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ, ঊর্দ্ধ বাম করে
ধরিয়া ধনুক দৃঢ়, দক্ষিণ করেতে
সায়ক সহিত গুণ আকর্ষিয়া নিম্নে,
সমুদ্যত শরত্যাগে। দাঁড়ায়ে অদূরে
সখিপরিবৃতা রাজকুমারী দ্রৌপদী
সন্দেহ-আকুলান্তরা পুষ্পমাল্য করে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি ধনুর্দ্ধরগণ
অসমর্থ যেই লক্ষ্যভেদে, এইক্ষণ
দ্রৌপদীর রূপোন্মত্ত, অর্থলোভাকুল
দরিদ্র ব্রাহ্মণে এক সেই লক্ষ্যভেদে
হেরিয়া উদ্যত, সমবেত জনবৃন্দ
বিস্ময় ও কৌতূহলপূরিত হৃদয়।
শোভে অবজ্ঞার হাসি দুর্য্যোধনাধরে।
প্রশংসা-উজ্জ্বল নেত্রে ভীষ্ম দ্রোণ যেন
করিছেন আশীর্ব্বাদ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং
কুটিল ও মৃদুহাস্যস্ফুরিত অধর।
যুধিষ্ঠির, ভীম আদি ভ্রাতা চতুষ্টয়
চাহি নির্নিমেষ নেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি

যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন দাঁড়ায়ে নিকটে
সমবেত সভ্যবৃন্দে কহিতেছে যেন—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস,
দেবতা, দানব, নর, রাজা বা ভিক্ষুক,
যে করিবে লক্ষ্যভেদ, লভিবে দ্রৌপদী।"

অন্য এক খানি চিত্র—'পাতাল প্রবেশ
সীতার'—"রামের সভা। বসি সভাগৃহে
ভ্রাতৃত্রয় সনে রাম অমাত্যবেষ্টিত।
এক পার্শ্বে নির্ব্বাসিতা শোভে বৈদেহীর
স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি, অন্য পার্শ্বে ভ্রাতৃদ্বয়
কুশ লব বীণা করে বাল্মীকির সনে।
মধ্যস্থলে বসুন্ধরা ধরি বক্ষে তাঁর
বিষাদপ্রতিমা ক্ষুব্ধা সীতায় সস্নেহে
ভূগর্ভসোপানে ন্যস্ত একটি চরণ
দাঁড়াইয়া। সীতাদেবী আজন্মদুঃখিনী
চাহি প্রিয়তম পতি শ্রীরামের পানে
অশ্রু-আকুলিত নেত্রে অভিমানক্ষুব্ধা।
নীরবে কাতর দৃষ্টি পতির চরণে
হৃদয়ের গূঢ় ব্যথা করিতেছে যেন
নিবেদন—প্রিয়তম, যেই প্রজাদের

মনোরঞ্জনের তরে ধর্ম্মপত্নী মোরে
করিয়াছ নির্ব্বাসিতা বিনা অপরাধে,
সেই প্রজাবৃন্দ নিয়ে থাক সুখে তুমি।
স্বয়ং জানিয়া সব লোকলজ্জাভয়ে
অনলে পরীক্ষা মম করিয়া গ্রহণ
একবার, চাহিতেছ পরীক্ষা দ্বিতীয়
পুনরায়, বারবার এ হেন লাঞ্ছনা
হইতে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ অভাগিনী মম।
জন্মিয়া রাজার গৃহে, রাজকুলবধূ
হইয়া, তোমার ন্যায় গুণবান্ স্বামী
লভিয়াও, যে নারীর হয় গত দুঃখে
জীবন, কি লাভ তার থাকিয়া জীবিত ?'
চাহি জননীর পানে অশ্রুপূর্ণ আঁখি
কুশ লব। সভাসদ্ কাতর নির্ব্বাক
করুণ এ দৃশ্য হেরি। শ্রীরাম স্বয়ং
বেদনাবিমূঢ়চিত্ত, বিষণ্ণ আননে
বসি অবনত শিরে চাহি ধরা পানে
বিহ্বল ও আত্মহারা ব্যথিতঅন্তর।"
'গৌতমের গৃহত্যাগ'—চিত্র অন্য চারু—
"বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি সুচারু শয্যায়

গভীর নিদ্রায় মগ্ন শাক্যসিংহপত্নী,
পার্শ্বে নিদ্রামগ্ন শিশু অনিন্দ্যসুন্দর।
স্বর্ণ লতিকার পার্শ্বে শোভিতেছে যেন
কুসুমস্তবক এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
মাতার একটি হস্ত গাত্রে শিশুটির
ন্যস্ত শ্লথ ভাবে, শিশু ক্ষুদ্র করপুটে
মাতার একটি স্তন রহিয়াছে স্পর্শি।
ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাস্যরেখা
জননীর হৃদয়ের তৃপ্ত অনাবিল
আনন্দের করিতেছে পরিচয় দান।
শয্যার অনতিদূরে রজত আধারে
জ্বলিতেছে দীপ এক, স্নিগ্ধ ক্ষীণালোকে
রজনীর অন্ধকার করি বিদূরীত
আংশিক, বিরচি কক্ষে আলো ও ছায়ার
সূক্ষ্ম এক যবনিকা। দাঁড়ায়ে গৌতম
অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথে শিথিলচরণ
চাহি নিদ্রামগ্ন পত্নীপুত্রমুখ পানে।
জরা, মৃত্যু, রোগ দৃশ্যে হৃদয়সমুদ্র
বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছিল যাঁর,
বিশ্বমানবের প্রতি করুণায় প্রাণ

হয়েছিল পরিপূর্ণ, নেহারি সম্মুখে
সরলা পত্নীর মুখ, শিশুর আনন,
রজনীপ্রভাতে যবে অভাগিনী নারী—
যেই সহকার তরু বেষ্টিয়া নিবিড়
প্রণয়লতিকা তার হয়েছে বর্দ্ধিত—
বুঝিবে সে সহকার-আশ্রয় হইতে
চিরভ্রষ্টা জীবনের প্রথম সোপানে,
বুঝিবে যখন সুখস্বপ্ন জীবনের
ভাঙ্গিয়াছে চিরতরে, শুকায়েছে তার
প্রণয়ের চিরফুল্ল কুসুম উদ্যান,
না বাজিতে বীণা তার গিয়াছে ছিঁড়িয়া,
গিয়াছে থামিয়া গান না হইতে শেষ,
তখন হৃদয়ে তার উঠিবে যে, হায়,
তীব্র হাহাকার করি বিদীর্ণ হৃদয়,
ভাবি তাহা যেন এবে বিদায়মুহূর্ত্তে
উঠিতেছে গৌতমের হৃদয় কাঁপিয়া !
মুহূর্ত্তের তরে যেন বিমূঢ় হৃদয়
সন্দেহের ছায়াপাতে—কি কর্ত্তব্য তার
জীবনের ? আত্মসুখ, কিম্বা পরহিত ?
একদিকে সুখময় উজ্জ্বল প্রভাত—

সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, ভোগ ও বিলাস,
পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ, ভক্তি প্রজাদের।
অন্যদিকে দুঃখময় আঁধার রজনী—
কঠোর সাধনা, ত্যাগ, জ্ঞানানুশীলন,
ভিক্ষাপাত্র করে দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন,
ভিক্ষালব্ধ ফলমুলে জীবন ধারণ,
শীত গ্রীষ্মে অকাতর, তরুতলে বাস।
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ততরে মায়ার এ মোহ—
জরা, মৃত্যু, রোগ দৃশ্য উঠিল ভাসিয়া
মানস নয়নে পুনঃ—মানবজীবন,
রাজ্য, অর্থ, স্বাস্থ্য, যশঃ, নশ্বর সকলি।
এই আছে, এই নাই। রাজা যিনি আজ,
তিনিই ভিখারী কল্য ; সুস্থ আজ যিনি,
কল্য তিনি রুগ্ন। ওই পুরোভাগে যেই
শোভিছে পত্নী ও পুত্র অম্লান কুসুম,
মৃত্যুর করাল দণ্ড স্পর্শে নিমেষেতে
ঝরিয়া পড়িতে পারে শুষ্ক ও মলিন।
নিদ্রিতা পত্নী ও পুত্র মুখপানে বদ্ধ
বিষাদকরুণাপূর্ণ দৃষ্টি গৌতমের
কহিছে নীরবে যেন—'চলিয়াছি, প্রিয়ে,

কর্ত্তব্যের আবাহনে পাষাণহৃদয়।
বিদায় জন্মের মত। পার যদি কভু
ক্ষমিও এ অপরাধ, প্রিয়তমে, মম।
যেই প্রেম হ'তে আজি করিনু তোমায়
বঞ্চিত, করিও, সতি, এ প্রার্থনা তুমি
বিভুপাশে, সেই প্রেম পারি যেন আমি
বিশ্ববাসী আর্ত্ত জনে করিতে প্রদান।
যেই প্রেমধারা আজি করিলাম রুদ্ধ
তোমার ও শিশু প্রতি, করে যেন তাহা
সহস্র ধারায়, সতি, প্লাবিত ধরণী।"
চিত্র অন্য—'দ্রৌপদীর বসনহরণ'—
"বিশাল কৌরব সভা। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ,
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সহ উপবিষ্ট সবে।
দুর্য্যোধন, কর্ণ আদি বসি এক পার্শ্বে
মাতুল শকুনি সনে বিজয়গর্ব্বিত।
অন্য পার্শ্বে যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন আদি
পঞ্চ ভ্রাতা নত শিরে বিষণ্ণআনন
অক্ষক্রীড়াপরাজিত। সভাকেন্দ্রস্থানে
দাঁড়াইয়া যাজ্ঞসেনী কৃতাঞ্জলিপুটে
আলুলায়িতকুন্তলা। চাহি ঊর্দ্ধ পানে

২৮

নীরবে কাতর কণ্ঠে করিতেছে যেন
এ প্রার্থনা—অন্তর্য্যামী নারায়ণ, হায়,
তুমিও কি অকাতরে করিছ দর্শন
নারীর এ অপমান ? পঞ্চস্বামী যার
দিগ্বিজয়ী, জগতের বীরচূড়ামণি,
তাহাদের প্রিয় ভার্য্যা আমি অভাগিনী
তাদের সম্মুখে আজি সহি অপমান।
তথাপি নীরব তারা, জীবন্মৃত প্রায়।
কোন্ মন্ত্রবলে আজি নাহি জানি, হায়,
বিষহীন এ ভুজঙ্গ ? নারায়ণ, তুমি
হও সাক্ষী, দ্রৌপদীর এই অপমান
নাহি হবে যতদিন পূর্ণ প্রতিশোধ,
নাহি হবে বেণীবদ্ধ এই মুক্ত কেশ
ততদিন দ্রৌপদীর।' দন্তী দুঃশাসন
করিতেছে পাঞ্চালীর বস্ত্র উন্মোচন।
স্তূপীকৃত বস্ত্ররাশি—তবু পাঞ্চালীর
পরিধানে পূর্ব্ববৎ শোভিছে বসন।
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি,
বিস্ময়বিমূঢ়চিত্ত, হৃষ্ট অন্য সবে।
শুধু অবরুদ্ধ ক্রোধে বসি ভীমার্জ্জুন

ভ্রূকুটিকুটিলানন, চাহি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু, যুধিষ্ঠির পানে।
প্রিয়তমা প্রেয়সীর হেরি অপমান
মনে হয় যেন, যদি করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
একটি ইঙ্গিত শুধু, পারে বৃকোদর
এক পদাঘাতে এই কৌরবের সভা
দুর্য্যোধন আদি সহ করিতে প্রেরণ
রসাতলে এ মুহূর্ত্তে, অথবা করিতে
বিদলিত পদতলে মত্ত করী প্রায়
কদলীকানন যথা। কিন্তু, নিরুপায়।
সত্যবদ্ধ যুধিষ্ঠির কৌরবের সনে!
নিরুপায় ভীমার্জ্জুন পিঞ্জর-আবদ্ধ
কিম্বা শৃঙ্খলিত ক্রুদ্ধ কেশরীর প্রায়।
কম্পিত শরীর রোষে, অনলস্ফুলিঙ্গ
শোভে নেত্রে, এক করে ন্যস্ত নত শির,
অন্য করে বজ্রমুষ্টিধৃত সুবিশাল
ভীষণ প্রচণ্ড গদা, গাণ্ডীব করাল।
নীরবে কৌরবগণে কহিতেছে যেন
বৃকোদর—'ভীমসেন এখনো জীবিত
থাকে যেন মনে ইহা। পাবে একদিন

প্রতিফল এ কার্য্যের। এই গদাঘাতে
না করি বিচুর্ণ শির, দুর্য্যোধন, তব
যদি, এই নখাঘাতে, দুঃশাসন, তব
না করি বিদীর্ণ বক্ষ, করি রক্ত পান,
শোণিতরঞ্জিত এই করে দ্রৌপদীর
নাহি করি বদ্ধ বেণী, নহি ভীম আমি।"

অপর আলেখ্য চারু—'সতীদেহত্যাগ'
"দক্ষরাজযজ্ঞসভা। বসি ঋষিগণ
যজ্ঞকুণ্ড চতুর্দ্দিকে আহুতিপ্রদানে,
পক্বকেশ, পক্বশ্মশ্রু আবক্ষলম্বিত।
দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে ক্রুদ্ধ ত্রিলোচন
প্রাণহীন সতীদেহ করিয়া ধারণ
স্কন্ধে। চতুষ্পার্শ্বে বহু বিকটদর্শন
মহেশের অনুচর ভূতপ্রেতগণ
করিতেছে যজ্ঞ নষ্ট। এক পার্শ্বে তার
দাঁড়াইয়া দক্ষরাজ ভীত ও ব্যাকুল।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র আদি দেবতা সকল
নিমন্ত্রিত। দক্ষরাজ শুধু জামাতায়
সিদ্ধিসেবী, ভূতপতি, শ্মশানবিহারী,
ভিখারী মহেশে নাহি করে নিমন্ত্রণ।

বিনা নিমন্ত্রিতা সতী দক্ষরাজসূতা
পিতৃগৃহে পিতৃমুখে শুনি প্রিয়তম
পতিনিন্দা, অপমান অভিমান ক্ষোভে
করিয়াছে দেহত্যাগ। অনুচরমুখে
শুনি বার্ত্তা মহেশ্বর উপনীত তথা
ক্রোধবিকম্পিতদেহ। দীর্ঘ জটাজাল
উৎক্ষিপ্ত, নয়নদ্বয় রোষকষায়িত,
বেষ্টি বাহু, স্কন্ধ, শির, গর্জ্জিছে ভূজঙ্গ
বিষধর। ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন
বর্ষিছে অনলরাশি। ত্রিশূল ভীষণ
শোভে এক করে, অন্য করে শিঙ্গা এক,
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ভস্মঅনুলিপ্ত
কলেবর, কণ্ঠে শোভে রুদ্রাক্ষের মালা।
বাম স্কন্ধে সতীদেহ করিয়া ধারণ
সাক্ষাৎ কৃতান্তবেশে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ
বিরূপাক্ষ। শোভিতেছে পৃষ্ঠে পার্ব্বতীর
মস্তক ও ভূজদ্বয়, বক্ষে পদদ্বয়,
স্বর্ণ উত্তরীয় প্রায়। দীর্ঘ কেশদাম
ভূজদ্বয় মধ্যে নিম্নে লুণ্ঠিত ভূতলে।"

অন্য আর এক চিত্র—'সুভদ্রাহরণ'—

"রথোপরি উপবিষ্ট পার্থ ধনুর্দ্ধর,
সম্মুখে সুভদ্রাদেবী সারথির বেশে।
ধৃত করে অশ্ববল্গা, উড়িছে কুন্তল,
কনক বসনাঞ্চল, মৃদুহাস্যরেখা
অধরে, সম্মুখদিকে ঈষৎ হেলিত
শরীরের ঊর্দ্ধভাগ, স্বর্ণ ভুজদ্বয়
প্রসারিত পুরোভাগে সমঅন্তরাল
দুইটি সরল রেখা, চরণযুগল
বিস্তৃত সরলভাবে নিম্ন পাদপীঠে।
রথমধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ বসিয়া ফাল্গুনি,
বাম করে ধৃত ধনুঃ, দক্ষিণ করেতে
আকর্ণ আকর্ষি গুণ, সুতীক্ষ্ণ সায়ক,
যুদ্ধরত যাদবের সেনানী সহিত।
তীব্র বেগে চারু রথ করি আকর্ষণ
ছুটিয়াছে বাজীদ্বয় উগ্র তেজীয়ান্
বিপুল যাদবসৈন্য মথিয়া চরণে,
করি নিষ্পেষিত গুরু রথচক্রতলে।
ফাল্গুনির তীক্ষ্ণ শরাহত যাদবের
ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল পলায়নোদ্যত।"

'সাবিত্রী ও সত্যবান্'—চিত্র অনুচারু-

"নিবিড় অরণ্য মাঝে অশোকের মূলে
বসি শ্যাম তৃণাবৃত ভূমির উপর
সাবিত্রী লইয়া অঙ্কে মৃতপতিশির।
পতিত ভূতলে এক সুতীক্ষ্ণ কুঠার
এক পার্শ্বে, অন্য পার্শ্বে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি
রজ্জুবদ্ধ, দাঁড়াইয়া সম্মুখে কৃতান্ত
ভীষণ করাল দণ্ড করিয়া ধারণ।
পতিগতপ্রাণা পতিব্রতা সাবিত্রীর
অঙ্কস্থিত মৃত সত্যবানের আত্মায়
অসমর্থ যমদূত করিতে গ্রহণ,
সেই হেতু মৃত্যুপতি উপনীত নিজে।
অশ্রুকলঙ্কিত মুখ করি উত্তোলন,
চাহি কৃতান্তের পানে কাতর নয়নে,
প্রাণাধিক প্রিয় পতিবিয়োগবিধুরা
মাগিছে সাবিত্রী দীনা কৃতাঞ্জলি করে
পতির জীবনভিক্ষা। যেই পতি তরে
পিতার ঐশ্বর্য্য সুখ করি বিসর্জ্জন
সাবিত্রী রাজকুমারী প্রফুল্ল অন্তরে
করিয়াছে স্ব-ইচ্ছায় দারিদ্র্যে বরণ,
পিতার সুরম্য হর্ম্ম্য করি পরিত্যাগ

পশিয়াছে এ অরণ্যে যেই পতি তরে,
করিতে সাহায্য তাকে কাষ্ঠ-আহরণে,
সেই পতি তরে ভিক্ষা মাগিছে সাবিত্রী—
'মৃত্যুপতি, প্রিয়তম পতির আমার
কর প্রাণ দান, কিম্বা লও অভাগিনী
আমাকেও তার সনে। জীবনের মম
অর্দ্ধ পরমায়ু যদি হয় প্রয়োজন,
লইয়া পতিকে মম কর দান তাহা।
পতির এ মৃতদেহ অঙ্ক হ'তে মম
করিব না পরিত্যাগ, কৃতান্ত, কদাপি।'
বিষম সমস্যাকুল কৃতান্ত স্বয়ং—
গত-আয়ুঃ সত্যবান্, প্রাণদান তার
অসম্ভব। সাবিত্রীর অসমাপ্ত আয়ূঃ,
অসম্ভব তাহাকেও করিতে গ্রহণ।
পক্ষান্তরে যদবধি স্বেচ্ছায় সাবিত্রী
আপনার অঙ্কস্থিত সতবান্‌দেহ
নাহি করে পরিত্যাগ, নাহি সাধ্য তার
করিতে গ্রহণ সতীকুলশিরোমণি
সাবিত্রীর অঙ্ক হ'তে সেই আত্মা তার।"
'মদনশাসন'—অন্য চিত্র অপরূপ—

সপ্তদশ সর্গ

তরুলতাগুল্মাকীর্ণ বিজন কাননে
দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত
শৈলাসনে ধ্যানমগ্ন বসিয়া ধূর্জ্জটি
প্রিয়তমা পত্নী সতীবিরহকাতর।
নিমীলিত নেত্রদ্বয়, ভস্মলিপ্ত দেহ,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, দীর্ঘ জটাজাল
লুণ্ঠিত ধরণীতলে, চরণযুগল
যোগাসনসমাশ্রিত, দীর্ঘ ভুজদ্বয়
ন্যস্ত ক্রোড়ে শ্লথ ভাবে, শোভে পরিধানে
ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পুরোভাগে স্থিত কমণ্ডলু
এক পার্শ্বে, অন্য পার্শ্বে প্রোথিত ভূতলে
ত্রিশূল, অনতিদূরে অর্দ্ধনিদ্রাচ্ছন্ন
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বিশ্রামনিরত
এক পার্শ্বে ভীমকায় কেশরী একটি,
অন্য পার্শ্বে অনুরূপ শার্দ্দূল ভীষণ।
পশ্চাতে বিপুলকায় দাঁড়াইয়া বৃষ
ভয়হীন, তৃণগুচ্ছচর্ব্বণনিরত।
জটামধ্যে বিষধর প্রসুপ্ত ভুজঙ্গ।
নবীনযৌবনশোভাউচ্ছ্বসিতদেহা
গললগ্নীকৃতবাসা বসিয়া সম্মুখে

পার্ব্বতী ভূতলে স্থাপি চারু জানুদ্বয়।
যৌবনপীড়িত গুরু দেহভার ন্যস্ত
ভূপৃষ্ঠচুম্বিতাঙ্গুলি পদগুল্‌ফোপরি,
কনককুসুমাঞ্জলিবদ্ধ করপুট।
সূক্ষ্ম ক্ষৌম রক্তাম্বর শোভে পরিধানে,
বনফুলবিভূষিতা বনদেবী প্রায়।
অদূরে কুঞ্জাভ্যন্তরে অৰ্দ্ধলুক্কায়িত
কন্দর্প। চরণ এক বিস্তৃত পশ্চাতে,
অপর চরণ অৰ্দ্ধউত্থাপিত ভাবে
অবস্থিত পুরোভাগে, শোভে পুষ্পধনুঃ
এক করে, অন্য করে আকর্ষিত চারু
পুষ্পশর, পৃষ্ঠে পুষ্পশরের তূণীর।
ধূমকেতুপুচ্ছ প্রায় আসে ধূৰ্জ্জটির
তৃতীয় নয়ন হ'তে দীপ্ত অগ্নিরেখা
কুঞ্জ-অন্তরালে স্থিত কন্দর্পের পানে।”
বিমোহিতা রাজ্ঞীগণ আলেখ্যদর্শনে
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে থাকি ক্ষণকাল ধীরে
কহিলেন যোধাবাঈ—
“সত্য বাণী তব
নারী, এই চিত্রাবলী অপূর্ব্ব সুন্দর।

যোগ্য এ আলেখ্য তব কর্ত্রীর, দিল্লীর
রাজমহিষীর কক্ষে ভুবনবিখ্যাত
চিত্রাবলী পার্শ্বে স্থান লভিতে, রমণী।
কি মূল্য ইহার, নারী ?"
ঈষৎ হাসিয়া
কহিল রমণী ধীরে—
"অক্ষম এ দাসী
করিতে জ্ঞাপন মূল্য আলেখ্যের, রাজ্ঞি।
আদেশ কর্ত্রীর মম—যত্তপি আলেখ্য
সম্রাজ্ঞীর মনোনীত হয়, তবে তিনি
স্বয়ং—সম্রাজ্ঞী যদি করেন প্রদান
অনুমতি—উপনীত হইয়া আনন্দে
করিবেন মূল্য তার জ্ঞাপন রাজ্ঞীকে।"

যোধাবাঈ— উত্তম। আমিও মনে করি অভিলাষ,
অপূর্ব্ব এ চিত্রাবলী কল্পনা যাহার,
অঙ্কিত যাহার করে নয়নাভিরাম
আলেখ্যনিচয় এই, ইচ্ছা তার সনে
আলাপ ও পরিচয় করিতে আমার।
কহিও কর্ত্রীকে তব—দিল্লীর আসন্ন
খোসরোজ মহোৎসবে, নারীর মেলায়,

আশা করি, আমাদের ঘটিবে সাক্ষাৎ।
ইহাও আকাঙ্ক্ষা মম—নাহি থাকে যদি
আপত্তি তাঁহার—সেই নারীর মেলায়
বহু দেশাগত পণ্যবীথিকার সাথে
তাঁহারও পণ্যশালা রহিবে চিত্রের।
নিঃসন্দেহ চিত্র তাঁর করি সন্দর্শন
দিল্লীর মহিলাবৃন্দ হইবেন মুগ্ধ।
"অতিশয় প্রীতা কর্ত্রী হইবেন মম
রাজ্ঞীর এ অনুগ্রহে।"
কহিয়া রমণী
সসম্ভ্রমে রাজ্ঞীগণে আনত মস্তকে
করিয়া অভিবাদন করিল প্রস্থান।
পুনরায় রাজ্ঞীগণ লাগিল দেখিতে
চিত্রাবলী একে একে বিমুগ্ধ নয়নে।
লাগিল করিতে চিত্রকরীর প্রশংসা
মুক্তকণ্ঠে। একাকিনী যোধাবাঈ শুধু
চিন্তামগ্না আকুলিতা বসিয়া নির্ব্বাক্।

অষ্টাদশ সর্গ

দিল্লী—খোসরোজ।

শরতের পূর্ণিমায় শুভ্র স্নিগ্ধোজ্জ্বল
রজতসন্নিভ পূর্ণচন্দ্রের কিরণে
শোভিতেছে মোগলের রাজধানী দিল্লী
"খোসরোজ" মহোৎসবে অপূর্ব্ব শোভায়।
শোভিতেছে গৃহাবলী পল্লবে কুসুমে
পতাকায় অপরূপ। উচ্চ সৌধশীর্ষে
অর্দ্ধচন্দ্রবিশোভিত জাতীয় কেতন
শোভিতেছে মোগলের চঞ্চল অধীর।
আনন্দবাসরে আজি আনন্দবিহ্বলা
শোভে দিল্লী যেন রূপগর্ব্বিতা রূপসী
রমণীর ন্যায়। পার্শ্বে নির্ম্মলসলিলা
শোভিছে যমুনা স্বচ্ছ মুকুরের প্রায়।

হেরিছে রূপসী যেন যমুনার নীরে—
বিমল দর্পনে—চারু মুখ আপনার।
শোভিতেছে গৃহদ্বারে, গবাক্ষে, অলিন্দে,
অগণিত দীপমালা। যেন নিশীথিনী
পরিয়াছে মণিময় দীপহার কণ্ঠে।
শোভিছে সে দীপমালা যমুনা-সলিলে
হীরকখণ্ডের ন্যায় দীপ্ত ও উজ্জ্বল।
শোভে যমুনার বক্ষে অগণিত ক্ষুদ্র
আলোক-তরঙ্গ রঙ্গে করিয়া নর্ত্তন।
দিল্লীর ইমামবারা রাজপ্রাসাদের
প্রান্তবর্ত্তী রমণীয় প্রমোদউদ্যানে
সম্মিলিত খোসরোজ আনন্দবাজার,
অপূর্ব্ব নারীর মেলা। শুদ্ধান্তচারিণী
দিল্লীর অসূর্য্যম্পশ্যা পুরমহিলার
সম্মিলনী অভিনব। সজ্জিত উদ্যান
অপরূপ বেশে আজি। বিরচিত বহু
প্রশস্ত সরল পথ মর্ম্মর প্রস্তরে।
প্রসারিত তদুপরি বিচিত্র গালিচা
সুকোমল। শোভে পণ্যবীথিকানিচয়
দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ, পল্লবে কুসুমে

সুশোভিত, সুসজ্জিত রঞ্জিত বসনে
স্তম্ভশ্রেণী, চিত্রাবলীভূষিত প্রাচীর।
স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তবিনির্ম্মিত চারু
মণিমুক্তাবিশোভিত, হীরকখচিত,
সূক্ষ্মকারুকার্য্যময় শোভে শিল্পদ্রব্য
বিপনীতে স্তরে স্তরে অপূর্ব্ব সুন্দর।
বিরচিত স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব তোরণ
পত্রে, পুষ্পে, লতিকায়। কোথাও আবার
নির্ম্মিত সুচারু উৎস, নিকুঞ্জবিতান,
অপূর্ব্ব লতামণ্ডপ। কোন স্থানে পুনঃ
শুভ্র বেদীশীর্ষে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত
চারু মূর্ত্তি রমণীর অপূর্ব্ব লীলায়
দাঁড়াইয়া, প্রসারিত ক্ষুদ্র করপুটে
ধরিয়া কুসুমগুচ্ছ। বেষ্টিত উদ্যান
প্রাচীরে। সজ্জিত চারি দ্বার চারি পার্শ্বে
পল্লবিত বেতস ও দেবদারুশাখে,
কুসুমসম্ভারে। শোভে চারু দীপাবলী
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, বিবিধ বর্ণের
কাচবিনির্ম্মিত পাত্রে মণিমালা প্রায়
পণ্যবীথিকায়, পথে, তোরণে, প্রাচীরে,.

দ্বারে। দিবসের প্রায় উত্থান উজ্জ্বল
আলোকিত। দাঁড়াইয়া মুক্ত অসি করে
নারী প্রতিহারী দ্বারে, উত্থানাভ্যন্তরে,
স্থানে স্থানে সতর্কিতা। দলে দলে নারী
আসিতেছে, যাইতেছে। কেহ পদব্রজে,
কেহ শিবিকায়, কেহ চতুর্দ্দোলে পুনঃ।
শোভে পরিধানে সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র চারু
ইন্দ্রধনুবর্ণ নিন্দি। শোভে সুকুমার
অঙ্গে হেম আভরণ হীরকখচিত
নানা কারুকার্য্যময়। শোভিছে কাহার
আগুল্‌ফলম্বিত বেণী বিসর্পিত পৃষ্ঠে,
কাহার কবরীবদ্ধ শোভে কেশদাম।
শোভিছে চরণে ক্ষুদ্র বিচিত্র পাদুকা,
করে সুরভিত চারু বিচিত্র রুমাল।
শোভিছে কাহার কণ্ঠে চারু পুষ্পমাল্য,
কাহার কবরী বেষ্টি। কেহ একাকিনী,
কেহ সখিপরিবৃতা। কেহ রত ক্রয়ে,
কেহ বা বিক্রয়ে, কেহ দর্শনে কেবল।
স্থানে স্থানে বিরচিত শ্বেতপ্রস্তরের
শুভ্র বেদিকায় কেহ লভিছে বিশ্রাম,

কেহ বা আলাপরত সখিদের সনে।
কেহ পুনঃ দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ উৎস পার্শ্বে
করিতেছে বারিধারা নিরীক্ষণ হর্ষে।
অন্য কেহ সখি সনে নিকুঞ্জবিতানে
বিশ্রম্ভআলাপরত। কোন স্থানে কেহ
গাইছে মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত,
অন্যত্র কেহ বা বীণাবাদননিরতা।
আমোদিত চতুর্দ্দিক সঙ্গীতে, আলাপে,
কুসুমসৌরভে, বীণাধ্বনিতে মধুর।
নুপুর ও কঙ্কণের মধুর ঝঙ্কারে
মুখরিত দিঙ্মণ্ডল। বহে সমীরণ
উড়াইয়া নারীদের কুন্তল অঞ্চল।
স্থানে স্থানে সুবেশিনী কিঙ্করীর দল
করিতেছে বিতরণ মধুর পানীয়
নারীবৃন্দে হেম পাত্রে, কেহ বা করঙ্কে
বিতরিছে সুবাসিত গোলাপী তাম্বুল।
রমণীর দেহভাতি শোভিছে উজ্জ্বল
পরাজয়ি দীপালোকে, চন্দ্রের কিরণে।
শোভে ঊর্দ্ধে নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র এক,
নিম্নে শত পূর্ণচন্দ্র শোভিছে ভূতলে।

শোভে উদ্যানের ক্ষুদ্র গোলাপের পার্শ্বে
বৃহৎ, জীবন্ত, শত প্রফুল্ল গোলাপ।
চটুলা রমণী এক বসি সুসজ্জিত
পণ্যবীথিকায় তার করিছে বিক্রয়
বিবিধ পুষ্পের মাল্য। তরুণীর দল
সমবেত সেই স্থানে মালাক্রয় তরে।
রসিকা বিক্রেত্রী হাসি দেখাইছে সবে
মাল্যরাশি, করিতেছে গুণ সঙ্কীর্ত্তন
মালিকার। মৃদু হাসি করিল জিজ্ঞাসা
রূপসী তরুণী এক বকুলের মালা
করিয়া গ্রহণ হস্তে—
"কি গুণ ইহার?"
বিক্রেত্রী ঈষৎ হাসি করিল উত্তর—
"এই বকুলের মালা যে করে ধারণ
কবরীতে, অনায়াসে পারে সেই জন
হরিতে প্রিয়ের মন। প্রেমিকের ইহা
অতি আদরের ধন। প্রিয়ের সোহাগ,
প্রেম, ভালবাসা, হয় মধুর ইহার
স্নিগ্ধ সৌরভের ন্যায়।"
অন্য নারী এক

বেলফুলমালা এক করিয়া গ্রহণ
করিল জিজ্ঞাসা—
"আর কি গুণ ইহার ?"

বিক্রেত্রী— এই চারু বেলফুলমালা যেই জন
পরে কণ্ঠে, অনায়াসে প্রিয়ের হৃদয়
পারে সে করিতে জয়। সৌরভ ইহার
করে প্রেমিকের প্রাণ উন্মত্ত অধীর,
করে চিত্ত আকুলিত।

তৃতীয়া নারী— কিবা গুণ এই
শেফালিকা মালিকার ?

বিক্রেত্রী— এ শেফালীমাল্য
যে করে ধারণ, হয় সৌন্দর্য্য তাহার
বর্দ্ধিত সহস্রগুণ। চরণে তাহার
প্রিয়ের সোহাগ প্রেম হয় বিলুণ্ঠিত
সংজ্ঞাহীন মাতোয়ারা।

চতুর্থা নারী— কিবা গুণ আর
চম্পকগুচ্ছের এই ?

বিক্রেত্রী— এ চম্পকগুচ্ছ
যে করে ধারণ বক্ষে, প্রিয়বক্ষে তার
বিরাজিত চিরদিন থাকে সিংহাসন।

থাকে আত্মহারা পড়ি বক্ষে তার প্রিয়
অনন্যহৃদয়চিত্ত।

পঞ্চমা নারী— কিবা গুণ আর
এ গোলাপমালিকার?

বিক্রেত্রী— এ গোলাপমাল্য
যে করে ধারণ শিরে, অথবা কুন্তলে,
কিম্বা যে বা করে এই সপত্র সবৃন্ত
গোলাপ ধারণ বক্ষে, হয় সেই জন
বিশ্ববিজয়িনী, প্রিয় হৃদয়ে তাহার
একচ্ছত্র আধিপত্য, উন্মত্তহৃদয়
প্রেমিক চরণে তার হয় বিলুণ্ঠিত
প্রেমাবেশে, প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না তাহার
প্রেমিকহৃদয়ে আর।

অদূরে তাহার
অন্য এক বিপণীতে বিক্রেত্রী অপরা
নানাবিধ অঙ্গরাগ করিছে বিক্রয়।
করি লক্ষ্য সমবেতা তরুণীর দলে
বিক্রেত্রী কহিছে হাসি—
"এই অলক্তকে
যে করে রঞ্জিত পদ, চরণ তাহার

ধরে হর্ষে বক্ষে প্রিয়। যে জন আননে
মাখে এই শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাসার, তার
ক্ষুদ্র মুখখানি প্রিয় আকুল হৃদয়ে
ধরে বক্ষে প্রেমাকুল। এই সুরভিত
তাম্বুলে অধর করে রঞ্জিত যে জন,
করে তার অধরের সুধাপান হর্ষে
উন্মত্ত প্রেমিক। আর, যে জন তাহার
করে অনুলিপ্ত এই কজ্জলে নয়ন,
কটাক্ষে তাহার প্রিয় হয় বশীভূত।
আর, এ মঞ্জীষ্ঠারসে করে যেই জন
সুরঞ্জিত করতল, করস্পর্শে তার
উঠে প্রেমিকের দেহ শিহরি আকুল।
এই সুবাসিত স্নিগ্ধ গোলাপনির্য্যাসে
যে করে চর্চ্চিত কেশ, সিক্ত নীলাঞ্চল,
মধুমত্ত অলিপ্রায় প্রেমিক তাহার
করে কর্ণে প্রণয়ের মধুর গুঞ্জন।”

এইরূপে সুসজ্জিত পণ্যালয়ে বসি
সুবেশিনী সুহাসিনী যৌবনশালিনী
রূপসী বিক্রেত্রীগণ করিছে বিক্রয়
রমণীর প্রিয় প্রসাধন দ্রব্যাবলী

বিলাসসামগ্রীচয়।   করিছে বিক্রয়
কোন স্থানে বস্ত্রাবলী বিবিধ বর্ণের
বিচিত্র ও সূক্ষ্ম,. চারু কারুকার্য্যময়,
কনকখচিতাঞ্চল। কোন স্থানে পুনঃ
মণিমুক্তাবিভূষিত, হীরক-খচিত,
রত্নাবলী—কণ্ঠহার, বলয়, কঙ্কণ,
কর্ণফুল, সীঁথি, অঙ্গুরীয়ক, মেখলা,
নূপুর—বিবিধ চারু কনকালঙ্কার।
দলে দলে নারীবৃন্দ করিতেছে ক্রয়
যাহার ঈপ্সিত যাহা।   কেহ করে ক্রয়
চারু নীলাম্বরী স্বর্ণতারকাখচিত
হেমাঞ্চল।   কেহ পুনঃ মুকুতাশোভিত
অপরূপ কণ্ঠহার।   কেহ বা আবার
হীরক-খচিত চারু স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক।
উৎসাহে, আনন্দে, উদ্ভাসিত সকলের
আনন, নয়ন তৃপ্তিপ্রীতিসমুজ্জ্বল।
করিতেছে স্থানে স্থানে সুবেশা তরুণী
রূপসী নর্ত্তকীবৃন্দ নৃত্য ও সঙ্গীতে
সমবেতা নারীদের মানস রঞ্জন।
গাইছে নর্ত্তকী এক বীণাধ্বনি সহ

মধুর ললিত কণ্ঠ করিয়া মিলিত
এক স্থানে, সুসজ্জিত চন্দ্রাতপনিম্নে
বিরচিত রঙ্গমঞ্চে আলোকোদ্ভাসিত—

গীত

(১)

দিল্লীর রমণী, এস ত্বরা করি,
হের কি উল্লাসে হাসে বিভাবরী,
এস পল্লীবালা, এস পুরনারী,
আনন্দ-বাসর করে আহ্বান।
ধনীর গৃহিণী এস বিলাসিনী,
এস দরিদ্রের কুটীরবাসিনী,
এস রাজরাণী, এস ভিখারিণী,
কর এ উৎসবে নিমগ্ন প্রাণ।

(২)

হাসিছে যমুনা, হাসে নিশীথিনী,
হাসে নভঃ পূর্ণচন্দ্রকিরীটিনী,
এস ত্বরা করি কিশোরী তরুণী,
পর অঙ্গে নব অপূর্ব্ব বেশ,
পর নীলাম্বরী—উড়ুক অঞ্চল,
পর কর্ণে দুল—দোলুক চঞ্চল,

পর কণ্ঠে হার—জ্বলুক উজ্জ্বল,
    কর পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত কেশ।

(৩)

প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ তুলুক নিক্কন,
তুলুক চরণে নূপুর শীঞ্জন,
অলক্ত রঞ্জিত করুক চরণ,
    করুক কজ্জল নেত্র মার্জ্জিত।
হউক্ কবরী কুসুমে রচিত,
হোক্ দীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠে বিসর্পিত,
হউক্ কপোল চন্দনে চর্চ্চিত,
    তাম্বুলে অধর হোক রঞ্জিত।

(৪)

এ উৎসব, এই 'খোসরোজ' মেলা
তোমাদের তরে, তোমরা অবলা
চির উপেক্ষিতা, চির অবহেলা
    পুরুষের বহু নিভৃতে প্রাণে।
আজিও কি তুমি রহিবে, রমণী,
অবরুদ্ধা অন্তঃপুরে একাকিনী ?
অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তচারিণী
    চিরপরাধীনা গৃহের কোণে ?

(৫)

হাসিছে প্রকৃতি, হাসে পারাবার,
আকাশ, ধরণী, পর্ব্বত, কান্তার,
তুমি কি বহিবে পাষাণের ভার
বক্ষে তব চিরদিন গোপনে ?
কিছু নাহি চাবে, কিছু নাহি নিবে,
হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে বহিবে,
দূর হ'তে শুধু চাহিয়া রহিবে
কাতর নয়নে, আকুল প্রাণে ?

(৬)

ত্যজ লজ্জা ভয়, খোল এ গুণ্ঠন,
নিমীলিত নেত্র কর উন্মীলন,
কর একবার বিশ্বাবলোকন,
আপনার স্থান কর দর্শন,
কোথায় পুরুষ, কোথায় রমণী,
কোথায় আকাশ, কোথায় ধরণী,
বিশ্বপতি নর, নারী ভিখারিণী,
পথের ধূলায় করি শয়ন !

(৭)

এ মলিন বেশ, এ ধূলি-শয়ন,

পদতলে এই মূর্চ্ছাবলুণ্ঠন,
এই অশ্রুপূর্ণ কাতর নয়ন,
কতদিন আর রহিবে তব ?
ত্যজ এ দীনতা, এ হীন আচার,
উঠ, নিজ পদে দাঁড়াও আবার,
হউক নারীত্ব জগতে প্রচার,
হউক প্রচার গৌরব নব।

(৮)

দেখুক পুরুষ—রমণীর প্রাণে
কি তেজঃ, কি শক্তি, জাগে সঙ্গোপনে,
কি কাঠিন্য কিবা কোমলতা সনে,
কি বজ্র বিরাজে কুসুমদলে ?
দেখুক জগৎ—নহে ক্ষুদ্রা নারী,
ক্রীড়াপুত্তলিকা, অথবা কিঙ্করী,
সর্পিনীর চেয়ে উগ্রা ভয়ঙ্করী
বিদলিতা যবে চরণতলে।

(৯)

কভু ভিখারিনী, কভু রাজরাণী,
কভু দেবী, কভু দানবী রমণী,
কভু জ্যোৎস্না, কভু তীব্রা সৌদামিনী,

কভু শান্তি, কভু অশান্তি, হায় !
কভু স্নেহময়ী ভগ্নী বা জননী,
কভু প্রেমময়ী পত্নী বিনোদিনী,
কভু সেবাময়ী কিঙ্করীরূপিনী,
মানময়ী কভু ফণিনী প্রায়।

(১০)

এ অধরে হাসি, এই নেত্রে জল,
এই কণ্ঠে সুধা, এই হলাহল,
এই স্থির শৈল, এ সিন্ধু চঞ্চল,
এ আলোক, পুনঃ এই আঁধার,
এই ফুলমালা, এই ভুজঙ্গিনী,
এ পূর্ণিমা, এই অমানিশীথিনী,
এই উষা, এই সন্ধ্যা বিষাদিনী,
এই রৌদ্র, এই ছায়া আবার।

(১১)

উঠ, জাগ, নারি, ঘুমিও না আর,
এ জড়তা তব কর পরিহার,
জগতের মাঝে স্থান আপনার
কর নির্ব্বাচন নির্ভীক প্রাণে.
গৌরবের পথে ধাও দ্রুতগতি,

কর বদ্ধ দৃষ্টি সম্মুখের প্রতি,
জীবনের লক্ষ্য হউক উন্নতি,
হও গরবিনী নারীর মানে।

(১২)

এ উৎসবে, এই আনন্দমেলায়
নাহি কোন বাধা, কোন অন্তরায়,
কেন তবে তুমি সঙ্কোচে লজ্জায়
ম্রিয়মানা হেন, কুণ্ঠিত প্রাণ ?
যদিও নরের নাহি অধিকার,
রমণীর কিন্তু অবারিত দ্বার,
তবে কেন এই আশঙ্কা তোমার
করিতে উৎসবে আজি যোগদান ?

(১৩)

পোহাইলে নিশি ফুরাইবে মেলা,
ফুরাইবে এই আনন্দের খেলা,
শুকাইবে ফুল, শুকাইবে মালা,
থাকিবে না এই সৌরভ আর।
এস তবে, নারী, থাকিতে সময়,
যাহা ইচ্ছা তব কর হর্ষে ক্রয়,
মণি, মুক্তা, রত্ন, কারুকার্য্যময়,

সাজাও অপূর্ব্ব দেহ তোমার।

(১৪)

অপরূপ বেশে হইয়া ভূষিত
দেহকান্তি তব কর সংবর্দ্ধিত,
প্রিয়ের হৃদয় কর বিমোহিত,
হৃদয় তাহার কর বিহ্বল।
ভালবাসা, প্রেম, সোহাগ, প্রণয়,
হেলায়, রমণি, কর আজি জয়,
কর দয়িতের জর্জ্জর হৃদয়
অধীর, উন্মত্ত, ক্ষুব্ধ, চঞ্চল।

অপরূপ মহামূল্য বসনে ভূষণে
বিভূষিতা, উল্লসিতা নারীবৃন্দ যবে
উৎসব-আনন্দে মগ্না, হর্ষে আত্মহারা,
ইতস্ততঃ দলে দলে করি বিচরণ
করিছেন উৎসবের শোভা সন্দর্শন,
একটি রমণী শুধু এই হর্ষোন্মত্তা
নারীবৃন্দ হ'তে দূরে মন্থর চরণে
ভ্রমিছেন একাকিনী। দেহ রমণীর
আপাদমস্তক শুভ্র বসনে আবৃত।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিসমুজ্জ্বল নেত্রদ্বয় ভিন্ন
নাহি হয় দৃষ্ট অন্য অংশ আননের
রমণীর। ধীরে ধীরে প্রতি পণ্যশালা,
প্রতি বিক্রেত্রীর পানে, সুতীক্ষ্ণ নয়নে
করি দৃষ্টিপাত নারী করিছেন যেন
ব্যাকুল হৃদয়ে অনুসন্ধান কাহার।
অকস্মাৎ এক চিত্রশালার নিকট
দাঁড়াইলা স্তব্ধা নারী। নয়নযুগল
উঠিল সহসা জ্বলি নীরব সাফল্যে।
চাহি তীক্ষ্ণ নেত্রে একবার বিক্রেত্রীর
পানে, সম্মুখস্থ এক সুচারু আলেখ্য
করিয়া গ্রহণ করে, করিলা জিজ্ঞাসা
মূল্য তার। সেই সঙ্গে করি বিক্রেত্রীকে
সম্বোধন, মৃদুস্বরে কহিলা রমণী—
"মহারাণী যোধাবাঈ ইচ্ছুক জানিতে
কিছুদিন পূর্ব্বে চিত্রবিক্রেত্রীর সনে
হইয়াছে সম্রাজ্ঞীর যেই আলাপন,
আছে কি স্মরণ তাহা চিত্রবিক্রেত্রীর?"

বিক্রেত্রী— অসম্ভব পক্ষে তার রাজ্ঞীর আদেশ
বিস্মরণ।

রমণী— মহারাণী চাহেন জানিতে
কোথায় কখন চিত্রকরীর সহিত
সম্ভব সাক্ষাৎ তাঁর ?
বিক্রেত্রী— যখন যেখানে
করেন আদেশ রাজ্ঞী ।
রমণী— ইচ্ছা সম্রাজ্ঞীর
এই উদ্যানের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তের
উৎস পার্শ্বে চিত্রকরী নিশীথ সময়ে
করিবেন একাকিনী প্রতীক্ষা রাজ্ঞীর।
বিক্রেত্রী— হইবে রাজ্ঞীর আজ্ঞা পালিত সর্ব্বাংশে
করি সেই স্থান ত্যাগ চলিলা রমণী
একাকিনী পুনরায়। করি বহু স্থান
অতিক্রম, উদ্যানের এক প্রান্তস্থিত
জনহীন কুঞ্জপার্শ্বে হ'য়ে উপনীত,
তীক্ষ্ণ নেত্রে চতুর্দ্দিক করিয়া বারেক
নিরীক্ষণ, অকস্মাৎ করিলা প্রবেশ
কুঞ্জমধ্যে। হইলেন মিলিত তথায়
নারীবেশপরিহিত পুরুষের সনে
লুক্কায়িত। ব্যগ্র কণ্ঠে ছদ্মবেশী নর
করিল জিজ্ঞাসা অতি মৃদুস্বরে তাকে—

"কি সংবাদ ?"

রমণী— ঘটিয়াছে সাক্ষাৎ আমার
চিত্রবিক্রেত্রীর সনে।

ছদ্মবেশী— চিত্রকরী সনে ?

রমণী— এখনও চিত্রকরী নহে সমাগতা।

ছদ্মবেশী— করেছ কি চিত্রকরী সহ সাক্ষাতের
কোনও ব্যবস্থা ?

রমণী— তাহা করিয়াছি আমি।

ছদ্মবেশী— কোথায় কিরূপে চিত্রকরীর সাক্ষাৎ
ঘটিবে তোমার ?

রমণী— এই উদ্যানবাটীর
দক্ষিণ প্রান্তের উৎস পার্শ্বে এ নিশীথে
করিবেন চিত্রকরী প্রতীক্ষা আমার।

ছদ্মবেশী— তারপর যাহা যাহা কর্ত্তব্য তোমার
আছে কি স্মরণ সব ?

রমণী— আছে সমুদয়।

ছদ্মবেশী— উত্তম। অতীব প্রীত হইলাম আমি।

অতঃপর দুই জন করিল প্রস্থান
দুই দিকে, সাবধানে করি কুঞ্জ ত্যাগ।

ঊনবিংশ সর্গ।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ—ষড়যন্ত্র।

খোসরোজ মহোৎসবে দিল্লীর সুরম্য
উদ্যানবাটিকা যবে উৎসবনিরতা
নারীদের হাস্যগীতিকলরবপূর্ণ,
দূরে এক প্রান্তে জনহীন উৎস পার্শ্বে
বসি একাকিনী শুভ্র মর্ম্মরআসনে
তরুণী রমণী এক গভীর চিন্তায়
নিমগ্না। বিন্যস্ত গণ্ড এক করতলে,
অন্য কর ন্যস্ত অঙ্কে। চরণযুগল
বিলম্বিত নিম্নে শ্লথ অর্দ্ধ-অবনত
স্পর্শি বেদীগাত্র ধীরে। দীর্ঘ কেশদাম
চুম্বি বেদীপদমূল বিসর্পিত পৃষ্ঠে
বেণীবদ্ধ। পরিধানে শোভে শুক্লাম্বর।

৩০

শোভে শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি বেষ্টি সুকুমার
কলেবর রমণীর। বসিয়া তরুণী
মর্ম্মরনির্ম্মিত শুভ্র দেবীমূর্ত্তি প্রায়
নীরব, নিস্পন্দ, স্থির! পদপ্রান্তে তার
উৎসের সলিলধারা ঝরে অবিরাম
তুলিয়া অস্ফুটধ্বনি। নাহি পশে যেন
রমণীর কর্ণে তাহা। কিম্বা, দূরাগত
হর্ষধ্বনি নাহি পশে শ্রবণে তাহার।
হাস্যগীতিমুখরিত উৎসবের প্রতি
নহে ন্যস্ত চিত্ত তার। নহে উচ্ছ্বসিত
হৃদয় এ মহোৎসবে—আত্মহারা নারী।
দ্বিতীয়া রমণী এক পশ্চাৎ হইতে
আসি ধীরে স্কন্ধে তার করিতে স্থাপন
ক্ষুদ্র কর, আচম্বিতে উঠিল চমকি
ধ্যানভ্রষ্টা ত্রস্তা নারী। চকিতে তরুণী
মর্ম্মর আসন ত্যজি দাঁড়াইতে, ধীরে
সসম্ভ্রমে করে তার আগন্তুকা নারী
ক্ষুদ্র এক লিপিখণ্ড করিল অর্পণ।
নিমেষে লিপিকা পাঠ করি সমাপন
কহিলা তরুণী—

"রাজ্ঞী যোধাবাঈ সনে
সাক্ষাতাকাঙ্ক্ষিনী আমি বহুক্ষণব্যাপী
করিতেছি এই স্থানে প্রতীক্ষা, রমণি।
অতএব, কর ত্বরা পথ প্রদর্শন।"
"প্রস্তুত এ দাসী"
নারী কহিলা সম্ভ্রমে—
"রাজ্ঞীরও আজ্ঞা তাহা। কৃপা করি এবে
করুন দাসীর অনুগমন, সুভদ্রে।"
কহিয়া রমণী হর্ষে সম্মুখের পথে
হইলেন অগ্রসর। চলিল তরুণী
পশ্চাতে তাহার ধীরে চিন্তিত হৃদয়ে
নীরবে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে করিয়া আবৃত।
বহু দীর্ঘ বক্র পথ করি অতিক্রম
অবশেষে নারীদ্বয় করিল প্রবেশ
বিশাল সুরম্য হর্ম্ম্যে। মুহূর্ত্তের তরে
তরুণীর বক্ষ মৃদু উঠিল কাঁপিয়া!
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তর করি অতিক্রম
চলিলা রমণীদ্বয়। অবশেষে এক
প্রশস্ত সজ্জিত কক্ষ অতিক্রম কালে
অর্দ্ধ পথে অকস্মাৎ থামিলা তরুণী—

পশ্চাৎ হইতে কেহ অঞ্চল তাহার
করিতেছে আকর্ষণ করি হেন জ্ঞান
ফিরিতে, হেরিলা নারী অঞ্চলাগ্র তার
কক্ষমধ্যস্থিত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত
নারীমূর্ত্তিকরে বদ্ধ। করি উন্মোচন
অঞ্চল, তরুণী পুনঃ ফিরাইতে মুখ,
দেখিলা বিস্ময়ে তার সঙ্গিনী রমণী
অন্তর্হিতা, কিন্তু, নাহি করিলা দর্শন
কুত্রাপি সম্মুখে কোন নির্গমনপথ।
সন্দেহে পশ্চাৎ পানে ফিরাইতে দৃষ্টি
পুনরায়, হেরে রুদ্ধ প্রবেশের দ্বার।
কক্ষমধ্যে একাকিনী বন্দিনী রমণী!
বিষম সন্দেহাকুল হইল তাহার
হৃদয়, উঠিল বক্ষ কাঁপিয়া ঈষৎ
পুনরায় অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের তরে!
অপূর্ব্বসজ্জিত কক্ষ, কারুকার্য্যময়
বহু আসবাব পূর্ণ, কক্ষের প্রাচীর
সুচিত্রিত, সুশোভিত আলেখ্যে মুকুরে,
কক্ষতল সুকোমল গালিচাআবৃত।
গজদন্তবিনির্ম্মিত বিচিত্র আধার

শোভে কক্ষমধ্যস্থলে, শোভে তদুপরি
কনক রজত পাত্রচয় সুসজ্জিত,
সুকোমল বস্ত্রাবৃত বিচিত্র আসন
শোভে এক পার্শ্বে তার, শোভে অন্য পার্শ্বে
প্রস্তরনির্ম্মিত চারু মূর্ত্তি রমণীর,
আলোকিত দীপালোকে প্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল !
অতর্কিত এ বন্দীত্বে ক্ষণেকের তরে
হতবুদ্ধি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার প্রায়
রহিল দাঁড়ায়ে নারী স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ !
মুহূর্ত্তের তরে কিন্তু—তেজস্বিনী নারী
করিলা নিমেষে আত্মসংবরণ তার।
অকস্মাৎ সম্মুখের প্রাচীরলম্বিত
মুকুরের প্রতি দৃষ্টি হইতে পতিত
বিস্ময়ে হেরিলা নারী শোভিছে দর্পণে
কার দেহপ্রতিবিম্ব। বিদ্যুৎ গতিতে
ফিরিয়া পশ্চাৎপানে দেখিলা সম্মুখে
দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, তরুণবয়স্ক,
বহুমূল্যপরিচ্ছদভূষিত যুবক
দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে। মুহূর্ত্তের তরে
উঠিল চমকি নারী সন্দেহপীড়িতা।

নিমেষে করিয়া পুনঃ আত্মসংবরণ,
যুবক যে দ্বারপথে করিল প্রবেশ
প্রকোষ্ঠে, তরুণী সেই দ্বার অভিমুখে
হইলেন অগ্রসর মন্থর চরণে।
দ্বার সন্নিকটে, কিন্তু, হয়ে উপনীত
হেরি অবরুদ্ধ দ্বার, ফিরি তীব্র বেগে
যুবকের পানে, চাহি জ্বলন্ত নয়নে,
ক্রোধবিকম্পিত কণ্ঠে কহিলা তরুণী—
"কক্ষে প্রবেশের পথ অবগত যিনি,
নহে কক্ষ হ'তে বহির্গমনের পথ
অবিদিত তাঁর কভু। আশা করি, তিনি
অবিলম্বে কক্ষদ্বার করি উন্মোচন,
করিবেন নারী প্রতি সৌজন্যের তাঁর
পরিচয় দান।"
হাসি করিল উত্তর
যুবক—
"সুন্দরি, বহির্গমনের পথ
হলেও বিদিত, নাহি হ'তে পারে তার
উন্মোচন সাধ্যায়ত্ত।"
রমণী— নহে কোন হেতু

দ্বার-উন্মোচন যদি সাধ্যায়ত্ত তাঁর,
নহে কিন্তু, আশা করি, অসাধ্য তাঁহার
অবিলম্বে কক্ষত্যাগ !

যুবক— তাহাও হয়তঃ
অসাধ্য, সুন্দরি, তার !

রমণী— তবে কি তাঁহার
প্রবেশ একাকী এই কক্ষমধ্যে—যথা
অবরুদ্ধা একাকিনী বিদেশিনী নারী—
ইচ্ছাকৃত ? কিম্বা, তিনি ভ্রান্তিবশে হেথা
উপনীত অনিচ্ছায় ?

যুবক— ইচ্ছায়, অথবা
অনিচ্ছায়, হন তিনি উপনীত হেথা,
তাঁহা হ'তে বিন্দুমাত্র অনিষ্টের ভয়
নাহি তব, বিদেশিনি।

রমণী— তবে কি রাজ্ঞীর
মিথ্যা এ আহ্বান ? কিম্বা, পরিচারিকার
সহযোগে অপরের ষড়যন্ত্র ইহা
সরলা রমণী প্রতি ?

যুবক— নহে ষড়যন্ত্র
কাহারও ইহা, নারি। রাজ্ঞীর আদেশ

কিম্বা অনুমতি ভিন্ন সম্ভব কি কভু
অপরের পক্ষে ইহা ?

রমণী— জ্ঞাত এ ব্যাপার
মহারাজ্ঞী যোধাবাঈ ?

যুবক— জ্ঞাত তিনি ইহা।

রমণী— অম্বরের রাজপুত্রী, রাজপুত নারী,
বীরশ্রেষ্ঠ রাজা মানসিংহের ভগিনী,
ভারতের অধিশ্বরী যোধাবাঈ আজি
করেছেন যদিও বা ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ,
হন নাই ক্ষাত্র রীতি বিস্মৃত কখন।
তাঁহার আদেশে, কিম্বা জ্ঞাতসারে তাঁর,
বিনা দোষে অসহায়া ক্ষত্রিয়া রমণী
বন্দিনী তাঁহার গৃহে, বিশ্বাসের যোগ্য
নহে ইহা কদাচন। শুনিয়াছি আমি
মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্ত ও কপট
মোগল ! কে জানে নহে প্রমাণ তাহার
ইহা।

রহি ক্ষণকাল নীরব চিন্তিতা
কহিল আবার—

"নাহি জানি কে আপনি,

কিম্বা, কি উদ্দেশ্য তব। আকৃতি ও বেশ
করে যাহা বিজ্ঞাপন, হন যদি সেই
উচ্চবংশজাত কোন সম্ভ্রান্ত যুবক,
আশা করি, অবিলম্বে করিবেন তবে
অসহায়া অবলায় স্বাধীনতা দান।"
নত শিরে চিন্তামগ্ন রহি ক্ষণকাল
ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর করিল যুবক—
"সত্য বটে তব সনে প্রতারণা কিছু
করিয়াছি আমি, নারি, কিন্তু, পুনর্ব্বার
কহিতেছি, আমা হ'তে অনিষ্টের ভয়
নাহি তব। আজি আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে
নিভৃত এ কক্ষে তব সাক্ষাতাভিলাষী।
জানি আমি, স্ব-ইচ্ছায় আমার সহিত
সাক্ষাতে সম্মতা কভু নাহি হবে তুমি,
সেই হেতু খোসরোজ উৎসব বাসরে
রাজ্ঞী সনে সাক্ষাতের বাসনা তোমার
হইয়া বিদিত, করি সুযোগ তাহার
গ্রহণ এরূপ, আমি আনিয়াছি হেথা
কৌশলে তোমায় আজি। অপরাধী আমি
এই প্রবঞ্চনা তরে তোমার নিকট।

ক্ষম অপরাধ মম।

রমণী— বুঝিতেছি এবে

মিথ্যা অনুমান মম। ভদ্রবংশজাত

যে জন, তাহার পক্ষে অসম্ভব এই

হীন কর্ম্ম। কে আপনি?

যুবক— আমি যুবরাজ

সেলিম।

সম্মুখে হেরি কালসর্প নর

হয় যথা চমকিত, উঠিল চমকি

রমণীও সেইরূপ। মুহূর্ত্তের তরে

কাঁপিল হৃদয় পুনঃ। কিন্তু, বিন্দুমাত্র

উদ্বেগ বা চঞ্চলতা না করি প্রকাশ

কহিলেন স্থির কণ্ঠে—

"ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য

যেই আকবর শাহ খ্যাত চরাচরে

নারীর ও দুর্ব্বলের আশ্রয় স্বরূপ,

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আজি অসহায়া এক

রমণীর প্রতি এই অত্যাচারে রত,

ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কি আছে বিষয়?

কি উদ্দেশ্যে যুবরাজ হীনজনোচিত

এ দুষ্কার্য্যে রত আজি ? এ কি ভ্রান্তি তাঁর !
কি হেতু বিস্মৃত তিনি পিতার গৌরব,
রাজার কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, দয়া ?

সেলিম— দুষ্কার্য্য ? দুষ্কার্য্য ইহা ? অসম্ভব নারী ।
ভ্রান্ত তুমি, নহি আমি । দুষ্কার্য্য যদ্যপি—
কে দায়ী তাহার তরে ? নহে কি তোমার
অলোকসামান্য ওই তীব্র রূপজ্যোতিঃ
দায়ী তার ? যেইদিন এই নেত্রপথে
জগতে অতুল ওই সৌন্দর্য্যের রাশি
হইয়াছে নিপতিত, সেদিন হইতে
আহার, বিহার, নিদ্রা, হইয়াছে গত
সেলিমের । কি জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে,
তদবধি কার্য্য তার সেই রূপ ধ্যান ।
থাকিত ক্ষমতা যদি করিতে বিদীর্ণ
এ হৃদয়, এ মুহূর্ত্তে দেখাইত তবে
হৃদয়ের প্রতি স্তরে ওই মূর্ত্তি তব
অঙ্কিত, হৃদয় তার করি আলোকিত
ওই রূপসুষমায় । ভ্রান্ত—ভ্রান্ত যদি
আমি আজি, নারি, তব ওই রূপমোহ
করিয়াছে মোহাচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্ত,

অধীর হৃদয় মম। তুমি যদি আজি
নাহি কর সঞ্জীবিত দগ্ধ এ হৃদয়
কৃপাবারি বরিষণে, হবে শুষ্ক প্রাণ,
কর প্রাণ দান, নারী।
অদম্য ঘৃণায়
কুঞ্চিতনাসাগ্র নারী কহিল সরোষে—
"জঘন্য কৌশল-অবলম্বনে যে জন
চাহে কুলকামিনীর করিতে সাধন
সর্ব্বনাশ, উচ্চ কুলে, কিম্বা, রাজবংশে,
যদিও বা জন্ম তার, পশুর অধম
সেই জন, নররূপী পিশাচ সাক্ষাৎ।
ক্ষত্রকুলবধূ আমি, এ পাপকাহিনী
শ্রবণ আমার পক্ষে মহাপাপ ধ্রুব।
করিতেছি আমি এই শেষ অনুরোধ
তব পাশে—অবিলম্বে করি মুক্ত দ্বার,
নরকসদৃশ এই পাপের ভবন
হইতে আমায় ত্বরা কর মুক্তি দান,
নতুবা জানিও তব হবে না মঙ্গল।"
যুবরাজ— অয়ি ক্রুদ্ধা নারী, ওগো কি সুন্দর তুমি!
করিয়াছে এই রোষ সৌন্দর্য্য তোমার

বর্দ্ধিত সহস্রগুণ। কি স্ফীত নাসিকা!
কিবা বিস্ফারিত নেত্র! কি তীব্র অনল
জ্বলিছে নয়নদ্বয়ে! কিবা উদ্বেলিত
সমুন্নত বক্ষস্থল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ
মত্ত বারিধির প্রায়! কিবা তপ্ত শ্বাস
স্ফীত নাসারন্ধ্র হ'তে বহিছে সঘনে!
কি আকুল কেশদাম, কি কম্পিতাধর!
কি ভীষণ জ্বালাময়ী রূপজ্যোতিঃ তব
ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন প্রাবৃট গগনে
বিদ্যুৎ প্রতিভা সম ধাঁধিছে নয়ন!
ওগো নারি, ত্যজ রোষ। কর সংবরণ
ওই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি তব। উঠুক ফুটিয়া
নয়নে আননে তব এ ক্রুদ্ধ কুটিল
ভ্রূকুটির পরিবর্ত্তে শান্তির প্রীতির
সুমধুর স্নিগ্ধ হাসি! দগ্ধ এ হৃদয়ে
এ ভীষণ তীব্র রোষবহ্নি পরিবর্ত্তে
শান্তির সলিলধারা হউক বর্ষিত!
ওগো নারী, এ জগতে নাই কি তোমার
প্রার্থনীয় কিছু, হায়? শুধু একবার
বল, বল তুমি আজি, কি চাও, রমণি?

চাও যদি অর্থ তুমি—বিশ্বের ঐশ্বর্য্য,
হীরা, মণি, মুক্তা, আদি রত্ন অগণিত,
একটি ইঙ্গিতে, নারী, হইবে অচিরে
লুণ্ঠিত চরণে তব। কিম্বা, যদি চাও
প্রভুত্ব, গৌরব, মান—একটি ইঙ্গিতে
বসুন্ধরা পদানতা হইবে তোমার।
শত দাস দাসী, নারী, আসিবে ছুটিয়া
আদেশ পালনে তব। রাজরাজেশ্বর
হইবে চরণে নত। অথবা, যদ্যপি
চাও প্রেম, ভালবাসা, সোহাগ, আদর,
প্রণয় জীবনব্যাপী—হের তবে, নারী,
নহে শুধু ভালবাসা, প্রেম ও প্রণয়,
এ জীবন অর্ঘ্যরূপে আনিয়াছি আমি
অর্পিতে চরণে তব। সৌন্দর্য্যের রাণী
ওগো নারী, হের এই হৃদয়ে তোমার
বিরচিত সিংহাসন, থাক বিরাজিত
অপ্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে চিরদিন তুমি।
কহ, নারী, এ জগতে আছে কোন্ রত্ন,
যার বিনিময়ে আজি প্রসাদ তোমার
এ দাস লভিতে পারে। থাকে যদি তাহা

ঊনবিংশ সর্গ

হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গে, কিম্বা বারিধির
অতল সলিলতলে, অথবা খনির
তিমিরআবৃত গর্ভে, কিম্বা যদি থাকে
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিঅভ্যন্তরে তাহা,
তথাপি করিয়া তাহা আহরণ আমি
করিব অর্পণ পদে। অথবা, সুন্দরি,
নাহি চাও রাজ্য যদি, কহ একবার,
ত্যজি রাজ্য দীন হীন ভিক্ষুকের বেশে
করিব কুটীরে বাস। ওগো রাণী মম,
যথা তুমি, তথা রাজ্য। এই হের আমি
করিতেছি এ মুকুট চরণে তোমার
অর্পণ প্রফুল্ল চিত্তে।

কহি যুবরাজ
মস্তক হইতে ধীরে করি উন্মোচন
মুকুট, রাখিল পদপ্রান্তে রমণীর।
বসিল সম্মুখে তার কৃতাঞ্জলিপুটে
জানু পাতি। জালবদ্ধা সিংহিনীর প্রায়
গর্জ্জিয়া কহিল নারী—

"হা ধিক্ পামর,
করিয়াছ আশা তুমি করিয়া আমায়

প্রলুব্ধা, করিবে পাপপথের সঙ্গিনী
তোমার? ভেবেছ মনে, দুরাচার, তুমি
নগণ্য অর্থের লোভে, কিম্বা রাজ্যলোভে,
করিবে ক্ষত্রিয়া নারী সতীত্ব বিক্রয়?
সহস্র অভাবে যদি হয় ক্লিষ্ট, তবু
ক্ষত্রিয়রমণী কভু করে না বর্জ্জন
ধর্ম্ম তার। এই হের, এ রাজমুকুট,
রাজচিহ্ন তব, মুর্খ, ক্ষত্রিয়রমণী
কি প্রকারে পদাঘাতে সম্মুখ হইতে
করে বিদূরিত তার।"
কহিয়া রমণী
চক্ষের পলক নাহি হইতে পতিত,
হীরকখচিত রাজমুকুট উজ্জ্বল
যুবরাজ সেলিমের, রুক্ষ পদাঘাতে
করিল সম্মুখ হ'তে বিদূরিত তার।
এক লম্ফে কক্ষতল করি পরিত্যাগ,
করি গাত্রোত্থান বেগে, চাহি তীব্র নেত্রে,
রোষবিকম্পিত কণ্ঠে কহিল সেলিম—
"গর্ব্বিতা রমণী, তুমি জান কি কখন
কার সনে এ ধৃষ্টতা কর আচরণ?"

রমণী— জানি আমি মদ্যাসক্ত কামোন্মত্ত এক
মনুষ্যত্বহীন নরপশুর সহিত
করিতেছি উপযুক্ত আচরণ তার।

সেলিম— ভেবেছ কি, নারি, কভু কিবা পরিণাম
এ দম্ভের? যে অম্লান কুসুমকলিকা,
করেছিনু মনে, শিরে করিয়া ধারণ,
করিব গৌরব তার বর্দ্ধিত, হে নারি,
এবে পদতলে তাহা করি বিদলিত
করিব চূর্ণ এ দম্ভ। এই যে প্রকোষ্ঠ,
পাষাণে নির্ম্মিত চারি প্রাচীর ইহার।
লৌহবিনির্ম্মিত দ্বার। শত বর্ষব্যাপী
করিলেও চেষ্টা তবু অসম্ভব মুক্তি,
পলায়ন অপরের সাহায্য ব্যতীত।
চীৎকারে বিদীর্ণ কণ্ঠ করিলেও তবু
নাহি হবে শ্রুত তাহা অপরের কভু।
এই হেন কক্ষে, নারি, রহিবে বন্দিনী
আজীবন। নহে, কিন্তু, তাহাই কেবল—
যে সতীত্ব তরে এই দম্ভ তব, নারি,
মোগলের দাস মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হেয়
নিকৃষ্ট যে জন, সেও করিবে সম্ভোগ

অনায়াসে তাহা এবে। ইচ্ছায় অথবা
অনিচ্ছায় হোক, হবে বাধ্য, নারি, তুমি
করিতে এ দেহ তব আহুতি প্রদান
তাহার কামনানলে। ইহাপেক্ষা আর
কি কঠোর শাস্তি এই দম্ভের তোমার
আছে এ জগতে, নারি?

রমণী— কাপুরুষ, তুমি
ভাবিয়াছ মনে, ভয়ে হব পদানতা
আমি তব? ধিক্ শত, দুর্ব্বৃত্ত, তোমায়
যেই ক্ষত্রনারী কভু মৃত্যুকেও ভয়
নাহি করে, অন্য ভয়ে ভীতা সে কখন?
যেই ক্ষত্রনারী করে হাসিতে হাসিতে
জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে হর্ষে ঝম্প দান
সতীত্ব রক্ষার তরে, ভেবেছ, দুর্ব্বৃত্ত,
সেই ক্ষত্রনারী আজি করিবে বর্জ্জন
সে সতীত্ব যতক্ষণ রহিবে জীবন?

সেলিম— কর তবে রক্ষা সেই সতীত্ব তোমার
হে গর্ব্বিতা নারি, এবে।

উন্মত্তের প্রায়
ছুটিল সেলিম বেগে রমণীর প্রতি।

চক্ষের পলক নাহি হইতে পতিত,
বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
উঠিল ঝলসি তীব্র দীপের আলোকে
ক্রুদ্ধা রমণীর করে। গর্জ্জিয়া রমণী
কহিল—
"পামর, যদি আর এক পদ
হও অগ্রসর, তবে এ তীক্ষ্ণ ছুরিকা
আমূল হৃদয়ে তব হইবে প্রোথিত।"
অর্দ্ধপথে যুবরাজ থামিল চমকি
ভীত ও স্তম্ভিত। হেরি অকস্মাৎ পার্শ্বে
সুবৃহৎ কাচপাত্র, রমণীর প্রতি
নিক্ষেপে উদ্যত যবে, খুলিল চকিতে
বিপরীত দুটি দ্বার। করিল প্রবেশ
এক দ্বারে দিল্লীশ্বর আকবর শাহ,
অন্য দ্বারে প্রিয়তমা রাজ্ঞী যোধাবাঈ।
হইল স্তম্ভিত শূন্যে উত্তোলিত কর
সেলিমের। হস্তচ্যুত কাচের আধার
পড়িল ভূতলে তীব্র ঝন্ ঝন্ রবে,
হইল শতধা দীর্ণ। কহিল সম্রাট্
নতশির যুবরাজে করি সম্বোধন

জলদ-গম্ভীর স্বরে—

"নাই কিছু মম
বুঝিবার বাকী আর। ধিক্ যুবরাজ!
ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ যে জন,
অগণিত প্রজাদের সুখ ও সম্মান
করিবে নির্ভর যার শাসন উপরি,
এ কি আচরণ তার? দীর্ঘকালব্যাপী
এত চেষ্টা, এত শ্রম, করি যে সাম্রাজ্য
করিয়াছি প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দুস্থানে,
হবে ধূলিসাৎ তাহা আচরণে তব
অচিরে। অযোগ্য তুমি সেই সাম্রাজ্যের
যাও এবে, কল্য তব হইবে বিচার।"
ধীরে ধীরে নত শিরে করিল প্রস্থান
সেলিম। সম্রাট্ পুনঃ কহিল সম্ভাষি
রমণীকে—

"মা আমার, পুত্রের আমার
আচরণে পিতা আমি কিরূপ দুঃখিত
মর্ম্মাহত, অসমর্থ করিতে প্রকাশ।
আমার সন্তানরূপে করিতে তাহার
পরিচয় দান আমি লজ্জিত, মা, আজ!

হ'লেও আমার পুত্র, কিম্বা যুবরাজ,
আমার এ রাজ্যে, এই আলয়ে আমার,
যে জন নারীর প্রতি এই অত্যাচার
করিতে সাহসী হয়, রাজা আমি তার
করিব বিচার। কিন্তু, পুত্রকৃত এই
অপমান তরে তব পিতা আমি তার
যাচিতেছি ক্ষমা এবে তোমার নিকট।"
কহিল তরুণী ধীরে—
"আশা করি আমি,
বিনা অপরাধে ক্ষমা যাচ্ঞা করি হেন,
নাহি করিবেন আর লজ্জিত আমায়,
সম্রাট্। হ'লেও দোষী পুত্র আপনার,
পুত্র-অপরাধে পিতা নহে দোষী কভু।
প্রকৃত যে দোষী পুত্র, যদিও তাহার
নহে মার্জ্জনীয় দোষ, তবু ক্ষমাযোগ্য
আপনার এ সৌজন্যে।"

সম্রাট্— সুখী আমি অতি
শুনি এই কথা তব। কিন্তু, চিত্তে মম
জাগিতেছে কৌতূহল জানিতে তোমার
পরিচয়। কে বা তুমি? কিরূপে এ কক্ষে

উপনীতা আজি এই নিশীথ সময়ে ?
যদিও সন্দেহ মাত্র নাহি চিত্তে মম—
হীন ষড়যন্ত্র কোন অনুষ্ঠিত ধ্রুব
তোমার উপর, তবু শুনিতে বাসনা।

রমণী— বিকানীর রাজবধূ, রায়সিংহভ্রাতা
কবি পৃথ্বীরাজপত্নী যোশীবাঈ আমি।
রাজ্ঞী যোধাবাঈ সনে সাক্ষাতাকাঙ্ক্ষিণী
যুবরাজ সেলিমের শঠতায় আমি
বন্দিনী এ কক্ষমধ্যে কৌশলে, সম্রাট্।

আসি যোধাবাঈ ত্বরা, স্থাপি তরুণীর
স্কন্ধোপরি এক কর, ধরি অন্য করে
চিবুক তাহার মৃদু, কহিলা উচ্ছ্বাসে—

"কে তুমি? কে তুমি, নারি? তুমি যোশীবাঈ?
সেই যোশীবাঈ তুমি—খ্যাত রাজস্থানে
গৌরবকাহিনী যার? তুমিই কি সেই
যোশীবাঈ—খ্যাত যার তেজস্বিতা কথা
উপকথা প্রায় এই রাজপুতনায়?
সেই বীর্য্যবতী নারী তুমি যোশীবাঈ—
যাহার চরিত্রবল, দুর্জ্জয় সাহস,
খ্যাত এ ভারতবর্ষে? কহ সত্য করি,

উনবিংশ সর্গ

কে তুমি, হে নারি?

যোশীবাঈ— আমি ক্ষুদ্রা নারী এক।
রাজপুতনার অতি নগণ্যা ও হীনা
দীনা কন্যা। নহি যোগ্যা এই প্রশংসার
ভারতের মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর কভু।

"যোশী, যোশী, সতীকুলশিরোমণি তুমি"—
কহিল উচ্ছ্বাসে রাজ্ঞী, গাঢ় স্নেহ ভরে
করি আলিঙ্গন তারে, চুমিয়া ললাটে—

"সতীত্বগৌরবে তব হিন্দুস্থান আজি
জগতে গৌরবান্বিত। চরিত্রে তোমার
নহে শুধু রাজস্থান, এ ভারতবর্ষ
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি করিবে অর্জ্জন।
সতীত্বের এ উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা
ক্ষণপ্রভা সম যাকে রহিয়াছে বেষ্টি,
কি সাধ্য পাপের স্পর্শে কেশাগ্র তাহার!
শ্রান্ত তুমি, যোশী, এস প্রকোষ্ঠে আমার।"

ধীরে ধীরে করিলেন প্রস্থান উভয়ে
এক দ্বারে। অন্য দ্বারে আকবর শাহ
করিল প্রস্থান ধীরে ক্ষুব্ধ চিন্তাকুল।

বিংশ সর্গ।

ভীমগড়—বীরের বিষাদ।

নিবিড়পাদপাকীর্ণ দুর্গম কাননে,
ভীলদুর্গ ভীমগড় হইতে অদূরে,
দুরারোহ শৈলরাজিবেষ্টিত প্রান্তরে,
সুবিশাল তরুমূলে, চঞ্চল হৃদয়ে
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ উত্তেজিত ভাবে
নত মুখে ক্ষিপ্র পাদচারণনিরত।
কোষবদ্ধ দীর্ঘ অসি বিলম্বিত পার্শ্বে
চুম্বি ধরা। সংস্থাপিত বিশাল উন্নত
বক্ষোপরি ভুজদ্বয় সুদৃঢ় বন্ধনে
পরস্পর বিজড়িত। বসিয়া অদূরে
তৃণাবৃত সমতল ভূমির উপর
কতিপয় রাজপুত বীর ক্ষুব্ধ চিত্তে

আনত বদনে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ।
তরুশিরে, শৈলশৃঙ্গে, অস্তমিতপ্রায়
রবির কিরণমালা রচিয়াছে যেন
হীরকখচিত স্বর্ণমুকুট উজ্জ্বল্।
অকস্মাৎ অর্দ্ধপথে থামি, সম্মুখস্থ
চাহি বীরবৃন্দ পানে প্রদীপ্ত নয়নে,
কহিল প্রতাপসিংহ গর্জ্জি রুদ্ধ রোষে—
"বীরগণ, অবশেষে এ দুর্গম বনে,
এ দুর্ভেদ্য শৈলমালাবেষ্টিত অরণ্যে,
ভীলদুর্গ ভীমগড়, তাহাও এখন
মোগলের অধিকৃত করতলগত।
বীরগণ, এ দুর্ব্বার শক্তি মোগলের
নাই কি উপায় কিছু করিতে নিরুদ্ধ?
নাই কি উপায় এই পররাজ্যলোভী
বলদৃপ্ত মোগলের কবল হইতে
রক্ষিতে এ রাজস্থানে?"
অবরুদ্ধ কণ্ঠে
থামিল প্রতাপসিংহ। বসি অধোমুখে
নীরব বীরেন্দ্রবৃন্দ, নিস্তব্ধ কানন।
কে আজ করিবে, হায়, উত্তর প্রদান

এ প্রশ্নের ?   অবশেষে অবনত শির
করি উত্তোলন ধীরে, বৃদ্ধ পক্ককেশ
পক্কশ্মশ্রু দেবীসিংহ করিল উত্তর
রুদ্ধকণ্ঠে—
"মহারাণা, মোগলের সনে
এই দীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী মহারণে
যে সাহস, যে বীরত্ব, রাজপুতগণ
করিয়াছে প্রদর্শন, জানেন ঈশানী
মেবারাধিষ্ঠাত্রী দেবী। বৃদ্ধ এ দাসের
নাই শক্তি সে বীরত্ব করিতে বর্ণন।
কিন্তু, মুক্তকণ্ঠে আজি পারে এই দাস
করিতে ঘোষণা ইহা জগৎ সমক্ষে—
রক্ষিতে এ ভীমগড় দুর্গ, ততোধিক
রক্ষিতে রাজ্ঞী ও রাজপুত্রকন্যাদের
জীবন ও মান, দুর্গবাসী বীরগণ,
মোগলের শ্রেষ্ঠ পঞ্চসহস্র সৈন্যের
প্রতিপক্ষে, পঞ্চশত ক্ষত্রিয়সৈন্যের
পক্ষে যাহা সম্ভব ও সাধ্য, মহারাণা,
করে নাই ত্রুটি তাহা করিতে তাহারা।
তার ফলে আজি, রাণা, রণ-অবসানে

মোগলের পক্ষে এক সহস্র সৈনিক,
ক্ষত্রিয়ের এক শত রয়েছে জীবিত।
এই এক শত সৈন্য অবশিষ্ট যাহা,
তারাও সমরক্ষেত্রে করিত শয়ন,
যদ্যপি রাজ্ঞী ও রাজপুত্রকন্যাদের
না হইত সম্মান ও জীবন বিপন্ন।
অসম্ভব দুর্গরক্ষা বুঝিতে পারিয়া
রাজপরিজনবর্গে নিরাপদ স্থানে
করিতে প্রেরণ, এই সৈন্য একশত
গুপ্ত পথে তাঁহাদের দেহরক্ষীরূপে
হয় বাধ্য রণক্ষেত্র করিতে বর্জ্জন।
যেহেতু সে গুপ্ত পথ অজ্ঞাত অন্যের,
আর রাজপুতবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা
বৃদ্ধ ও অশক্ত, সেই হেতু এ দাসের
উপরে সে সৈন্যদল পরিচালনের
হয় সমর্পিত ভার। তাই, মহারাণা,
এই হতভাগ্য আছে আজিও জীবিত।”
থামিল বিষাদরুদ্ধকণ্ঠ বৃদ্ধ বীর
দেবীসিংহ ভীলপতি। পিঞ্জর-আবদ্ধ
ক্রুদ্ধ কেশরীর প্রায় ব্যর্থ রোষে ক্ষোভে

লাগিল প্রতাপসিংহ ক্ষিপ্র পদে পুনঃ
ক্ষিপ্তবৎ বিচরণ করিতে তথায়
অধোমুখে। কিন্তু, পুনঃ ক্ষণকাল পরে
থামি অকস্মাৎ, যেন নিদ্রোত্থিতবৎ
কহিলেন বীরবৃন্দে করি সম্বোধন—
"বীরগণ, এই দীর্ঘ বিংশ বর্ষ কাল
জন্মভূমি রক্ষা তরে রাজপুতগণ
করিয়াছে যাহা, তাহা আমার অধিক
নাহি জানে অন্য কেহ। কিন্তু—কিন্তু তবু
অদ্যাবধি তাহারা যে হয়নি সক্ষম
মোগলের হস্ত হ'তে করিতে উদ্ধার
এ মেবার, সেই দোষ নহে তাহাদের।
মানুষের সাধ্য যাহা, করিয়াছে তারা;
কিন্তু, যাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব,
অসাধ্য তাদেরো তাহা। মোগলের এই
বিপুল বাহিনী যেন বারিধির প্রায়
সীমাহীন, অন্তহীন। আর, মেবারের
এই মুষ্টিমেয় সৈন্য গোষ্পদের নীর!
হিমাদ্রির পার্শ্বে ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ এক!"
পুনরায় ক্ষণকাল চিন্তিত হৃদয়ে

করিয়া নীরবে পদচারণ, থামিলা
বৃদ্ধ ভীলরাজ দেবীসিংহের সম্মুখে
অকস্মাৎ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বীরে
করি সম্বোধন ধীরে কহিলা আবার—
"আর তুমি, দেবীসিংহ, করিয়াছ যাহা
বিপন্ন মেবাররাজবংশরক্ষা তরে,
তাহাও প্রতাপসিংহ আছে জ্ঞাত সব।
রক্ষিতে মেবাররাজবংশের মর্য্যদা,
রাজপরিজনদের জীবন ও মান,
সর্ব্বস্ব তোমার, বীর, করিয়াছ দান।
করিয়াছ এ ভীষণ সমর-অনলে
বীর পুত্রে, বীর্য্যবতী ভার্য্যাছুহিতায়,
প্রাণাধিক প্রিয়তম পরিজনবর্গে,
আহুতি প্রদান হর্ষে। এ মহান্ ত্যাগ
মেবারের রাজবংশে, রাজপুতনায়,
যতদিন, বীরশ্রেষ্ঠ, রহিবে জীবিত
একটিও লোক, নাহি ভুলিবে কখন।
কিন্তু, আমি, যার তরে, দেবীসিংহ, তুমি
রাজ্যহীন, দুর্গহীন, গৃহহীন আজি,
পত্নীপুত্রকন্যাহীন, কি প্রকারে আমি

করিব এ ঋণ তব পরিশোধ, হায় ?"
থামিল প্রতাপসিংহ রুদ্ধকণ্ঠস্বর।
হতবুদ্ধি প্রায় স্তব্ধ রহিল বসিয়া
দেবীসিংহ। একবিন্দু অশ্রু অলক্ষিতে
নয়ন হইতে ধীরে পড়িল ঝরিয়া !
বসনাগ্রে নেত্রদ্বয় করিয়া মার্জ্জিত
ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে করিল উত্তর
ভীলরাজ—
"মহারাণা, করুন মার্জ্জনা
বৃদ্ধের এ দুর্ব্বলতা, এই কাতরতা।
কিন্তু—ঋণ ? কোন্ ঋণ পরিশোধ তরে
চিন্তাকুল আজি, রাণা ? রাজপুতনার
একটি গৌরবদীপ অদ্যাবধি যিনি
রেখেছেন প্রজ্বলিত, ঋণী তিনি, হায় ?
ঋণী তিনি, হায়, যিনি রাজপুতনার
রেখেছেন অদ্যাবধি উন্নত এ শির ?
আজিও মহত্ত্বে যাঁর পূজিত জগতে
রাজপুত, রাজপুতনাম অদ্যাবধি
জগতে অকলঙ্কিত, তুর্কীর দাসত্ব
করে তাই শৃঙ্খলিত আজিও যাঁহাকে,

পদাঘাতে যেই জন বন্ধুত্ব তুর্কীর
করেছেন প্রত্যাখ্যান, ঋণী তিনি, হায় ?
মহারাণা, এ প্রার্থনা এ দাসের তব—
রাণাও যদ্যপি তাকে করেন এ হেন
অপরাধী, রহিবে না এ জগতে আর
স্থান তার।”
কোষবদ্ধ দীর্ঘ তীক্ষ্ণ অসি
করি নিষ্কোষিত, ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন,
কহিলা গম্ভীর স্বরে প্রদীপ্ত নয়নে
দেবীসিংহ পুনরায়—
“সত্য বটে, রাণা,
ছিল এ আকাঙ্ক্ষা এই বৃদ্ধের হৃদয়ে,
একদিন উপযুক্ত পুত্রের কটিতে
স্বহস্তে করিয়া এই অসি বিলম্বিত,
করিবে বৃদ্ধ এ দাস বিদায় গ্রহণ
রাণার চরণ হ’তে—অপূর্ণ সে আশা।
কিন্তু, কিবা দুঃখ তায় ? বীর পুত্র মম,
করে নাই পিতৃনাম কলঙ্কিত তার।
সাধিতে রাণার কার্য্য, জন্মভূমি তরে,
পারে যে জীবন তার করিতে অর্পণ,

ভাগ্যবান্ তিনি অতি। পুত্রও আমার
সে ভাগ্যের অধিকারী। তদপেক্ষা, রাণা,
নাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই দাসেরও তব।
পত্নী ও দুহিতা—তারা থাকিয়া জীবিতা
হয়নি যে কলঙ্কিতা হস্তে মোগলের,
কি আছে সুখের আর তদপেক্ষা, রাণা?
রাজপুত রমণীর জহরঅনলে
আত্মবিসর্জ্জনপ্রথা বিদিত জগতে।
বরং আমার চেয়ে ভাগ্যবান্ কেহ
নাই, রাণা। পুত্র মম বীরের প্রার্থিত,
পত্নী ও দুহিতা মম প্রার্থিত সতীর,
করিয়াছে পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ গতি লাভ।
পারে যদি এই দাস করিতে এ হেন
পত্নীপুত্রদুহিতার পন্থানুসরণ,
জীবনের স্বপ্ন তার হইবে সফল।"
নিদারুণ বেদনায় প্রতাপসিংহের
হইল নয়নদ্বয় অশ্রুসমাকুল।
সমবেত রাজপুত বীরেন্দ্রবৃন্দের
নয়নও এ মহান্ আত্মোৎসর্গের
জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ধীরে হইল অজ্ঞাতে

অশ্রুসিক্ত।
হেনকালে অশ্বপৃষ্ঠে বেগে
কুমার অমরসিংহ হ'য়ে উপনীত,
বন্দি পিতৃপদদ্বয় কহিল উচ্ছ্বাসে—
"মহারাণা, রায়গড় দুর্গে মোগলের
সেনাপতি ফরিদখাঁ জন্মদিনে তার
ছিল যবে উৎসবের আমোদে প্রমত্ত,
মাত্র দুই শত ভীল সৈন্য সনে আমি
রজনীর অন্ধকারে অতর্কিতভাবে
করি আক্রমণ তাকে, করিয়াছি ধ্বংস
সহস্র সৈন্যের মধ্যে পঞ্চশতাধিক।
সৈনিক পঞ্চাশ জন মাত্র আমাদের
পক্ষে হত।"

-রাণা— অতিশয় সুসংবাদ ইহা
কুমার, বীরত্বে তব প্রীত আমি অতি।
করুন ঈশানী, বৎস, চিরদিন হেন
বিজয়ী তোমায় দেশশত্রু সহ রণে।
সস্নেহে কুমারে বক্ষে করিয়া ধারণ
চুম্বিলেন মহারাণা মস্তক তাহার।
পুনরায় উত্তেজিতভাবে কিছুক্ষণ

করিয়া পদচারণ কহিল সহসা—
"ফরিদখাঁ, গোগুণ্ডার দুর্গ অধিকার
কালে, রাজপুতদের করিয়াছ যেই
ক্ষতি, আজি প্রতিশোধ হইল তাহার।
অতঃপর মনে ইহা রাখিও, দাম্ভিক,—
ক্ষত্রিয় শত্রুকে কভু নাহি করে ক্ষমা।
তুমিও, মোগলপতি আকবর শাহ,
ভুলিও না ইহা—কভু পারিবে না তুমি
করিতে ক্ষত্রিয়ে জয় অবলীলাক্রমে।
করিয়া প্রতাপসিংহে অশান্তি প্রদান,
ভাবিও না কভু তুমি রহিবে শান্তিতে
একটি মুহূর্ত্ত তরে। ছায়ার মতন
রহিবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে তোমার
মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রায়!
করিবে প্রতাপসিংহে যতদূর তুমি
বিব্রত, প্রতাপসিংহ শতগুণ তার
করিবে তোমায়, দম্ভী, বিব্রত সতত।
করিয়া তোমার শাখা প্রশাখা কর্ত্তন
করিবে অক্লেশে তব মূল উৎপাটন।
যতদিনে ইহা নাহি হইবে সাধন,

ততদিন কি আহার, কি নিদ্রা, বিশ্রাম,
ভুলিবে প্রতাপসিংহ জন্মের মতন।"
অকস্মাৎ হেনকালে শতগ্রন্থিযুক্ত
ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা শীর্ণকলেবরা,
মুক্তকেশী, রুক্ষবেশা, মলিননয়না,
উন্মাদিনী নারী এক হয়ে উপনীতা
সবেগে, অধীর কণ্ঠে করিলা জিজ্ঞাসা—
"কে রাণা প্রতাপসিংহ ?"
কহিলেন রাণা—
"আমিই প্রতাপসিংহ।"
পিঞ্জর-আবদ্ধা
সিংহিনীর প্রায় চাহি প্রতাপের পানে
দীপ্ত নেত্রে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলা রমণী—
"তুমিই প্রতাপসিংহ ? তুমি মেবারের
রাণা ? তুমি জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়সিংহের ?
আজি এই রাজস্থানে ভীষণ করাল
করেছে যে প্রজ্বলিত কালানল এই,
তুমি সে প্রতাপসিংহ ? রাজপুতনার
গৃহে গৃহে হাহাকার তুলেছে যে জন,
তুমি সে প্রতাপসিংহ ? সোণার মেবারে

করেছে শ্মশানে পরিণত যেই জন,
সে প্রতাপসিংহ তুমি? মেবারের লোক
যার তরে ত্যজি আজ গৃহ সুখময়
শ্বাপদসঙ্কুল বনে করিতেছে বাস,
সে প্রতাপসিংহ তুমি? করি অনুনয়,
কহ, কহ একবার, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি?"
থামিল নারী। কহিলেন রাণা-
"আমিই প্রতাপসিংহ।"

উন্মাদিনী— এ জন্মের মত
প্রাণাধিক পতিপুত্রে, পিতায়, ভ্রাতায়,
অভাগীর, শান্তিময় সুখের আলয়
হইতে হরণ করি নিয়েছে যে জন,
সে প্রতাপসিংহ যদি হও তুমি, তবে
কহ আজি অভাগীকে কোথায় তাহারা?
কহ, কোথা অভাগীর জীবনবল্লভ
প্রেমময় পতি? কোথা নয়নের মণি
প্রাণাধিক পুত্র তার? কোথা স্নেহময়
জনক? স্নেহের ভ্রাতা?
অবনত শিরে

রহিল প্রতাপসিংহ দাঁড়ায়ে নীরব।
কহিল আবার নারী—
"কহ, রাণা, তুমি
অভাগীর পতিপুত্রে, পিতায়, ভ্রাতায়,
করি এ সমরানলে আহুতি প্রদান,
অভাগীর শান্তিময় ক্ষুদ্র গৃহখানি
করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত, তার
তুলি বক্ষে হাহাকার, লভিলে কি ফল ?
তুমি, রাণা, এ যুদ্ধের অবসানে পুনঃ
লভিবে আপন রাজ্য, অর্থ, সুখ, যশঃ ;
কিন্তু, যারা তব তরে করিতেছে আজ
জীবন অর্পণ রণে, তাদের কি লাভ ?
আমি অভাগিনী নারী নাহি করি আশা
লভিতে রাজ্য ও অর্থ। দাও ফিরাইয়া
অভাগীর পতিপুত্রে, পিতা ও ভ্রাতায়,
অবিলম্বে এইক্ষণ। নতুবা জানিও
এই অস্ত্র বক্ষে তব করিয়া প্রোথিত
আমূল, করিব, রাণা, প্রতিশোধ তার
গ্রহণ।"
সহসা তীক্ষ্ণ অস্ত্র বক্রমুখ

করি বস্ত্র-অভ্যন্তর হইতে নির্গত
ছুটিতে রমণী বেগে রাণা অভিমুখে,
বৃদ্ধ দেবীসিংহ এক লম্ফে সেইক্ষণ
ধরিল তীক্ষ্ণাস্ত্র সহ হস্ত রমণীর।
কহিল প্রতাপসিংহ গম্ভীরআনন
তীব্র কণ্ঠে—
"দেবীসিংহ, হস্ত রমণীর
কর পরিহার, অস্ত্র কর প্রত্যর্পণ,
নাহি দিও কোন বাধা অবলায় এই।"
ত্যজি রমণীর কর দেবীসিংহ ধীরে
করিল আনত শিরে স্বস্থানে প্রস্থান।
কহিল প্রতাপসিংহ পুনরায় ধীরে
করি লক্ষ্য রমণীকে—
"জানি না কে তুমি,
কিন্তু, ভ্রান্ত তুমি, নারি। নাহি জানি, হায়,
আর কত নর নারী আছে ভ্রান্ত হেন
রাজস্থানে—করিতেছে সম্ভবতঃ যারা
প্রতাপসিংহকে দায়ী মেবারের এই
দুর্দ্দশার। কিন্তু, নারি, কহ সত্য করি,
কে দায়ী ইহার তরে? কহ কে মেবারে

করিয়াছে এ দুর্দ্ধর্ষ মোগলে আহ্বান ?
করেছে প্রতাপসিংহ রাজ্য মোগলের
আক্রমণ ? মোগলের ভাণ্ডার লুণ্ঠন
করেছে প্রতাপসিংহ ? হীন পশু পক্ষী—
নিকৃষ্ট যে প্রাণী, হায়, তাহারাও কভু
বিনা যুদ্ধে নাহি করে বাসস্থান ত্যাগ
শত্রুকরে। মানুষ যে রহিবে সে স্থির
শত্রু যবে জন্মভূমি করে আক্রমণ ?
এই যে মোগল আজি করিয়াছে গ্রাস
এ মেবার, নহে শত্রু সে মোগল শুধু
প্রতাপসিংহের। এই মেবারাধিবাসী
প্রত্যেক নরনারীর শত্রু সে মোগল।
এই যে সমর, শুধু প্রতাপসিংহের
গৃহ উদ্ধারের তরে নহে তাহা কভু।
মেবারের প্রতি নর-নারীর আলয়
শত্রুর কবল হ'তে করিতে উদ্ধার
এই রণ আজি, নারি। কোন্ হেতু তবে
প্রতাপসিংহই শুধু দায়ী এ যুদ্ধের ?
পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, নারি, তব এই
সমরে জীবন দান করিয়াছে শুনি

দুঃখিত প্রতাপসিংহ। নাহি জানি, হায়,
আর কত নারী হেন পতিপুত্রহীনা
হইয়াছে এ সমরে! কিন্তু, নারি, তব
যদি এ বিশ্বাস ধ্রুব—পতি, পুত্র, আর
পিতা ও ভ্রাতার তব মৃত্যুর নিমিত্ত
প্রতাপসিংহই দায়ী, হের তবে, নারি,
দাঁড়ায়ে প্রতাপসিংহ সম্মুখে তোমার
অস্ত্রহীন। বক্ষে তার কর বিদ্ধ ওই
তীক্ষ্ণ অস্ত্র তব, নারি। নাহি দিবে বাধা
কেহ হেথা। করিবে না কোন চেষ্টা, কিম্বা,
নিরস্ত্র প্রতাপসিংহ আত্মরক্ষা তরে।"

দাঁড়ায়ে প্রতাপসিংহ প্রশান্তআনন
নির্ভীক, নীরব, স্থির। সহসা রমণী
আসি ছুটি, জানু পাতি বসি পদতলে
প্রতাপসিংহের, চাহি করুণ নয়নে
মুখপানে, রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলা অধীর—

"ক্ষম, রাণা, ক্ষম এই অপরাধ মম।
শোকাতুরা আমি নারী জ্ঞানহীনা আজি।
ভ্রান্তিবশে দোষারোপ করিয়াছি আমি
তোমার উপরে, রাণা। দেবতুল্য তুমি,

নিষ্পাপ, নিষ্কাম, ত্যাগী। তোমার উপর
করি এই দোষারোপ করিয়াছি আমি
যেই মহাপাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত এই
করিতেছি আমি, রাণা।”
চক্ষের পলক
না হ’তে পতিত, নারী সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
করিল আমূল বিদ্ধ বক্ষে আপনার।
হইল লুণ্ঠিত দেহ চরণে রাণার
উত্তপ্ত শোণিতে পদ করিয়া রঞ্জিত।
ধরিল নিমেষে রাণা দেহ রমণীর
ভূতলে পতনোন্মুখ, দলপতিগণ
ছুটিল আকুল ভীত। দাঁড়াইয়া রাণা
স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্, স্থির, হতবুদ্ধি প্রায়।
অস্তমিত দিবাকর। সন্ধ্যার আঁধারে
অবলুপ্ত বনভূমি। কুটীরের দ্বারে
বসিয়া প্রতাপসিংহ নীরব নিস্পন্দ,
গভীর চিন্তায় মগ্ন। বসিয়া অদূরে
লক্ষ্মীদেবী করিছেন আহার্য্য রাত্রির
প্রস্তুত সবার তরে। কিছু দূরে তার
ক্রীড়ারত তাঁহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক

শিশু পুত্রকন্যাগণ। অন্ধকারাবৃত
তরুলতাগুল্মাকীর্ণ অরণ্যের পানে
চাহিয়া প্রতাপসিংহ লাগিলা ভাবিতে—
"বিংশ বর্ষ গত প্রায় মোগলের সনে
হইয়াছে মেবারের যে যুদ্ধ সূচিত,
হইল না অদ্যাবধি অবসান তার!
কে জানে, আরও কত বর্ষব্যাপী এই
জ্বলিবে সমরানল! বিংশবর্ষব্যাপী
করি এ ভীষণ রণ মোগলের সনে
লভেছে প্রতাপসিংহ কোন্ ফল আজি?
মেবারের অধীশ্বর ছিল যে একদা,
আজি তার সে মেবারে রাখিতে মস্তক
নাই এতটুকু স্থান! মেবারের রাণা
রাজ্যহীন, দুর্গহীন, গৃহহীন আজি,
সহায়-সম্বলহীন। শ্বাপদসঙ্কুল
দুর্গম অরণ্যে, কিম্বা পর্ব্বত-কন্দরে,
করিতেছে বাস আজি তস্করের প্রায়!
বন হ'তে বনান্তরে, কিম্বা, শৈল হ'তে
শৈলান্তরে, জনহীন প্রান্তরে প্রান্তরে,
হইতেছে বিতাড়িত। মোগলের ভয়ে

লুক্কায়িত আজি গিরিগহ্বরে, ভূগর্ভে।
গৃহ—তরুতল, শয্যা—তৃণাবৃত ভূমি,
কঠিন প্রস্তর—উপাধান, আহারীয়—
তৃণচূর্ণবিনির্ম্মিত পিষ্টক, অথবা
অরণ্যসঞ্জাত ফল। ইহাও আবার
নাহি জুটে সব দিন—কভু অর্দ্ধপক্ক,
কভু অর্দ্ধভুক্ত খাদ্য করি পরিহার,
ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান পুত্রকন্যাসহ
হয় বাধ্য পলায়নে। কভু সারাদিন
বন হ'তে বনান্তরে হইয়া তাড়িত,
শ্রান্ত দেহে যবে গিরিগহ্বরে নিশীথে
গভীর নিদ্রায় মগ্ন, হয়তঃ তখন
সহসা বহিল বৃষ্টি মুষল ধারায়
প্লাবি অনাবৃত স্থল। কাটিয়াছে নিশি
নিদ্রাহীন তরুতলে, দাঁড়াইয়া পার্শ্বে
শিশুপুত্রকন্যাক্রোড়ে সিক্ত দেহে রাজ্ঞী।
কভু বন্য হিংস্র জন্তু আক্রমণ হ'তে
রক্ষিতে সন্তানগণে, উচ্চ বৃক্ষকাণ্ডে
করিয়া প্রোথিত লৌহ কীলক বলয়,
বংশকরণ্ডিকা মধ্যে স্থাপি শিশুগণে

রাখিয়াছে বিলম্বিত গহন কাননে।
এইরূপে অনাহারে আর অনিদ্রায়
গত কত দিবা নিশি! পিতা হ'য়ে যিনি
অক্ষম ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় সলিল,
করিতে সন্তানে দান, শত ধিক্ তারে!
অথবা সন্তানে যেবা—"
উঠিল সহসা
কাঁদিয়া বালিকা এক উচ্চরবে। রাজ্ঞী
ছুটিয়া নিমেষে অঙ্কে লইলা কন্যায়।
ভাঙ্গিল রাণার চিন্তা। হেরিলা অদূরে
পার্ব্বত্য মার্জ্জার এক লইয়া পিষ্টক
মুখে তার, করিতেছে দ্রুত পলায়ন।
জিজ্ঞাসি রাজ্ঞীকে রাণা হইলা বিদিত—
বালক-বালিকাগণ পিষ্টক ভক্ষণে
ছিল যবে রত, এই মার্জ্জার তখন
আসি চুপি চুপি পার্শ্বে করিয়াছে চুরি
কন্যার পিষ্টকখানি, কাঁদিতেছে তাই
বালিকা। বিষাদে চিত্ত হইল রাণার
পরিপূর্ণ, চিন্তাকুল হইল হৃদয়।
অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে

সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক হইল পতিত
অকস্মাৎ। মহারাজ্ঞী হেরিলা বিস্ময়ে
বাষ্পাকুল নেত্রে রাণা আছে দাঁড়াইয়া
চাহি দূর বন পানে!

রাজ্ঞী— এ কি ভাবান্তর
প্রভু, তব! কেন আজি রাণার হৃদয়ে
এ বিষাদ, কাতরতা?

রাণা— নহি আমি রাণা
লক্ষ্মি, আর। অদৃষ্টের রূঢ় পরিহাস
এ উপাধি, লক্ষ্মি, মম। নাহি আজি যার
দাঁড়াবার স্থান বিশ্বে, রাণা সে কি, হায়?

রাজ্ঞী— প্রভু, প্রভু, কেন আজি এ বিষাদ তব?

রাণা— ক্ষুদ্র যে বনের পাখী, সেও, লক্ষ্মি, হায়,
করি খাদ্য আহরণ আপন শাবকে
করে দান। কিন্তু, আমি মানুষ হইয়া
অক্ষম ক্ষুধায় অন্ন করিতে প্রদান
সন্তানের মুখে আজি।

রাজ্ঞী— এ কি ভ্রান্তি, প্রভু!
পারেন সহিতে যদি ক্লেশ দুর্ব্বিবহ
রাণা নিজে, পারে না কি পুত্রকন্যাগণ

সহিতে সামান্য ক্লেশ ?

রাণা— এত দিন, লক্ষ্মি,

পুত্রকন্যাগণ মম সহিয়াছে যেই

দুঃখ ক্লেশ দিবানিশি, স্বার্থপর আমি

দেখেও দেখিনি তাহা।

থাকি নিরুত্তর

ক্ষণকাল নত শিরে, কহিলেন রাণা

পুনরায়—

"লক্ষ্মি, আমি করিয়াছি স্থির,

করিব মোগল সনে সন্ধির প্রস্তাব,

করিব এ সমরের আশু অবসান।"

রাজ্ঞী— ভাবিবে মোগল তবে—মেবারের রাণা

বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ পরিশ্রান্ত রণে,

বিপদের সম্মুখীন হইতে কাতর।

বিংশবর্ষব্যাপী, প্রভু, যেই মেবারের

স্বাধীনতা রক্ষা তরে করিয়াছ রণ,

বিংশবর্ষব্যাপী যেই অক্ষয় গৌরব

রক্ষিতে করেছ তব সর্ব্বস্ব অর্পণ,

আজি পুত্রকন্যাদের হেরি ক্ষুদ্র ক্লেশ

করিবে কি সে গৌরব হেলায় বর্জ্জন ?

রাণা— পুত্রকন্যাদের ক্লেশ নহে, লক্ষ্মি, আজি
বিষাদের একমাত্র কারণ আমার।
মেবার শ্মশান আজি। উঠে হাহাকার
মেবারের গৃহে গৃহে। বহে রক্তসিন্ধু
প্লাবিয়া মেবারভূমি। মেবারের আজি
কত পিতা পুত্রহীন, পিতৃহীন কত
পুত্র, কত নারী পতিপুত্রহীনা, হায়!
এই যে দুর্দ্দশা আজি মেবারের, লক্ষ্মি,
কি কারণ তার? নহে এ কাল সমর
হেতু তার? বৃদ্ধ বীর দেবীসিংহ, যার
কৃপায় আজিও আছি জীবিত আমরা,
সেই দেবীসিংহ এই সমর-অনলে
গৃহ, রাজ্য, দুর্গ, পত্নী, পুত্র, কন্যাগণে,
করিয়া আহুতি দান সর্ব্বরিক্ত আজি
এই অধমের তরে। তবু, কিন্তু, হায়,
নহে আশা পূর্ণ তার! করে অভিলাষ
নিজেরও প্রাণ, লক্ষ্মি, করিতে প্রদান
এ সমরে। নাহি জানি দেবীসিংহ কত
আরও এ হেন আছে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে
পতিপুত্রপিতাভ্রাতৃহীনা নারী এক

শোকাতুরা উন্মাদিনী হানি বক্ষে তার
তীক্ষ্ণ অস্ত্র, করিয়াছে পদতলে মম
বিসর্জ্জন প্রাণ তার, করি পদ মম
রঞ্জিত শোণিতে তার। ইহা যদি, হায়,
হয় রাজ্য উদ্ধারের পন্থা, লক্ষ্মি, তবে
সে রাজ্য প্রতাপসিংহ চাহে না কখন।

রাজ্ঞী— শ্রান্ত তুমি প্রভু, এবে। লভ ক্ষণকাল
বিশ্রাম। সময়ান্তরে করিও ইহার
আলোচনা, আপনার কর্ত্তব্য নির্ণয়।

ধরিয়া রাজ্ঞীর কর অবনত শিরে
কুটীরাভ্যন্তরে রাণা করিলা প্রবেশ
ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত বিষণ্ণ-আনন।

একবিংশ সর্গ

গিরিপ্রান্তর—কর্ত্তব্যনির্ণয়।

বিজন অরণ্যে উচ্চ গিরিপদমূলে
ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডোপরি বসি চিন্তামগ্ন
একাকী প্রতাপসিংহ বাহ্যজ্ঞানহীন।
“মহারাণা”
চমকিয়া উঠিলেন রাণা।
দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে দলপতিগণ
প্রবীণ সর্দ্দারবৃন্দ।
গোবিন্দসিংহ— মহারাণা, এ কি
শুনিতেছি—অসময়ে দিল্লী নগরীর
গৃহে গৃহে হইতেছে কি উৎসব আজি?
গৃহচূড়ে, সৌধশীর্ষে, বিজয় কেতন
কি হেতু উড়িছে আজি? কেন রাজপথ

লোকারণ্য ? মুখরিত বাদ্যগীতিরবে ?
কেন আলোকিত নিশি ? কি হেতু সম্রাট
করিছেন অকাতরে অর্থ বিতরণ
দরিদ্রে ? সৈনিকগণ কেন দলে দলে
তুলি উচ্চ জয়ধ্বনি করিছে নগর
পর্য্যটন ? মহারাণা, হয় না বিশ্বাস,
দিল্লীশ্বর আকবর শাহ মেবারের
রাণায় সমরে আজি করি পরাজয়
করিয়াছে এ উৎসব-আদেশ প্রচার !

রাণা— সত্য, বন্ধু, দিল্লীশ্বর আকবর শাহ
করি মেবারের এই অযোগ্য রাণায়
পরাজিত, করিয়াছে দেশব্যাপী এই
উৎসবের আয়োজন।

গোবিন্দসিংহ— হল্‌দীঘাটের
রণক্ষেত্রে মেবারের দ্বাবিংশ সহস্র
সৈন্য মধ্যে, পঞ্চদশ সহস্র সৈনিকে
করি ধ্বংস, মেবারের যে বীর রাণায়
পারেনি করিতে জয়, বিনা যুদ্ধে আজি
মেবারের সে রাণায় কিরূপে মোগল
করিয়াছে পরাভূত নাহি বুঝি তাহা।

রাণা— নিজ হ'তে করি, বন্ধু, বশ্যতাস্বীকার
মোগলের, করিয়াছি সন্ধিভিক্ষা আমি।
গোবিন্দসিংহ—দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য মধ্যে পঞ্চদশ
সহস্র সৈন্যের পতনেও রাণা যেই
শত্রুর বশ্যতা নাহি করেন স্বীকার,
না করেন সন্ধিভিক্ষা, আজি কোন্ হেতু
বিনাযুদ্ধে সে বশ্যতা, সেই সন্ধিভিক্ষা,
করিলেন, মহারাণা?
রাণা— দ্বাবিংশ সহস্র
সৈন্য মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক
যদিও নিহত, সপ্ত সহস্র সৈনিক
ছিল তবু সে সময়। সে হেতু তখন
বশ্যতা স্বীকার, কিম্বা সন্ধি প্রার্থনার,
হয় নাই প্রয়োজন শত্রুর সহিত।
কিন্তু, বন্ধুবর, সপ্তসহস্র সৈনিক
থাক্ দূরে, সপ্তশত সৈন্যও আমার
নাই আজি। শত্রুসৈন্য অদ্যাবধি, কিন্তু,
অসংখ্য অগণ্য। এই বিপুল সৈন্যের
সহিত এ মুষ্টিমেয় মেবার সৈন্যের
রণ, ক্ষুদ্র করকোষে বিশাল সিন্ধুর

বারিসেচনের ন্যায় অসম্ভব, বন্ধু।
গোবিন্দসিংহ— নাহি থাকে যদি সপ্ত সহস্র সৈনিক,
আছে সপ্তশত তবু। এই সপ্তশত
রণক্ষেত্রে যদবধি না করে শয়ন,
তদবধি কেন, রাণা, নাহি করিলেন
শত্রুর সহিত রণ?
রাণা— কি ফল তাহাতে
বন্ধু? আর সপ্তশত বীর রাজপুত
করিত মৃতের সংখ্যা বর্দ্ধিত কেবল।
না হ'ত চিতরোদ্ধার, না হ'ত মেবার
স্বাধীন।
গোবিন্দসিংহ— ক্ষতি কি, রাণা? নহে কি তাহাও
এই বশ্যতার, এই হীনতার চেয়ে
শ্রেয়ঃ শতগুণ?
রাণা— কিন্তু, করি যদি অদ্য
বশ্যতা স্বীকার, কল্য পারি সম্ভবতঃ
হইতে স্বাধীন পুনঃ। আকবর শাহ
মহাবল পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান অতি,
রাজনীতিবিচক্ষণ। বংশধর তাঁর
কি বিশ্বাস হইবেন শক্তিমান্ হেন।

শুনিয়াছি, যুবরাজ সেলিম যেরূপ
বিলাসী, আমোদপ্রিয়, সুরাসক্ত তথা।
মহাবল আকবর শাহের সময়ে
অসম্ভব যাহা আজি, কেবা জানে তাহা
হবে না সম্ভব এই সেলিমের কালে
ভবিষ্যতে। কিন্তু, যদি অদ্য এই রণে
মেবারের বীরবৃন্দ হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত,
মেবারের স্বাধীনতা-আশা চিরতরে
হবে লুপ্ত। হবে এই রাজপুত নাম
জগৎ হইতে লুপ্ত চিরতরে, বন্ধু।

গোবিন্দসিংহ— কে বা জানে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, রাণা?
থাক্ ভবিষ্যৎ দূরে, কল্যকার কথা
নাহি জানে কেহ অদ্য। সম্ভব যেমন
আকবর শাহ স্থানে হীনতর কোন
নৃপতির অধিষ্ঠান, সম্ভব তেমন
প্রতাপসিংহের স্থানে হীনতর কোন
রাণারও অধিষ্ঠান।

রাণা— নহে অসম্ভব।

গোবিন্দসিংহ— শত্রুর নিকট এই সন্ধি প্রার্থনার
পূর্ব্বে, মেবারের যেই সর্দ্দারেরা, আর

মেবারের পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিমণ্ডল,
বিংশবর্ষব্যাপী আজি রাণার সহিত
করিতেছে এই রণ, ছিল না কি, হায়,
রাণার উচিত সেই বন্ধুবর্গ সনে
বারেক করিতে যুক্তি ? পূর্ব্বে বহুবার
করিতে গ্রহণ যুক্তি যাহাদের রাণা
করেননি দ্বিধা জ্ঞান, যাদের অমতে
কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বে কোনদিন
নাহি করিতেন রাণা, আজিও তাহারা
করিত না কুমন্ত্রণা প্রদান রাণায়।

রাণা— করি না, সালুম্ব্রাপতি, অস্বীকার আমি
ত্রুটি মম। এই দীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী
যে সকল বীরবৃন্দ দিয়ে আত্মসুখে
জলাঞ্জলি, হাসিমুখে সর্ব্ববিধ ক্লেশ
সহিছেন আমা তরে, তাঁদের অমতে
করিয়া শত্রুর সনে সন্ধির প্রস্তাব,
করিয়াছি আমি যেই অপরাধ আজি,
ক্ষমার অযোগ্য তাহা। কিন্তু, নিরুপায়-
জানি আমি কার্য্য মম নাহি করিবেন
সমর্থন কভু তাঁরা। সেই হেতু আমি

করি নাই তাঁহাদের মন্ত্রণা গ্রহণ।
গোবিন্দসিংহ— কিন্তু, রাণা, মোগলের দাসত্ব স্বীকারে
রাজস্থানে একমাত্র ছিল যে মেবার
নিষ্কলঙ্ক এতদিন, হবে না কি তার
গৌরবে কলঙ্কপাত ?
রাণা— গৌরব ? কি সেই
গৌরব, সালুম্ব্রাপতি ? হায়, এতদিন
নাহি থাকিতাম যদি এই গৌরবের
মোহে ভ্রান্ত, নাহি যদি থাকিতাম এই
গৌরবের মহিমায় মুগ্ধ, কিম্বা যদি
নাহি থাকিতাম অন্ধ এই গৌরবের
প্রখর জ্যোতিতে, তবে হেরিতাম কবে
মেবার শ্মশানভূমি ! বহিছে মেবারে
রক্তসিন্ধু, দাবানল জ্বলিছে ভীষণ !
বুঝিতাম কবে, বন্ধু, এ কাল সমরে
তোমরা, এ মেবারের বীরপুত্রগণ,
রক্ষিতে আমার স্বার্থ করিয়াছ, হায়,
কি মহান্ স্বার্থত্যাগ ! কহ, বন্ধু, আজি
কোথা গৃহ তোমাদের ? কোথা প্রিয়তম
পত্নীপুত্র পরিবার ? কেন এ অরণ্যে

করিতেছ বাস আজি? বন্য ফল মূলে
করিতেছ ক্ষুন্নিবৃত্তি? কি হেতু তোমরা
কেহ পুত্রহীন, কেহ পিতৃহীন, কেহ
ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, সহায়বিহীন,
সর্ব্বস্ববিহীন কেহ? নহি দায়ী আমি
এ সবের? যদি আমি করিতাম, বন্ধু,
প্রথমেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার,
তা হ'লে কি এই যুদ্ধ ঘটিত কখন?
হইত কি মেবারের এ দুর্দ্দশা কভু?
স্বহস্তে যে বিষবৃক্ষ করেছি রোপণ,
করিলাম আজি তাহা স্বহস্তে কর্ত্তন।

গোবিন্দসিংহ—মহারাণা যেই ক্লেশ পারেন সহিতে,
অসহ্য কি সেই ক্লেশ আমাদের শুধু?
নহে কষ্টকর যদি রাণার নিকট
তরুতলে বাস, তৃণশয্যায় শয়ন,
ভূর্জ্জপত্রে আহার ও বন্যফলমূল
ভক্ষণ, অরণ্যে গিরিগহ্বরে নিবাস,
আমাদের পক্ষে শুধু কষ্টকর তাহা?
না হন যদ্যপি রাণা ক্লিষ্ট বা কাতর
অনাহারে অনিদ্রায়, আমরা কি শুধু

হইব কাতর তায় ? কিম্বা, যদি আজি
হয়ে থাকে এ সন্দেহ রাণার হৃদয়ে—
রাণার ক্লেশের অংশ করিতে গ্রহণ
অক্ষম আমরা আজি, আশাকরি, রাণা
করিয়া প্রকাশ তাহা করিবেন আশু
আমাদের ব্যথা দূর।

রাণা— বৃথা এ আশঙ্কা
বন্ধু, তব। এ সন্দেহ স্বপ্নেও কখন
হয় নাই এ হৃদয়ে উদিত আমার।
আমার ক্লেশের অংশ করিয়া গ্রহণ
যে গৌরব, যে আনন্দ, কর বোধ, বন্ধু,
তোমরা, আমার চেয়ে নাহি জানে কেহ
বেশী তাহা। কিন্তু, বন্ধু, কোন্ অধিকারে
করি আমি তোমাদিকে দুঃখভাগী মম ?

গোবিন্দসিংহ— বন্ধুত্বের অধিকারে। প্রজার উপর
রাজার যে অধিকার, সেই অধিকারে।

রাণা— আমারও এতদিন ছিল এ ধারণা,
আজি, কিন্তু, সে ধারণা পাইয়াছে লোপ।

গোবিন্দসিংহ— কিসে লুপ্ত সে ধারণা ?

রাণা— সেই উন্মাদিনী

রমণীর আত্মহত্যা করিয়াছে মম
ভ্রান্তি দূর।
ধীরে ধীরে সৈন্য একজন
রাণার সম্মুখে আসি করিল সম্ভ্রমে
নিবেদন—
"দিল্লী হ'তে সমাগত দূত
রাণার দর্শনপ্রার্থী।"

রাণা— কর উপনীত
হেথা।
ক্ষণকাল পরে সৈনিকের সনে
আসি দূত সসম্ভ্রমে করিয়া কুর্ণিস
রাণায়, লিপিকা দুই করিল প্রদান
করে তাঁর। যথাযোগ্য করি সম্ভাষণ
করিলেন রাণা দূতে বিদায় প্রদান।
অতঃপর নত শিরে নীরবে সে লিপি
করি পাঠ ধীরে ধীরে কহিলেন রাণা
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক করি পরিত্যাগ
সবিষাদে—
"বন্ধুগণ, মোগলপতির
প্রত্যুত্তর এই লিপি—লিখেছেন তিনি-

একত্রিংশ সর্গ

"দিল্লীশ্বর আকবর শাহ মেবারের
মহারাণা বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের
করিয়া বন্ধুত্ব লাভ, করিছেন মনে
আপনাকে এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আজি
ভাগ্যবান্ বিবেচিত। আকবর শাহ
করিবেন অদ্যাবধি রাণায় তাঁহার
শ্রেষ্ঠতম মিত্র জ্ঞান। রাণার আসন
অতঃপর দিল্লীর এ দরবার গৃহে
ভারতের অন্য যত রাজন্যবর্গের
পুরোভাগে, সম্রাটের আসনের পার্শ্বে,
দক্ষিণে প্রতাপসিংহ, মানসিংহ বামে,
মেবার ও অম্বরের অধিপতিদ্বয়
রহিবেন দুই পার্শ্বে সম্রাটের দুই
শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি।"
রহি ক্ষণকাল রাণা নীরব চিন্তিত
কহিলেন পুনরায়—
"বন্ধুগণ, এই
দ্বিতীয় লিপিকা—কবি পৃথ্বীরাজ করি
এই হতভাগ্যে লক্ষ্য করেছেন, হায়,
বিরচিত এ কবিতা। লিখেছেন তিনি—

বীরের ভ্রান্তি

(১)

বিংশবর্ষব্যাপী ব্যাধ সহস্র চেষ্টায়
পারেনি করিতে ধৃত
কি জীবিত, কিবা মৃত,
যে বিহগে, আজি সে কি নিজের ইচ্ছায়

(২)

করিবে ব্যাধের করে বন্দীত্ব স্বীকার ?
প্রিয় স্বাধীনতা তার
করি হর্ষে পরিহার
পরিবে কি কণ্ঠে আজি দাসত্বের হার ?

(৩)

যে অরণ্য বায়ু বারি ফল শস্য দানে
করিয়াছে অনুক্ষণ
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ,
করিয়াছে শ্রান্তি দূর শীতল ব্যজনে,

(৪)

সে অরণ্যে আজি, হায়, করি পরিহার
সুবর্ণ পিঞ্জরে পশি
সুবর্ণ আসনে বসি
পরিবে কি পদে স্বর্ণ শৃঙ্খলের ভার

(৫)

নির্ব্বোধ ভল্লুকে হর্ষে যাদুকরগণ
করি পদে শৃঙ্খলিত
করে নৃত্য প্রদর্শিত,
কেশরী অরণ্যে গর্ব্বে করে বিচরণ !

(৬)

হয় বনস্পতিশির বাত্যায় আনত,
হয় ক্ষেত্র বিকর্ষিত,
হয় তৃণ বিদলিত,
পর্ব্বত গৌরবে, কিন্তু, রহে সমুন্নত !

(৭)

অগণ্য তারকা করে গগনে বিহার,
কিন্তু, আলো করে দান
এক চন্দ্র দীপ্তিমান্,
এক রবি জগতের হরে অন্ধকার !

(৮)

হিন্দুই হিন্দুর আশা ভরসা সহায়,
এ সঙ্কট-কালে, হায়,
এই রাজপুতনায়
ত্যজিলে প্রতাপসিংহ কে রক্ষিবে তায় ?

(৯)

হিন্দু নরনারী আজি মনুষ্যত্বহীন,
রাজপুত বীরগণ
মোহনিদ্রা-অচেতন,
রাজপুত নারী ধর্ম্মভ্রষ্টা পরাধীন।

(১০)

এ বিশাল হিন্দুস্থান পণ্যশালা আজি,
এক জন ক্রেতা তার,
এই রাজপুতনার
নর নারী আজি তার পণ্যদ্রব্যরাজি।

(১১)

এ বিশাল পণ্যালয়ে হ'তেছে বিক্রীত
শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাধীনতা,
রমণীর পবিত্রতা,
হিন্দুর গৌরব মান হ'তেছে লুণ্ঠিত!

(১২)

হিন্দুস্থানে এতদিন ছিল যে মেবার
অমূল্য ও অবিক্রীত,
স্বাধীন, গৌরবান্বিত,
আজি সে মেবার, হায়, হবে কি ক্রেতার

(১৩)

করেছেন ক্রয় ক্রেতা যদিও সকলে,
প্রতাপে করিতে ক্রয়
মানে ক্রেতা পরাজয়,
আজি সে প্রতাপ হবে ক্রীত অবহেলে ?

(১৪)

যদিও প্রতাপসিংহ রাজ্য, সুখ, ধন,
নশ্বর ঐশ্বর্য্যচয়
হারায়েছে সমুদয়,
হারাননি ক্ষাত্রধর্ম্ম অমূল্য রতন।

(১৫)

কে সহায় ক্ষত্রিয়ের ? অসি ও বীরত্ব ;
সে বীরত্ব, তরবার,
আজিও অক্ষুণ্ণ যাঁর,
কি হেতু নিরাশ তিনি ? কেন ক্ষুব্ধচিত্ত ?

(১৬)

নহে চিরজীবী নর, ক্রেতা ও বিক্রেতা
যবে বৈতরণীতীরে
হবে উপনীত ধীরে
বুঝিবেন আপনার ভ্রম ও মূর্খতা।

(১৭)

ক্ষণস্থায়ী সুখতরে অবিনাশী মান
করে যেবা পরিহার,
তাহার অধিক আর
আছে কি জগতে মূঢ় নির্ব্বোধ অজ্ঞান ?

(১৮)

রাজপুতনার এই শূন্য ক্ষেত্রে যবে
আসিবে ক্ষত্রিয়গণ
করিতে বীজবপন,
কাহার নিকট হবে উপনীত সবে ?

(১৯)

প্রতাপ সে ক্ষাত্রধর্ম্ম হারাইলে, হায়,
কে করিবে বীজ দান,
কে করিবে ফলবান্
মরুভূমিতুল্যা এই রাজপুতনায় ?

(২০)

মহাবীর হামিরের যে বংশ মহান্
আজিও অকলঙ্কিত,
রাজস্থানে সম্পূজিত,
করিবে প্রতাপ তায় কলঙ্ক প্রদান ?

(২১)

আজিও একটি দীপ আছে প্রজ্জ্বলিত
রজনীর অন্ধকারে
শৈলাচ্ছন্ন এ মেবারে,
করিবে প্রতাপ সেই দীপ নির্ব্বাপিত ?

(২২)

পথহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজপুতগণে
কে করিবে পুনরায়
পথ প্রদর্শন, হায়,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত এ ঘোর কাননে ?

(২৩)

মেবারের এক দীপ করি নির্ব্বাপিত,
করিছে মোগলগণ
দীপমালা অগনন
এ দিল্লীর গৃহে গৃহে আজি প্রজ্জ্বলিত।

(২৪)

যেই বীর পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক
হলদীঘাটের রণে
আত্মপ্রাণ বলি দানে
রক্ষিল দেশের মান সমরে নির্ভীক,

(২৫)

তাহাদের আত্মা যবে শোকাকুল প্রাণে
আসমুদ্র হিমালয়
ভ্রমিবে ভারতময়,
জিজ্ঞাসিবে তাহাদের বংশধরগণে—

(২৬)

পরাধীন দাস জাতি করিতে সৃজন
করেছি কি মোরা দান
এ জীবন, এই প্রাণ ?
কি উত্তর করিবে সে প্রদান তখন ?

(২৭)

কি আশে প্রতাপসিংহ অমূল্য রতন
এই স্বাধীনতা ধন
করিছেন বিসর্জ্জন,
কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ নির্ব্বাচন ?

(২৮)

ভিখারী হ'য়েও তিনি রাজরাজেশ্বর
যার বলে এইক্ষণ,
হারাইয়া সে রতন
হবেন ভিখারী তিনি হ'য়ে পৃথ্বীশ্বর ।

(২৯)

হারাইলে রাজ্য তাহা পাবেন আবার,
কিন্তু, যদি একবার
হারান এ কীর্ত্তি তাঁর,
এ জীবনে সে গৌরব পাবেন না আর।

(৩০)

জাগিলে প্রতাপসিংহ জাগে হিন্দুস্থান,
প্রতাপের অসিবলে
হোক্ পুনঃ ধরাতলে
ভারত স্বাধীন, কিম্বা ভারত শ্মশান!

হইল সমাপ্ত লিপি। গভীর বিষাদে
নীরব প্রতাপসিংহ। নিরাশায় প্রাণ
আকুলিত, উদ্বেলিত বারিধির প্রায়।
নীরব সর্দ্দারবৃন্দ, দলপতিগণ।
ধীরে ধীরে ত্যজি এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস
বিষাদনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলা প্রতাপ—
"পৃথ্বীরাজ, বৃথা তব অভিযোগ, কবি।
মানুষের সাধ্য যাহা, করিয়াছি তাহা
এতদিন। আজি আমি দেশরাজ্যহীন।

গৃহহীন, দুর্গহীন, সৈন্য-অর্থ-অস্ত্র-
সহায়-সম্বলহীন, অরণ্যনিবাসী
ফল-মূল-পত্রাহারী। কিন্তু, শত্রু মম
প্রবল প্রতাপান্বিত, মহাশক্তিমান্।
সৈন্যবল, অস্ত্রবল, অর্থবল তার
অসীম, অপরিমিত। এ বারিধিস্রোতঃ
কার সাধ্য করে রোধ বালির বন্ধনে?
সম্ভব হইলে, কবি, দেখা'তাম আজি
পাষাণ হৃদয় এই করিয়া বিদীর্ণ,
কি বিষাদ, কি নৈরাশ্য, আছে স্তূপীকৃত
হৃদয়ের স্তরে স্তরে! রাজপুতনার
অযোগ্য সন্তান আমি। আমা হ'তে যদি
পবিত্র এ সূর্য্যবংশ হয় কলঙ্কিত,
এ অধম হতভাগ্যে পার যদি কভু,
করিও মার্জ্জনা, কবি।"

থামিল প্রতাপ।

এক বিন্দু অশ্রু ধীরে বহিয়া কপোল
হইল পতিত নিম্নে। করি মুখরিত
নির্জ্জন প্রস্তরাবৃত কানন প্রদেশ,
অশ্বপৃষ্ঠে শক্তসিংহ হইলেন বেগে

উপনীত। অগ্রজের চরণ উপরি
হইয়া পতিত শক্ত কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"দুর্দ্দান্ত মোগলগণে করি পরাজয়
করিয়াছি ফিনশর দুর্গ অধিকার।
এই ভিক্ষা চাহে দাস—ত্যজি এ অরণ্য
চল, রাণা, চল সেথা পরিজন সহ।
ভ্রাতার বাসনা পূর্ণ কর, ভ্রাতঃ, আজি।"
করি শক্তসিংহে স্নেহে আলিঙ্গন ধীরে
কহিলা প্রতাপসিংহ—
"ক্ষম এ অযোগ্য
ভ্রাতায় তোমার, শক্ত। নাহি প্রয়োজন
দুর্গে প্রতাপের আর। মোগলের সনে
নাই প্রতাপের, ভ্রাতঃ, শত্রুতা এখন।
মোগলের মিত্র আজি রাণা মেবারের।"

শক্তসিংহ— মোগলের মিত্র আজি রাণা মেবারের!
এ কি পরিহাস, রাণা?

প্রতাপসিংহ— নহে পরিহাস।
সত্য ইহা, শক্তসিংহ। নিজ হ'তে আমি
করিয়াছি মোগলের বশ্যতা স্বীকার,
করিয়াছি সন্ধি-ভিক্ষা।

শক্তসিংহ— পারি কি জানিতে
হেতু তার ?
প্রতাপসিংহ— অসম্ভব রণ অতঃপর ।
কোথা সৈন্য ? কোথা অস্ত্র ? কোথা অর্থ, হায় !
কে করিবে রণ, শক্ত ?
শক্তসিংহ— যত সৈন্য, রাণা,
চাও তুমি, দিব আমি । ফিনশর দুর্গ
কিরূপে করিনু জয় ? নাহি জান, রাণা,
কি মহিমা নামে তব । রাজপুতনার
পথে আসিবার কালে কহিয়াছি আমি—
'প্রতাপসিংহের ভ্রাতা আমি শক্তসিংহ
চলিয়াছি স্বাধীনতা-সমরে প্রতাপে
করিতে সাহায্য দান । রাজপুতনার
বীরপুত্র, বীরনারী, থাক যদি কেহ,
এস ত্বরা'—দলে দলে নরনারী কত
হইল যে উপনীত এই কথা শুনি
ত্যজি সর্ব্ব কার্য্য, রাণা, কি বলিব তাহা ।
আসে মাতা ত্যজি পুত্র, ধাত্রী ত্যজি শিশু,
কুলবধূ গৃহস্থলী, পাচিকা রন্ধন ।
ত্যজিল কৃষাণ কৃষি, শ্রম শ্রমজীবী,

কৃপণ সঞ্চিত অর্থ, ভোক্তা ভোজ্য, নিদ্রা
নিদ্রিত, বিশ্রাম শ্রান্ত। আসিল সকলে
ছুটিয়া। রমণীগণ খুলি গাত্র হ'তে
দিল আভরণ হর্ষে। দেখিতে দেখিতে
হল সমবেত পঞ্চসহস্র সৈনিক।
করিলাম অনায়াসে ফিনশর জয়।
দাও এক পক্ষ মাত্র সময় আমায়,
পঞ্চাশৎ সহস্রের অধিক সৈনিক
করিব প্রদান আমি।

প্রতাপসিংহ— কি হইবে তায়?
বিনা অস্ত্রে, বিনা অর্থে, শুধু সৈন্যে কভু
সম্ভব কি রণ, শক্ত?

শক্তসিংহ— করিব নির্ম্মাণ
অস্ত্র মোরা, সৈন্যগণ নাহি চাহে অর্থ।

প্রতাপসিংহ— নহে তাহা, শক্তসিংহ, সম্ভব কখন।
কি খাইবে সৈন্যগণ? কি পরিবে তারা?
কি খাইবে তাহাদের পুত্র পরিবার?
কে দিবে উত্তর তার? মেবার শ্মশান,
শস্যহীন মরুভূমি। মেবারাধিবাসী
কপর্দ্দকশূন্য আজি, দারিদ্র্যপীড়িত।

"আমি দিব অর্থ, রাণা।"
হইল ধ্বনিত
উচ্চ কণ্ঠে অকস্মাৎ, করিয়া কম্পিত
বিজন অরণ্যভূমি। সমবেত সবে
হেরিল বিস্মিত নেত্রে, দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
যষ্ঠীশিরে দেহভার করিয়া বিন্যস্ত
বৃদ্ধ মন্ত্রী ভীমশাহ কম্পিতশরীর।

ভীমশাহ— আমি দিব অর্থ, রাণা। এই মেবারের
রাজকার্য্যে মন্ত্রীরূপে এ দাসের বংশ
পুরুষানুক্রমে আজি পঞ্চশত বর্ষ
করিয়াছে যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন,
এক কপর্দ্দক তার নাহি করি ব্যয়
করিয়াছি এতদিন সঞ্চিত আমরা।
সেই অর্থে পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্যের
দ্বাদশ বর্ষের ব্যয় হইবে নির্ব্বাহ।
সেই অর্থ, মহারাণা, করিয়া গ্রহণ
কর এ দাসের আজি সার্থক জীবন।

অপার বিস্ময়ে রাণা হতবুদ্ধি প্রায়
রহিলেন ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে নীরব,
স্তম্ভিত, বিমূঢ়চিত্ত, বাক্‌শক্তিহীন।

অতঃপর নিম্নস্বরে ক্ষণকাল পরে
কহিলেন—
"এ কি স্বপ্ন হেরিতেছি আমি
জাগ্রত ! অথবা, কর্ণে শুনিতেছি এ কি
উন্মত্তের অর্থহীন প্রলাপ বচন !
কিম্বা, এ কি কুহকিনী আশার ছলনা !
না পারি বুঝিতেকিছু।"

ভীমশাহ— নহে স্বপ্ন, রাণা,
নহে উন্মত্তের ইহা প্রলাপ বচন,
কিম্বা, নহে কুহকিনী আশার ছলনা।
যথা সত্য ওই রবি, আকাশ, ভূতল,
এ কানন, ওই শৈল. এই তরুলতা,
তথা সত্য ধ্রুব ইহা। নাহি জানে মিথ্যা
এই দাস, কিম্বা, নাহি সাজে প্রভু সনে
ভৃত্যের ধৃষ্টতা, এই পরিহাস, রাণা।
"কিন্তু, কিন্তু,"
চিন্তান্বিত কহিলা প্রতাপ—
"যেই অর্থ, মন্ত্রী, এই মেবার একদা
দারুণ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের হেতু
করেছে প্রদান পারিশ্রমিক-স্বরূপ,

কোন্ অধিকারে, মন্ত্রী, করিব গ্রহণ
সেই অর্থ আজি আমি? যদিও প্রতাপ
দরিদ্র, অধর্ম্মাচারী নহে, কিন্তু, তবু।
অনাহারে প্রাণ যদি যায়ও তাহার,
তথাপি প্রতাপসিংহ অক্ষম প্রজার
এক কপর্দ্দক, মন্ত্রী, করিতে হরণ।”

ভীমশাহ— নহে এই অর্থ, রাণা, তোমার আমার।
অথবা তোমাকে নহে প্রদত্ত এ ধন।
মেবারের অর্থ আজি প্রদত্ত মেবারে
মেবারের কার্য্য হেতু। তুমি, আমি, রাণা,
উপলক্ষ শুধু তার। কোন্ অধিকারে—
করিবে গ্রহণ, রাণা? সেই অধিকারে—
যেই অধিকারে আজি বিংশবর্ষব্যাপী
তুমি, রাণা, রাজ্যসুখ করিয়া বর্জ্জন
বনবাসী, সর্ব্বত্যাগী, কঠোর সন্ন্যাসী।
যথা তুমি, তথা আমি এই মেবারের
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দাস, অধম সন্তান।
মহাপ্রাণ তুমি, রাণা, এ মেবার তরে
করেছ সর্ব্বস্ব দান। আমি ক্ষুদ্র দাস
করিতেছি এ সামান্য অর্থ দান শুধু

মেবারের সেবা তরে। অযোগ্য বলিয়া
যদ্যপি মেবার এই ক্ষুদ্র দান মম
করে প্রত্যাখ্যান আজি, বুঝিব তাহলে
নাই হতভাগ্য কেহ আমার অধিক
এ মেবারে, এ জগতে।
বসি জানু পাতি
রাণার চরণপ্রান্তে কৃতাঞ্জলি পুটে
কহিল আবেগে বৃদ্ধ—
"অতি আশা করি
উপনীত এই দাস চরণে তোমার!
করিও না, মহারাণা, নিরাশ এ দাসে।"
তুলি বৃদ্ধ ভীমশাহে সযতনে অতি
ধরি কর, মহারাণা কহিলা উচ্ছাসে
আবেগ-কম্পিতকণ্ঠ অশ্রুপূর্ণআঁখি—
"ধন্য তুমি, ধন্য আমি, ধন্য এ মেবার!
নিরাশায় হতবুদ্ধি জ্ঞানহীন আমি
উন্মত্তের প্রায় আজি যেই স্বাধীনতা
করি ত্যাগ, দাসত্বের কলঙ্কে মেবারে,
এই সূর্য্যবংশে, এই শিশোদীয় কুলে,
হয়েছিনু কলঙ্কিত করিতে উদ্যত,

তুমি আজি তাহা হ'তে করিলে আমায়
রক্ষা, মন্ত্রী। নহে, হায়, ইহাই কেবল—
করি দেবতায় সাক্ষী দেবের সম্মুখে
যে প্রতিজ্ঞা করেছিনু একদা গ্রহণ,
সে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গরূপ মহাপাপ হ'তে
তুমিই করিলে রক্ষা এ অধমে আজি।
নাহি ভাষা কৃতজ্ঞতা করিতে জ্ঞাপন।
পিতৃতুল্য তুমি, মন্ত্রী, কর আশীর্ব্বাদ—
তোমার এ দান যেন হয় আমা হ'তে
সফল সার্থক আজি। আজি হ'তে তুমি
এ মেবারে, রাজস্থানে, হবে পরিচিত
'মেবার-উদ্ধার-কর্ত্তা!' এ মহান্ নামে।

ভীমশাহ— না, না, রাণা, এ মহান্ গৌরবের যদি
থাকে যোগ্য ব্যক্তি কেহ, তুমিই সে জন।
এই ক্ষুদ্র দান মম করেছ যে তুমি
গ্রহণ করুণা করি, তাহাতেই আমি
ধন্য, রাণা, এ জীবন সার্থক আমার।

প্রতাপসিংহ— সর্দ্দার গোবিন্দসিংহ, ভাই শক্তসিংহ,
বন্ধুগণ, সাময়িক দুর্ব্বলতা বশে
যদি কোন ব্যথা আমি দিয়ে থাকি আজি

তোমাদিকে অনিচ্ছায়, ক্ষমাপ্রার্থী আমি।
ভ্রান্ত আমি, বন্ধুগণ, করেছিনু মনে
এ অধম প্রতি বুঝি বিরূপ দেবতা,
কিন্তু, এবে সেই ভ্রান্তি দূরীভূত মম।
দেবতা সহায় যার, কি ভয় তাহার?
মেবারের ভাগ্যলক্ষ্মী, করিও মার্জ্জনা
অধম সন্তানে এই। কর আশীর্ব্বাদ
নাহি হই যেন, মাতঃ, লক্ষ্যভ্রষ্ট পুনঃ।
বন্ধুগণ, এস সবে করি অতঃপর
আসন্ন সমর তরে কর্ত্তব্য নির্ণয়।
"জয় মেবারের জয়, জয় প্রতাপের,
জয় মন্ত্রী ভীমশাহ মেবারত্রাতার।"
শতকণ্ঠে জয়ধ্বনি হইল ধ্বনিত
মেবার কানন, শৈল, করিয়া কম্পিত।

দ্বাবিংশ সর্গ

মহাপ্রয়াণ।

নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে অধীর হৃদয়ে
চিন্তাকুল আকবরশাহ নত শিরে
নিরত পাদচারণে। বসিয়া সম্মুখে
এক পার্শ্বে মহারাজা মানসিংহ, আর
অন্য পার্শ্বে মহব্বৎখাঁ। সেনাপতিদ্বয়
নির্ব্বাক্। নিস্তব্ধ কক্ষ। থামি অকস্মাৎ
অর্দ্ধ পথে, করি শির উন্নত সবেগে,
চাহি সম্মুখস্থ সেনাপতিদ্বয় পানে
তীব্র নেত্রে, কহিলেন আকবরশাহ—
"মহারাজ মানসিংহ, বিংশবর্ষব্যাপী
করিয়া ভীষণ রণ করেছিনু মোরা
যে সকল নগর ও দুর্গ অধিকার,

একটি বর্ষও নাহি হইতে অতীত,
হস্তচ্যুত মোগলের একে একে সব ?
অতীব অদ্ভুত ইহা ! দীর্ঘ বিংশ বর্ষ
করি রণ প্রাণপণ পারেনি যে জন
করিতে একটি বার জয়লাভ কভু,
কিরূপে সে জন আজি হ'ল অকস্মাৎ
এ হেন দুর্দ্দমনীয়, অজেয় সমরে,
না পারি বুঝিতে তাহা। না পারি বুঝিতে
সুদীর্ঘ বিংশতি বর্ষ যে মোগলগণ
করিয়াছে প্রদর্শন অতুল বীরত্ব,
আজি অকস্মাৎ তারা হইল কিরূপে
হেন হীনবীর্য্য, হেন শক্তিহীন ? আজি
কোথায় সে শৌর্য্য, রণকৌশল, সাহস,
মোগলের ? এ কি সত্য, কিম্বা ইন্দ্রজাল,
অক্ষম বুঝিতে আমি।

মানসিংহ— সত্য, দিল্লীশ্বর,
ইহা, নহে ইন্দ্রজাল। যদিও অদ্ভুত
আকস্মিক, নহে, কিন্তু, অহেতুক তবু।
দীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী রাজপুতগণ
কি ভাবে মোগল সনে করিয়াছে রণ,

নহে অবিদিত তাহা সম্রাটের কভু।
দরিদ্র প্রতাপসিংহ ছিল এত দিন
কপর্দ্দকমাত্রহীন। সৈন্যদল তার
অর্থাভাবে, খাদ্যাভাবে, হইয়া কাতর
হয় বাধ্য সঙ্গ তার করিতে বর্জ্জন।
অর্থহীন, সৈন্যহীন অস্ত্রহীন রাণা
বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী কামানসজ্জিত
মোগলের সুবিশাল সৈন্যদল সহ
কিরূপে জিনিবে রণ? তাই পদে পদে
ঘটে তার পরাজয়, আর দুর্গাবলী
হয় একে একে অধিকৃত মোগলের।
অর্থাভাবে, অস্ত্রাভাবে, সৈন্যাভাবে, যবে
হয় অতঃপর রণ অসম্ভব তার,
করেন প্রতাপসিংহ সন্ধির প্রস্তাব।
হেন কালে অকস্মাৎ হয়ে উপনীত
বৃদ্ধ মন্ত্রী ভীমশাহ করেন প্রদান
পঞ্চশত বৎসরের সঞ্চিত বিপুল
অর্থ, যাহা পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্যের
দ্বাদশ বর্ষের ব্যয় পারে অনায়াসে
করিতে নির্ব্বাহ। সেই অর্থের সাহায্যে

করে রাজপুতগণ অস্ত্রের নির্ম্মাণ,
পঞ্চাশৎ সহস্রাধিক সৈন্যের সংগ্রহ।
বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ছিল দরিদ্র যে জন,
নিরস্ত্র ও নিঃসহায়, নহে আজি তাহা।
আজি তারা শৈলরুদ্ধ গিরিতটিনীর
মুক্ত স্রোতঃরাশি প্রায় প্রবল দুর্ব্বার।
প্রবাহিত তীব্রোচ্ছ্বাসে প্লাবি রাজস্থান,
ভাসাইয়া মোগলের সৈন্যে তৃণবৎ
দুর্জ্জয় তরঙ্গবেগে।

আকবরশাহ— ধন্য শক্তি তব
হে প্রতাপসিংহ। বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে তুমি
হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে মোগলের করে
লভেছিলে যেই ক্ষতি, বিংশ বর্ষ পরে
দেবীরের রণক্ষেত্রে আজি তুমি, বীর,
করিলে গ্রহণ তার পূর্ণ প্রতিশোধ!
কিন্তু, কিন্তু, মহারাজ মানসিংহ, কই
মেবারে প্রেরিত দূত নহে প্রত্যাগত
কি হেতু এখনো?

মানসিংহ— বৃথা এই চিন্তা তব
দিল্লীশ্বর। নাহি কোন শঙ্কার কারণ

প্রতাপ হইতে তব।

আকবরশাহ— কি বিশ্বাস তার?
দিল্লীশ্বর আকবরশাহের অধিক
আছে কি জগতে শত্রু প্রতাপসিংহের?
পঞ্চবিংশ-বর্ষ-ব্যাপী এই নিদারুণ
কে তাহার দুর্গতি ও ক্লেশের কারণ?
কে তাহাকে করে রাজ্যহীন গৃহহীন?
করে বাধ্য বনে বনে করি বিচরণ
করিতে পশুর ন্যায় জীবন ধারণ?
আজি যদি সে সুযোগ হয় উপস্থিত,
করিবে সে দ্বিধা কভু মুহূর্ত্তের তরে
সে সবের প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ?
মহাশত্রু আকবর প্রতাপসিংহের,
সে আকবরশাহের প্রাণাধিক প্রিয়
পৌত্র পৌত্রী বন্দী আজি প্রতাপের করে!
ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঘটে কি সুযোগ
প্রতিশোধ গ্রহণের? না, না, মহারাজ
মানসিংহ, এ দারুণ সঙ্কটসময়ে
অনুচিত আমাদের এই নিশ্চেষ্টতা।
মহব্বৎ, যাও ত্বরা, কর এ আদেশ

আমার, সৈনিক মধ্যে প্রচারিত আশু—
যে আছে যে স্থানে যেই কার্য্যে নিয়োজিত,
অবিলম্বে সেই স্থান হইতে সে জন
ত্যজি সেই কার্য্য যেন হয় উপস্থিত
এ দিল্লীনগরে ত্বরা সমরে সজ্জিত।
আজি আকবরশাহ স্বয়ং সমরে
হইবেন অগ্রসর। প্রতাপসিংহের
থাকে যদি পঞ্চাশৎ সহস্র সৈনিক,
পঞ্চাশৎ লক্ষ সৈন্য আকবরশাহ
করিবে বিপক্ষে তাঁর সমবেত রণে।
পুনরায় উত্তেজিত আকবরশাহ
লাগিলেন দ্রুত পদে অধীর হৃদয়ে
করিতে পাদচারণ। কহিলেন পুনঃ
মহারাজ মানসিংহ—
"অনুচিত এই
অধীরতা সম্রাটের। সম্রাটের ন্যায়
এ দাসও শত্রু এক প্রতাপসিংহের।
হন যদি দিল্লীশ্বর দুর্গতির হেতু
প্রতাপসিংহের, তবে নহে কি, সম্রাট্,
অনুষ্ঠিত সে দুর্গতি এ দাস কর্ত্তৃক ?

তথাপি প্রতাপসিংহ পেয়েও সুযোগ
করেনি সে শত্রু প্রতি এতটুকু, হায়,
অন্যায়াচরণ কভু। পঞ্চ মাস পূর্ব্বে
প্রতাপসিংহের সৈন্য যখন আমার
করে বিলুণ্ঠিত শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যনগরী
মল্লপুর, সে সময় যদ্যপি প্রতাপ
করিত এ অভিলাষ, অনায়াসে তবে
পারিত করিতে নাশ পুত্র কন্যা সহ
পরিজন-বর্গে মম। কিন্তু, পরিবর্ত্তে
করে এ আদেশ দান সৈন্যগণে তার—
বাল, বৃদ্ধ, রমণীর প্রতি যেই জন
করিবে অন্যায় কোন, হবে প্রাণদণ্ডে
দণ্ডিত সে জন। হেন হৃদয় যাহার,
সে কি কভু সাধারণ মানব, সম্রাট্ ?
আছে কি তুলনা বিশ্বে মহত্ত্বের তার ?
পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে অযাচিত ভাবে
প্রতাপসিংহের গৃহে হ'য়ে উপনীত,
নিদারুণ অপমান লভিয়া সে দিন
ভেবেছিনু যাকে আমি হীনতম, হায়,
আজি তাকে মহত্তম ভাবিতেছি আমি।

প্রতাপসিংহের ন্যায় ছিল না সে দিন
আমার ঘৃণার পাত্র, আজি তার ন্যায়
পরম শ্রদ্ধার পাত্র নাই কেহ মম।"
থামিল অম্বররাজ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ।
কহিলেন মহব্বৎ খাঁ ধীরে—
"জাঁহাপনা,
মহারাজ মানসিংহ কহিলেন যাহা,
নহে মিথ্যা ঘুণাক্ষরে। আমি সাক্ষী তার
হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে ঝালাপতি মান্না
না করিলে প্রাণদান, অস্ত্রাঘাতে যার
হইত প্রতাপসিংহ ধরাতলশায়ী,
সেই আমি হই যবে প্রতাপসিংহের
করে বন্দী, অনায়াসে করেন আমায়
মুক্তি দান প্রাণদণ্ড বিনিময়ে তিনি।
সে প্রতাপসিংহ আজি অপ্রাপ্তবয়স্ক
সম্রাটের পৌত্র পৌত্রী প্রতি উৎপীড়ন
করিবেন, এ বিশ্বাস হয় না আমার।"
আকবরশাহ— মহারাজ মানসিংহ স্বজাতি তাঁহার,
মহব্বৎ ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের প্রতি
বন্ধুভাব স্বাভাবিক। কিন্তু, যে সেলিম

প্রতাপসিংহের পুত্রে করেছেন বধ
নিজ হস্তে, আজি তার পুত্র ও কন্যায়
পুত্রশোকাতুর রাণা করিবেন ক্ষমা,
এ নহে সম্ভব কভু।

অনুচর এক
পশি কক্ষে হেন কালে করিল প্রদান
সসম্ভ্রমে সম্রাটের করে লিপি এক।
ব্যগ্র চিত্তে লিপি পাঠ করি সমাপন
নিমেষে, সম্রাট্ উচ্চ উঠিল হাসিয়া।
কহিলেন মানসিংহে হর্ষে আত্মহারা—
"মহারাজ মানসিংহ, লিখেছে সেলিম
পুত্র কন্যা সহ অন্য পরিজনবর্গে
করেছে প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা দান।
সুস্থ দেহে নিরাপদে প্রত্যাগত সবে।
নহে শুধু, নহে কোন অশিষ্টাচরণ
অনুষ্ঠিত, পক্ষান্তরে প্রতাপসিংহের,
রাজপুত সৈন্যদের, ভদ্রতাসৌজন্যে
অতিশয় মুগ্ধ তারা।"

মানসিংহ— দেখুন, সম্রাট,
এখন, সত্য কি মিথ্যা আমার বচন।

মহব্বৎ খাঁ— আমারও এ বিশ্বাস ছিল বরাবর।
আকবরশাহ— যে অমোঘ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি আমি,
থাকুক প্রতাপসিংহ, অসাধ্য দেবের
প্রতিরোধ তার, মহারাজ মানসিংহ।
অগণিত মানবের জীবন লইয়া
ক্রীড়া যথা, সেই স্থানে দুই বা দশের
মৃত্যুতে কি আসে যায়? কিন্তু, তার দ্বারা
কি লাভ হইত তাঁর? নাহি লভিতেন
চিতোর প্রতাপসিংহ।
মানসিংহ— নাহি হয়, কিন্তু,
মনে মম, দিল্লীশ্বর, ভয়ে কিম্বা লোভে,
সম্মত প্রতাপসিংহ মুক্তি দানে এই।
মহব্বৎ খাঁ— আমারও সে ধারণা।
মেবার হইতে
প্রত্যাগত দূত ধীরে করিয়া প্রবেশ
প্রকোষ্ঠে, করিল অভিবাদন সম্রাটে।
হাসি মুখে দিল্লীশ্বর কহিলেন তাকে—
"প্রীত আমি অতিশয় কৃতকার্য্যতায়
তব, দূত। কহ, কবে করেন বাসনা
চিতোরে করিতে রাণা পুনরাগমন?

করিয়াছ দুর্গাধ্যক্ষে আদেশ আমার
বিজ্ঞাপন যথোচিত ?”

দূত— জাঁহাপনা, এই
করুন গ্রহণ লিপি মেবার রাণার।
করেছেন ব্যক্ত তিনি অভিলাষ তাঁর
লিপিকায় বিস্তারিত, দুর্গাধ্যক্ষে আমি
করিয়াছি সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন
যথোচিত।

করি পাঠ লিপিকা রাণার
কহিলেন দিল্লীশ্বর গম্ভীর বচনে—
“মহারাজ মানসিংহ, সত্য বাণী তব
করেছেন প্রত্যাখ্যান প্রস্তাব আমার
ঘৃণায় প্রতাপসিংহ। লিখেছেন তিনি—
মানবচরিত্রাভিজ্ঞ আকবরশাহ
আজিও অক্ষম এই প্রতাপসিংহের
চরিত্রবিচারে, ইহা অতীব অদ্ভুত।
করিত প্রতাপসিংহ রাজ্যাকাঙ্ক্ষা যদি,
কিম্বা যদি অর্থস্পৃহা থাকিত তাহার,
হইত না আকবরশাহের নিকৃষ্ট।
পার্থিব বিভব, আর প্রভুত্ব, গৌরব,

না করিত ইহাদের উপরে যত্তপি
মহত্ত্বকে স্থান দান, হইত কি তবে
প্রতাপসিংহের এই দুরদৃষ্ট আজি ?
পারে যদি কোন দিন, নিজ ভুজবলে
করিবে প্রতাপসিংহ চিতোর উদ্ধার,
করিবে চিতোরদুর্গে প্রবেশ আবার
স্বাধীন নৃপতিরূপে। নহে, কিন্তু, কভু
মোগলের দাসরূপে মোগলকৃপায়।
বরং তাহার চেয়ে করিবে বর্জ্জন
চিতোর-উদ্ধার-আশা জন্মের মতন।
আর, রাজপুত কভু পরাজিত বন্দী
শত্রু প্রতি নাহি করে অশিষ্টাচরণ।
রণক্ষেত্রে যতক্ষণ রহিবে অরাতি
সম্মুখীন, বধে তার ক্ষত্রিয় কখন
নাহি করে দ্বিধা বোধ। কিন্তু, যেইক্ষণ
করে সেই শত্রু তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
অবধ্য সে ক্ষত্রিয়ের—ক্ষত্ররণনীতি
ইহা। কিন্তু, নাহি জানি কি নীতি অন্যের,
কি বা নীতি মোগলের।”
রহি কিছুক্ষণ

নীরব, কহিল পুনঃ আকবরশাহ—
"ভেবেছিনু আমি, রাণা প্রতাপসিংহের
নাই সমকক্ষ কেহ শৌর্য্যে ও বীরত্বে।
বুঝিতেছি এবে, নাই সমকক্ষ তার
হৃদয়ের মহত্ত্বেও। ধন্য তুমি, রাণা।
ধন্য রাজস্থান, ধন্য হিন্দুস্থান এই,
যে দেশে তোমার জন্ম। যদি অমি আজি
নাহি হইতাম এই আকবরশাহ,
চাহিতাম হৃষ্ট চিত্তে পরিবর্ত্তে তার
হইতে প্রতাপসিংহ। ভেবেছিনু আমি
এতদিন, স্থান তব বহু নিম্নে মম,
বুঝিতেছি আজি, তুমি বহু ঊর্দ্ধে মম।"
থামিলেন পুনরায়। থাকি চিন্তাকুল
কিছুক্ষণ, কহিলেন আবার সম্রাট—
"যাও, দূত, যাও ত্বরা মেবারে আবার।
মহাত্মা প্রতাপসিংহে কর নিবেদন
এ প্রার্থনা মম, যেন আজি হ'তে তিনি
না করেন আকবরশাহে শত্রু জ্ঞান।
আজি হ'তে তুর্কী সনে নাহি দ্বন্দ্ব তাঁর।
করিবে মোগল সৈন্য আজি হ'তে তাঁর

রাজ্য ত্যাগ। যত দিন রহিবেন তিনি
জীবিত, মোগল সৈন্য করিবে না কভু
মেবারে প্রবেশ পুনঃ। আর যে সকল
দেশ কিম্বা দুর্গ তাঁর ক'রেছে মোগল
অধিকার, সমুদয় করিবে বর্জ্জন।
রহিবে না একজন মোগলও আর
অতঃপর কোন দেশে, কোন দুর্গে তাঁর।
মহারাজ মানসিংহ, করুন আপনি
প্রচারিত এ আদেশ রাজ্য মধ্যে মম।"

করিয়া বিদায় দান দূতে পুনরায়
করিলেন সভাভঙ্গ আকবরশাহ।

অপরাহ্ন দিবসের। চিতোরদুর্গের
সন্নিকটবর্ত্তী শৈলকাননবেষ্টিত
পেশোলার সুবিশাল সরোবরতীরে
ক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে ভূমির উপর
শায়িত তৃণশয্যায় মেবারের রাণা
পীড়িত প্রতাপসিংহ। বেষ্টিয়া রাণায়
দাঁড়াইয়া চতুষ্পার্শ্বে উদ্বিগ্ন নির্ব্বাক্
মেবারসর্দ্দারবৃন্দ। ধীরে ধীরে এক
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি কহিলেন রাণা

ক্ষীণ স্বরে—

"হা অদৃষ্ট! ইহাও কি ছিল
ভাগ্যে মম! দীর্ঘ পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী
করি রণ যেই জন হয়নি কাতর,
আজি সে অক্ষম রণে! এতদিন পরে
দুর্ব্বল প্রতাপসিংহ, শক্তিহীন আজি!
শত্রুর কৃপার পাত্র! নহে মোগলের
আক্রমণযোগ্য আর! সালুম্ব্রাধিপতি,
ইহাপেক্ষা মৃত্যুও যে ছিল শ্রেয় মম।"

গোবিন্দসিংহ— মহারাণা, কেন বৃথা হতেছেন আজি
কাতর আপনি এত। আকবরশাহ
নন্ এতদূর হীন, মেবারের রাণা
প্রতাপসিংহকে আজি করিবেন মনে
অক্ষম সমরে তিনি। বীর যে প্রকৃত,
শত্রুরও বীরত্বে সে হয় বিমোহিত,
হয় মুগ্ধ শত্রুরও মহত্ত্বে সে, রাণা।
তদুপরি মহারাণা পীড়িত এখন,
শয্যাগত, শক্তিহীন ব্যাধির কবলে।
যদ্যপি আমরা, রাণা, মোগলরাজের
এই আচরণ রাণা প্রতাপসিংহের

বীরত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি হৃদয়ের
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভিন্ন ভাবি অন্য কিছু,
নিঃসন্দেহ, রাণা, তবে করিব আমরা
অবিচার তাঁর প্রতি। হউন আপনি
সুস্থ, রাণা। পুনরায় মোগলের সনে
যুঝিব আমরা রণে। করিব আবার
মোগলের হস্ত হ'তে চিতোর উদ্ধার।
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস রাণা ক্ষুণ্ণ স্বরে ধীরে
কহিলেন—
"বন্ধুবর, বৃথা এ সান্ত্বনা!
এই হতভাগ্য হ'তে হবে না সাধিত
সেই কার্য্য এ জীবনে। আমি মেবারের
অধম সন্তান, বন্ধু। ঘুচিল না, হায়,
আমা হ'তে মেবারের অধীনতা আর।
রহিল এ দুঃখ মম, মৃত্যুতেও শান্তি
জুটিবে না অভাগার।"

গোবিন্দসিংহ— মহারাণা, দাস
চাহে এক ভিক্ষা আজি।

রাণা— কি প্রার্থনা, বন্ধু?

গোবিন্দসিংহ— এই ভিক্ষা চাহে দাস—মহারাণা আজি

এই সব দুশ্চিন্তায় না করেন যেন
আকুল হৃদয় তাঁর, বর্দ্ধিত এ পীড়া।
থাকি নিরুত্তর ক্ষণকাল, সমবেত
মেবারসর্দ্দারবৃন্দে করি সম্বোধন
কহিলেন পুনঃ রাণা—
"বন্ধুগণ, এই
দীর্ঘ পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী তোমাদিকে
করি এই অভাগার দুর্ভাগ্যের সাথী,
করিয়াছি আমি যেই ক্লেশ ও দুঃখের
ভাগী সবে, আজি এই অন্তিম সময়ে
যাচিতেছি তোমাদের ক্ষমা তার তরে।
করি ক্ষমা, অভাগায় দাও, বন্ধুগণ,
করিতে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ।"
নীরব সর্দ্দারবৃন্দ। বাষ্পাকুল নেত্রে
চাহি ধরণীর পানে আনত বদনে।
কহিল গোবিন্দসিংহ—
"মহারাণা, যদি
রাণায় বিদায়দান তুল্য নিদারুণ
দুর্ভাগ্য সত্যই আজি হয়ে থাকে, হায়,
আমাদের উপস্থিত, জানিবেন, রাণা,

হয় যদি প্রয়োজন, করিব আমরা
বিদীর্ণ হৃদয়, তবু দিব না রাণায়
করিতে বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ।"

রাণা— ধন্যবাদ, বন্ধুগণ। একটি পাষাণ
হৃদয় হইতে মম উত্থিত এখন।

গোবিন্দসিংহ—থাকে যদি অন্য কোন দুঃখের কারণ,
করুন প্রকাশ, রাণা, নিঃসঙ্কোচে তাহা।
যদ্যপি প্রকাশ তার ক্লেশের কারণ
হয়ও বা আমাদের, জানিবেন, রাণা,
ততোধিক ক্লেশকর হবে আমাদের
গোপন তাহার, রাণা। তদপেক্ষা আর
কি দুর্ভাগ্য, কিম্বা পরিতাপের বিষয়,
থাকিবে না আমাদের।

থাকিয়া নীরব
ক্ষণকাল, পুনরায় কহিলেন রাণা—
"একটি প্রার্থনা শুধু আছে, বন্ধু, মম
চাহিবার।"

গোবিন্দসিংহ— মহারাণা, করুন আদেশ।
যদ্যপি পালনে তার হয় প্রয়োজন
করিব আমরা, রাণা, জীবন অর্পণ।

রাণা— ধন্যবাদ। বন্ধুগণ, লও একবার
গৃহের বাহিরে মুক্ত প্রাঙ্গণে আমায়।
অতঃপর সন্তর্পণে ধরিয়া সকলে
করিল রাণায় গৃহ হইতে বাহির।

রাণা— কর, বন্ধু, এই ভাবে শায়িত আমায়,
পারি যেন শয্যা হ'তে করিতে দর্শন
চিতোর দুর্গের শীর্ষ।
করিল রাণায়
শায়িত সে ভাবে সবে। রহিল চাহিয়া
চিতোরদুর্গের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে
নির্ব্বাক প্রতাপসিংহ। ক্ষণকাল পরে
ধীরে শীর্ণ করদ্বয় করি উত্তোলন
করিল ললাটে যুক্ত। করিল উদ্দেশে
প্রণাম। কহিল ক্ষীণ স্বরে সবিষাদে—
"ক্ষমিও, জননি, এই অধম সন্তানে
ছিল আশা, করিব, মা, দাসত্বশৃঙ্খল
মুক্ত তব। কিন্তু, আশা হইল না পূর্ণ।"
প্লাবি শীর্ণ গণ্ডদ্বয় নয়ন হইতে
বহিল ক্ষীণাশ্রুধারা, করি পরিষিক্ত
উপাধান। লক্ষ্মীদেবী বসি পদপ্রান্তে

করিছেন পদসেবা। বসিয়া শিয়রে
কুমার অমরসিংহ করিছেন শিরে
কেশগুচ্ছে করাঙ্গুলি সঞ্চালন ধীরে।
"পিতা, পিতা,"
ব্যথাতুর কহিল কুমার
মুছি অশ্রুধারা ধীরে নয়ন হইতে—
"কেন, পিতা, এ বিষাদ? পারি না যে আর
হেরিতে এ দুঃখ তব।"
হ'লো রুদ্ধ কণ্ঠ
বেদনায়। অশ্রুধারা বহিল নয়নে।
এক করে কুমারের ধরি করদ্বয়
ধরিল চাপিয়া বক্ষে। স্থাপি অন্য কর
কুমারের নত শিরে কহিলেন রাণা—
"করিতেছি আশীর্ব্বাদ—হও সুখী, বৎস।
আমা হ'তে যেই কার্য্য হ'লো না সাধিত,
হোক্ তাহা সিদ্ধ, বৎস, তোমা হ'তে পরে।"
অতঃপর সমবেত দলপতিগণে
করি সম্বোধন ধীরে কহিলেন রাণা—
"বন্ধুগণ, আজি এই বিদায় মুহূর্ত্তে
আছে এক ভিক্ষা মম। কর যদি তাহা

পূর্ণ, তবে এ দুঃখেও পারিব মুদিতে
নয়ন শান্তিতে মম।”

গোবিন্দসিংহ— আমরাও, রাণা,
আকুল শুনিতে তাহা। কি আছে জগতে
অদেয় রাণায় আমাদের ?

রাণা— বন্ধুগণ,
আজিও বালক এই অমর আমার,
সংসারানভিজ্ঞ, জ্ঞানহীন ও চঞ্চল।
ঝটিকাবিক্ষুব্ধ এই বিপৎ সাগর
পারিবে না একাকী সে হইতে উত্তীর্ণ।
কর্ণধারহীন তরী হয় যথা মগ্ন
সিন্ধুনীরে, হইবে সে বিপদ সাগরে
নিমগ্ন, বঞ্চিত যদি হয় তোমাদের
সহায়তালাভে। তাই এ প্রার্থনা মম,
বালকসুলভ চপলতা বশে যদি
করেও বা কোন দিন অন্যায়াচরণ,
করিও মার্জ্জনা তাকে। আর এই দীর্ঘ
পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী করেছ আমায়
সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, অবিরত
যে সাহায্য দান, বন্ধুগণ, তাহা হ’তে

না হয় বঞ্চিত যেন অমর কখন।
নাহি হয় যতদিন চিতোর উদ্ধার,
ততদিন নাহি দিও করিতে তাহাকে
ক্ষান্ত এই রণ। যদি দুর্ব্বুদ্ধির বশে
স্বাধীনতা বিনিময়ে চাহেও অমর
শত্রুর মিত্রতা কভু, করিও তাহায়
বিরত সে কার্য্যে সদা উপদেশ দানে।
তোমাদের হস্তে তাকে করি সমর্পণ
করিতেছি আজি আমি বিদায় গ্রহণ।

সর্দ্দারগণ— করি সাক্ষী দেবতায় করিতেছি মোরা
এ শপথ, যতদিন রহিব জীবিত,
করিব অমরসিংহে সাহায্য এবং
চিতোর উদ্ধার তরে চেষ্টা অবিরত
যথাসাধ্য আমাদের।

রাণা— নাই চিন্তা আর
কিছু মম, বন্ধুগণ। পারিব এখন
পরম নিশ্চিন্তে মম মুদিতে নয়ন।

উঠিল ফুটিয়া নেত্রে আননে রাণার
শান্তির আনন্দরশ্মি মুহূর্ত্তের তরে।
ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় আসিল মুদিয়া

তন্দ্রাচ্ছন্ন। তন্দ্রাঘোরে দেখিলেন রাণা
অদ্ভুত স্বপন এক। দেখিলেন যেন—
বিজন অরণ্যে ক্রীড়ারত রাজপুত্র
গুহের ললাটে ভীল বালক নির্ভীক
স্বহস্তে অঙ্গুলি এক করিয়া ছেদন,
করিতেছে রক্তে তার অঙ্কিত তিলক।
দেখিলেন অতঃপর—তরুণবয়স্ক
বাপ্পারাও মানরাজ মস্তক হইতে
করি উন্মোচন রত্নখচিত কিরীট,
করিছেন আপনার মস্তকে স্থাপন।
তারপর দেখিলেন—আলাউদ্দিনের
হস্ত হ'তে ভীমসিংহে করিতে উদ্ধার,
ছদ্মবেশী রাজপুত যোদ্ধাপরিপূর্ণ
সপ্তশত বস্ত্রাবৃত শিবিকা চিতোর
করিতেছে পরিত্যাগ। পরক্ষণে তার
দেখিলেন—মহাবীর সমরসিংহ
যবন কবল হ'তে করিতে উদ্ধার
ভারতের স্বাধীনতা, পৃথ্বীরাজ সহ
করি রণ ঘোরতর দৃষদ্বতীতীরে
করিছে শয়ন হর্ষে। পরক্ষণে তার—

দ্বাবিংশ সর্গ

নিবিড় জলদমালা আসি অকস্মাৎ
করিল চিতোরাচ্ছন্ন।   কৃষ্ণ মেঘজাল
করিয়া অপসারিত চিতোরদুর্গের
প্রাকার উপরে হইলেন আবির্ভূতা
চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী।   করি ভীমনাদে
কম্পিত মেবারভূমি কহিলেন দেবী—
'মেই ভুখা হুঁ'।   রাণা লক্ষ্মণসিংহ
একাদশ পুত্র সহ হৃদয়শোণিতে
করিলেন প্রীত তাঁকে।   দেখিলেন রাণা
অতঃপর—মহাবীর হাম্বির সদর্পে
করি মালদেবে সিংহাসনচ্যুত নিজে
বসিয়া আসনে তাঁর।   তারপর—বীর
রাণা কুম্ভ মালব ও গুজরাটরাজে
করি রণে পরাজিত, চিতোরদুর্গের
অভ্যন্তরে সুবিশাল উচ্চ জয়স্তম্ভ
করিছেন প্রতিষ্ঠিত।   অতঃপর রাণা
দেখিলা— সমরশতবিজয়ী বীরেন্দ্র
এক চক্ষু, এক হস্ত, এক পদ হীন,
অশীতিআঘাতচিহ্নশোভিতশরীর
নির্ভীক সংগ্রামসিংহ অদ্ভুত বিক্রমে

ফতেপুর রণক্ষেত্রে স্তম্ভিত বাবরে
করিছেন আক্রমণ। তারপর—তাঁর
জনক উদয়সিংহে ক্ষত্রকুলাঙ্গার
বনবীরহস্ত হ'তে রক্ষিতে, আপন
শিশু পুত্রে মহিয়সী ধাত্রী পান্না হর্ষে
করিছেন ঘাতকের হস্তে সমর্পণ।
হইল আবার যেন চিতোর নগরী
আচ্ছন্ন জলদজালে। বিদ্যুৎরূপিনী
চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী নিবিড় তিমির
করিয়া বিদীর্ণ যেন উল্কা প্রায় বেগে
ছুটিলেন উন্মাদিনী করি পরিত্যাগ
চিতোরে রোরুদ্যমানা।

"মা, মা,"

উচ্চরবে

উঠিলেন মহারাণা করিয়া চীৎকার।
খুলিয়া নিমেষ তরে আঁখিপত্রদ্বয়
হইল চিরমুদ্রিত। ডুবিল তপন
পশ্চিম গগনে ধীরে। দীর্ঘ পঞ্চবিংশ
বর্ষব্যাপী চরিত্রের প্রভায় যাহার
ছিল এ ভারতবর্ষ, এই রাজস্থান,

আলোকিত, অস্তমিত হইল সে রবি
মেবারের ভাগ্যাকাশে। রাজপুতনার
শেষ দীপ নির্ব্বাপিত হইল সহসা
দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝাবাতে! পড়িল খসিয়া
ভারত-আকাশ হ'তে ভারত-সমুদ্রে
উজ্জ্বল নক্ষত্র এক! অভ্রভেদী শৃঙ্গ
হিমাদ্রির ভূমিতলে হইল লুণ্ঠিত!
ধরণীর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধরাবক্ষ হ'তে
করিল জন্মের মত বিদায় গ্রহণ।
রাজপুতকুলরবি! বীরের আদর্শ!
জননীর বরপুত্র! স্বদেশপ্রেমিক!
ভারতের একমাত্র আশার প্রদীপ!
রাজপুতনার মহাশক্তি অরিন্দম!
হিন্দুর গৌরবসূর্য্য! যাও তবে, যাও
শান্তির অমরধামে। পূর্ণ ব্রত তব।
নাই সেথা দুঃখ ক্লেশ, দুর্ব্বলের প্রতি
প্রবলের অত্যাচার, মানবে মানবে
নাই হিংসা, নাই দ্বেষ। এ জীবনে তব
সহিয়াছ যত ক্লেশ, দুঃখ, নির্য্যাতন.
আজি তার অবসান। লভ, বীরশ্রেষ্ঠ,

বিশ্রাম শান্তির ক্রোড়ে। কি দুঃখ তোমার?
যদ্যপি জীবনব্যাপী এ সাধনা তব
অপূর্ণ, সে দোষ নহে তোমার, হে বীর।
যতদিন ভারতের অধিবাসিগণ
ভুলি স্বার্থ, ভুলি দ্বন্দ্ব, ভুলি হিংসা দ্বেষ,
জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে হবে না মিলিত
একতায়, ততদিন ভারতবর্ষের
ঘুচিবে না এ দুর্দ্দিন। যাও আজি তুমি,
আসিবে সে দিন যবে, আসিও আবার;
হবে সেই দিন পূর্ণ সাধনা তোমার।
জননীসদৃশা জন্মভূমির সেবায়
যে মহান্ আত্মোৎসর্গ, ত্যাগের আদর্শ,
যেতেছ রাখিয়া আজি, হে রাজর্ষি, তুমি
এই রাজপুতনায়, যতদিন, হায়,
রহিবে ভারতবর্ষে, এই ভূমণ্ডলে,
একটি নর বা নারী, ততদিন তব
সে আদর্শ, আত্মোৎসর্গ, ত্যাগের মহিমা,
রহিবে জাগ্রত বিশ্ববাসীর হৃদয়ে।
যেই আত্মোৎসর্গরূপ ভক্তির কমল
হৃদয়শোণিতে তব করিয়া চর্চ্চিত,

করিয়াছ, দেশভক্ত, দেশজননীর
চরণে অর্পণ অর্ঘ্য, যেই হোমশিখা
করিয়াছ প্রজ্জ্বলিত, হে ঋত্বিক্, তুমি
ভারতের দেবালয়ে, যুগ যুগান্তর
রহিবে সে শতদল অম্লান, সে শিখা
রহিবে অনির্ব্বাপিত। হবে তাহাদের
উজ্জ্বল আলোকে আর মধুর সৌরভে
আলোকিত সুরভিত ভারতবর্ষের
প্রতি গৃহ। মেবারের প্রান্তরে, কাননে,
অভ্রভেদী আরাবল্লী শিখরে গহ্বরে,
হলদীঘাটের গিরিবত্মে ও সানুতে,
রহিবে অঙ্কিত তব এ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি
পাষাণে ও মৃত্তিকায়, বৃক্ষের বল্কলে!
জগতের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে
রহিবে মুদ্রিত ইহা! কাব্য ও সঙ্গীত
গাঁইবে অনন্তকাল এ অতুলনীয়
গৌরবকাহিনী তব অমর ভাষায়!

সম্পূর্ণ